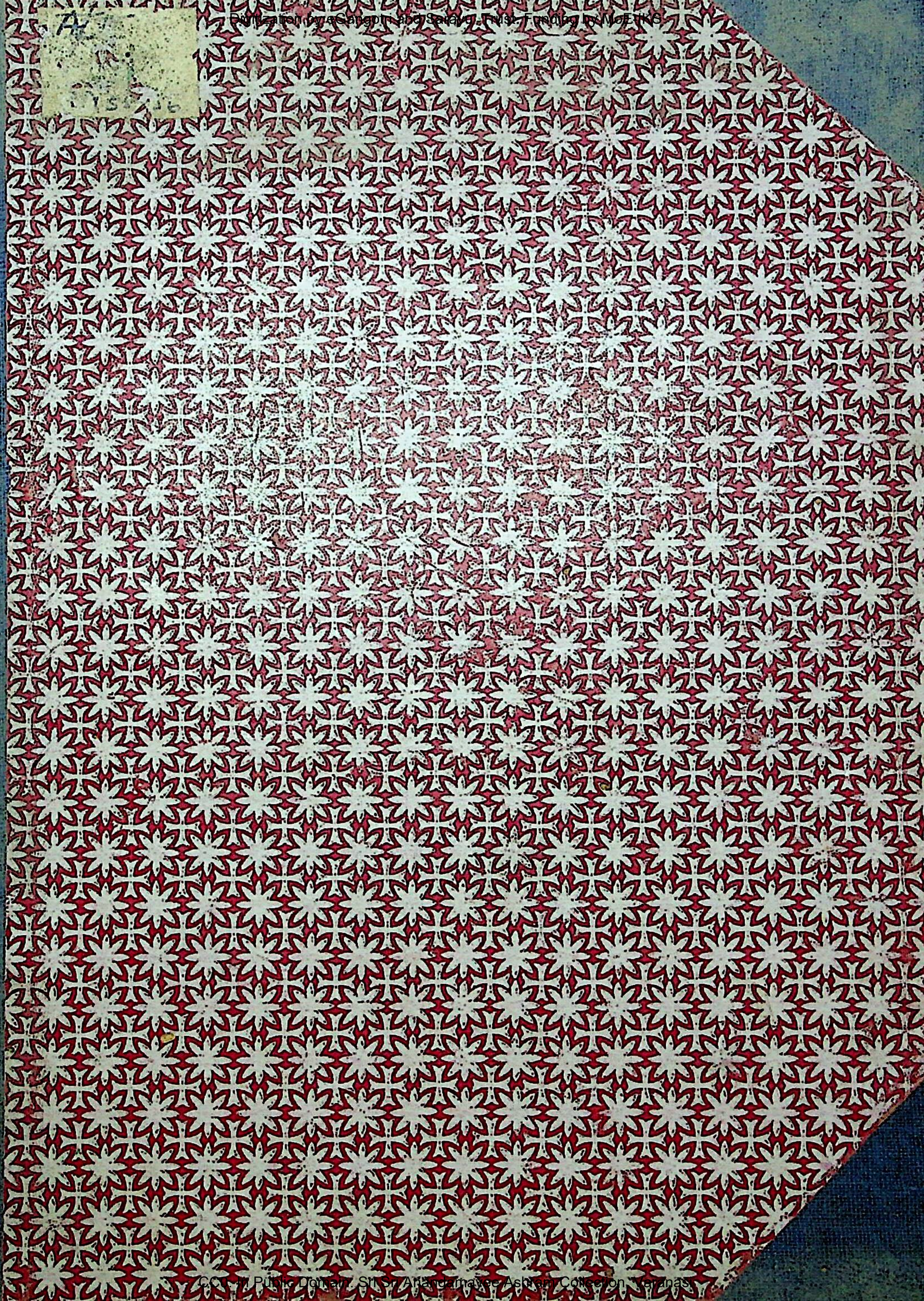

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ĀNANDA VĀRTĀ

(Bengali & English)

BIRTHDAY NUMBER

MAY, 1955

VOL. III ✿ NO. 1

श्री आनन्दमयी संघ
ॐ मा

Contents

Bengali Section

Page No.

1. মাতৃবাণী 1
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকৃত ব্যাখ্যাসহ ... 3
3. বর্ণবিজ্ঞান ও আত্মার অবস্থা-বৈচিত্র্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ... 15
4. তোমারে নমস্কার—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী 22
5. বৃন্দাবনে বার দিন—পাঁচ-ভূতের লেখা 23
6. আনন্দ-মীমাংসা—অনির্ব্বাণ 28
7. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল ... 34

English Section

1. Matri Vani 1
2. Mataji's Amara Vani 4
3. Glimpses from Mataji's Life 8
4. Methods of Self Realization according to Yogavasistha
   —Dr. B. L. Atreya, M. A., D. Litt. ... 17
5. What Mother Means to Me—Dr. Padmanabham ... 21
6. Unity of Prophets and Saints
   —Baron H. P. Van Tuyll Van Serros Rerken ... 25
7. Diary Leaves—Atmananda 30
8. Notes and Comments 36

Price : Rs. 1/8/-

Annual subscription (for four issues) India Rs. 4/- Foreign Rs. 5/-

Printed & Published by—Brahmachari Kamal Bhattacharjee for
Shree Shree Anandamayee Sangh, Banaras, at the Kamala Press, Godhowlia, Banaras.

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

ĀNANDA VĀRTĀ

হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।

VOL. III BIRTHDAY NUMBER, MAY 1955 **No. I**

—মাতৃ-বাণী—

(বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন)

(৬৪)

সংসারের রূপই এই (মহান্ দুঃখ)। ভগবানে মন লাগান।

(৬৫)

ঈশ্বর কোন বস্তু নয়। ভগবৎ চিন্তন দ্বারা শান্তি লাভ হয়। ভগবান্ স্বয়ং নিজের দিকে টেনে নেন।

(৬৬)

মন খালি না রাখা। মনকে ভগবৎমুখী করবার চেষ্টা করা।

(৬৭)

সব বিষয়েই ভগবানের উপর নির্ভর। মনের আবেদন নিবেদন তাঁকেই জানান। চিরকাল ভগবানের পিছনে ঘুরিতেই হবে। উপায় নাই, নিরুপায়। তাঁর সৃষ্টি কিনা। তিনি যখন যা করেন, সব মঙ্গলের জন্য। বাছিয়া নিজে মঙ্গল মনে করিয়া নিলে ত হবে না। অমৃতের সন্তান, সে মৃত্যুর দিকে যেতে দেবে কেন?

'ভগবান্ মৃত্যুর মুখ হইতে এখনও রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন', ভাগ্য। ভগবানেরই উপর নির্ভর করা। বাসনাজনিত যে কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন আসে, সেগুলির ভিতরেও তাহারই করুণা-হস্ত সত্য বলিয়া মানিয়া নিতে হইবে। অস্থির হইলে চলে না। অস্থির হইতে হয় ভগবানের জন্য—তাঁর সাড়া এখনও পেলাম না, অমূল্য সময় বৃথা চলে যাচ্ছে। বিষয় বাসনায় অস্থির হইয়া মন ও শরীর ক্লিষ্ট করিতে নাই।

(৬৮)

কাহারও মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মা লিখ্‌তে বল্লেন—"এই সংসারের নিয়ম। ধৈর্য্যের আশ্রয় নিতেই হইবে। সংসারের রূপ যাহা দেখা হইল ত? ভগবানের দিকে মন রাখিলেই শান্তি। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জপ ধ্যানে যত বেশী সময় দেওয়া যায় তুর্বিবপাক হইতে বাঁচিবার আশা।"

(৬৯)

কর্ত্তব্য পালন ভাল কথা। আসল কর্ত্তব্যের কথা মনে রেখো।

(৭০)

তাঁরই সকল, তাঁরই চরণে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নাই। চিন্তা করতে হলে তাঁকেই করা।

(৭১)

সর্ব্বাবস্থায় ভগবানে নির্ভর। হরি কথা কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। যেখানে যেভাবে থাকা তাঁকে ডাকা। তবেই শান্তির আশা।

(৭২)

মনটা ভগবানে রাখ। মঙ্গলময় যাহা করেন তাহাই ভাল।

(৭৩)

গুরুর উপর বিশ্বাস রেখে গুরুদত্ত বীজ জপ করা। ইষ্ট ধ্যান করা। ইষ্ট-নিষ্ঠা প্রয়োজন। বার বার দীক্ষা নিলেই কি হয়? যে রূপেতে তিনি প্রকাশ হয়েছেন তাহারই পূর্ণ প্রকাশের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করা আবশ্যক নয় কি? কখনও কখনও সম্ভব হইলে সৎসঙ্গ করা।

শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্ কৃত ব্যাখ্যাসহ

নয়

মা—এ জীবের কথা বল্লে ব'লে এই কথা বলা হচ্ছে কিন্তু। যদি ঐ দিকের অমুক্ত দেখা থাকে তাহ'লে তিনি মুক্ত কোথায়? দেখাদেখি কোথায় সেখানে? কোন জায়গায় ত দেখাদেখি আছে। মুক্ত-অমুক্তের প্রশ্ন কোথায়?

যেমন তোমার হাত, তোমার পা, তোমার আঙ্গুল, তোমার মাথা—সর্ব্বাঙ্গ নিয়া তুমি একটি জীব, এই ত বল্‌লে? আবার যদি তুমি এক জীব না বলিয়া তোমাতে অনন্ত জীব বল—তোমার সমগ্র শরীরে কত জীব, প্রতি লোমকূপে কূপে জীব গণিয়াও শেষ করা যায় না। তুমি বাড়ছ, তুমি কমছ, ইহার প্রত্যেকটা ভাবেই কত জীব! তুমি যে শিশুটি, এখন বড় শরীর ব'লে তুমি কি সেই শিশুটি নও? তুমি সেই শিশুটি না থাক্‌লে তোমার এই শরীরটিই বা কোথায়? এটা কিন্তু মিথ্যা কথা নয়। ঘরে গেছ, যাচ্ছ, আছ—এক সঙ্গে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সর্ব্বক্ষণ। ধর না তুমি যখন যেই পা' বাড়ালে ওখানে যাবে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার স্থান ত্যাগ, স্থান গ্রহণ, গতি স্থিতি। একটা গতিরূপে স্থিতি, আর একটা হল পা বাড়ালে। কোথায়? যেখানে ছিলে সেখানে। ধরা কঠিন।

সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হচ্ছে। এই যে সৃষ্টি স্থিতি লয় হচ্ছে তোমার মধ্যে তোমার অন্ত বার কর। তুমি আছ, তাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে, তোমার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অতীত, ভবিষ্যৎ তোমার মধ্যেই—লোক পরলোক ইত্যাদি যা কিছু। সেই তুমি যদি মুক্ত অর্থাৎ তুমি যে মুক্ত তার প্রকাশ, তা হ'লে আর অমুক্তের প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে কি? তুমি আছ, বিশ্বজগৎ আছে—তাই কথা হলত। যেমন ঐ সময় কথা হ'ল না, সবটার মধ্যেই সব। তোমাকে রাম ব'লে ডাকা হল। কেউ বল্‌লে আমরা ত রাম দেখ্‌ছি না, আমরা ত কমল দেখি। এ শরীর ত মিথ্যা কথা বলে না, একেবারে খাঁটি সত্য কথা। যেমন রাম সত্য, তেমন কমল সত্য। যেখানে মিথ্যা না দেখার স্থান সেখানে তা'ই যা বল।

একজনের একটা নাম ছিল। সে বল্‌লে আমাকে একটা নাম দেও। তখন কি সেই নামে সে বড় কি ছোট একটা কিছু হল? সে নামেও যে প্রীতি এ নামেও সেই প্রীতি। সাময়িক প্রীতি কম বেশী হ'তে পারে, কিন্তু নামের দিক্ দিয়ে সমানই ত। ঐ নামটা যেমন হয়েছিল, তেমন এ নামটাও হ'তে পারে ত। তুমি যেমন কমল, সেই রকম তুমি রাম একেবারে খাঁটি সত্য আছ। সেই দিক্ দিয়ে সেইরূপ সর্ব্বনাম, সর্ব্বরূপ, আবার অরূপও,—প্রকাশ অপ্রকাশ অবস্থা বিশেষে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা' কিছু তোমাতে। নিজকে পাওয়া মানে সব পাওয়া যখন নির্দ্বন্দ্বরূপে। বাস্তবিক একমাত্র ঐই ত, মুক্ত সে একই।

এ শরীরটা বলে সবটার মধ্যেই সব—এ সব

সময়ই ত বলে যেমন শরীরটা এলিয়ে যায়—যাচ্ছি একদিকে, চলে গেলাম আর একদিকে। সে সময় কিন্তু প্রশ্ন উঠে না এদিক্ ওদিক্ গেলাম ব'লে, যেমন রাম তোমাকে বল্লাম বলে প্রশ্ন উঠল। সত্যই যে সবটার মধ্যে সব সে ভাবে কথা বলা হ'ল। আবার হয় ত তোমার শিশু অবস্থায় বা বৃদ্ধ অবস্থায় তোমার সঙ্গে কথা বলা যেরূপ সেরূপ বলা হল। সেটাই এখন এ শরীরের বলা বা কথা কহাটা কেমন হয়ে যাচ্ছে। তোমার এত বড় বয়স থাকা সত্ত্বেও তোমার শিশু বয়সের শরীরের সঙ্গে কথা বলা হয়। এখানে কিন্তু মিথ্যা বা ভুল ভ্রান্তির প্রশ্ন নাই। তুমি বল্'ল মাত্র মিথ্যা, ভুল সেটাও সে-ই। এক সে-ই, সে-ই।

এখানে প্রশ্নের উত্তরে মা আবার বলিতে লাগিলেন—

মা-এই যে শিশু, বৃদ্ধ ইত্যাদি অবস্থাগুলি ইহাদের অস্তিত্ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই কেবল নয়, একই সময়, একই জায়গায় কিন্তু। যে বলে একই সময়, একই জায়গায় দুটো জিনিষ থাক্‌তে পারে না, সে একও পে'ল না, দুইও পে'ল না। কাজেই অনন্তই বা কোথায়? কোন স্থলে এক, দুই, অনন্তেরও প্রশ্ন নাই, যেখানে পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নাই—যা' তা'ই। বুঝাবার জন্য বলা ত। আর যে এক পেল সে দুইও পেল, অনন্তও পেল—এক জায়গায় এক সময়েই। এই যে সর্ব্বক্ষণ অভাবটা লেগে আছে তোমাদের সেটা কেন? এই যে না পাওয়াকে পেয়ে বসে আছ সেইটিই এইটি। তোমাদের দৃষ্টিতে এ একদিকের কথা, যেখানে একে সব, সবে এক।

এই যে ভাগবতের কথা সমগ্র কথা। কোন কথাই ত এদিকে নিলে বাদ যায় না। তেমন নিত্য নূতন হচ্ছে হবে, যেখানে সে ভাবের প্রকাশ। কিছুই সেখানে বাদ নয় ত—খাঁটি সত্য প্রকাশ যেখানে।

প্রশ্নের উত্তরে আবার মা বলিলেন—

মা—তোমার একদিকের দৃষ্টি আছে বলিয়াই প্রশ্ন কর—এটা কি সমগ্রটার অংশ অথবা এক জায়গায়ই সব? এ শরীরের কথা তুমি যা' বল। যেখানে সবেতে সব সেখানে অংশই বল, এক জায়গায়ই বল; এ'র কোনটারই বাদাবাদের প্রশ্ন নাই, অর্থাৎ কোনটাই বাদ যায় না। তোমরা যখন যে ভাবের কথা যতটুকু বলাচ্ছ তা'ই বলা হয়ে যাচ্ছে। যেখাবে যতটুকু বাজাচ্ছ, শুন্‌ছ। মনে ক'র না এতে এ শরীরের মত। কোন মতামত নাই বল—একেবারে নাই। আছে বল, যা' বল তা'ই।

দশ

আজ সন্ধ্যার সময় হিমালয় প্রদেশের চিফ কমিশনার Mr. Mehta সপত্নীক মার দর্শনে আসিয়াছিলেন। মার নিকট তাঁদের আসা এই প্রথম। মা উপদেশচ্ছলে তাঁদের কয়েকটি কথা বলিলেন—

মা বিশ্বাস যে হয় না এই বিশ্বাসে স্থিতি। যেখানে 'না' সেখানে 'হ্যা' ও থেকে যায়। 'হ্যা' ও 'না' এর অতীত কে? বিশ্বাস করতেই হয়। মনুষ্যের ভিতর যে বিশ্বাস ভাব আছে তাতেই ভগবানের উপর বিশ্বাস এনে দেয়। তাই মনুষ্য জন্ম বড় দুর্লভ। বিশ্বাস কা'রও নাই একথা বলা যায় না। কোন না কোন দিক্ নিয়ে বিশ্বাস আছেই।

মনের হুস্ মানে আত্মজ্ঞানের দিক্ আসা স্বাভাবিক। লেখাপড়া শিখবার সময় ছেলে ধমক্ খায়। ভগবানও মাঝে মাঝে একটু ধমক্ দেন, এটাই তাঁর করুণা। এই ধমকটা দুনিয়ার দৃষ্টিতে বড় কষ্ট, কিন্তু এতে উল্টে যায়। এতেই শান্তির দিক্। যা' দুনিয়ার সুখ তা'ই উল্টে যায়, আর যা' পরমসুখ তার প্রতি গতি।

হ্যাঁ, এ'ত শ্বাসের ঘর, এ'জন্যই কষ্ট। এখানে দু রকমের যাত্রী। এক ঘুড়ে বেড়াবার মত যাত্রী—দেশ দেখা, তামাসা দেখবার জন্যই যেন। আর এক স্বভাবের যাত্রী, আপন ঘর পাবার জন্য, অর্থাৎ আপনাকে জানা। ঘুরে বেড়াবার যাত্রায় দুঃখ। যতক্ষণ আপন ঘর না মিলে ততক্ষণ দুঃখ। ভিন্ন রুচি দুঃখ দেয়—দুঃখ দেয় দোষ্ থেকে, দুই ভাব থেকে। এইজন্যই বলা হয় "দু-নিয়া"।

যেমন সঙ্গ তেমন বিশ্বাস—এই জন্য সৎসঙ্গ। বিশ্বাস মানে আপনাকে মানা। অবিশ্বাস মানে অপরকে আপন মনে করা।

কখনও ভগবৎ কৃপায় প্রাপ্ত হওয়ার দিক্, কখনও দেখা যায় তিনিই ভিতরে ব্যাকুলতা জাগান। কখনও অনায়াসে, কখনও বা কিছু তাড়না—সবই তাঁর করুণা।

সকলেই ভাবে, 'আমি করি'। সব কিন্তু ওখান হতেই চালান হয়, ওখানেই Connection, ঐ Power House বোঝে লোকে আমি করি। কেমন সুন্দর গাড়ী ফেল হয়, শত চেষ্টায়ও। এতে কি মনে আসে না—আমার এই চলন, বলন কোথা হতে? যার সহিত যখন যা, ব্যাস্—তার বন্দোবস্ত পাক্কা।

নিত্যসম্বন্ধ। আবার তাঁর খেলার মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ হচ্ছে, ভাঙ্গছে। দেখ্‌তে মনে হয়, ভাঙ্গছে, কিন্তু ভাঙ্গে না, নিত্যই আছে। আবার কোনও দৃষ্টিতে সম্বন্ধের কথাই নাই। একজনের সঙ্গে শরীরটার দেখা হলে বল্‌ল—আপনার সহিত এ নতুন দেখা। এ শরীর বল্‌ল নিত্য নতুন, নিত্যই পুরাতন।

দুনিয়ার রোশ্‌নি আসে, যায়, ভাঙ্গে। নিত্য যে রোশ্‌নি সে কখনও যায় না—যে রোশ্‌নিতে এ রোশ্‌নি দেখ্‌ছ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখ্‌ছ, সে রোশ্‌নি তোমাতে নিত্য রয়েছে ব'লে, এ রোশ্‌নি দেখ্‌ছ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বোধ কচ্ছ, তোমাতে সে মহাবোধ রয়েছে তাই না? সে মহাজ্ঞান স্বরূপ জ্ঞান নিত্য তোমাতে আছে তবেই না এ জ্ঞানের পরিচয়।

এ শরীরের কাছে কোন সময় এ ভাবেই আসা হয়ে যায়, টেরও পায় না। (মেহ্‌তার মার নিকট হঠাৎ আসা লক্ষ্য করিয়া এই কথা)।

দেমাক ত বৃক্ষের যেমন শিকড়; শিকড়ে জল দিলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। কখনও বল দেমাক থকে যায়। কখন? যখন বাইরের কাজে ঘোর। যখন ঘরে ফিরে আত্মীয় স্বজনের সহিত কথা বল—মাথা হাল্কা, আনন্দ। এই জন্যই বলা হয়, দেমাকের কাজ আপনার জন্য, আপনার কাজে ক্লান্তি নাই।

আবার কথা—আপন কাজই ত, কিন্তু বোঝে কই? সমস্ত দুনিয়াই ত আপনি, আপনি, আপনার, কিন্তু দেখে পর। নিজের বোধে দুঃখ নাই, পরের বোধেই দুঃখ। দুই বোধেই দুঃখ, দ্বন্দ্ব, লড়াই, মৃত্যু। পিতাজী, কিছু ত কর!

মেহ্‌তা—সবই ত তাঁর হাত।

মা—এ কথাটাই সব সময় মনে রেখো, সবই ত তাঁর হাত। তোমার হাতের যন্ত্র—যা করাও। এই ভাবনাটায় বোঝ, 'সব তাঁর'। তবে আপনি হাল্কা। তাঁকে সমর্পণ কর্‌লে কি হবে?—আর কেহ নাই, সব আপনাই আপন।

ভক্তিতে গলাও বা জ্ঞানে জ্বালাও—কি গল্‌বে,

কি জ্বল্‌বে ? যা’ গলবার, যা’ জ্বলবার–(দোস্‌রা) পর ভাব ! তখন কি হবে ? আপনাকে পাবে।

গুরুশক্তিতেই সব হয়, গুরু কর। আবার সর্ব্ব নাম তাঁর নাম, সর্ব্ব রূপ তাঁর রূপ–একটা নেও। আবার তাঁর নাম নাই, রূপ নাই—অনামী নিরাকার। নাই আছে তাঁর মধ্যেই সম্ভব! যতক্ষণ গুরু না মিলে,–যে রূপ, যে নাম ভাল লাগে। আর নিত্য প্রার্থনা–তুমি আমার সদ্‌গুরুরূপে প্রকাশ হও। গুরু ত অন্তরে–অন্তর-গুরু না মিল্‌লে হ’ল না কিন্তু। ইচ্ছা না হলে routine বেঁধে নেও, যেমন ছেলেরা পড়ার সময় করে—duty বেঁধে ফেলে।

যতক্ষণ বলা না আসে-ভাব, কেন আমার এ সব ভাল লাগে! বাইরের দৃষ্টিতে যদি কিছুতে রুচি বা কারও উপর আকর্ষণ থাকে, তবে খেয়াল করা চাই—আরে, আমি এই স্বাদে পড়ে আছি! ভগবান্ কোথায় নাই? গৃহস্থ-গৃহস্থাশ্রম, সেও ত একটা দিক্। আশ্রম হিসাবে গ্রহণ প্রয়োজন। তা হলেই ধর্ম্মের দিক্ অনুকূল। তবে যদি কিছু চাও, ভগবান্ কিছুমাত্রই দেবেন—নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। কিন্তু তৃপ্তি নাই। ভগবানের পূরা রাজ-পূরা রাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্তি নাই। তিনি কিছু দিয়ে অতৃপ্ত করে রাখেন। অতৃপ্তি না হ’লে আগে বাড়ান হয় না। অমৃতের সন্তান মৃত্যুতে সন্তুষ্ট থাকে না। তিনিও রাখেন না, তাই অভাব জাগানও তাঁর স্বভাব। এজন্য ভগবান্ কিছু দিয়ে ছট্‌ফটানি বারিয়ে দেন। এটাই আগে এগোবার রাস্তা। যে চলে তার বড় কষ্ট, কিন্তু যে দেখতে জানে, বেশ দেখে এগিয়ে যাচ্ছে। এই যে হাহাকার, এতে দুনিয়ার রস জ্বালিয়ে দেয়। এজন্য তপস্যা। যা’ বিঘ্ন করে তার ভিতর থাকে তাপ। যেমন বিগ্‌ড়ে গেলে জ্বলন হয়, তখনই ত হুস্ এসে গেল।

ব্যাখ্যা

নয়

১। জীব এক অথবা নানা—

যাঁহারা বেদান্ত দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে মূলে জীব এক অথবা নানা এই প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যাঁহারা এক-জীববাদী তাঁহারা জীবের নানাত্ব ঔপাধিক বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু যাঁহারা নানা-জীববাদী তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্য প্রকার। দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ এই তুইটি মতই প্রাচীন বেদান্ত দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টিই সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টি দৃষ্টির সমকালীন অথবা সমসত্তাক, এই মতটি এক-জীববাদীর সম্মত সিদ্ধান্ত। দৃষ্টি হইতে অতিরিক্ত সৃষ্টি স্বীকার করিতে এক-জীববাদী রাজী হন না। কারণ তন্মতে দৃষ্টির সত্তা ও সৃষ্টির সত্তা স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া অথবা দৃষ্টির কাল এবং সৃষ্টির কাল মূলতঃ একই বলিয়া দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ ভিন্ন অন্য কোন মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয় না। এই মতের সঙ্গে প্রাচীন বিজ্ঞানবাদের মতের কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দৃষ্টিরই প্রাধান্য। সৃষ্টি দৃষ্টি হইতে স্বভাবতঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে। অনেকের মতে ইহাই বেদান্তের তাৎপর্য্য। কিন্তু স্থূলদর্শী লৌকিক জগৎ এই গভীর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ বলিয়া কোন কোন আচার্য্য তাহাদের ধারণার অনুরূপ সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদও স্বীকার করিয়াছেন এবং তদনুসারে জীবের নানাত্বও সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদের তাৎপর্য্য এই,—সৃষ্টি পূর্ব্বকালীন এবং দৃষ্টি উত্তরকালীন। অর্থাৎ পদার্থ প্রথমে সৃষ্ট হয়, তাহার পর সেই সৃষ্ট পদার্থকে দ্রষ্টা দর্শন করিয়া থাকে। ব্যবহার-ভূমিতে আমরা সকলেই এই রূপই বিশ্বাস করি।

যাহার নাম দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে তাহারই নাম এক-জীববাদ। পক্ষান্তরে সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ ও নানা-জীববাদ একই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। এক-জীববাদ মতে একটি জীবের মুক্তিতেই সর্ব্বমুক্তি সম্পন্ন হয়। কারণ ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেকটি জীবের পৃথক্ মুক্তির প্রশ্ন উঠে না—একটি পুষ্প দশটি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে দশটি পৃথক্ পুষ্পরূপে প্রতীয়মান হয়। এই দশটি পুষ্পের যে-কোন পুষ্পকে পৃথক্‌ভাবে অপসারণ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু মূল পুষ্পটি অপসারিত হইলে বিনা চেষ্টায় অন্য নয়টি পুষ্পও একই সঙ্গে অপসারিত হইয়া যায়। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ অপসারণের প্রশ্ন উঠেই না। তদ্রূপ এক-জীববাদীর দৃষ্টি অনুসারে যেটি মূল জীব তাহাই নানা জীবরূপে প্রতিভাসমান হইতেছে। অবিদ্যার অংশই হউক অথবা অন্তঃকরণই হউক অথবা অন্য যে কোন সত্তাই হউক তাহাতে একই জীব প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে সময়ে ঐ মূল একমাত্র জীবটি মুক্তিলাভ করিবে সেই সময়ে উহার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আভাসরূপী অসংখ্য জীবও মুক্তিলাভ করিবে। এক-জীববাদীর মতে সেই মূলজীবের মুক্তি এখনও হয় নাই। যদি তাহা হইত তাহা হইলে এখন কোন বদ্ধ জীবেরই অস্তিত্ব থাকিত না ৮

কারণ বিম্বের অভাবে প্রতিবিম্বের সত্তা সম্ভবপর নহে।

বস্তুতঃ জীব এক অথবা নানা এই সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতগণের বিচারের অন্ত নাই। প্রকৃত সত্য এই—জীব এক ইহাও সত্য, এবং জীব নানা ইহাও সত্য। দৃষ্টিভেদে দুইটি মতই সমান সত্য। আবার এমন দৃষ্টিও আছে যাহাকে আশ্রয় করিলে জীবের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সেই দৃষ্টিতে জীব নামে কোন বস্তুই নাই—একই ঈশ্বর এক অথবা নানা জীবরূপে প্রতিভাসমান হইতেছেন। আবার এমন দৃষ্টিও আছে যাহাতে জীব ও ঈশ্বর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—এক অখণ্ড সত্তা স্বয়ংপ্রকাশরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। তাহাই জীবরূপে ও ঈশ্বররূপে, এমন কি জড় পদার্থরূপে খণ্ডদৃষ্টি দর্শকের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ সত্তা হইতে পৃথক্ জড়, জীব, অথবা ঈশ্বর নামে কোন বস্তু নাই। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে সত্যের বিভিন্ন রূপ উপলব্ধি-গোচর হয়। এই সকল বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্যে একটিকে সত্য বলিয়া অন্যটিকে অসত্যরূপে প্রত্যাখ্যান করিবার বাস্তবিক কোন হেতু নাই। কিন্তু গণ্ডীবদ্ধ মানুষ নিজ নিজ প্রাক্তন সংস্কারের গণ্ডী অনুসারে নিজের ভাবানুরূপ দৃষ্টিটি গ্রহণ করিয়া থাকে। সে তদ্বিরুদ্ধ অন্য দৃষ্টিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যাহার দৃষ্টি নিত্যমুক্ত, অর্থাৎ কোন প্রকার বিশিষ্ট ভাবের দ্বারা রঞ্জিত নহে, তাহার পক্ষে সত্যের সকলরূপই সমরূপে উপাদেয়।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির দিক্ হইতেও জীবের একত্ব অথবা নানাত্বের সিদ্ধান্ত আলোচিত হইয়া থাকে। বহু ব্যষ্টির একীভাব সমষ্টিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সমষ্টিতে একত্বের অভিমান থাকিলে তাহাকে এক বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তি-সম্মত। কিন্তু যখন সমষ্টিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যষ্টি সত্তাকে পৃথক্ ভাবে আবিষ্কার করা যায় তখন সেই পৃথক্ ব্যষ্টি সত্তার অভিমানের দিক্ হইতে জীবের নানাত্বও স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহাকে সমষ্টি বলা হইল তাহাও আপেক্ষিক সমষ্টি জানিতে হইবে। কারণ বহু সমষ্টির সমবায়ে যে বৃহত্তর সমষ্টি উদ্ভূত হয় তাহাতেও পূর্ব্ববৎ একত্বের অভিমান সম্ভবপর। এই দিক্ হইতে দেখিতে গেলে এই বৃহত্তর সমষ্টিতে অভিমানী জীবকে একজীব বলিয়া গ্রহণ করা চলিতে পারে। কিন্তু সমষ্টির বিশ্লেষণের ফলে পূর্ব্ববৎ জীব-নানাত্ব আবির্ভূত হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই আপেক্ষিক সম্বন্ধ প্রকৃত মহাসমষ্টিতে যাইয়া পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি, যাহাতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্ভূত, একই অখণ্ড শরীররূপে গৃহীত হইতে পারে। যে এই মহাশরীরে অভিমান-শীল সেই মূল একজীব। এই মহাসমষ্টির পরে সৃষ্টি নাই বলিয়া এই এক জীবই মূল জীব। অন্যান্য যাবতীয় জীব খণ্ড খণ্ড পৃথক্ শরীরে অভিমানশীল বলিয়া নানা জীবের অন্তর্গত।

প্রাচীন বৈষ্ণবগণ এই দৃষ্টি লইয়াই জীবের একত্ব ও বহুত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। মহাসমষ্টির অভিমানী জীব, সমষ্টির অভিমানী জীব এবং ব্যষ্টির অভিমানী জীব আলোচনার সৌকর্য্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এক মহাসমষ্টি জীবের অন্তর্গত অসংখ্য সমষ্টি জীব বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্রূপ একটি সমষ্টি জীবের অন্তর্গত কোটি কোটি ব্যষ্টি জীব বিদ্যমান রহিয়াছে। দেহের অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই জীবের জীবভাব কল্পিত হইয়া থাকে।

সমগ্র সৃষ্টিই যেখানে সেইরূপে কল্পিত সেখানে তাহার অভিমানী জীব এক ভিন্ন দুই প্রকারে কিরূপে হইবে। যুক্তির অনুরোধে ব্যষ্টির সীমা এবং মহাসমষ্টির সীমা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সৃষ্টি অনন্ত বলিয়া সীমা কোথাও নাই। মহাসমষ্টির পরেই মহত্তর সমষ্টি সম্ভবপর, এবং তদ্রূপ ব্যষ্টির ভিতরেও ক্ষুদ্রতর ব্যষ্টি থাকা অসম্ভব নহে। অতএব জীব এক অথবা নানা এই প্রশ্নের ইহাই উত্তর—জীব যে দৃষ্টিকোণ হইতে মানা হয় তদনুসারে একও হইতে পারে অথবা নানাও হইতে পারে। উভয় মতই সমরূপে স্বীকার্য্য, তবে দৃষ্টিভেদে। এইজন্য মা স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যেমন তোমার হাত, তোমার পা, তোমার আঙ্গুল, তোমার মাথা, সর্ব্বাঙ্গ নিয়া তুমি একটি জীব। আবার যদি তুমি একজীব না বলিয়া তোমাতে অনন্ত জীব বল—তোমার সমগ্র শরীরে কত জীব ইত্যাদি।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দান করিয়া নিজের দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্বরূপ দর্শনের কথা বহু স্থানেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রতি দেহের মধ্যেই বিশ্বরূপ রহিয়াছে। এক একটি লোমকূপে যদি এক একটি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সমগ্র দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একটি ব্রহ্মাণ্ডই মূলতঃ কোটি কোটি ব্যষ্টি জীবের সমষ্টি। তাই একটি দেহকে এক বলা যায়, যদি উহা একত্বের দৃষ্টি নিয়া পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি ঐ দেহকেই এক বলা সম্ভবপর হয় না যদি উহাতে নানাত্বের দৃষ্টি দিয়া বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য উপলব্ধিগোচর হয় এবং ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে একই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনে না করিয়া উহাদিগকে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট মনে করা হয়।

২। সৃষ্টি; স্থিতি, লয় সর্ব্বক্ষণ—

জীব যেমন এক অথবা অনন্ত দুইই বলা চলে, আবার জীব নাই, একমাত্র পরম সত্তাই আছে, ইহাও বলা চলে, তদ্রূপ সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধেও ধারণা করিতে হইবে। সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে প্রথমে সৃষ্টি হয়, তারপর সৃষ্ট বস্তুর স্থিতি হয় এবং স্থিতির পর উহার লয় হয়। সুতরাং সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ে একটি স্বাভাবিক ক্রম আছে যাহা অতিক্রম করা যায় না। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই মনে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দৃষ্টি যখন সূক্ষ্ম হয় এবং আবরণ-মুক্ত হয় তখন সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের গভীর রহস্য চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। যেমন একজন লোকের স্থানান্তর প্রাপ্তি বা গতিকে আপেক্ষিক দৃষ্টি অনুসারে 'যাওয়া' বলা যাইতে পারে অথবা 'আসা'ও বলা যাইতে পারে,—কারণ একই ব্যাপার যাহা একদিক্ হইতে 'যাওয়া' তাহাই অপর দিক্ হইতে দেখিলে 'আসা', দৃষ্টিভেদে নামভেদ—তদ্রূপ এক দৃষ্টিতে যাহার নাম সৃষ্টি, বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহারই নাম হয় সংহার। আমি যে ব্যাপারকে সৃষ্টি মনে করিতেছি সেই একই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ তাহাকে সংহারও মনে করিতেছে। এইখানে আমরা যখন সূর্য্যোদয় নিরীক্ষণ করি পৃথিবীর অপরার্দ্ধ হইতে অন্য লোকে সেই ব্যাপারকেই সূর্য্যাস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সৃষ্টি ও সংহার পরস্পর বিরুদ্ধ ইহা সত্য, কিন্তু ইহা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে। বস্তুতঃ সৃষ্টির মধ্যেই সংহার রহিয়াছে। অনুরূপ দৃষ্টিলাভ করিলে ইহা অবশ্য অনুভব করা যায়। সুতরাং সৃষ্টি কেবল সৃষ্টি নয়, সংহারও কেবল সংহার নয়। তদ্রূপ স্থিতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এক সৃষ্টির মধ্যেই একই সময়ে সৃষ্টি স্থিতি সংহার সবই আছে।

তদ্রূপ স্থিতি ও সংহারের মধ্যেও সৃষ্টি আদি প্রত্যেকটি ব্যাপার রহিয়াছে। তাই মা বলেন—"তুমি যখন যেই পা বাড়ালে ওখানে যাবে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার স্থান ত্যাগ, স্থান গ্রহণ, গতি, স্থিতি।" বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, কিন্তু দুর্ব্বোধ, নহে। একটু একাগ্রতার সহিত অনুধাবন করিলেই মার এই কথাটির ধারণা করা যায়। ত্যাগ ও গ্রহণ ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নয়। এক স্থানকে ত্যাগ করা মানেই অন্য স্থানকে গ্রহণ করা। গ্রহণ না করিয়া ত্যাগ হয় না, ত্যাগ না করিয়াও গ্রহণ হয় না। বস্তুতঃ একদিকে যাহার নাম ত্যাগ, অন্যদিকে তাহারই নাম গ্রহণ। এই দুইটি দিকই যদি মূলে একই হয় তাহা হইলে ত্যাগ ও গ্রহণে পার্থক্য কোথায় থাকিল? একজন দান করে এবং অন্য জন গ্রহণ করে। যদি এই দুইটি ব্যক্তি মূলে একই ব্যক্তি হয় তাহা হইলে একদিকে যাহা দান করা, অপর দিকে তাহাই গ্রহণ করা। এই তত্ত্বটি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। জগতের মূলে একই তত্ত্ব। শুধু মূলে নহে, শাখা-প্রশাখাতেও সেই একই তত্ত্ব বিরাজমান। যদি জগতের যাবতীয় খণ্ড সত্তা সেই এক সত্তারই প্রকাশ হয় তা হইলে যে দিতেছে সেই রূপান্তরে গ্রহণ করিতেছে। দেওয়া, নেওয়া, উঠা, নামা, একেরই খেলা। এই দৃষ্টিতে স্থিতি ও গতিতে মূলে কোন ভেদ নাই। কারণ উভয়ের সমন্বয় যে মহাসন্ধিতে হইয়া থাকে তাহা সেই এক। তাহাতেই সকল বিরুদ্ধ সত্তা বিরুদ্ধ থাকিয়াও অবিরুদ্ধভাবে বিরাজ করে। উহাই মহাসমন্বয়ের একমাত্র ভূমি।

৩। মুক্তের অমুক্ত দর্শন অসম্ভব—

মা বলেন, "যদি ঐ দিকের অমুক্ত দেখা থাকে তা'হলে তিনি মুক্ত কোথায়?" মা'র গভীর অর্থ-ব্যঞ্জক এই বাক্যটিতে অনেক নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। যাহার মধ্যে যাহা নাই সে তাহা দেখিতে পায় না, জানিতেও পারে না। আমার মধ্যে যে ভাব নাই অর্থাৎ যাহা বিকশিত হয় নাই তাহা অন্যের মধ্যে থাকিলেও অর্থাৎ বিকশিত থাকিলেও আমার পক্ষে অনুভব করা সম্ভবপর নহে। একটি ছোট শিশুর মধ্যে কামাদি বৃত্তির ক্রিয়া হয় না। কারণ ঐ সকল বৃত্তি শিশুতে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। তাই শিশু অন্যত্র ঐ সকল বৃত্তি দেখিতে পায় না, অর্থাৎ দেখিলেও চিনিতে পারে না। যাহার মধ্যে দুঃখের অনুভব নাই, এমন কি স্মৃতিও নাই, সে অন্যের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। কারণ তাহ'র নিকট অন্যের দুঃখ দুঃখরূপে উপস্থিতই হয় না। তদ্রূপ যদি কেহ প্রকৃতই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে বন্ধনের যাবতীয় সংস্কারও তাহার সত্তা হইতে দূরীভূত হইয়া যায়। সুতরাং যে প্রকৃত মুক্ত তাহার নিকট বন্ধন ও মুক্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ সে যে মুক্ত হইয়াছে এ সংস্কারও তাহার তখন থাকে না। তাহার নিকট বন্ধন ও মুক্তের ভেদজ্ঞান ত থাকেই না, ইহাদের কোন অর্থজ্ঞানও হয় না। নিজের মধ্যে যাহা নাই বাহিরে কোথাও তাহা নাই, নিজের মধ্যে যাহা আছে তাহাই আমরা বাহিরেও দেখিয়া থাকি। বস্তুতঃ সব কিছুই নিজের মধ্যে—নিজে থাকলেই সব কিছু থাকে। সুতরাং নিজে মুক্ত হইলে সমগ্র বিশ্বই তখন মুক্ত। সমগ্র বিশ্বই যেখানে মুক্ত সেখানে বন্ধন কোথায়? বন্ধন নাই বলিয়া বিশ্ব এবং নিজে মুক্ত এই বোধও নাই। উহা বদ্ধ-মুক্ত-প্রশ্নহীন অবস্থা। তাই মা বলেন, "মুক্ত অমুক্তের প্রশ্ন কোথায়? এবং সেই

তুমিই যদি মুক্ত অর্থাৎ তুমি যে মুক্ত তার প্রকাশ, তাহা হইলে আর অমুক্তের প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে কি ?

৪। খাঁটি সত্য—

সত্য কি এবং সত্যের নির্ণয় কি প্রকারে হয়—ইহা একটি অতি কঠিন সমস্যা। অতি প্রাচীন সময় হইতেই দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সত্য-মির্ণয়েরই চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু সত্যের স্বরূপ দ্রষ্টার দৃষ্টিকোণের তারতম্য বশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হয়। দেশের, কালের, রুচির, অধিকারের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য নিবন্ধন অখণ্ড সত্য পরিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ড সত্যরূপে আত্মপ্রকাপ করে। যে কোন দার্শনিক চিন্তার ধারা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা একটি খণ্ড ও পরিমিত সত্যেরই ধারণার চেষ্টা মাত্র।

যেখানে খণ্ডভাব সেখানে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কারণ খণ্ড ভাবের মূলে মনের ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। শুতরাং যতক্ষণ আমরা মন অথবা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া সত্যের দিকে অগ্রসর হইব ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণ সত্যের স্বরূপ দর্শন অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবিভক্ত সত্তাকে বিভক্তরূপে গ্রহণ করাই মনের কার্য্য। মনকে নিরুদ্ধ করিয়াই হউক অথবা কোন কৌশলে উহাকে অতিক্রম করিয়াই হউক যদি বোধ-ভূমিতে প্রবেশ লাভ করা যায় তাহা হইলে সত্যের পূর্ণরূপের দর্শন হইতে পারে। ঋষি বাক্যে আছে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" অর্থাৎ নানা মুনির নানা মত। ইহা খুবই সত্য কথা। কারণ যাহাকে মত বলা হয় তাহা মনের ভূমির ব্যাপার। মনের ভূমি অতিক্রান্ত হইলে এক অখণ্ড সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। সেখানে মত মতান্তরের প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং যতক্ষণ জ্ঞান মনকে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারে ততক্ষণ উহা খণ্ডজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নহে। তদ্রূপ ঐ খণ্ডজ্ঞানের যে জ্ঞেয় তাহাই খণ্ড সত্য বলিয়া জানিতে হইবে।

দর্শন শাস্ত্রের এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের ইতিহাসে সর্ব্বত্র এই খণ্ডন-মণ্ডনের ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। একজন দার্শনিক যুক্তি সহকারে যে মত স্থাপন করেন বিভিন্ন প্রস্থানের অপর দার্শনিক যুক্তি সহকারে সেই মত খণ্ডন করেন। দার্শনিক মহলে এই প্রকার বাদ-বিবাদ অতি পরিচিত সত্য। যাঁহার রুচি যে সিদ্ধান্তের অনুকূল তিনি সেই সিদ্ধান্তই প্রকৃত মত বলিয়া গ্রহণ করেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সিদ্ধান্ত অসঙ্গত মনে করিয়া ত্যাগ করেন। বস্তুতঃ ইহাতে দোষের কিছুই নাই। কারণ যাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি যে প্রকার তিনি ত সত্য বস্তুকে সেইরূপেই দেখিবেন। তিনি অন্যরূপে দেখিবেন কি প্রকারে ? কিন্তু অভিমান এবং গণ্ডীবদ্ধ ভাবের জেদ বশতঃ প্রত্যেকেই শুধু যে নিজের সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া ধারণা করেন তাহা নহে, উপরন্তু তিনি ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধী যাবতীয় মতকে হেয় বলিয়া প্রচার করেন। এই ভাবেই বিরোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ অখণ্ড সত্য-দর্শনের অভাব জন্য উদারতার অভাব। এই সব দর্শনও সত্য দর্শন সন্দেহ নাই, কিন্তু অখণ্ড সত্য দর্শন তাহা নহে। কারণ অখণ্ড সত্যের দর্শন হইলে সকল প্রকার বিরোধের সমাধান হইয়া যায়। মহাসত্তার মধ্যে বিরোধেরও একটা স্থান আছে। বিরুদ্ধ দুইটি বস্তু

বা ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরকে পরিহার করিয়া থাকে, কারণ ইহারা উভয়েই গণ্ডীবদ্ধ এবং পরিচ্ছিন্ন। অবিরুদ্ধ সত্তা অখণ্ড, উহা কাহাকেও পরিহার করে না। কিন্তু যে সত্তা বা প্রকাশ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, যাহাতে কোন প্রকার আবরণের কলঙ্ক দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহা অপ্রতিহত, অবারিত এবং সর্ব্বব্যাপক মহাসত্তা স্বরূপ। তাহা প্রতি খণ্ড সত্তার সহিত অভিন্ন বলিয়া তাহাতে বিরোধের কোন স্থান নাই। কারণ তাহাই অবিরুদ্ধ প্রকাশ। অথচ যাবতীয় বিরোধ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া আপন আপন অধিকার-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই সত্যই পূর্ণ সত্য। কারণ বিরোধহীন বলিয়া ইহা কাহাকেও বর্জ্জন করেন না। মা ইহাকেই খাঁটি সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই মহাসত্যের একটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদিও বাস্তবিক পক্ষে ইহার কোন লক্ষণও নাই। সেই লক্ষণটি এই—খণ্ড সত্যে যেমন পরস্পর বিরোধ থাকে বলিয়া অনেক কিছু উহা হইতে পরিত্যক্ত হয়, নতুবা সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকে না, অখণ্ড সত্যে তদ্রূপ কিছুই পরিত্যক্ত হয় না। কারণ বিরোধও ঐ সত্যের আলোকে পরম অদ্বয় স্বরূপে অবিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশমান হয়। এই জন্যই খাঁটি সত্যে কিছুই বর্জ্জিত হয় না। তাই মা বলিয়াছেন, "কিছুই সেখানে বাদ নয় ত, খাঁটি সত্য প্রকাশ যেখানে।" এই মহাবাক্যের গভীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে মা সর্ব্বদা এই পূর্ণ অর্থাৎ খাঁটি সত্যে অবস্থিত রহিয়াছেন বলিয়াই বাদী ও বিবাদী উভয়কেই সমরূপে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কারণ প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণের সহিতই তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫। না পাওয়াকে পাওয়া—

আমরা জগতে সর্ব্বত্র চাওয়া ও পাওয়ার খেলা দেখিতে পাই। অভাবের তাড়নায় মানুষ সর্ব্বদাই কিছু-না-কিছু চাহিতেছে। সময় সময় দেখা যায়, যে যাহা চাহে তাহা পাইয়াছে বলিয়া মনে করে এবং তৎকালে একটা তৃপ্তির আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার দেখা যায় যে তাহার এই তৃপ্তি স্থায়ী হয় না—আবার অভাব জাগিয়া উঠে। তখন সে আবার সেই পূর্ব্ববৎ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। পিপাসার্ত্ত পথিক জলের অভাব বোধ করে বলিয়া জল চায়। জল যে পাওয়া যায় না তাহা নহে। সে জল পায় এবং উহা পান করিয়া তৃপ্তও হয়। কিন্তু এই তৃপ্তি তাহার স্থায়ী হয় না। কারণ ইহার পরেই সে আবার পূর্ব্ববৎ পিপাসাতে ক্লেশ অনুভব করে। তখন আবার পূর্ব্বের ন্যায় তাহাতে জলের আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং সে পুনরায় জল আহরণ করিতে চেষ্টা করে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে মানুষের পাওয়ার কোন মূল্য নাই। কারণ এ পাওয়ার দ্বারা তাহার চাওয়া, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং এ পাওয়াকে পাওয়া বলা চলে না। প্রকৃত পাওয়া তাহাই যে স্থলে পাওয়ার পর মুহূর্ত্তের জন্যও আর চাওয়ার ভাব উত্থিত হইবে না। জাগতিক পাওয়া প্রকৃত পাওয়া নহে। মা ইহারই নাম দিয়াছেন. "না পাওয়ার পাওয়া।" না পাওয়া পর্য্যন্ত 'পাই নাই' বলিয়া যদি হৃদয়ে নিরন্তর বিরহের আগুন জ্বলিতে থাকে তাহা হইলে এই আগুনের তাপে তাহার ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা চিরদিনের জন্য দূরীভূত হয়, সে খণ্ড-প্রাপ্তকে প্রাপ্তিরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রাপ্তি না

ঘটে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেকে অভাবগ্রস্ত বলিয়াই মনে করে। অভাবের বোধ তীব্রভাবে জাগরুক থাকিলে জাগতিক খণ্ড খণ্ড পাওয়ার পশ্চাতে আর তাহাকে উন্মত্ত করিতে অথবা আত্মবিস্মৃত করিতে পারে না। তাহার হৃদয়ে অনির্ব্বাণ প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, যাহার পবিত্র আলোকে প্রকৃত প্রাপ্য বস্তু প্রকাশিত হয় ও তাহার চাওয়া বা অভাব-জ্ঞান অনন্তকালের জন্য শান্ত হইয়া যায়। তাই মা বলিয়াছেন, "এই যে সর্ব্বক্ষণ অভাবটা জেগে আছে তোমাদের, সে'টা কেন? এই যে না পাওয়াকে পেয়ে বসে আছ সেইটিই এই।" অর্থাৎ আমাদের অন্তঃকরণে না পাইয়াও যে পাইয়াছি বলিয়া বোধ মাঝে মাঝে উদিত হয় তাহারই ফলে আমাদের প্রকৃত প্রাপ্তি হয় না এবং একটা শাশ্বত হাহাকার চিত্তকে শোষণ করে ও তাপ দিতে থাকে। তবে লক্ষ্য স্থির থাকিলে এই অভাবের বেদনাই স্বভাবকে জাগাইয়া দিতে বাধ্য হয়।

৬। মা ও মতামত—

সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে চিন্তাশীল মনুষ্য মাত্রেরই একটা না একটা ব্যক্তিগত মত আছে। ইহার কারণ এই যে প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার সংস্কার-সম্পন্ন মনের দ্বারা সঞ্চালিত। কিন্তু মা মনোভূমিতে অবস্থান করেন না। তিনি সর্ব্বদা স্বয়ংরূপে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। তাই তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং মনেরও অতীত। শুধু তাহা নহে তিনি সব প্রকার গণ্ডীর অতীত। যাহার কোন গণ্ডী নাই অথবা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ নাই তাহার কোন মতামত থাকিতে পারে না। কারণ সে মতামতের উর্দ্ধে সর্ব্বদা স্বরূপে অবস্থিত। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে তাহার নিজের মতামত নাই বলিয়া সে সকলের সব প্রকার মতামতকেই এক হিসাবে নিজের মতামত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কারণ সে স্বরূপস্থ হইয়াও আত্যন্তিক স্বচ্ছতাবশতঃ সকল খণ্ড সত্তা হইতে অভিন্ন। এই জন্য এক দিকে যেমন তাহার নিজস্ব কোন মতামত নাই অপর দিকে তেমনি সকলের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ সকলের মতামতই সে আপন রূপে গ্রহণ করে ও পূর্ণভাবে আদর করে। তাই মা বলিয়াছেন, "মনে ক'রো না এটা এ শরীরের মত। কোন মতামত নাই বল—একেবারে নাই। আছে বল, যা' সব তাই।"

দশ

১। বিশ্বাসের বল—

জাগতিক ব্যবহার-জীবনের ন্যায় আধ্যাত্মিক জীবনও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মের পথে, জ্ঞানের পথে এবং ভক্তির পথে চলিতে গেলে বিশ্বাসই একমাত্র সম্বল। বিশ্বাস ব্যতীত জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। শ্রদ্ধা বিশ্বাসেরই নামান্তর। গীতা বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। অর্থাৎ শ্রদ্ধা হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মহর্ষি পতঞ্জলিও উপায়ের মধ্যে শ্রদ্ধাকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে শ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাস হইতেই ক্রমশঃ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয়। বৈষ্ণবগণও 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু' বলিয়া বিশ্বাসের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় উপাসকগণ Faith, Hope ও Charity এই তিনটি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে Faith অথবা বিশ্বাসকেই প্রথমে স্থান দিয়াছেন। সুতরাং জীবনের পথে বিশ্বাসের মূল্য যে অত্যন্ত অধিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন যাহাদের অন্তরে বিশ্বাসের স্থান নাই অর্থাৎ যাহারা সন্দিগ্ধ-চিত্ত তাহাদের অত্যন্ত দুর্গতি হইয়া থাকে। কথাটি খুবই সত্য। ভগবান্ও বলিয়াছেন

"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। মা বলেন, মনুষ্য মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্বাস না থাকিয়া পারে না। বিশ্বাসের মাত্রা কম হইলে সংশয়ের দ্বারা উহা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য-হৃদয় হইতে উহার বীজ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না। বীজরূপে বিশ্বাসের সত্তা সংশয়াকুল চিত্তেও নিহিত থাকে। অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য দেহ অত্যন্ত দুর্লভ। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর এই দুর্লভ দেহের প্রাপ্তি হয়। এই দেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহে পূর্ণভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রতি মনুষ্যের মধ্যে ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিশ্বাস-ভাব কিঞ্চিৎ মাত্রাতে না থাকিয়া পারে না। কাহারও বিশ্বাস একদিকে, অন্য কাহারও রিশ্বাস অন্যদিকে, এইরূপ বিশ্বাসের বিষয়গত ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু কোন বিষয়েই বিশ্বাস নাই এইরূপ মনুষ্য হইতেই পারে না।

যতদিন সৎসঙ্গের প্রভাবে আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় না হয় ততদিন অন্তঃস্থিত বিশ্বাস-বীজ অভিব্যক্ত হইবার অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ সৎসঙ্গে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নিজের অন্তঃকরণে অবস্থিত বিশ্বাসের বীজ ফুটিয়া উঠে ও রাহিরে প্রকাশ পায়। বিশ্বাস-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে একমাত্র নিজেকেই প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করা সম্ভবপর। যাহাকে আপন বলিয়া মনে করা যায় তাহাকেই বিশ্বাস করা যায়। বস্তুতঃ নিজেকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেই প্রকৃত বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। অপরকে আপন বলিয়া মনে করিলে বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া যায়, অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। কথাটা অত্যন্ত জটিল, কিন্তু জটিল হইলেও অবোধ্য নহে। আমরা ব্যবহারের ভাষায় আত্মা এবং অনাত্মা এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি। মূলে একই অখণ্ড সত্তা থাকিলেও জাগতিক দৃষ্টি অনুসারে এই বিভাগ অসঙ্গত নহে। আত্মাই আপন। এই আত্মাকে আপন বলিয়া মনে করার নামই বিশ্বাস। অনাত্মাকে আপন বলিয়া মনে করা উহার বিপরীত, অর্থাৎ উহারই নাম অবিশ্বাস। বস্তুতঃ অনাত্মাও কিছু নাই। যখন সর্ব্বত্র আত্মদর্শন হয় তখন কোথায়ও অনাত্মভাব থাকে না, তখন সবই আপন হইয়া যায়। তখন আপন বস্তুকে আপন বলিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়। ইহারই নাম বিশ্বাস। মা বলেন, "বিশ্বাস মানে আপনাকে মানা; অবিশ্বাস মানে অপরকে আপন মনে করা।"

২। দুঃখ রহস্য—

দুঃখের মূল কারণ কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। এই মায়াময় জগতে দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয় নাই এমন কোন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমগ্র জীবনের অনুভূতির মধ্যে দুঃখের অনুভূতি প্রায় সকলেরই প্রবল। কিন্তু দুঃখের উদয় কেন হয় ইহা অনেকেই অনুধাবন করেন না। স্থূল দৃষ্টিতে দুঃখের বিভিন্ন কারণ থাকিতে পারে এবং আছেও, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 'দ্বিতীয়'-বোধ হইতেই দুঃখের উদয় হয়। দুঃখের মূল কারণ অন্য কিছু হইতেও পারে না। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি।" ইহাতে আরও আছে, "তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ।" অর্থাৎ দ্বিতীয়-বোধই, কিংবা আমি ছাড়া কেহ বা কিছু আছে এই প্রকার বোধই, ভয়ের কারণ। যে সর্ব্বত্র একত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছে

তাহার শোক-দুঃখ থাকে না, মোহও থাকে না। মোটের উপর দুইভাব কাটিয়া গিয়া অদ্বয় ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে দুঃখ হইতে চিরমুক্তি লাভ হয়। মা বলেন, "ভিন্ন রুচি দুঃখ দেয়। দুঃখ দেয় দোষ থেকে, দুই ভাব থেকে, এইজন্যই বলা হয় দুনিয়া।" এই যে দোষের কথা বলা হইল, ইহাই বৈষম্য এবং ইহাই দুঃখের কারণ। গীতা "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" এই বাক্যে সমভাব বা সাম্যকেই দোষ-বর্জ্জিত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈষম্যই একমাত্র দুঃখ। চিকিৎসকগণ ধাতুর সাম্যকে স্বাস্থ্য বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বৈষম্যকে রোগ অথবা দুঃখ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যথা, "রোগো হি দোষবৈষম্যং দোষ-সাম্যমরোগতা।" স্থানান্তরে মা বলিয়াছেন, "নিজের বোধে দুঃখ নাই। পরের বোধেই দুঃখ। দুই বোধেই দুঃখ, দ্বন্দ্ব, লড়াই, মৃত্যু।" বাস্তবিক পক্ষে নিজ-বোধই আনন্দ-স্বরূপ।

৩। দুই প্রকার যাত্রী--

সংসার পথে দুই প্রকার যাত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এক প্রকারের যাত্রী সংসারে ঘোরাফেরা করে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তর অনুভব করে। ইহারা জীবনের লক্ষ্য স্থিরভাবে ধরিতে পারে নাই বলিয়া সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত চিত্ত থাকে। এই সকল যাত্রী বিষয়-সুখের আশায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করে এবং একমাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সংসারে এই প্রকার যাত্রীর সংখ্যাই অধিক। কিন্তু আর এক প্রকার লোকও আছে, তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট নহে। এই সকল যাত্রী ভগবৎ কৃপায় নিরন্তর মহালক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকে, যথাশক্তি সেই লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। মা ইহাদিগকে 'স্বভাবের যাত্রী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারা সংসারকে বিদেশ বলিয়া মনে করে এবং সর্ব্বদা স্বদেশে ফিরিবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। কালের রাজ্য, যেখানে ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু এবং কাম-ক্রোধাদি রিপুর খেলা নিরন্তর জীবকে পীড়িত করে, ইহাই চিদানন্দ বা ভগবৎ স্বরূপ হইতে উদ্ভূত জীবের পক্ষে বিদেশ। যতক্ষণ মহাজ্ঞানের উদয় না হয় ততক্ষণ নিজ দেশ ও বিদেশের এই ভেদ অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সবই বিপরীত হইয়া দেখা দেয়। তখন এই বিদেশ স্বদেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন দেখা যায় বিষয় কোথাও নাই। একমাত্র ভগবৎ সত্তাই বিষয়রূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে।

৪। নিত্য সম্বন্ধ--

সম্বন্ধ বস্তুতঃ নিত্যই, তাহাতে কোন ভুল নাই। অর্থাৎ যে কোন ভাবেই হউক ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ নিত্য ও কালাতীত। পিতা পুত্ররূপে, দাস প্রভুরূপে, গুরু শিষ্যরূপে, সখা সখারূপে অথবা প্রিয় প্রিয়ারূপে তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য। সংসার অবস্থায় আত্মবিস্মৃতির দরুণ এই নিত্য সম্বন্ধও অনিত্যরূপে প্রতীত হয়। শুধু তাহাই নহে, সম্বন্ধের অস্তিত্বও লুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। মনে হয় সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা সম্বন্ধ কোন কালে ছিলই না। কিন্তু লীলার মধ্যে এইরূপ প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে সম্বন্ধ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ আছে এবং অক্ষুণ্ণই থাকে। সম্বন্ধের বিলোপ হয় না। আবার এমন স্থিতিও আছে যেখানে ভক্ত ও ভগবান্

এই দুইটি ভাব লুপ্ত বলিয়া সম্বন্ধের প্রশ্নই উঠে না। ইহা ভাবাতীত অবস্থার কথা। এইজন্যই একদিকে যাহা চির পুরাতন, এমন কি সনাতন এবং কালের অতীত, অন্য দিকে তাহা প্রতিক্ষণে নূতন রূপে প্রতীত হয়। উভয়ই সমরূপে সত্য। সম্বন্ধ আছে এবং চিরদিন থাকিবে ইহাও সত্য, আবার সম্বন্ধের প্রশ্নই নাই, কারণ এক অদ্বিতীয় সত্তাই নিজের প্রকাশে সর্ব্বদা প্রকাশমান।

বর্ণবিজ্ঞান ও আত্মার অবস্থা-বৈচিত্র্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

স্বরূপ দৃষ্টিতে আত্মা সর্ব্ব ভাবের অতীত বলিয়া ইহা সর্ব্ব ভাবের মধ্যে সর্ব্বাত্মক হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নিজ-স্বভাবে স্বয়ংরূপে অবস্থিত। তাই ইহা নির্ব্বিকার, দ্বন্দ্বাতীত, নির্দ্দোষ ও সমরস। কিন্তু ব্যবহার-ভূমিতে ও প্রতিভাস ক্ষেত্রে ইহার অবস্থাগত ভেদ লক্ষিত হয়। এই সকল অবস্থা বা দশার অবান্তর বিভাগ অসংখ্য, কিন্তু ইহাদের মুখ্য বিভাগ জাগ্রৎ-আদি ভেদে পাঁচ প্রকার বলিয়াই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। এই পাঁচটি অবস্থার মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা সকলেরই সুপরিচিত। অন্য দুইটিকে জ্ঞানের উদয় ও পরিণতি না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে কোন অবস্থাই বিশুদ্ধ আত্মার নহে, কিন্তু দেহাদি-সংসৃষ্ট আত্মার, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই পরিদৃষ্ট অবস্থা সকল কি প্রকারে উদিত হয়? সাধারণ দৃষ্টিতে অতি স্থূল ভাবে এই ভেদের উপপাদন প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-গত বৈশিষ্ট্য হইতেই এই সকল দশার উদয় হইয়া থাকে। আত্মা বলিতে এখানে দেহ-বিশিষ্ট জীবাত্মার কথাই বুঝিতে হইবে, বিদেহী কেবলাত্মার কথা নহে। আত্মা ও মনের সংসর্গ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংসর্গ, এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংসর্গ যে অবস্থাতে বিদ্যমান থাকে তাহাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলা হয়। কিন্তু যে অবস্থাতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু অবশিষ্ট দুইটি সম্বন্ধ পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার প্রচলিত নাম স্বপ্নাবস্থা। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, তা'ছাড়া মন ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধও থাকে না, একমাত্র আত্মা ও মনের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সুষুপ্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অজ্ঞান-আচ্ছন্ন জীব নিরন্তর এই তিনটি অবস্থার আবর্ত্তন অনুভব করিয়া থাকে। এই আবর্ত্তন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় আবশ্যক। যতদিন তাহা না হয়, অর্থাৎ যতদিন আত্মার সম্যক্ জ্ঞান উদিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই আবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ব্যষ্টি ভাবে ইহা যেমন সত্য, সমষ্টিভাবেও তেমনি সত্য। মৃত্যুর পর লোকান্তর গমন বা জন্মান্তর পরিগ্রহ, এমন কি প্রলয়াদির ব্যাপার, সবই এই নিয়মের অধীন।

সুষুপ্তি দশাতেও আত্মার সহিত মনের সংযোগ থাকে। ইহা অনাদি সংযোগ এবং মূল অজ্ঞান হইতে প্রসূত। সুষুপ্তি কালে মনঃ পুরীতং নাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ বেষ্টনের অভ্যন্তরে হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করে। ঐটি আকাশ স্থান। ওখানে কোন প্রকার নাড়ী নাই এবং বায়ুরও কোন স্পন্দন অনুভূত হয় না। সুপ্তিকালে মন হৃদয়মধ্যে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে বলিয়া ঐ সময় কোন প্রকার লৌকিক জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ মন মনোবহা

নাড়ীতে সঞ্চরণ না করিলে লৌকিক জ্ঞান আবির্ভূত হয় না। নাড়ী মাত্রই বায়ু-ঘটিত সংস্থান—সমগ্র মানবদেহ নাড়ীজালে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু দেহের মধ্যে একমাত্র ঐ হৃদয়স্থ দহরাকাশই নাড়ী-শূন্য, বায়ু-শূন্য এবং মনের ক্রিয়াশূন্য স্থান। দেহের সর্ব্বত্রই মনের সঞ্চরণ এবং বায়ুর ক্রিয়া সম্ভবপর, কিন্তু হৃদয়ে বায়ু, মন প্রভৃতি কিছুই ক্রিয়া করে না। মন যখন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় তখন ওখানে স্তব্ধ হইয়া বিদ্যমান থাকে—উহা মনের লয়াবস্থা। মনের ক্রিয়া না থাকাতে ঐ সময়ে বিলক্ষণ আত্ম-মনঃ-সংযোগ ঘটিতে পারে না বলিয়া জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার লৌকিক বিশেষগুণের উদ্ভব হয় না।

কিন্তু যখন গুরুকৃপাতে এবং নিজের প্রাক্তন শুভাদৃষ্টের পরিপাক বশতঃ অলৌকিক জ্ঞানের উদয় হয়: তখন ঐ অনাদি আত্ম-মনঃ-সংযোগের হেতুভূত অজ্ঞানটি কাটিয়া যায়। তখন ঐ আত্ম-মনঃ-সংযোগও থাকে না। তখন হৃদয়াকাশ নবোদিত জ্ঞান-সবিতার স্নিগ্ধ-কিরণমালায় আলোকিত হয়। এই অবস্থাটিকে স্থূলভাবে আত্মার তুরীয় দশার পূর্ব্ব সূচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই অবস্থার উদয় হইলে ও ইহা স্থায়ী হইলে ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই সমভাবে অনুস্যুত থাকে। ইহা পূর্ণাবস্থা হইলেও ইহার উন্মেষ প্রথমেই সাধারণতঃ পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তাই জ্ঞানের উদয়ের পরেও জাগ্রৎ প্রভৃতি অজ্ঞান-দশা কিছু সময় পর্য্যন্ত বহাল থাকে। তবে উহা ক্রমশঃই অধিকতর হীনশক্তি হইয়া পড়ে। দেহ থাকা পর্য্যন্ত অথবা প্রারব্ধের বল ভোগের দ্বারা কাটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সাধারণতঃ এইভাবেই চলিতে থাকে। প্রারব্ধ কাটিয়া গেলে দেহাভিমান আভাস রূপেও থাকে না। জাগ্রৎ-আদি অবস্থা-ভেদও থাকে না। তখন একই অবিচ্ছিন্ন স্থিতি বিদ্যমান থাকে। ঐ সময়ে তুরীয় অবস্থা তুরীয়াতীত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বস্তুতঃ ঐটি নিত্যাবস্থা হইলেও তুরীয় অবস্থার উদয় ও পরিপাক না হইলে উহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। জাগ্রৎ-আদি তিনটি পৃথক্ দশা যতদিন থাকে ততদিন পর্য্যন্ত চতুর্থ বা তুরীয় নামের সার্থকতা—যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ জ্ঞানের অর্থ আছে। কিন্তু যখন জাগ্রৎ-আদি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা থাকে না, অজ্ঞানও থাকে না, তখন ঐ তুরীয়ই তুরীয়াতীত বা স্বরূপস্থিতি নামে পরিচিত হয়।

জাগ্রৎ অবস্থাতে ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখ থাকে ও রূপ রসাদিময় বিষয়-পঞ্চকের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া উহাদিগকে গ্রহণ করে। এই ভাবে আমাদের বাহ্য জগতের জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতে এই বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ক্লান্তিবশতঃ ইন্দ্রিয়ের বহিরুন্মুখ ভবে তখন উপশম প্রাপ্ত হয়—ইন্দ্রিয় তখন অন্তর্মুখ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হইলেও মন তখনও বহির্মুখ থাকে, অর্থাৎ ঐ সময়ে ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখ না থাকিলেও মনের ইন্দ্রিয়ামুখী প্রবণতা নিবৃত্ত হয় না। ইহারই ফলে স্বপ্নানুভবের উদয় হয়। ইহা সংস্কার-জন্য জ্ঞান। তা'ছাড়া, ঐ সময়ে মন দেহের মধ্যেই মনোবহা নাড়ী অবলম্বন করিয়া অন্তঃস্থিত বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরণ করে ও নানা প্রকার দর্শন স্পর্শনাদির অনুভব করে। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড অভিন্ন বলিয়া এই সঞ্চার এক দিকে যেমন ব্যষ্টির মধ্যে হয়, অপর দিকে তেমনি সমষ্টির মধ্যেও হইতে পারে। সূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞানও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার

পর যখন ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনও ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন মনের ইন্দ্রিয়মুখী গতি নিবৃত্ত হয় ও মন উপরত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চায়। ঐ সময়ে স্বভাবতঃ উহা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার লাভ করে। মন বহির্মুখ না হইয়া অন্তর্মুখ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়, কারণ হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশ পরিমিত রূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বব্যাপক। মন যখন যেখানেই থাকুক না কেন উহা নিত্যই তাহার সন্নিহিত থাকে। তথাপি মন সব সময়ে উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। মন বাহ্য-উন্মুখ ভাব হইতে বিরত হইয়া অন্তর্মুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ আকাশে অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়। একবার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পর মনের আর সঞ্চরণ করিবার সামর্থ্য থাকে না, কারণ ঐ আকাশে চলিবার কোন পথ নাই। তাই মন নিশ্চল হইয়া ঐখানে অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই – মন ক্লান্ত হইয়া নিশ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-গুহাতে প্রবিষ্ট হইলেও মনের দিকে আত্মার উন্মুখ-ভাব নষ্ট হয় না। সেই জন্যই উভয়ের মধ্যে সংযোগ বিদ্যমান থাকে। যতদিন অনাদি অবিদ্যা প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে নিবৃত্ত না হয় ততদিন আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার এই মনের অভিমুখতা নিবৃত্ত হইতে পারে না। এইজন্যই মন কিয়ৎকালের জন্য সুষুপ্তিতে স্থির হইলেও এই স্থিতি দীর্ঘকাল থাকে না। পূর্ব্ব-সংস্কারের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে মন বহির্মুখ হয় এবং পূর্ব্ববৎ নাড়ী-মার্গে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্ব-সংস্কারের উদ্বোধনের প্রকৃত হেতু কাল। সুতরাং বুঝিতে হইবে সুষুপ্তি অবস্থাতেও মন কালাতীত হইতে পারে নাই। সেই জন্যই মন স্থির হইলেও সুষুপ্তিতে জ্ঞানের উদয় হয় না। জাগতিক জ্ঞান মনের ক্রিয়া-সাপেক্ষ। হৃদয়াকাশে সেইজন্য লৌকিক জ্ঞানের উদয় সম্ভবপর নহে। যে সময় মন স্থির হয় ও সঙ্গে সঙ্গে লোকোত্তর জ্ঞানের প্রকাশ জাগিয়া উঠে সেই সময়েই তুরীয় অবস্থার উন্মেষ জানিতে হইবে। সুষুপ্তিতে যে স্থিরতা তাহা তামসিক। ঐ অবস্থায় সত্ত্ব থাকিলেও উহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব নহে, সুতরাং বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয় ও বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মুল অজ্ঞানকে কাটান যায় না এবং লোকোত্তর জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয় না। গুরু কৃপাতে যদি আত্মার মনোমুখী দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয় অথবা ততোধিক গুরু কৃপাতে যদি ঐ দৃষ্টি পরমাত্মমুখী দৃষ্টিতে পরিণত হয় তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত অনাদি অজ্ঞান কাটিয়া যায় ও আত্ম-মনঃ-সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় মন নিষ্ক্রিয় এবং চেতন-ভাবাপন্ন হয়। ইহারই নাম মনের জাগরণ, মনের উদ্ধার বা মনের ত্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মেষ। আমরা যে তুরীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি তাহা ইহারই নামান্তর। ইহার পর এই চেতন ও শুদ্ধ মনও আর থাকে না। তাহাই তুরীয়াতীত। তখন একমাত্র আত্মাই আপন স্বরূপে বিরাজ করেন এবং নিজের সহিত নিজে ক্রীড়া করেন।

(২)

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা প্রচলিত সাধারণ দৃষ্টির কথা। কিন্তু বিজ্ঞানদৃষ্টিতে আরও অনেক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে যাহা কিছু উপলব্ধি করেন তাহার কিয়দংশ সাধারণ জিজ্ঞাসুর ঔৎসুক্য নিবৃত্তি ও জ্ঞান সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

যাঁহারা দেহ-বিজ্ঞানে নিষ্ণাত তাঁহারা বলেন যে

আমাদের এই মানব-দেহ সর্ব্বময়—ইহাতে সব কিছু আছে। শুধু তাহাই নহে, সব কিছুর অতীত যাহা তাহাও ইহাতে আছে। পিণ্ড যে শুধু ব্রহ্মাণ্ড হইতে অভিন্ন তাহা নহে—ব্রহ্মাণ্ডাতীত বা বিশ্বাতীত সত্যও পিণ্ডের আশ্রয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই দেহ-চক্রকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে সাঙ্কেতিক যন্ত্ররূপে নিরীক্ষণ করিলে ইহাকে এক দৃষ্টিতে চতুরস্র বা চতুষ্কোণ রূপে এবং অন্য দৃষ্টিতে ষট্‌কোণ রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিনটি দশা জীবভাব সংসৃষ্ট, তাই এই তিনটিকে জীব-দশা বলা চলে। তুরীয় অবস্থার নাম শিব-দশা। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া তিনটি জীব-দশা ও একটি শিব-দশা অর্থাৎ মোট চারিটি দশা প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাকে চতুরস্র রূপে কল্পনা করা হয়। কিন্তু তুরীয় অবস্থার অবান্তর ভেদও কল্পনা করা যাইতে পারে। কারণ এই অবস্থাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির উপাধিগত সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর। এই ঔপাধিক সম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ হইতে তুরীয়কেও তিন প্রকার মনে করা চলে। এই ভাবে দেখিতে গেলে জীব-দশা তিনটি বলিয়া জীব ত্রিকোণ-পদ-বাচ্য এবং শিব-দশাও তিনটি বলিয়া শিবও ত্রিকোণ-পদ-বাচ্য। দেহচক্রে এই উভয় দশার পরস্পর মিলন রহিয়াছে। সেইজন্য দেহচক্রকে সাঙ্কেতিক ভাবে ষট্‌কোণ বলিয়া বর্ণনা করা চলে।

অতএব তুরীয়কে এক দশা মনে করিলে দেহ চতুরস্র নামে অভিহিত হয়। আর যখন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি জীবাবস্থার সহিত জাগ্রৎ-আদি উপাধি-সম্পন্ন শিবাবস্থারূপে তুরীয়কে তিন প্রকার ধরিয়া যোগ করা যায় তখন এই দেহকে ষট্‌কোণ বলা হইয়া থাকে। দেহচক্রের একটি নাভি বা মধ্য-বিন্দু আছে। তাহাই সমগ্র চক্রটিকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। যাহাকে আমরা তুরীয়াতীত অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করি উহাই তাহার স্বরূপ—উহাই দেহচক্রের কেন্দ্র।

(৩)

জাগ্রৎ একটি সক্রিয় অবস্থা—ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থের অনুসন্ধানই ইহার স্বরূপ। সুপ্তি অবস্থা নিবৃত্ত হইলে এই প্রকার যে বাহ্য অর্থের অনুসন্ধান উদিত হয়, ইহাই জাগ্রৎ। ইহাতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে। কিন্তু সুপ্তি অবস্থাতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে না—উহা জড়ত্বপ্রধান নিষ্ক্রিয়াবস্থা। এই উভয় অবস্থার অন্তরালে আর একটি অবস্থা আছে। তাহার নাম স্বপ্ন। সুপ্তি নিবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে নানা প্রকার মানসিক ভেদময় বিকল্প-জ্ঞানের উদয় হয়—উহাই স্বপ্ন নামে পরিচিত। জীবের সংসার দশা বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটি দশার সহিতই আমরা পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। যাহাকে সুপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাই সংসারের বীজ দশা, যাহাকে স্বপ্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সংসারের উন্মেষ দশা এবং যে দশাকে আমরা জাগ্রৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি তাহা সংসারের গাঢ় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা। আত্মার সংস্কারের ক্রমিক আধিক্য অনুসারে পর পর এই তিনটি অবস্থার নির্দ্দেশ করা হইল। কিন্তু তুরীয় অবস্থা এই তিনটি অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই তিনটি অবস্থার মধ্যে পরস্পর ভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতে ইহাদের যে কোন দুইটি অবস্থা এক সঙ্গে প্রকাশিত হইতে পারে না, পর পর হয়। অর্থাৎ যখন জাগ্রৎ থাকে তখন স্বপ্ন বা সুষুপ্তি থাকে না, যখন স্বপ্ন থাকে তখন জাগ্রৎ বা সুষুপ্তি থাকে না, এবং যখন সুষুপ্তি থাকে তখন জাগ্রৎ বা স্বপ্ন থাকে না। কিন্তু তুরীয় অবস্থা এই

প্রকার নহে। কারণ উহা উক্ত তিন অবস্থার প্রত্যেকটির সহিত ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। তুরীয় জাগ্রতে থাকে, স্বপ্নে থাকে এবং সুষুপ্তিতেও থাকে। তুরীয়ের প্রকাশের জন্য অন্য কোন অবস্থা নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক নহে। চিৎ এর অনুসন্ধানই তুরীয়ের বৈশিষ্ট্য। উক্ত তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটি চিৎ হইতে উদ্ভুত—তাই চিৎ উহাদের কারণ ও উহারা চিতের কার্য্য। কার্য্যে যেমন কারণ ব্যাপকরূপে বর্ত্তমান থাকে তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে তুরীয় ব্যাপকরূপে বিদ্যমান থাকে। তুরীয় অবস্থা শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলেও উহাতে জাগ্রৎ প্রভৃতি ভিন্ন অবস্থার কলঙ্ক স্পর্শ হয়। ইহা স্পর্শ মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা সত্য। কিন্তু তুরীয়াতীত অবস্থাতে এই স্পর্শও থাকে না।

পরম শিবের প্রাণস্বরূপা পরা শক্তি মাতৃকা মহাযন্ত্রের বাচ্য। এই মহাশক্তি পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট—ইহার স্বরূপ জাগ্রৎ প্রভৃতি পঞ্চ অবস্থার দ্বারা গঠিত। মূর্ত্তির অবয়বের দিক্ হইতে বিচার করিলে জাগ্রৎ অবস্থাকে ইহার শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে, কারণ দক্ষিণ পার্শ্ব ক্রিয়া প্রধান এবং জাগ্রৎ অবস্থাও ক্রিয়াপ্রধান। সুষুপ্তিকে বাম পার্শ্ব মনে করা যাইতে পারে, কারণ ইহা অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়। স্বপ্ন অবস্থা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্ত্তী—ইহা দেবীর জঘন বা গুহ্য প্রদেশ বলিয়া কল্পিত হয়। বিকল্প সমূহ এই অংশ হইতেই উদ্ভূত হয়। সুপ্তি নিবৃত্ত হওয়ার পর যে বিষয়-জ্ঞান হয় তাহা জাগ্রৎ, এবং সুপ্তি নিবৃত্ত না হইলেও যদি অর্থজ্ঞান হয় তবে উহা স্বপ্ন বলিয়া জানিতে হইবে। তুরীয় অবস্থা দেবীর মুখরূপে কল্পিত হয়। জাগ্রৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ দশাতে যে জড় ভাব প্রকট হয় তাহাকে গ্রাস করিবার সামর্থ্য একমাত্র তুরীয়েই আছে। মুখ যেমন চর্ব্বণ ও ভক্ষণ কার্য্য করিয়া থাকে তেমনি চিদনুসন্ধান-প্রধান তুরীয় অবস্থাও জড়ত্বকে গ্রাস করিয়া থাকে। তুরীয়াতীত অবস্থা দেবীর হৃদয়রূপে পরিকল্পিত। ইহাই সকল অবস্থার প্রাণভূত। বাস্তবিক পক্ষে তুরীয়াতীত অবস্থা সাক্ষাৎ মহাশক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে অবস্থার বিচার প্রসঙ্গে তুরীয়াতীত অবস্থারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। যদিও তুরীয় ও তুরীয়াতীত উভয় দশাতেই চিদ্ভাবের প্রকাশ থাকে, তথাপি তুরীয় অবস্থাতে সংসার-কলঙ্কের ক্ষীণ আভাস থাকিয়া যায়, কিন্তু তুরীয়াতীতে তাহাও থাকে না। পরম শিবের অবস্থা ষষ্ঠ দশা রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য—ইহা অখণ্ড ও ব্যাপক। কিন্তু তাহা হইলেও পরমশিব হইতে পরা শক্তির উৎকর্ষই কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য, কারণ পরম শিবের সত্তা চিৎ-সারভূতা বিমর্শরূপা পরা শক্তির অধীন। এইজন্য শিব-শক্তিতে বস্তুতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও শক্তিরই প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হয়।

(৪)

এই যে বিভিন্ন দশার বর্ণনা করা হইল ইহাদের সহিত ‘অ’ কারাদি বর্ণ সমূহের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কালিদাস রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শক্তি ও শিবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য উপমাচ্ছলে বাক্ বা শব্দ এবং অর্থের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টি-প্রসঙ্গে শব্দই যে অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয় ইহা ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন। বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধন-শাস্ত্রে সর্ব্বত্র এই শব্দ ও অর্থের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় যোগিগণও ইহা জানিতেন এবং এই বিষয়ে অনেক গুহ্য তত্ত্ব তাঁহাদের সাধন-সাহিত্যে উপলব্ধ হয়।

শব্দ-অধ্বার বা ধারার মূল বর্ণ। বর্ণ হইতে মন্ত্র, পদ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। অর্থ-অধ্বার মূল কলা, যাহা হইতে তত্ত্ব, ভুবন প্রভৃতি কার্য্যবর্গের ক্রমিক স্ফুরণ হয়। উভয় ধারার পরস্পর সম্বন্ধ প্রতি স্তরেই বিদ্যমান।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা বর্ণকে আত্মিক দশার জ্ঞাপক বা ব্যঞ্জক বলিয়া মনে করিতে পারি। সুতরাং তদনুসারে দশা ও বর্ণের মধ্যে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বলা চলে। বর্ণ দ্বারাই দশাগুলির অভিব্যক্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। যে নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া উভয়ে এই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে তাহা উভয়ের সাদৃশ্য। ক্রমশঃ আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

'অ' হইতে বিসর্গ পর্য্যন্ত স্বরবর্ণ সুষুপ্তি অবস্থার দ্যোতক। 'ক' কার হইতে 'ম' কার পর্য্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শ বর্ণ জাগ্রৎ অবস্থার দ্যোতক। য, র, ল ও ব এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ স্বপ্নাবস্থার পরিচায়ক। শ, ষ, ও স—এই তিনটি উষ্ণবর্ণ তুরীয় বাচক এবং কুটাক্ষর 'ক্ষ' তুরীয়াতীত রূপে কল্পিত হয়। আপাততঃ ইহার বিচার তুরীয়ের সহিতই করিতে হইবে। যাহাকে তুরীয় বলা হইল তাহা জাগ্রৎ অবস্থাতে আবির্ভূত সুষুপ্তির নামান্তর। ইহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা যোগনিদ্রা।

বর্ণসকল উচ্চারণ করিতে হইলে যে প্রযত্ন আবশ্যক হয় তাহার বৈশিষ্ট্য অবস্থা সকলের বৈশিষ্ট্যের ঠিক অনুরূপ। উচ্চারণগত সঙ্কোচ ও বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইল। স্পর্শবর্ণের উচ্চারণে স্পৃষ্ট প্রযত্ন আবশ্যক হয়—ইহা জাগ্রৎ অবস্থার দ্যোতক। এই প্রযত্নে সঙ্কোচভাব প্রধান থাকে। কিন্তু বিবৃত প্রযত্নে সঙ্কোচভাব কাটিয়া যায়—উহাতে প্রসারের প্রাধান্য থাকে। স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিবৃত প্রযত্নের দ্বারাই হইয়া থাকে। স্বরবর্ণ সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞাপক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্বরবর্ণ নাদকল্প। এইজন্য তাহাকে নাদরূপেই গ্রহণ করা হয়। স্পর্শবর্ণ সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ক। স্পৃষ্টতা প্রযত্ন বলিতে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের নিম্ন ও উর্দ্ধভাগের সংঘট্টন বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম সঙ্কোচ গ্রহণ। বিবৃততা-প্রযত্নের উদ্দেশ্য এই যে ইহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সংঘট্টিত কণ্ঠাদি ভাগদ্বয়ের পুনরায় বিঘটন করা হয়। ইহার নামান্তর সঙ্কোচ ত্যাগ। জাগ্রৎ অবস্থায় ঘট-পটাদি অর্থের গ্রহণ হয়। এই অবস্থায় আত্মাতে সঙ্কোচ ভাবের উদয় হয়। সুষুপ্তি অবস্থা বিশ্রামের অবস্থা—তখন আত্মাতে পূর্ণভাব প্রকাশিত হয়।

যদিও বর্ণই দশার অভিব্যঞ্জক তথাপি সঙ্কোচ গ্রহণ ও সঙ্কোচ ত্যাগ মূলক অবস্থা সাদৃশ্য বর্ণের প্রযত্ন সাপেক্ষ। এইজন্য প্রযত্নকে উপচার বশতঃ অবস্থা-ব্যঞ্জক বলিয়া ধরা হয়। স্বপ্ন অবস্থার জ্ঞাপক অন্তঃস্থ বর্ণগত ঈষৎ স্পৃষ্টতা প্রযত্ন। এই উচ্চারণ প্রযত্নে স্পৃষ্টতাই প্রধান—তবে গৌণভাবে বিবৃততা ইহাতে আছে। এইজন্য ইহাকে মিশ্র প্রযত্ন বা ঈষৎ স্পৃষ্ট প্রযত্ন বলা হয়। তুর্য্যদশার জ্ঞাপক উষ্ণবর্ণগত ঈষৎ বিবৃততা প্রযত্ন। এই বিবৃততা-প্রযত্ন স্পৃষ্টতার সহিত মিশ্রিত বলিয়া ইহা সমগ্র নহে—ইহা সঙ্কীর্ণ বা ঈষৎ।

অতএব সুষুপ্তির পূর্ণতা সমগ্র বা পূর্ণ। কারণ ইহা নির্বিকল্প পদ—ইহা বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়বর্গের বিশ্রাম স্বরূপ। বিকল্পের অভাবই পূর্ণত্বের বোধক। জাগ্রতের অপূর্ণতা ঠিক এই প্রকার সম্যক্

বা পূর্ণ। কারণ ইহা সংসার পদ ও গাঢ় বিকল্পের উদয় স্থান। ইহা ঘট পটাদির অনুসন্ধানাত্মক—ইহাতে বিশ্রান্তির স্পর্শ পর্য্যন্ত নাই। এই বিকল্পদ্বয়ই জাগ্রৎ অবস্থাকে মহাসঙ্কোচময় রূপে পরিণত করিয়াছে। তুরীয় অবস্থা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মিশ্রণ বলিয়া জানিতে হইবে। যদিও তুরীয় অবস্থাতে চিদ্-বিশ্রান্তি ব্যাপক ভাবে আছে এবং চিদ্-বিশ্রান্তিই সুষুপ্তি, তথাপি ঐ ব্যাপ্তির অনুসন্ধান হয় চৈত্য বর্গে বা জড় বস্তুতে। কাজেই বিকল্প-স্পৃষ্টতাও জাগ্রতের অনুবর্ত্তী থাকে। স্বপ্ন ও মিশ্ররূপ—ইহা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সমবায় রূপ। তুরীয়ে পূর্ণতা অসমগ্র। কিন্তু স্বপ্নে সঙ্কোচ অসমগ্র।

—ক্রমশঃ

তোমারে নমস্কার

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

যুগে যুগে নব নব বেশ লয়ে নামিয়াছ ভগবান,
দানবে হানিয়া মানবে করেছ ত্রাণ ;
কভু ছিল হাতে শঙ্খ-চক্র, কভু ছিল ইষু-অসি,
লুকালে কি আজ ধরণীরে ভালবাসি।
(তব) বক্ষের মাঝে উদ্বেল বুঝি করুণার পারাবার ;—
হে জননী, আজি তোমারে নমস্কার।

সে করুণা তব কণ্ঠে শুনেছি, প্রেম-মন্থিত-গানে,
গীতা ও চণ্ডী একত্রে বহি আনে।
রূপে ও অরূপে মিশে একাকার, শিব হয়ে জীব জাগে,
লীলায়িত তব ক্ষণিক স্পর্শ লেগে।
(এই) জীবনে তোমার দেখালে স্ব-রূপ, সংশয় নাই আর ;
হে জননী, আজি তোমারে নমস্কার।

মোর দেহলীতে ওই তব দান লয়ে তুমি বারে বারে
হৃদয়-শঙ্খ বাজাইছ ফুৎকারে ;—
শুনেছি সে ডাক, জাগিয়াছি আজি, হয়েছে রজনী ভোর,
নবীন উষায় কেটে গেছে ঘুম ঘোর।
(তব) পুণ্য-পরশ-পুলক আজিকে লাগিছে বারংবার ;
হে জননী মোর, তোমারে নমস্কার।

বৃন্দাবনে বারো দিন*

২৩।১০।৫৪—৫।১১।৫৪

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

পাঁচ-ভূতের-লেখা

৯

প্রাইভেট-কল্পতরু-মা

বৃন্দাবনে দেখলাম মায়ের প্রাইভেট কল্পতরু মূর্ত্তি। যে চেয়েছে, সে পেয়েছে মাকে নিরিবিলিতে; আশাতীত ভাবে পেয়েছে, প্রাণ ভ'রে পেয়েছে। অধিকাংশ সময়ে দেখা যেত মা'র কাছে ভক্তের ভীড় লেগেই আছে। কিন্তু তারই মধ্যে মা'র বিশেষ খেয়াল থাকতো কা'কে কোন্ সময়ে কোন্ জায়গাতে প্রাইভেটের কতোটুকু সুযোগ দিতে হবে।

বাগানের এক নিভৃত অংশে রয়েছে তিনটি কুঠিয়া—হরিকুঞ্জ, রামকুঞ্জ ও কৃষ্ণকুঞ্জ—তিনটি যেন প্রাইভেটের পীঠস্থান। দূরে, এক নির্জ্জন প্রান্তে অসমাপ্ত একটি মন্দির—ভবিষ্যতে এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হবার কথা আছে। এই মন্দিরে মা একদিন বিশ, পঁচিশ জন জাপককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অলৌকিক প্রাইভেট প্রাইজ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে কথা লেখবার সময় নেই। বেলা তিনটা বাজে—দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মা'র শয়ন-মন্দিরের জানালা খোলা হয়েছে। শয়ন-মন্দিরের কোলের বারান্দায় গিয়ে বসলে এখনই হয়তো প্রত্যক্ষ প্রাইভেটের সুযোগ ঘটবে।

ঐ বারান্দার শোভাও বর্দ্ধন ক'রে ব'সে রয়েছে শুদ্ধকান্তি কতো মাতৃ-সন্তান; উদাস-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কখন্ শয়ন-মন্দিরের দ্বার খোলা হবে। মাতৃ-

---

* "ক্ষিতি", "বারি", "অনল", "সমীর", "ব্যোম", "রূপ", "রস", "স্পর্শ" ইত্যাদি ছদ্ম-নাম দিয়ে যে-সব ভাই-বোনের কথা লেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন্‌টি কে তা জানা অনাবশ্যক। নাম-পরিচয়-নিরপেক্ষ ভাব-ধারার আস্বাদনেই আনন্দ।

যাদের ছদ্ম-নামগুলি সংকলিত হয়েছে পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে, তাদের লক্ষ্য মা—যিনি প্রকৃতির মধ্যে থেকেও প্রকৃতির বাইরে। মাকে না পেলে সন্তানের চলে না। সন্তান না হ'লে মায়ের-ও চলে না। আমাদের মতন "পাঁচ-ভূত" না থাকলে. "মা" ব'লে ডাকবে কে ?

দিদির আদেশ—এই লেখা "আনন্দ-বার্ত্তা"-তে প্রকাশ করতে হবে। "ক্ষিতি", "বারি" ইত্যাদি কা'রও তা'তে আপত্তি নেই। এই ডায়েরীর একটি পরিচ্ছেদের নাম—"দিদিমার লোভ"। সে-কথা কিন্তু প্রাইভেট।

অনেক ইংরেজী শব্দ এই ডায়েরীতে আছে। তা'র অধিকাংশ-ই কোনও না কোনও সময়ে মায়ের মুখ থেকে পেয়েছি—প্রসাদের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি।

† ডায়েরীর এই "প্রাইভেট-কল্পতরু-মা"—শীর্ষক অংশে কতকগুলি শব্দ আছে. যা'র দু রকম মানে। সেই শব্দগুলির আশ্রয়ে প্রাইভেট ভাবে রয়েছে কয়েকজন মাতৃ-সন্তান, যা'রা "বৃন্দাবনে বারো দিন"-এর প্রত্যক্ষদর্শী। তা'ছাড়া, একপাশে লুকিয়ে আছে, দ্ব্যর্থক শব্দের মধ্যে, আর-ও তিনজন সন্তান ; তাদের অনুপস্থিতিতে বৃন্দাবনে মা তাদের নাম খেয়াল করেছিলেন।

পূজার আয়োজনে সংগ্রহ করেছে তা'রা মায়ের চরণে-নিবেদিত বিল্ব, পুষ্প। মাতৃ-কৃপায় শীতকালে-ও বৃন্দাবনে দেখা গেল ডবল-যুথিকা, রাত্রিকালে-ও কমল, সূর্য্যমুখী। সকলেই চায় জননীর পদরেণু; অনন্যমনা হ'য়ে চায় মাকে ডাকতে; আর চায় বিশুদ্ধা, বিমলা ভক্তি। সফল হোক্ সন্তানদের মাতৃ-সেবা, সার্থক হোক্ মাতৃ-সাধন।

পাশের ঘরে র'য়েছেন রোগিণী দিদি গুরুপ্রিয়া—মৌনরাগিণী অবলম্বন ক'রে। সে আবার এমন রাগিণী যা'র রাগ নেই, "রা" পর্য্যন্ত নেই। দিদির সেবাতে "রা"-বর্জ্জিত সেই রাগিণী-ভগিনীর নিপুণ-নিষ্ঠা এমন সুন্দর যে মনে হয় যেন ছবির মতন।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে শয়ন-মন্দিরের দ্বার খোলা হ'ল। মায়ের সান্নিধ্যে চলেছে শক্তির খেলা। কতো প্রতাপান্বিত বার, কতো রাজা, কতো নরেন্দ্র-ভূপেন্দ্র-মানবেন্দ্র, কতো যোগেন্দ্র গড়াগড়ি যাচ্ছে মায়ের পায়ে। আবার, যে দীনের-চেয়ে-দীন, সে-ও পাচ্ছে ঐ চরণে নিশ্চিন্ত আশ্রয়—মা যে দীনবন্ধু।

মা'র কাছে যেতে-ই হবে। জানি, পথ দুর্গম অন্ধকার। কিন্তু "মা" ব'লে ডাকলে, অন্ধকারেই পথ দেখতে পাবো, গুরু-কৃপার বিদ্যুৎ-প্রভায় অন্ধকার ঘুচে যাবে মাতৃ-কৃপার সূর্য্য-রশ্মিতে। কোনও উপায়ে যা'রা মায়ের প্রেমানন্দ-মেলাতে পৌঁছাতে পেরেছে, তা'রা সদানন্দ; নির্ম্মল হাসি তাদের নিত্যসাথী। তা'রা যে মায়ের গোপাল—অন্তরঙ্গ রসের অধিকারী।

৯০

"মহাত্মার কতো কৃপা ছাখো" ইতি মা

বৃন্দাবনে এসে প্রথম দিকেই মা বলেছিলেন যে আশ্রমের মাঠে ছিল কাঁটা-গাছের জঙ্গল; মা আসছেন শুনে হরিবাবা জঙ্গল সাফ্ করিয়েছেন। "মহাত্মার কতো কৃপা ছাখো"—এই কথা বলতে বলতে মায়ের চোখে মুখে লীলার লহর খেলে গেল। পরে বুঝেছিলাম ঐটুকু লীলার প্রয়োজন ছিল, বিশেষ ক'রে "রূপ", "রস" ও "স্পর্শ"-র শিক্ষার জন্য।

এই তিনটি মাতৃ-সন্তান ইতিপূর্ব্বেই শুনেছিল হরিবাবার আশ্রমের প্রোগ্রাম চলে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় এবং মা সেই প্রোগ্রামে যোগদান করেন, নিয়মিত সময়ে। বৃন্দাবনে এসে তারা দেখল যে আনন্দময়ী আশ্রমের ঘড়ি পনেরো মিনিট (fast) দ্রুত চলছে। অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল যে হরিবাবার আশ্রমের ঘড়ি পনেরো মিনিট দ্রুত এবং সেই ঘড়ি অনুসারে চলতে হবে আমাদের সকলকে। এই সব দেখে শুনে "রূপ", "রস" ও "স্পর্শ" বুঝে নিল যে একান্তভাবে মাতৃ-সঙ্গের সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। হরিবাবার আশ্রমেই মা'র সারাদিন কাটবে। আপন মনে ভাবল "হরিবাবা-ই যদি মা'র সর্ব্বস্ব, আর আমরা কেউ নই, তাহলে আমাদের পক্ষে বাড়ী ফিরে যাওয়া-ই ভাল। বাড়ী গিয়ে মার ছবি নিয়ে দিন কাটাব— মা তো আমাদের চায় না।

৯১

মা আমাদের চায় না?

মা তো অন্তর্য্যামী। হরিবাবার প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে "রূপ", "রস" ও "স্পর্শ"-র যে বিদ্রোহী ভাব ছিল, তার জন্য আড়ালে তাদের ভর্ৎসনা করতে পারতেন। মা কিন্তু তা' করেন নি। ঐ তিনটি সন্তানের দৃষ্টি-ভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা করলেন।

পরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে হরিবাবার প্রোগ্রাম মাতৃ-সঙ্গের প্রতিবন্ধক নয়, পরম সহায়ক। আর-ও দেখালেন যে "তাহলে আমরা বাড়ী ফিরে যাই"—এ হেন আস্ফালন বৃথা; কারণ মা টানলে, থাকতে-ই হবে। বিশেষ ক'রে দেখালেন মা, পদে পদে, যে "মা তো আমাদের চায় না"—এই আমিত্ব-পূর্ণ ধারণা কতো ভ্রান্ত, কতো অমূলক।

চাইতে জানি না আমরা-ই। না চাইতে-ও কৃপা পাই, কিন্তু তা' গ্রহণ করতে জানি না। যদি বা কখনও একটুখানি গ্রহণ করি, তাকে ধারণা ক'রে রাখতে জানি না। মা কি করবে?

১২

কৃষ্ণাশ্রমের প্রোগ্রাম

বৃন্দাবনে আমাদের জীবন যাত্রার কেন্দ্র মা; পটভূমিকা কৃষ্ণাশ্রমের প্রোগ্রাম—সকালে রাসলীলা যাত্রা, বিকাল বেলা ভাগবত-কথা, সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন ও ভাষণ। এই কৃষ্ণাশ্রম ছিল উড়িয়া বাবার আশ্রম। এখন এখানে থাকেন হরিবাবা।

হরিবাবার আশ্রমে এ ছাড়া আর-ও একটি দৈনিক প্রোগ্রাম আছে—উষাকালীন কীর্ত্তন। উষা-কীর্ত্তনে মা সাধারণতঃ হরিবাবার আশ্রমে যেতেন না; সুতরাং আমরাও যেতাম না। একদিন মা গিয়েছিলেন; সুতরাং আমরা-ও গিয়েছিলাম।

হরিবাবার উষা-কীর্ত্তনের রেশ প্রতিদিন আমাদের আশ্রম থেকে শুনতে পাওয়া যেত। উদাত্ত সুরে, এক একটি স্বতন্ত্র অক্ষরের আশ্রয়ে চল্‌ত দীর্ঘকাল-বিলম্বিত সমবেত কণ্ঠ-সঙ্গীত। তার সঙ্গে উচ্চরোলে মৃদঙ্গ ও করতাল এবং গম্ভীর, প্রণবাত্মক ঘড়ির (গৎ) ধ্বনি—সব একত্র হ'য়ে শব্দব্রহ্মের এক বিচিত্র প্রকাশ হ'ত। তারই ফলে হরিবাবার আশ্রমের মধ্যে একটি নির্ম্মল, সাত্ত্বিক পরিবেশ গ'ড়ে উঠত, মৌন নিশীথিনীর স্তব্ধ পটভূমিকাতে।

১৩

হরিবাবার আশ্রম

হরিবাবার আশ্রমটি-ই নির্ম্মল, সাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। রাজপথ থেকে কিছু দূরে, সরু গলি দিয়ে যেতে হয় আশ্রমে; দুধারে বন-জঙ্গল। বৃন্দাবনের স্বনামধন্য উড়িয়া বাবার-ই এই আশ্রম। তাঁর আমল থেকেই এবং উড়িয়া বাবা ও হরিবাবা এই দুই মহাত্মার প্রভাবে নামে পাঠে হরি কথায় আশ্রমের আব্-হাওয়া ভরপুর হ'য়ে আছে।

আশ্রমের আঙ্গিনাটি গোবর জলে নিকিয়ে যেন ঝক্‌ঝক্ করছে—একটি ঝরা পাতা পর্য্যন্ত পড়ে থাকতে দেখিনি কোনও দিন। মণ্ডপটি বেশ প্রকাণ্ড, তার দেওয়ালে চারিদিকে নানা রকম সদ্‌বাণী লেখা রয়েছে।

প্রোগ্রামে যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে সুন্দর একটি শান্ত, শ্রদ্ধাবনত ভাব র'য়েছে। ব্যাখ্যার সময়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে, হরিবাবা যাঁকে আদেশ দেন, তিনি-ই সবিনয়ে উত্তর দেন, তার পরে চলে আলোচনা।

কীর্ত্তনের সময়ে যে যা'র জায়গাতে ব'সে আছে, সংযত ভাবে; নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হচ্ছে, সমবেত ভাবে; প্রোগ্রাম শেষ হ'লে নিয়ম মতন সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করছে, সমান্তরাল ভাবে।

হরিবাবার আশ্রমের কাছাকাছি একটি জায়গাতে

অনেক বার মা অনেক দিন ধ'রে বাস করে গেছেন। মাতৃ-সন্তানের কাছে এই অঞ্চল পরম পবিত্র তীর্থস্থান। হরিবাবার কাছে এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে-ও মাতৃ-সন্তানগণের জন্য সাদর অভ্যর্থনা সব সময়েই র'য়েছে। বাঙ্গালীর ছেলেমেয়ে যদি বাঙ্গলা ভাষায় গৌরসঙ্গীত শোনাতে পারে, তাহলে হরিবাবা পরম সন্তুষ্ট হন। বাঙ্গলা ভাষা তিনি শিখেছেন "অমিয় নিমাই চরিত" আস্বাদন করবার জন্য।

১৪

আমাদের আশ্রমের প্রোগ্রাম

আধ মাইল দূরবর্ত্তী হরিবাবার আশ্রমে বারে বারে যাতায়াত, দীর্ঘকাল সেখানে থাকা এবং যথাসময়ে সেখানে পৌঁছাবার উৎকণ্ঠা—এই সব সামলাতে সামলাতে সব সময়েই আমাদের সময়ের অভাব। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমাদের আশ্রমে প্রোগ্রাম কিছু কম ছিল না।

প্রতিদিন নিদ্রাভঙ্গ হ'ত আশ্রম-কন্যাদের উষা-কীর্ত্তনে—"ভজ মা আনন্দময়ী, লহ মা আনন্দময়ী, গাও মা আনন্দময়ীর নাম রে।" বেলা নয়টার সময়ে সমবেত গীতাপাঠ ও চণ্ডীপাঠ: তার পরে উপনিষৎ পাঠ ও মৌন; সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন ও মৌন—এই ছিল আশ্রমের দৈনিক প্রোগ্রাম।

এ ছাড়া, বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম-ও এই বারো দিনে হয়েছিল প্রাণভরে—উদয়াস্ত নাম একদিন, উদয়াস্ত জপ একদিন, সমবেত ভাবে হিন্দী রামায়ণ পাঠ একদিন। হরিবাবা একদিন এসেছিলেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। মহাত্মারা সমস্বরে সমগ্র সপ্তশতী পাঠ করলেন দিদির আরোগ্যের জন্য। আর মা সমস্তক্ষণ স্থিরভাবে ব'সে রইলেন দিদির শয্যাপার্শ্বে।

হরিবাবার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ আমাদের আশ্রমেই ছিলেন ক'দিন ধ'রে। তাঁদের কাছে নাম শোনাবার জন্য মাঝে মাঝে আসতেন হরিবাবার শিষ্য মনোহর-ভাই। তাঁর গান নিয়মিত প্রোগ্রামের মধ্যে ধর্ত্তব্য না হ'লেও, বেশ আনন্দদায়ক।

প্রায় প্রতিদিনই নিয়মিত প্রোগ্রামের মতন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা'র বাগানে বেড়ানো। সেই সময়ে মাকে পাওয়া যেত স্বচ্ছন্দ গতিতে। হরিবাবার আশ্রমের গম্ভীর পরিবেশে মায়ের মুখের কথা শুনতে পাবার সুযোগ হয় না। বাগানে যে-সময়টুকু মা থাকতেন, তখন "ধ্বনি" "সমীর", "রূপ", "রস" ইত্যাদি সন্তানগণ প্রাণ খুলে কথা বলত, আর প্রাণ খুলে হাসত।

১৫

হরিবাবার প্রোগ্রাম-ই পরম বন্ধু

হরিবাবার প্রোগ্রামের মান রক্ষা করতে গিয়ে মাতৃ-সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে হবে এই আশঙ্কা সব-চেয়ে-বেশী হয়েছিল "রস"-এর। সে কিন্তু পেয়ে গেল মার কাছ থেকে সব-চেয়ে-ভাল প্রাইজ—মা'র গাড়ীতে প্রতিদিন বার বার যাতায়াতের সুযোগ, কখনও মায়ের পায়ের তলে, কখনও মায়ের কোলের পাশে।

"রূপ"-এর মনে-ও প্রোগ্রাম-ভীতি প্রবল আকার ধারণ করেছিল। সে স্থির করেছিল হরিবাবার আশ্রমে মোটেই যাবে না। তা'র-ও কিন্তু প্রোগ্রামের কল্যাণেই অভাবনীয়ভাবে নিবিড় মাতৃসঙ্গ হয়ে গেল—সে যেমনটি চায়। "রূপ" চায় মায়ের দর্শন, মায়ের দৃষ্টি—এইটুকু পেলেই সে কৃতার্থ।

ইতিপূর্ব্বে “রূপ” মাকে কয়েক জায়গাতে দর্শন করেছে। বৃন্দাবনের পরিবেশে মাতৃ-দর্শন তা'র এই প্রথম। দিল্লীতে ও কলকাতাতে যে-দর্শন হয়েছিল, সে-রকম দর্শনে “রূপ”-এর তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয় মাত্র, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না। বড়ো ভীড় সেখানে, বড়ো হৈ হৈ, বড়ো ঠেলাঠেলি, বড়ো বেশী প্রাইভেটের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

হরিবাবার মণ্ডপে প্রতিদিন মা'র দর্শন পাওয়া যেত দার্ঘকাল ধ'রে—মা ব'সে থাকতেন প্রতিমার মতন স্থির হ'য়ে।

“আমার পরাণ পলকে পলকে
চোখে চোখে তব দরশ মাগে”—

এই টুকুই ছিল “রূপ”-এর কামনা। এ-সাধ তার মিটেছিল প্রাণভ'রে। হরিবাবার প্রোগ্রাম উপলক্ষ্য ক'রে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, “রূপ”-এর ভাগ্যে ঘটেছিল সেই “নয়নের পরসাদ।” কখনও কখনও সাময়িক বিঘ্ন দেখা দিয়েছিল—পাগড়ী-পরিহিত কোনও সজ্জনের মূর্ত্তি ধ'রে। সে-প্রতিবন্ধকের সহজ প্রতিকার ছিল “স্থান ত্যাগের।” একটু স'রে ব'সে মায়ের সামনাসামনি একটা জায়গা বেছে নিতে পারলে, কৃপাদৃষ্টির কোনও কার্পণ্য দেখা যায়নি মায়ের দিক থেকে। তখন “রূপ”-এর মনে হ'ত—যেন প্রোগ্রাম আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'লে আরও ভাল হ'ত।

হরিবাবার প্রোগ্রাম উপলক্ষ্য করে “স্পর্শ”-ও পেয়েছিল মাতৃ-সঙ্গের অমূল্য সুযোগ—গাড়ীতে ওঠা এবং গাড়ী থেকে নামার সময়ে বিনা প্রয়োজনে মাকে সাহায্য করা। মাতৃসেবার নামে এইটুকু মাতৃস্পর্শের আনন্দে সে পুলকিত। হরিবাবার প্রোগ্রামে যোগদান করার জন্য প্রতিদিন তিনবার যাওয়া এবং তিনবার আসা হ'ত বলেই “স্পর্শ” বারে বারে এই দেব-দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিল। তখন “স্পর্শ”-র মনে হ'ত—প্রোগ্রাম আর-ও ঘন ঘন হলে যেন আর-ও ভাল হত।*

—ক্রমশঃ

---

* “প্রাইভেট-কল্পতরু-মা”—শীর্ষক অধ্যায়ের মধ্যে যে কয়জন মাতৃ-সন্তান প্রাইভেটভাবে রয়েছেন তাঁদের নাম :—

১। শোভা, ২। কান্তি, ৩। উদাস, ৪। বিল্ব, ৫। পুষ্প, ৬, ৭। দুইজন যূথিকা, ৮। কমল, ৯। সূর্য্যমুখী, ১০। রেণু, ১১। মনা, ১২। বিশুদ্ধা, ১৩। বিমলা, ১৪। সেবা, ১৫। সাধন, ১৬। গিনি, ১৭। ছবি, ১৮। শক্তি, ১৯। প্রতাপ, ২০। বীর, ২১। রাজা, ২২। নরেন্দ্র. ২৩। ভূপেন্দ্র, ২৪। মানবেন্দ্র, ২৫। যোগেন্দ্র, ২৬। দীনবন্ধু, ২৭। গুরু, ২৮। বিদ্যুৎপ্রভা, ২৯। প্রেমা, ৩০। আনন্দ, ৩১। সদানন্দ, ৩২। নির্ম্মল, ৩৩। হাসি, ৩৪। গোপাল।

আনন্দ-মীমাংসা

[তৈত্তিরীয় উপনিষৎ]

অনির্বাণ

এই সব আগে অসৎই ছিল। তা থেকেই সৎএর জন্ম হল। তৎস্বরূপই নিজেকে নিজে এই করলেন। তাই তৎস্বরূপকে বলা হয় সুকৃত।

যে-তৎস্বরূপ সুকৃত, তিনিই রস। রসকে পেয়েই এই জীব আনন্দময় হয়ে আছে। যদি এই আকাশ-স্বরূপ আনন্দ না থাকতেন, কে-ই বা শ্বাস নিত, কে-ই বা শ্বাস ফেলত? ইনিই তো নন্দিত করছেন সবাইকে। যখন এই জীব এই অদৃশ্য অশরীর অনির্বাচ্য অনাধার আনন্দস্বরূপে অচ্যুত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখনই সে অভয়কে পায়। আর যখন সে এঁর সঙ্গে এতটুকুও অন্তরালের সৃষ্টি করে, তখনই তার ভয় হয়। সে ভয় সেই বিদ্বানের, যে মননহীন। তাইতে এই শ্লোক হয়েছে ॥২।৭

'এঁরই ভয়ে বায়ু বইছেন। এঁরই ভয়ে উঠছেন সূর্য্য। এঁরই ভয়ে অগ্নি আর ইন্দ্র ছুটছেন। মৃত্যু ছুটছেন পঞ্চম হয়ে।'

এইবার আনন্দের এই মীমাংসা উপস্থাপিত করা হচ্ছে। কেউ যদি যুবা হয়, পুণ্য-চরিত্র অধ্যয়নশীল যুবা হয়, তার মন হয় ক্ষিপ্রতম, শরীর দ্রঢ়িষ্ঠ আর হৃদয় বলিষ্ঠ, আর তার জন্য এই সমস্ত পৃথিবীই বিত্তে পূর্ণ হয়, সেই হবে এক মানুষের-আনন্দ। এমনি মানুষ-আনন্দের যে শতগুণ,

তাই এক মনুষ্য-গন্ধর্বের আনন্দ। সে-আনন্দ কার? না যিনি শ্রোত্রিয়, যিনি অকামহত তাঁর। সেই যে মনুষ্যগন্ধর্বদের আনন্দ, তার শতগুণে এক দেবগন্ধর্বের আনন্দ - তা অকামহত শ্রোত্রিয়েরও আনন্দ। সেই যে দেব-গন্ধর্বের আনন্দ, তার শতগুণে চিরজ্যোতির্লোকবাসী এক পিতৃগণের আনন্দ—তা অকামহত শ্রোত্রিয়েরও আনন্দ। সেই যে চিরজ্যোতির্লোকবাসী এক পিতৃগণের আনন্দ, তার শতগুণে এক আজানজ-দেবগণের আনন্দ - তা অকামহত শ্রোত্রিয়েরও আনন্দ। সেই যে আজানজ-দেবগণের আনন্দ তার শতগুণে এক কর্মদেবগণের ও শুদ্ধদেবগণের আনন্দ যাঁরা কর্মের দ্বারা শুদ্ধ দেবত্ব পেয়েছেন—তাই অকামহত শ্রোত্রিয়েরও আনন্দ। সেই যে কর্মদেবগণের ও শুদ্ধদেবগণের আনন্দ, তার শতগুণে এক ইন্দ্রের আনন্দ—

তা অকামহত শ্রোত্রিয়েরও আনন্দ। সেই যে ইন্দ্রের আনন্দ, তার শতগুণে এক বৃহস্পতির আনন্দ—তা অকামহত শ্রোত্রিয়েরও আনন্দ। সেই যে বৃহস্পতির আনন্দ, তার শতগুণে এক প্রজাপতির আনন্দ - তা অকামহত শ্রোত্রিয়েরও আনন্দ। সেই যে প্রজাপতির আনন্দ, তার শতগুণে এক ব্রহ্মের আনন্দ - তা অকামহত শ্রোত্রিয়েরও আনন্দ।

সেই তিনি—এই যিনি পুরুষে, আবার ঐ যিনি আদিত্যে—তিনি একই। যিনি এইটি জানেন, তিনি এই লোক হতে এগিয়ে গিয়ে এই অন্নময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, এই মনোময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন। তাইতে এই শ্লোক হয়েছে ॥২।৮

'যেখান থেকে বাক্ ফিরে আসে মনের সঙ্গে— নাগাল না পেয়ে, ব্রহ্মের সেই আনন্দকে জেনে পুরুষ আর ভয় পায় না কোনও-কিছু থেকেই।'

তাকে আর এ-চিন্তা অনুতপ্ত করে না, 'কেন আমি পুণ্য কাজ করলাম না, কেন আমি পাপ কাজ করলাম।' যিনি এমনি করে পাপ-পুণ্যের তত্ত্ব জানেন, তিনি নিজেকে দুয়ের ওপারে নিয়ে যান। এ-দুটিকে এমনি জেনেই তিনি নিজেকে দুয়ের পার করে নিয়ে যান। এই হল উপনিষৎ ॥২।৯

তাৎপর্য্য

সৃষ্টিকে বোঝা যাবে সৃষ্টির ওপারে গেলে, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের ঐকাত্ম্য হতে।

সৃষ্টির তিনটি কারণ বলা চলে—অব্যক্ত, তার মূলে সৎ, তারও মূলে অসৎ। অসৎ অনির্বাচ্য, সমস্ত ইতির চরম নেতি। তাতেই সত্তার প্রতিষ্ঠা। তার মধ্যে যে স্বকৃতি বা সুকৃতি তাই সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। মহাশূন্যে আপনাতে আপনি থাকবার যে অরূপ উল্লাস, তা হতেই অপরূপের বিসৃষ্টি।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি পরমাণুবাদ, প্রকৃতিবাদ, এবং ব্রহ্মবাদের কথা। পরাক্ দৃষ্টিতে কার্য্যের মধ্যে বস্তুকেই যদি দেখি, তার মূলে পাই পরমাণু। কিন্তু পরমাণু-সংযোগ কিসে হয়? অদৃষ্ট শক্তির বশে। এই অদৃষ্টকে যদি বলি প্রকৃতি এবং তার তাৎপর্য্য স্বীকার করি, তা হলে সৃষ্টিমীমাংসা সুষ্ঠুতর হয়। দৃষ্টি এখানে পরাক্ Objective) এবং প্রত্যক্ (Subjective). দুইই, কেননা শক্তির অনুভব অন্তর আর বাইরের মধ্যে সেতুর মতন। তবু, বাকী থাকে ঈক্ষা। সৃষ্টির চিন্ময় কল্পরূপ হল নিত্যসৃষ্টি বা শুদ্ধবিদ্যা; তাই ঈক্ষা। অতএব সৃষ্টির মূলে চৈতন্য। এইটি প্রত্যক্ দৃষ্টির ফল। চেতনা তখন গুটিয়ে এসেছে নিজের মধ্যে, বস্তুর মূলে আবিষ্কার করেছে ভাবকে।

এই চৈতন্যের উল্লাসই সৃষ্টি। তাই যিনি সুকৃত, তিনি রসস্বরূপ। সেই রস আমারও মধ্যে, কেননা তিনি সুদীপ্ত পাবক, আর আমরা তাঁরই বিস্ফুলিঙ্গ।

রস সুখ-দুঃখেরও অতীত। দুঃখকেও আনন্দে রূপান্তরিত করতে পারলে বীর্য্যের সিদ্ধিতে জীবন-সমস্যার সমাধান হয়।

কিন্তু দুঃখের মধ্যেও রসের প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রাণাপানের মূলে অর্থাৎ জীবন-মরণের মূলে আবিষ্কার করতে হবে আকাশকে। এই আকাশ আর আনন্দই পুরুষ ও ব্রহ্মযোনি। দুইই তটস্থ—যেমন সামাজিক আর নটী। এই তটস্থভাব হতেই অন্তরাবৃত্তির ফলে দৃশ্যের সংস্কার স্তম্ভিত হয়, দেহাত্মবোধ লোপ পায়, বাক্ ও মন মূক হয়—কোথাও কিছু আঁকড়ে ধরবার থাকে না। তখনই অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। শূন্যনির্ভর না হলে পূর্ণকে পাওয়া যায় না।

ভয় প্রাকৃতচিত্তে—'যোগক্ষেমের বাধা ঘটে যদি!' আকাশ-বিহারে এই ভয় দূর হয়। তাইতে আত্ম-ব্রহ্মের ঐকাত্ম্য। আমিই তখন সুকৃত—আমার ভোগ্যকে বিজ্ঞানরূপে আমিই সৃষ্টি করছি।

এই আত্মভাব হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিতেও

মৃত্যুভয় বা অভিনিবেশ এসে আমাদের গ্রাস করে। মনন তখন ইন্দ্রিয়নির্ভর, চিত্ত বহির্মুখ। আমার জগৎ আর আমার শাসনে নয়, আমিই তার দ্বারা শাসিত। তখনও আমি জানি, কিন্তু সবটা জানি না। তাই আমার ভয়।

একদিকে ভয়, আর একদিকে আনন্দ—অস্তিত্বের দুটি কোটি। আনন্দ ব্রহ্ম, তা মুক্ত স্বাতন্ত্র্য ; আর ভয় এই জগৎ—অবিদ্যা হতে শুরু করে অভিনিবেশে তার পর্য্যবসান। ভয়ের মূল যোগক্ষেমকে আঁকড়ে থাকায়। তার চরম পর্বে মোক্ষভীতি।

অথচ ভয় সপ্রয়োজন। এই ভয়ের গোড়ায় আছে আনন্দের প্রশাসন, তাইতে দেখা দিচ্ছে দেবব্রত। ভয় না থাকলে সব হত নির্ঋতির কবলিত। তবে কিনা এ-ভয় অজ্ঞানের নয়, উন্মিষন্ত জ্ঞানের। তাঁর উদ্যত বজ্রের মহাভয়। এতে তাঁর মহিমার উপলব্ধি আছে, তাঁর ঋতময় শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। তাই এ-ভয় মোহক নয়, প্রবোধক।

এই ভয় দেবতাদের। ক'জন দেবতা? ঋষি বললেন, মোটের উপর পাঁচ জন—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য আর পঞ্চম হলেন মৃত্যু। চারটি অস্তিত্ব, একটি নাস্তিত্ব। অগ্নি বিশ্বের মাঝে অভীপ্সার ঊর্দ্ধশিখা, বায়ু বিশ্বপ্রাণ, ইন্দ্র দিব্য মন, সূর্য্য বিজ্ঞান। এই পর্য্যন্ত 'অস্তি', তারও পরে 'নাস্তির' প্রজ্বল প্রত্যয়। তিনিই মৃত্যু। তিনি বিনাশ, তিনিই অসৎ—অথচ তিনিও 'ধাবতি'। শক্তি-পরিণামের প্রতি পর্বে তিনি আছেন উত্তরায়ণের প্রৈতিরূপে।

অদিব্য এবং দিব্য দুটি ভয়ের বেষ্টনীর মাঝে আনন্দ ফুটছে, চক্রে-চক্রে সে উঠে যাচ্ছে অভয় প্রতিষ্ঠার পানে।

আনন্দ পঞ্চপর্বা—মানুষের আনন্দ, গন্ধর্বের, পিতৃগণের, দেবতার আর ব্রহ্মের। ব্রহ্মের আনন্দের পূর্ব পর্য্যন্ত সব আনন্দই অন্যনির্ভর অর্থাৎ বিষয়-নির্ভর। বিষয় কোথাও অন্নময়, যেমন মনুষ্যলোকে; আবার গন্ধর্বলোকে তা প্রাণময়, পিতৃলোকে মনোময়, দেবলোকে বিজ্ঞানময়। ব্রহ্মলোকে নির্বিষয় অভয় আনন্দময়। আর-সব লোকেই সীমার কুণ্ডলা আছে, অতএব ভয় আর প্রশাসন আছে।

এই আনন্দের কম্বুরেখা ধরে অকামহত শ্রোত্রিয়ের চেতনা উঠে যাচ্ছে উজানপানে। ওপার হতে উঠছে পরাবাণীর ঝঙ্কার, উঠছে বিশ্বমূল হতে, বিপ্রচিত্তের গভীরে অনাহত তন্ত্রীর তন্ত্রে-তন্ত্রে। সে-বাণী যিনি শুনেছেন তিনিই শ্রোত্রিয়। বাইরের কামনা তাঁর মরে গেছে। যেমন ভয়ের মূঢ়তা রূপান্তরিত হয় প্রশাসিতের ঋতচ্ছন্দে, তেমনি কামনাও রূপান্তরিত হয় অভীপ্সার উর্দ্ধস্রোতে। অকামহত শ্রোত্রিয়ের চিত্ত গোপীচিত্ত—যে-বাঁশির সুরে মৃত্যুর স্রোত উজান বয়, সেই বাঁশি শুনে তিনি উন্মনা হয়েছেন। তাঁর আনন্দ ব্রহ্মেরই আনন্দ, কিন্তু তবুও নির্বিষয় নয়। মানুষ, গন্ধর্ব, পিতৃগণ ও দেবগণের আনন্দ তিনি জানেন, কিন্তু অভয় বলেই জানেন—কেননা তাঁর কামনা নাই, কোনও আনন্দেই তিনি বাঁধা পড়েন নি। আনন্দের এক গ্রাম হতে আর-এক গ্রামে অনায়াসে তিনি উত্তীর্ণ হন, আবার স্বচ্ছন্দে নেমে আসেন। এটি সম্ভব হয়, ত্রিতন্ত্রীর বিদ্যুৎতন্তুতে তাঁর আনন্দ কাঁপছে বলে।

আনন্দ-মীমাংসার এই তত্ত্বগুলি লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ তীব্রতা দিয়ে আনন্দের পরিমাপ মনুষ্যলোকের কথা। তীব্রতারও সেখানে একটা মাত্রা আছে—মাত্রার অবর বা উত্তর প্রান্তে বোধ থাকে না। উত্তর প্রান্তে বোধ যখন হারিয়ে যায় তখন অবশেষ থাকতে পারে একটা প্রযত্নশৈথিল্য ও ব্যাপ্তির আনন্দ, যদিও এ ক্ষেত্রে হঠাৎ বোধের নির্বাণ ঘটাও অসম্ভব নয়। বোধ যদি স্বাতন্ত্র্যে ও ব্যাপ্তিতে মুক্তি পায়, তাহলেই তা অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ হতে পারে, অন্যথা নয়। 'মনুষ্যের আনন্দের শতগুণ মনুষ্যগন্ধর্বের আনন্দ'—এখানে শতগুণের পরিমাপ তীব্রতা দিয়ে নয়, প্রযত্নশৈথিল্য স্বাতন্ত্র্য ব্যাপ্তি ও স্ফুরত্তা দিয়ে। অর্থাৎ পরিমাপ করতে গিয়ে এক স্তর হতে আর-এক স্তরে ওঠবার সময় বাটখারার বদল হয়ে যায়। অন্নময় লোকের যে-একক, তা প্রাণলোকে চলে না, কেননা অন্নের তত্ত্ব দিয়ে তো প্রাণের তত্ত্ব বোঝা যায় না। অথচ মাত্রাগত তারতম্যের একটা অনুভব হয় ঐ স্বাচ্ছন্দ্যে, স্বাতন্ত্র্যে, উপাদানের সূক্ষ্মতায়, শক্তির সহজ স্ফুরত্তায়। মানুষের আনন্দ আত্মনির্ভর—কিন্তু তাও প্রাণ মন বিজ্ঞানকেই পুষ্ট করছে। গন্ধর্বের আনন্দ অন্নময় উপাদানকে ব্যবহার করে না, কিন্তু এক ধাপ উপরে উঠে প্রাণময় উপাদানকে সাক্ষাৎভাবে সম্ভোগ করে। এইভাবে বুঝতে হবে সর্ব্বত্র।

তারপর দ্বিতীয় কথা, আনন্দের স্তরগুলো ভেদ করে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মের দিকে উজিয়ে যান যখন, তখন প্রথম তাঁর খানিকটা আয়াস থাকে, পরে আর থাকে না। এই ভেদ থেকে গন্ধর্ব আর দেবতাদের কৃত্রিম ও সাংসিদ্ধিক দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। মনুষ্যগন্ধর্ব, আজানজদেব আর কর্মদেবের ভোগ আয়াসযুক্ত, তাঁদের লোক থেকে আবার নীচে নেমে আসবার ভয় আছে—'ক্ষীণে পুণ্যে।' কিন্তু দেবগন্ধর্ব ও শুদ্ধ দেবতার আনন্দ স্বাভাবিক। তাঁদের লোকে গিয়ে, ঊর্দ্ধগতিই হয়, অধোগতি ঘটতে পারে না। এই হল রূপান্তরেরও রহস্য। এই পর্য্যন্ত শুক্ল কর্মের অধিকার। অবশ্য কর্ম এখানে উৎসর্গ, বিসর্গ নয়—যদিও দুটিতে ভাগাভাগি করাও ঠিক হবে না।

পিতৃলোকের বেলায় কৃত্রিম-স্বাভাবিকের ভাগাভাগি নাই, কেননা পিতৃলোক মানুষের সহজ সাধ্যভূমি। পিতৃলোক মনোময়; সেখানে মনোময় পুরুষের সাক্ষাৎকারে প্রাণ ও শরীরের উপর যে নেতৃত্ব জন্মায়, তাতে প্রাণের আবার আচ্ছন্নতায় কবলিত হবার আশঙ্কা থাকে না। এই পিতৃলোকে ঋষিদেরও অধিষ্ঠান, যাঁরা জগদ্‌গুরু।

দেবলোক থেকে বিজ্ঞানভূমির শুরু। তাকে দু'ভাগ করা হয়েছে। আজানজদেব, কর্মদেব ও শুদ্ধদেব—এই তিনটিতে একটি বর্গ, আবার ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও প্রজাপতিতে আর-একটি বর্গ।

বিজ্ঞান মানেই একবিজ্ঞান, বহুর মাঝে এককে দেখবার সামর্থ্য। একবিজ্ঞানের দুটি ধারা হতে পারে। প্রথমতঃ বহুর জ্ঞান থেকেও একত্বের বোধ—এইখানেই 'এক সৎ'এর বহুধাভবন। ভারতীয় চিন্তায় বহুদেববাদের ভিত্তিও এইখানে। বিশ্বদেবেরা 'সজোষাঃ', অর্থাৎ পরস্পরের ভেদ জেনেও সত্ত্বের অভেদের অনুভবকে তাঁরা জাগিয়ে রাখছেন। এইটি ধরে দেবতাদের প্রথম বর্গ বা মানুষের বিজ্ঞানভূমির প্রথম দর্শন। আজানজ দেবত্বের ভাব উৎপন্ন হয় স্মার্তকর্ম থেকে। এ কর্ম শুদ্ধ হলেও অনেকটা

গতানুগতিক। খানিকটা স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয় শ্রৌতকর্মে। সেখানে নতুন করে আগুন জ্বালতে হয়, গৃহের আবেষ্টনীর বাইরে। তবুও বিজ্ঞান সেখানে কর্মনির্ভর। বিজ্ঞান যখন কর্মের অপেক্ষা রাখে না, তখনই শুদ্ধ-দেবত্ব। সোমযাগের শেষ আহুতি বিশ্বদেবতাকে—এইখানেই ভেদে-অভেদ জ্ঞানের পূর্ণতা।

তারপর একবিজ্ঞান সাধনার দ্বিতীয় পর্ব—যেখানে ভেদ গুণীভূত, অভেদজ্ঞানই প্রকট। তখন পাচ্ছি একটি করে বিশিষ্ট দেবতা, তাঁদের দিয়ে এক ত্রিবর্গ হল—ইন্দ্র-বৃহস্পতি-প্রজাপতি। এই তিনটি দেবতা ব্রহ্মশক্তি বা মায়ার আদ্যা ত্রিপুটী, তন্ত্রের ভাষায় ক্রিয়া-জ্ঞান-ইচ্ছা। ব্রহ্মের বহু হবার যে কামনা বা ইচ্ছা, 'অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়' এই ঈক্ষায় যে আনন্দময় আত্মবিসৃষ্টির ভাবনা, তাই প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ (সংহিতার অর্থে)। তাঁর শক্তি বাক্ সেই 'বৃহতী বাকের' পতিত্বে বা নিয়ন্তৃত্বে যিনি বৃহস্পতি, ব্রহ্মের তিনি 'জ্ঞানময়ং তপঃ'। বেদে তিনিও গোত্রভিৎ বলে বর্ণিত। আধারের সমস্ত কুণ্ডলী ভেঙে এই জ্ঞানকে ক্রিয়াপর করবার যে-বজ্রশক্তি তাই ইন্দ্র। এই তিন দেবতার সমষ্টি ক্রিয়া অপ্রাকৃত এবং অতিমানস। এই ত্রিবর্গের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মের সহজ আনন্দ।

কি করে এই আনন্দকে পাওয়া যাবে? একমাত্র আদিত্যের উপাসনা দ্বারা। আদিত্য প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তাঁর তাপেই আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দ দল মেলছে। তাঁর শক্তিই বিশ্ব-ধীর প্রচোদয়িত্রী সাবিত্রী শক্তি। তাঁকে স্বীকার করতে হবে, নিত্য-জাগ্রত ভাবনার দ্বারা আকর্ষণ করে জপতে হবে, সবার হয়ে আমরা তোমায় আঁধারে আঁধারে 'ধীমহি' তবেই তাঁর প্রচোদনার শক্তি কাজ করবে। মানুষের মনুষ্যত্ব এই 'ধীমহি' ভাবনায়, এই অঙ্কুশ-মুদ্রায়। একাও যদি কেউ তা করে সবার প্রতিনিধি হয়ে, তাতেও ফল হয়। এই হল দিব্য আর্ত্বিজ্য, বিশ্ব যেখানে যজমান। এই দিব্য ঋত্বিক্ই বিশ্বামিত্র। ঋগ্বেদের ভাষায় ব্রহ্মশক্তিরূপিণী তাঁর বিদ্যুন্ময়ী বাক্ই ভারতজনকে চিরকাল রক্ষা করে আসছে।

আদিত্যের সুষুম্নরশ্মি 'সীমানং বিদার্য' অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে হৃদয়ে। সেই রশ্মিকে আবিষ্কার করে এই আটপৌরে জগতের গভীরে ডুবতে হবে—নিজের শুদ্ধ দেহবোধের মধ্যে। ঐ সুষুম্নতন্তু হতেই তখন আত্মভাবের প্রতিষ্ঠা ও বিস্ফারণ হতে থাকবে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় আত্মা—এই ক্রম অনুযায়ী। প্রতিষ্ঠা যত পাকা হবে, শক্তির বিচ্ছুরণ ততই অনায়াসে লোকসৃষ্টি করে চলবে ঐ আত্মভাবময় সুষুম্নতন্তুকে অবলম্বন করে। উৎসর্গের ফল যে বিন্দুলয়, এইখানে এসে তা বিস্ফারিত হয় বিসর্গে। অবশেষে এই অনুভব—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'; আর এই আত্মভাবের কমলনালে বহুদল প্রস্ফুটিত পদ্মের মত বিশ্বভুবন গাঁথা রয়েছে। এই আত্মাই সঙ্কর্ষণ, ভুবনের প্রত্যেকটি দল তাঁরই নাভিতে সমর্পিত।

এই রাসচক্র, আনন্দের পরম ও চরম প্রতিষ্ঠা এবং বিলাস।

চেতনা আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হয় যখন, তখন আর কোথাও ভয় থাকে না। অস্তিত্বের কুমেরুতে ভয়, সুমেরুতে আনন্দ। এই ভয়

অন্ধতামিস্র বা অভিনিবেশ—যা মৃত্যুভয়রূপে সর্বজীবে সাধারণ। অল্পে সুখবোধ, অল্পে অভিনিবেশ—তাই ভয়ের কারণ। অথচ কুঁড়ি হয়ে আমরা চিরকাল থাকব না, ফুটতে আমাদের হবেই। সুতরাং অল্পকেও ছাড়তে হবে, অর্থাৎ মরতে হবে। অনেক মৃত্যু পার হয়ে পৌঁছতে হবে আনন্দে।

স্বচ্ছন্দচিত্তে এইটি যিনি ধারণা করতে পেরেছেন তিনিই মুক্ত। জীবনে তিনি চলেছেন ভবস্রোতের উজান বেয়ে, চলেছেন আনন্দের এক ঘাট হতে আর-এক ঘাটে অকামহত শ্রোত্রিয়ের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে।

প্রাকৃত দৃষ্টিতে এই উজানপথে চলার দুটি উপক্রমে দুটি সাধনা—বাক্ ও মনের লয় অন্তর্মুখীনতায়। আন্তর বাক্ও থাকবে না, চিন্তাও থাকবে না—থাকবে শুদ্ধ বোধ মাত্র। সুষুম্নতন্তুতে চেতনার কেন্দ্র, সেইখানে থাকা। যেমন করে ঐ আকাশ আছে, এই পৃথিবী আছে—নিশ্চুপ হয়ে আছে, তেমনি করে চেতনার প্রসারে জেগে থাকা শুধু। এই হল জ্ঞান-আত্মার স্থিতি। স্বাভাবিক একটা বিস্ফারণ হয় তখন চেতনার, তাই মহান্-আত্মায় স্থিতি। তারও গভীরে এবং তাকেও ছাপিয়ে শান্ত-আত্মায় অবস্থান। তাই স্বপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্মানন্দ।

ব্যবহারের দিক দিয়ে যদি দেখি, এ-অবস্থার পরখ হয় সুকৃত-দুষ্কৃত দুয়ের বিলোপে। এইটিই ধারণা করা কঠিন। যে অজ্ঞান, যে দুর্বল, তার জন্যই সুকৃত-দুষ্কৃত। যে ঈশ্বর, যে শাস্তা সে দুয়ের ওপারে। আমি নরহত্যা করতে পারি না, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ রাজা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। সুখ-দুঃখ নাই, এতে মেলে তিতিক্ষার পরিচয়; কিন্তু পাপ-পুণ্য নাই, এতে মেলে শক্তির পরিচয়। এই শক্তি সমর্পণেও জাগতে পারে। তাই গীতার চরম মীমাংসা। 'তুমি ধর্ম্ম ছাড়, আমার শরণ নাও, আমি পাপ থেকেও তোমায় মুক্ত করব। কিন্তু তুমি যদি পুণ্য আঁকড়ে থাক, পাপের দায় হতে তোমায় আমি বাঁচাতে পারব না।'

'ন পুণ্যং ন পাপম্' একথা আর-কোনও ধর্ম্ম বলতে পারেনি। অথচ এ-ভাবটা সেই বৈদিকযুগ হতে হিন্দুর মজ্জাগত।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মানন্দের অধিগমে পাপ-পুণ্য খসে পড়ে—এই হল গতির চরম। তার ওপারে আর কিছুই নাই।

এই হল আনন্দ-মীমাংসার শেষ কথা। মহাশূন্যের বুকে শুদ্ধ অস্তিত্বের উল্লাসে আনন্দময়ী ব্রহ্মশক্তি কাঁপছেন আত্মরত কৌমারী-চেতনার অনাহত স্পন্দনে, আর তাঁরই অপরাজিতা সাবিত্র-দ্যুতি হৃদয়ে হৃদয়ে নিঃশব্দে উন্মেষিত করছে প্রজ্ঞার নীলোৎপল—অকামহত শ্রোত্রিয়ের অনুভবে অনুত্তর সহজানন্দের এই উপনিষৎ।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডাক্তার পন্থকে ফাঁকি দিয়া ভক্তগণ সঙ্গে মায়ের সদালাপ।

২রা কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৪৫ সন (ইং ১৯।১০।৩৮)। গতকল্য শুনিতে পাইয়াছিলাম যে আজ সকাল বেলা কাহাকেও মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া হইবে না। বিকাল বেলা সর্ব্বসাধারণের নিকট মাকে বাহির করা হইবে। কাজেই সকাল বেলা মার কাছে যাইবার বিশেষ তাগিদ ছিল না। বাজার শেষ করিয়া ধীরে ধীরে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে গেলাম। তখনও মায়ের ঘরের কপাট বন্ধ ছিল। শচীবাবু এবং ভূপতিবাবুর সহিত আমি আলাপ করিতে লাগিলাম। এমন সময় শ্রীমতী ভ্রমর আসিয়া আমাদিগকে বলিল, "মায়ের ঘরের কপাট এখনই খোলা হইবে। আপনারা তিনজনে তিন দরজার কাছে বসুন। দেখিবেন কেহ যেন ঘরে ঢুকিয়া মাকে স্পর্শ না করে। সকলে হল ঘরে বসিয়াই মাকে দর্শন করিতে পারিবেন এবং সেখানে ঝম-ঝমা কীর্ত্তন হইতে থাকিবে।" ভ্রমরের কথামত আমি এক দরজায় গিয়া বসিলাম। ভূপতিবাবু দ্বিতীয় দরজায় দ্বারী হইলেন। তৃতীয় দরজার কাছে সিমলার চারুবাবু বসিয়াছিলেন। আফিস আছে বলিয়া শচীবাবু দ্বারপালের কাজ লইতে স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন, "এ মায়াবিনীর কাছে একবার বসিলে আর উঠিয়া যাইতে পারিব না।"

কিছুক্ষণ পরে মায়ের ঘরের দ্বার খুলিয়া দেওয় হইল, স্ত্রী পুরুষ মিলিত কণ্ঠে 'মা' নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন খুব জমিয়া গেল এবং প্রায় এ ঘণ্টা ব্যাপী হইল। কীর্ত্তন শেষ হইলে মা বলিলেন, "ডাক্তার পন্থ আমাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু আমার কথা বলিবার খেয়াল হইতেছে। (চারুবাবুকে) বাবা, তুমি কিছু বল ত। তুমি যে কথা বলিতে পার। পাঠ (ভাগবত পাঠ) করিতে করিতে তুমি যাহা বল তাহা ত তোমার মনেই আছে। তুমি কিছু বল।" চারুবাবু কিছু বলিতে লাগিলেন। হল ঘরে গণ্ডগোল হইতেছিল। আমি চারুবা হইতে এত দূরে ছিলাম যে তাঁহার কোন কথাই আমার কাণে স্পষ্টভাবে আসিয়া পৌঁছিতে. ছিল না। কিছুক্ষণ তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার ব্যর্থ প্রয়া করিয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিলাম। খুকুনী দিদিকে বলিলাম, "কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।" দিদি ঐ কথা মাকে বলিলে মা অটল (ভট্টাচার্য্য) বাবুকে আমার জায়গায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার স্থানে আমাকে যাইয়া বসিতে বলিলেন। এইবার মায়ের অনেকটা কাছে বসিতে পারিলাম, কিন্তু তখন আ কোন কথা হইতেছিল না।

কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইল। তখন মা শ্রীযুক্ত রামতারণ চ্যাটার্জ্জিকে বলিলেন, "বাবা, তুমি কিছু বল।" রামতারণবাবু রসিক লোক, তিনি

রসিকতা করিয়া বলিলেন, "মা, আমি মধুপুর হইতে আসিয়াছি। আবার কখন মধুপুরে ফিরিয়া যাইব ?"

মা। (হাসিয়া) তুমি মধুপুরেই আছ। (সকলের হাস্য)

রামতারণবাবু। আমার Return ticket এর মেয়াদ বেশী নয়। বড় জোর পাঁচ বৎসর। যা' কিছু করিতে হয় এখন কর। পরে কিছু করিতে চাহিলেও আমাকে পাইবে না।

মা। লোকে বলে না, ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত আর নরের ষাট হাজার বৎসর। তোমার জীবন কি পাঁচ বৎসরের জন্য ? ইহার আগে পরে কি কিছু নাই ?

রামতারণবাবু। তাহা ধরিলে ত জীবন অনন্ত।

রামতারণবাবুর প্রশ্নটি ছিল ব্যক্তিগত ; বিশেষতঃ তিনি কথাচ্ছলে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। বোধ করি সেইজন্যই মা আর কোন আলোচনা চালাইলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা আবার বলিলেন, "খালি মুখে থাকিতে নাই। একটা কিছু মুখে রাখিতে হয় (অর্থাৎ মা আমাদিগকে সদালাপ করিতে বলিলেন)।

রামতারণবাবু। তুমি শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইয়া উঠ। রোগিণী সাজিয়া যে লীলা করিতেছ উহা আমাদের ভাল লাগিতেছে না।

মা। (হাসিয়া) মেয়ের অসুখ বাপ মার যত্নের ত্রুটিতেই হয়। মা বাপ যদি লালন পালন করিতে না পারে বা অসাবধানে লালন পালন করে তবেই ছোট ছেলেমেয়েদের অসুখ হয়। তোমাদের যত্নের অভাবেই এই মেয়েটা ভুগিতেছে। এমনও শুনা যায় যে মা দুধ খাওয়াইতে ছেলেকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এমন ভাবে দুধ খাওয়াইল যে দুধ গলায় ঠেকিয়া ছেলেটি মরিয়া গেল। অবশ্য সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে। ছেলেটির ঐ ভাবে মৃত্যু ছিল বলিয়াই মরিয়া গেল, তবুও এক এক জন উপলক্ষ্য হয়। আমার অসুখও সেইরূপ।

একটি ভক্ত। মা, সবই যদি নিয়ন্ত্রিত হয় তবে লোকের কর্ত্তব্য কি থাকে ?

মা। লোকের যে কোন কর্ত্তব্য নাই তাহা জানা চাই। উহা জানিলেই নিশ্চিন্ত। তোমরা যে কর্ত্তব্য নাই বল উহা শোনা কথা। কেবল এই বেলায়ই (অর্থাৎ ধর্ম্মের বেলায়ই) তোমাদের কর্ত্তব্য নাই। অন্য বেলায় কিন্তু খুব আছে। (সকলের হাস্য)

ভক্তটি। মা, কিছুই ত জানি না। কি করিতে হইবে তাহার পথ বলিয়া দাও।

মা। পথ বলিয়া দিতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। প্রত্যেক দিন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর—"হে ভগবান্, তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া দাও।" তাঁহাকে ডাকিলে তিনি কখনও ফেলেন না। আর ফেলিবেনই বা কোথায় ? সকল স্থানেই যে তিনি ; তাঁহার পাশ ফিরিবার জায়গাও যে নাই।

মা আবার বলিতেছেন, "কৃষ্ণকে তোমরা আকর্ষণ বল না ? যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। দেখ, জগতের সমস্ত জিনিষই আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি ছাড়া যে জগতে কিছু নাই।"

একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মার নিকট দুই একটি কথা বলিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। মা

যখন অন্যান্য লোকের সহিত কথা বলিতেছিলেন তখনও তাঁহার অশ্রুসিক্ত নিবেদন চলিতেই ছিল। এদিকে নিয়ম করা হইয়াছে যে, আজ সকালে কাহাকেও মায়ের কাছে যাইতে দেওয়া হইবে না। ঐ স্ত্রীলোকটির প্রার্থনা যেন কিছুই শুনিতেছেন না এই ভাব মা কিছুক্ষণ দেখাইলেন; পরে আর থাকিতে না পারিয়া স্ত্রীলোকটির কাছে আসিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, “বল, মা, তোমার কি বলিবার আছে।”

বৃদ্ধা। মা, তুমি আমাকে আজ ৮॥ সময় আসিতে বলিয়াছিলে। আমি আমার নাতিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহার ফিরিতে দেরী হইল বলিয়া সময় মত তোমার কাছে আসিতে পারি নাই—

মা। ঐ সব কথা থাক। তোমার কি বলিবার আছে তাহা বল।

বৃদ্ধা। মা, কত কথাই ত বলিবার আছে!

মা। এ সব কথার কি শেষ আছে? সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মত কথারও শেষ নাই। নাম কর, তাহাতেই কথা ও কাজ শেষ হইবে। কথা বলার চেয়ে এক কাজ কর। সর্ব্বদা ভগবানের নাম স্মরণ কর, তাহা হইলেই জ্বালা যন্ত্রণা সব শেষ হইবে।

বৃদ্ধা। মেয়েটির বিবাহের কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না—

মা। উহা থাক্। মেয়ের কপালে যদি বিবাহ থাকে তবে হইবে, তাহা না হইলে হইবে না। উহা ভাবিয়া কি হইবে? তুমি কেবল ভগবানের নাম কর।

বৃদ্ধা। কি নাম করিব? ‘মা’ নাম করিব?

মা। মন্ত্র ত তুমি পাইয়াছ, তাহাই জপ কর। আর ‘মা’ নাম করিতে চাও, দোষ কি? ভগবানের নামই ত করিবে।

স্ত্রীলোকটি মাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু আজ সকালে কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হইবে না ইহাই ছিল আমাদের প্রতি নির্দ্দেশ। স্ত্রীলোকটি যাহাতে মাকে স্পর্শ করিতে না পারেন সেদিকে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। কিন্তু মা নিজেই তাঁহার হাতখানা বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটির কোলে দিলেন। আজন্ম বুভুক্ষুর মত তিনি হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া নানাভাবে উহা স্পর্শ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছিলেন না। মা হাসিয়া হাসিয়া তাঁহার স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলিতেছিলেন, “মা, তুমি নাম করিও। মনে থাকিবে ত? মনে থাকিবে ত?”

এইভাবে স্ত্রীলোকটিকে সান্ত্বনা দিয়া মা আবার তাঁহার আসনে গিয়া বসিলেন।

রামতারণবাবু আবার বলিতে লাগিলেন, “শুনিয়াছি আমাদের সমস্ত প্রার্থনা ভগবানের নিকট পৌঁছায় না। যে প্রার্থনার ব্যাকুলতা বেশী শুধু তাহাই ভগবানের কাছে পৌঁছে।”

মা। এই যে বলিলে যে কতকগুলি বাসনা ভগবানের কাছে পৌঁছায় না, জানিও ঐগুলি ঐভাবে শেষ হওয়াই স্বাভাবিক। উহা কেমন? না, মাটিতে জল ঢালার মত। মাটিতে জল ঢালিলেই উহা সমুদ্রে গিয়া পৌঁছায় না। উহা মাটির মধ্যেই শুকাইয়া যায়। আবার জলের স্রোত অনেক সময়

এমন প্রবল হয় যে উহা সমুদ্রে না মিশা পর্য্যন্ত স্থির হয় না। কর্ম্মবাসনাও সেইরূপ। কতকগুলি বাসনা আছে যাহা কর্ম্ম করিতে করিতেই শেষ হইয়া যায়; কতকগুলির জন্য লোককে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে হয়।

একটি ভক্ত। দীক্ষা ছাড়া শুধু ভগবানের নাম করিলে কি কিছু হয় না?

মা। হইবে না কেন?

ভক্তটি। শাস্ত্রে নাকি আছে যে গুরুকরণ না করিলে কিছুই হয় না?

মা। (হাসিয়া) গুরু তোমার হৃদয়েই বসিয়া আছেন। কিন্তু সাধারণ লোক এরূপ ভাবে নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে না। তাই বাহিরের গুরুর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গুরু হৃদয়ে বসিয়া আছেন। তিনিই এখন তোমাকে বলিতেছেন যে, গুরুকরণ না করিয়া শুধু নাম করিলেই হয়। আবার যখন সময় হইবে তখন তিনিই বলিয়া দিবেন যে, গুরু না করিলে কিছুই হইবে না। তখন দেখিবে যে গুরুর জন্য কেমন ব্যাকুলতা আসিবে এবং গুরুলাভ করিতে ছুটাছুটি করিবে। মোট কথা গুরু হৃদয়ে বসিয়া লোকের যখন যাহা দরকার তাহা বলিয়া দিতেছেন। কথা হইতেছে, তাঁহার নির্দ্দেশ মত কাজ করা।

ভক্তটি। আচ্ছা, মা, এক আসনে বেশীক্ষণ নাম করিতে না পারিয়া যদি চেয়ারে বসিয়া বেশীক্ষণ নাম করিতে পারি তবে কি কোন দোষ হয়?

মা। চেয়ারে বসিয়া কেন? আমি বলি লম্বা হইয়া শুইয়া, যে ভাবে আরাম করিতে চাও, সেই ভাবে আরাম করিয়া নাম করিলেই হয়। চাই নাম করা, আরাম করা নয়। দেখ না, পরীক্ষার জন্য ছেলেদের পড়া মুখস্থ করিতে হয়। তাহারা যদি শুইয়া, দৌড়াইয়া, খেলিয়া পড়া মুখস্থ করিতে পারে তবেই পাশ। বসিয়া বসিয়া যে পড়া মুখস্থ করিতে হইবে এমন নয়। নাম করাও সেইরূপ।

ভগবানের নাম না করিয়া আমরা যাহা কিছু করিতেছি উহা রিটার্ণ টিকেট (return ticket) করার মত। যেখান হইতে আরম্ভ আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসা। একই কাজ করিতে বার বার ফিরিয়া আসা। সেইজন্য আমি বলি যে কিছুই ফেলিয়া রাখিতে হয় না। কথায় বলে যে এক নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। কাল যাহা করিবে বলিয়া ফেলিয়া রাখিলে তাহা যে করিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কই? যদি করিতে না পার তবে কামনার যে বীজ রাখিয়া গেলে উহার জন্যই আবার ঘুরিয়া আসিতে হইবে। তাই যে কাজ হাতের কাছে আসিল উহা সাধ্যমত করিয়া গেলে। উহা সম্পূর্ণ হইল কি হইল না তাহা চিন্তা করিতে নাই। মনে করিতে হয় আমি আমার সাধ্যমত কর্ত্তব্য করিয়াছি, পরে যাহা হয় হইবে।

বেলা এগারটা বাজিয়া গেল দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে এখন বন্ধ করিয়া রাখ, তাহা হইলে পন্থ আসিয়া দেখিবে যে আমি ঠিক ঠিকই বিশ্রাম করিতেছি।" মার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। একজন ভক্ত বলিলেন, "মা, এই ভাবে ফাঁকি দিয়া তুমি বুঝি ডাঃ পন্থের আদেশ পালন কর?" মা হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

"আমরা যে মুখ্খু লোক, বাধা দিতে নাই"

অপরাহ্নে যখন মার কাছে গেলাম তখনও তিনি তাঁহার ঘর হইতে বাহির হন নাই। কিছুক্ষণ পরে

মাকে ত্রিতলের ছাদে লইয়া যাওয়া হইল। তখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। মাকে ছাদের একধারে বসাইয়া যাহাতে একজন একজন করিয়া সকলে প্রণাম করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। সৌভাগ্যক্রমে আমি মায়ের আসনের অনতিদূরেই বসিয়াছিলাম। এত লোকের ভিড়ে মায়ের মুখে কোন উপদেশ শুনিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমি বসিয়া বসিয়া ভক্তগণের ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অনেকে অনেক ভাবে মাকে প্রণাম করিলেন। কাহারও চক্ষু ছল ছল করিতে ছিল, কাহারও বা গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে ছিল। মা কাহারও কাহারও উপর তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিতে ছিলেন। আবার কখনও কখনও মনে হইতেছিল যে তিনি যেন কিছুই লক্ষ্য করিতেছিলেন না—তাঁহার দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য, মন এ জগৎ ছাড়িয়া অন্য কোনও জগতে বিচরণ করিতেছে।

দুইটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মাকে প্রণাম করিতে আসিল। তাহাদের পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন। আকার প্রকারে নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র লোক বলিয়া বোধ হইল। তাহারা মায়ের চরণ স্পর্শ করিতে গেলে মনোজ (মুখার্জ্জি) বাবু তাহাদিগকে বাধা দিলেন। ইহাতে বৃদ্ধা দুইটির মধ্যে একটি বলিল, "বাবা, বাধা দিতে নাই, আমরা যে মুখ্‌খু লোক।" তাহার কথা শুনিয়া মা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুন, ইহারা কি বলিতেছে। ইহারা বলে, "আমরা মুখ্‌খু লোক, আমাদিগকে বাধা দিতে নাই।" এই বলিয়া মা তাঁহার আসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং দুই বাহু দ্বারা তাহাদের দুইজনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহাদের মুখে মুখ লাগাইয়া 'মা', 'মা', 'ওমা' বলিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে যেন গলিয়া যাইতে লাগিলেন। মাকে ঐ ভাবে হাসিতে দেখিয়া অনেকেই হাসিতে লাগিলেন। আমি অবাক্ হইয়া মার কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল যে, এই বৃদ্ধাদের মত দীনতা লইয়া আসিলেই বোধ হয় মাকে যথার্থ ভাবে লাভ করা যায়। মায়ের আদরে স্ত্রীলোক দুইটি গলিয়া গেল। তাহাদের কোটরস্থ চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। প্রাণের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা লইয়া তাহারা মাকে কিছু বলিতে যাইতেছিল। মা ততক্ষণ নিজ আসনে গিয়া বসিয়াছেন। মনোজবাবু বৃদ্ধা দুইটিকে সম্বোধন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আর কথার দরকার নাই। তোমরা এখন সরে পড়। তোমাদের ভাগ্য দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।" মনোজবাবুর কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম।

কিছুকাল পরে মাকে নীচে নামাইয়া আনা হইল এবং তিনি মোটর গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইলেন।

৩রা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার (ইং ২০।১০।৩৮)। সকাল বেলা শুনিতে পাইলাম যে আজ মা দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। খুকুনী দিদি আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। বেলা প্রায় দশটার সময় মা মোটর গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হইলেন। শ্রীযুক্ত ভূপতি নাথ মিত্র সহ আমি বাসে রওনা হইলাম। বলা প্রায় সাড়ে এগার টায় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলাম। গিয়া দেখি মা নহবত ঘরে (যে ঘরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পত্নী থাকিতেন) স্থান লইয়াছেন ও সেইখানে মায়ের ভোগের আয়োজন হইতেছে। মায়ের কাছে বসিয়া দুই একটি কথা বলিবার সুযোগ এবারে এই প্রথম পাইলাম।

সাধনার বিভিন্ন স্তর

মাকে বলিলাম, "সন্তদাস বাবাজীর শিষ্যা শোভা মা বলেন যে সাধনের নাকি সাতটি ভূমি আছে।" এই বলিয়া আমি ঐ ভূমিগুলির বিবরণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহা সংক্ষেপে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে সাতটি ভূমি ইহা কি সম্প্রদায় বিশেষের সাধনের বিভিন্ন স্তর, না সাধক মাত্রকেই এই সাতটি ভূমির ভিতর দিয়া যাইতে হয় ?"

মা। (হাসিয়া) তুমি আমার নিকট হইতে ইহার উত্তর এই ভাবে পাইবে বলিয়া আশা করিয়া আসিয়াছ নাকি ?

আমি। না। (সকলের হাস্য) তবে সাধনের যে বিভিন্ন স্তরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় ইহা কি সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, না ঐগুলির একটা সর্ব্বজনীন ধারা আছে ? যদি সাধনের কোন সর্ব্বজনীন ধারা থাকে তবে তা'র সম্বন্ধে কিছু বল ?

মা। জানই ত সকল স্থানে সকল কথা আমার মুখ হইতে বাহির হয় না। যখন হয় তখন ত বলিয়াই ফেলি। তোমরা ঐ সম্বন্ধে আলোচনা কর, আমি শুনি। সদালোচনা যত হয় ততই ভাল।

আমি। মা, তুমিও জান যে তোমাকে কথা শুনাইতে আমি কখনও তোমার কাছে আসি না।

মা। (হাসিয়া) দেখ, যেখানে যত কিছু সাধনের স্তরের কথা শুনা যায় উহার কিছু না কিছু শাস্ত্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারিবেই। সবগুলি অবস্থা অবশ্য মিলিবে না, কিন্তু কতকগুলি মিলিবেই। (নিজকে দেখাইয়া) আর এ দেহের একটা মজা এই যে, যে যাহাই বলুক না কেন ইহা তাহাদের কথার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া দিতে পারে। তবে জানিও যাঁহারা জ্ঞানী বা যাঁহাদিগকে তোমরা সর্ব্বজ্ঞ বল তাঁহাদেরও তত্ত্ব প্রকাশের প্রবৃত্তি প্রায় হয় না। যদি বা কাহারও মধ্যে ঐরূপ ইচ্ছা জাগিয়া উঠে, অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে এরূপ ইচ্ছা কখনও কখনও হয়, তাহা হইলে যাহার নিকট যতটুকু প্রকাশ করা দরকার তাহার নিকট কেবল ততটুকুই প্রকাশ করেন। সে প্রকাশ অবশ্য আংশিক, সমগ্র ভাবে কিন্তু তত্ত্বের প্রকাশ হয় না। সেইজন্য বলা হয় যে পরম তত্ত্বের প্রকাশ নাই। সাধনের স্তরের কথা ইতিপূর্ব্বে* আমিও তোমাদিগকে কিছু কিছু বলিয়াছি, উহাও ঐরূপ জানিবে।

সদ্গুরু আবেশ এবং প্রেতের আবেশ

আমি। সদ্গুরু কি শিষ্যের ভিতর দিয়া তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারেন ?

মা। বাঃ, এত তোমাদের শাস্ত্রেরই কথা। তোমরা কি অনেক সময় বল না যে, গুরু বা ভগবান্ কোন ব্যক্তি বিশেষের ভিতর দিয়া এই আদেশ দিলেন ? ইহা আর নূতন কি ?

আমি। আচ্ছা, যখন কোন শিষ্যের ভিতর দিয়া সদ্গুরু তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতে থাকেন তখন কি শিষ্য প্রকৃতিস্থ থাকেন ? তাঁহার কি তখন আবেশের মত অবস্থা হয় না ?

মা। নাও হইতে পারে।

আমি। আমরা পুস্তকে পড়িয়াছি যে অনেক সময় কোনও প্রেতাত্মা কোন লোককে অবলম্বন করিয়া বৈষয়িক অনেক গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া থাকে। যে লোকটিকে অবলম্বন করিয়া এই সব হয় তাহার কিন্তু সেই সময় কোন জ্ঞান থাকে না। প্রেতাবেশের সময়টা সে অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে। আবেশ কাটিয়া গেলে সে প্রকৃতিস্থ হয় এবং সাধারণ

---

* শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১০০

লোকের মত আবার ব্যবহার করে। সদ্গুরু যখন শিষ্যের ভিতর দিয়া তত্ত্ব প্রকাশ করিতে থাকেন তখন কি শিষ্যের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না? তিনি কি সংবিৎ হারা না হইয়া প্রকৃতিস্থ থাকেন?

মা। না, শিষ্যের মধ্যেও তখন ভাবের তারতম্য হয়। তবে সাধারণ লোকের পক্ষে উহা ধরা বড় শক্ত। আর তুমি যে বলিলে প্রেতের আবেশ হইলেই দেহ অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকে উহাও কিন্তু সকল সময় সত্য নয়। প্রেতের আবেশেরও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে প্রেতের আবেশ হইলেই দেহটি ঢলিয়া পড়ে। আবার অনেক সময় এরূপ হয় যে দেহটি ঢলিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতেও অনেকটা প্রকৃতিস্থ থাকে। আবার একটি অবস্থা আছে যাহাকে আমরা "ভূতসহা" অবস্থা বলি যখন ভূত দ্বারা আবিষ্ট হইলেও দেহ বিকল হয় না। তবে প্রেতের আবেশ এবং সদ্গুরু আবেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে উহা ধরা শক্ত—খুবই শক্ত।

এই সকল কথা বলিয়া মা একটু হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "তোমরা কিন্তু আমাকে ভুল বুঝিও না। আমি যে সকল কথা বলিলাম উহা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম না।"

জীব কি সর্ব্বজ্ঞ হয়

আমি। মা, তুমি একটু পূর্ব্বে বলিলে যে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি পরমতত্ত্ব প্রকাশ করেন না। আচ্ছা, জীব কি কখনও সর্ব্বজ্ঞ হয়?

মা। জীব যখন বলিতেছ তখন সর্ব্বজ্ঞ কি করিয়া হঃ? যাহা খণ্ড তাহা কি অখণ্ড হয়?

আমি। জীব অর্থে আমি জীবভাব বলিতেছি না। আমি দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। আমার কথার অর্থ এই যে মনুষ্যদেহে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় কিনা।

মা। হাঁ, হয়। কিন্তু তাহার বাহিরে প্রকাশ নাই। এই সর্ব্বজ্ঞতা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। তোমরা অনেক সময় বল না যে খালি চোখে ইহা দেখা যায় না, চশমা ছাড়া দেখিতে পাইবে না। ইহাও সেইরূপ। বিশেষ দৃষ্টি খুলিয়া না গেলে এই সর্ব্বজ্ঞতা ধরা যায় না। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, লোকে তাহাকে সাধারণ দেহধারী বলিয়াই মনে করে; কিন্তু এই সাধারণ দেহের মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞতা। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। তোমরা বল না যে, এক বালুকণার মধ্যেও ব্রহ্ম পূর্ণভা'বে রহিয়াছেন। ইহাও সেইরূপ।

আমি। এই সর্ব্বজ্ঞতা কিরূপ? ইহা কি পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতা?

মা। হাঁ, পুর্ণ সর্ব্বজ্ঞতা।

আমি। আচ্ছা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি কি একটি ইঞ্জিন তৈয়ার করিতে জানেন?

মা। সব জানা বলিলে কি সমস্ত কিছুই বুঝায় না?

আমি। তাহা হইলে যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি ইচ্ছা করিলে একটি ইঞ্জিনও তৈয়ার করিতে পারেন?

মা। ঐ ত ভুল করিলে। তাঁহার যে কোন ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা বা বাসনা থাকিতে সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? তোমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া সকল জিনিষের মধ্যেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিতে পাও। সকল জিনিষের মধ্যেই ইচ্ছা অনিচ্ছা দেখ, তাই তোমাদের সর্ব্বজ্ঞতার ধারণা হয় না।

এমন সময় ভোগের জন্য মাকে বারান্দা হইতে ঘরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। আহারের পর মা বিশ্রাম করিবেন বলিয়া আমরা নহবত ঘর হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

—ক্রমশঃ

"Of Thee alone must be the spoken word,
All else is but futility and pain."

MATRI VANI

(Replies to letters from different people at different times.)

On Various Subjects.

19.

Verily, abounding sorrow is the essential characteristic of life in this world. Fix your mind upon God.

20.

Ishwara, the Lord of the world is not a thing to be perceived by the senses or grasped by the mind. By contemplating the Divine peace is won. God Himself draws you towards Him.

21.

Never let your mind be idle; endeavour to keep it concentrated on the Eternal.

22.

In all matters without fail depend wholly upon God. To Him you should submit your heart's petitions and yearnings. Your whole life will have to revolve round Him, you have no other resource; on your own you are utterly helpless, for are you not His creature? Whatever He does is all for the highest good. You certainly are not in a position to choose what seems best to you. Why should He permit you, who are the offspring of the Immortal, to stray towards that which is of death?

You may deem yourself fortunate, for as you yourself say, God has rescued you from the jaws of death and preserved you to this day. Place your reliance on Him alone. The sufferings and obstacles bred of desire which you encounter, even these should be welcomed as in fact the doing of His merciful hands. To become agitated is of no avail. If you must be impatient, be impatient for God ; cry "To this day I have not received any response from Thee and invaluable time has been spent in vain." Do not let your mind and body be tormented with restlessness induced by worldly longings.

23.

On hearing the news of someone's death, Mataji had the following conveyed to the bereaved : "Such is the law of worldly existence. You must dwell in fortitude. Surely, you have realised by now what is the true nature of the world ? Peace can be found only by directing one's mind towards God. The more time you devote to *Japa* and meditation — whether so disposed or not — the greater the likelihood of your obtaining deliverance from your grief."

24.

To perform one's duties is a good thing. At the same time one has to be mindful of man's real Duty.

25.

Since everything belongs to Him alone, there is no other means but to lie prostrate at His Feet. If there is to be anxiety, it must be solely for Him.

26.

Under all circumstances depend on God. "Of Him is all that need be said, the rest is vanity, woe." Wherever you may find yourself and in whatever condition appeal to Him. In this way only may you expect peace.

27.

Set your mind on God. Whatsoever He, the Fountain of Goodness, loes is the very best that could have happened.

28.

Placing your trust in your Guru practise the *Seed Mantra* you received rom him and contemplate the Beloved (*Ishta*). It is imperative to have rm faith in one's particular *Ishta*. What is the use of seeking initiation gain and again ? Rather is it not of the utmost importance to strive trenuously after the full revelation of the form* under which He has maniested Himself to you ?

Whenever practicable seek *Satsang* — the company of Sages, Saints) nd seekers after Truth.

---

* The *Mantra* and the *Ishta* are one, the *Mantra* being the sound aspect and the *Ishta* e form aspect of one and the same thing.

MATAJI'S AMARA VANI

(7)*

Question : You say all moments are contained in that One Supreme Instant cannot understand this.

Mataji : By the instant of one's birth one's experience of life is co ditioned; but the Supreme Instant that is revealed in the course Sadhana leads to the completion of action, to the exhaustion of on Karma. You should understand that one who is engaged in actions is su ject to the workings of nature (*Prakriti*). The constitutive elements of natu are called *Gunas*† because they multiply themselves; for this wo is not eternal. The perception of the world that consists of the three *Gu* is in time and transitory and looked at from this point of view it can recognized as perishable. Desirelessness (*Vairagya*) can consume only t which is combustible, Divine Love and Devotion dissolve only that whic soluble. But the moment in which there is neither burning nor dissolving that Moment is eternal. To try and seize that Moment is all you have to In reality this is That — all that is perceived is He — how can He be ap from anything ? This is so when one has entered *the stream,* and then prese future and past are no longer separate. A Yogi can get something t is on the other side of a wall merely by stretching out his hand. When t is possible the wall is not there although it exists, and even if no wall exis yet it is there. Behind the veil lies Reality, but before you is the veil. T veil was not there previously, nor will it be in future and hence it does really exist now. In a certain state it is like this.

You should understand that the yogic process due to which the has no power to hamper the free activity of a Yogi is analogous to the meth by which an ordinarily invisible object is perceived by him, (both being to the fact that the Yogi is in touch with All-pervading Reality). Furthermore motion and rest, although each remaining what it is, lose their distinction for one who has right vision ; in that state there are unlimited possibilities. But this body does not tell everything at all times. All this belongs to the realm of the marvellous.

---

* The Bengali original appeared in 'Ananda Varta' Vol. II, No. 4.

† The word *'guna'* means 'to multiply' as well as 'quality'.

To return to the moment : the moment that you experience is distorted, whereas the Supreme Moment contains stability, non-stability, everything — yet all these are there and at the same time not there. And then there is a further state in which the question of the Supreme Moment and the fragmentary moment will not occur.

(8)

When later the topic of the moment was raised again, Mataji said :

Mataji : Moment means time, but not what you call time. Time (*Samaya*) means *Sva-maya,* that is to say everything is seen as the Self alone — where nothing whatsoever can exist outside of the Self.

Question : You say there is stability (*Sthiti*) within motion (*Gati*) and motion within stability. What does this mean ?

Mataji : When the seed becomes united with the earth, when the two have mingled, at that moment there is motionlessness. But the process of germination sets in immediately after and this surely implies motion. Motion (or movement) means not to remain in one place. Nevertheless it was in one and the same place — why was ?— it still is. Each stage in the growth of a tree represents a point of stability, yet is also passing. Again the leaves grow and then fall off, which is not the same state : it is and it is not, for after all it is of the one tree. The tree potentially contains the fruit, this is why it will yield it—'it will' means' it does.'—No simile is ever perfect in all respects.

On another occasion, when referring to the moment, Mataji said :

Mataji : In reality all along there is nothing but the one Moment. Just as one single tree contains numberless trees, innumerable leaves, infinite movement and unbroken stability, so does one instant contain an infinite number of instants and within all these countless instants lies the one single Instant. Look, *now*, at this very moment there is motion as well as rest. Why then should you have to concern yourself with the revelation of the Moment ? Because misled by your perception of difference you think of yourself and of each and every thing in the world as apart from the rest. This is why for you separateness exists. The sense of separateness in which you are caught, that is to say the moment in which you are born determines your nature, your desires and their fulfilment, your development, your spiritual search — everything. Consequently the instant of your birth is apart from that of your mother's and from that of your father's birth and your nature and your temparament are different from theirs.

Each one of you in accordance with your own particular line of approach, must seize the time, the moment that will reveal to you the eternal relationship by which you are united to the Infinite : this is the revelation of Supreme Union (*Mahayoga*). Supreme Union means the whole universe is within you and you are in it and moreover there will be no more occasion to speak of a universe, (for it will then no longer exist). Whether you say it exists or does not exist, or that it is beyond both existence and non-existence, or even beyond that — as you please : the important thing is that it should become revealed, be it in whatever form.

Having found that Moment, that Time, you will have gained the capacity to know your Self. To know your Self would imply the realization of the moment of the birth of your father and of your mother and not only of your parents but of the entire universe. It is that Moment which links up the whole of creation. For to know yourself does not mean to know your body only, it signifies the full revelation of THAT which eternally IS,— the Supreme Father, Mother, Beloved, Lord and Master — the SELF. At the moment of your birth you were in ignorance, but when you have caught the Supreme Moment you suddenly come to know Who you really are, and at that instant, when you have found your Self, the whole universe will have become yours. By receiving one seed one has potentially received an infinite number of trees. Therefore you have to capture the One Supreme Moment, the realization of which will leave nothing unrealized.

The sense of want, of emptiness (*abhava*) and one's true being (*svabhava*) are in exactly the same place — in fact they are THAT and THAT alone. What is this 'sense of want' and what 'true being' ? He and nothing but He. For the simple reason that there is one single seed, which is the tree as well as the seed as well as all its various processes of transformation —trūly the ONE alone You attempt to appease want by want, hence want does not disappear and neither does the sense of want. When man awakens to the acute consciousness of this sense of want, then only does spiritual inquiry become genuine. You must bear in mind that when the sense of want becomes the sense of the want of Self Knowledge then only the real Quest begins. Whether you call it the One, the Two, or the Infinite, whatever anyone may say, all is well.

———

Glimpses from Mataji's Life

A personality, unique, immeasurable and unfathomable; yet cherished by millions today as the living personification of man's ideal of eternal values, and so, one most familiar, intimate and dear to the heart. The gracious calm which is indefinable in its perfection makes Mataji unapproachable; yet through Her compassionate understanding which knows no horizons, She can reach the heart most estranged. There is no hiatus between Her transcendence and immanence. Because, "There is an unborn, unbecome, uncreated, unformed; were there not this unborn, unbecome, uncreated, unformed, no escape could be found for the born, become, created, formed."

According to Mataji's own words about Herself, She has not passed through any stages of infancy and childhood to maturity; neither from that of a spiritual aspirant to a state of Realisation. She remains inherently changeless through all the physical and emotional changes that seem to affect Her body and mind. There has been no progressive knowledge for Her, because there is nothing hidden from Her. Mataji has not passed through any previous births and therefore Her body is not the manifestation of accumulated *samskaras*.

In this life She has no mission to fulfil because no desire or personal will influence Her actions. Her apparent activities occur spontaneously according to the need of the time, place and people.

Mataji has never performed any Sadhana in the accepted sense of the term. In fact Her simple village life was not conducive to such ways of esoteric religion. A very short period of Her life however was given to what might appear to be a highly concentrated form of Sadhana, just as other periods of it were given to infancy, childhood and maturity.

Although at one phase of Her life the ways of a Sadhaka became unequivocally manifest in Her actions, this was not a radical change from Her previous way of living. Mataji always appeared strangely affected by devotional music and the reciting of Scriptures. Even during Her infancy She would get into transcendental states which people variously interpreted as sleep, unconsciousness or fits.

There were other unique features of Her infant life. Her infallible memory amazed Her parents. She once reminded them of an incident that had occurred when She was thirteen days old. Instances of a wisdom beyond Her years were plentiful. She would have been an awe-inspiring prodigy, had not Her gracious winsomeness made Her a very lovable little child.

Didima (Mataji's mother) says that Mataji was never unhappy and did not cry except once during Her childhood, when She saw Didima grieving the death of Her three little brothers. Mataji broke out into such heart-rending sobs that Didima instantly forgot her own tears in the attempt to console her little daughter. The much enduring mother never found any further occasions for indulging in her sorrow. All heartaches were healed, then as always by Mataji's radiant presence.

Sri Sri Mata Anandamayi was born on the 19th Vaishakh 1303 (30th April 1896 A. D.) in the village of Kheora (Distr. Tripura), now in East Pakistan. Her father, Sri Bipin Bihari Bhattacharya belonged to the distinguished Kashyap clan of Brahmins of Vidyakut. He was well known for his upright nature, otherworldliness and love for devotional music. He had a fine voice and taught his daughter to sing Kirtan. His wife Srimati Mokshada Sundari Devi was equally worthy of the privilege conferred upon her by Providence. The blessed couple, pious and simple, were however extremely poor. It is said that although Lakshmi withheld her material gifts, the very spirit of the goddess of wealth seemed to reign supreme over the content little household. 'Didima' was never at a loss to produce for the most unexpected guests some sort of refreshments from her meagre yet seemingly inexhaustible supply. The dire indigence neither embittered her outlook nor made her slovenly. She was the most careful of housewives and looked after her family so competently that its members hardly ever felt the trials of poverty.

Didima is still the kind and gentle soul she has always been, unaffected by all the radical changes which have transformed her outward life. Her self-sufficiency is saintly : she chooses self-effacing retirement when she could command the attention of many ; and yet no one is ever deprived of a kind word or a blessing from this sincerest of all well-wishers.

Mataji was the second child of Her parents, named by them Nirmala Sundari Devi. She was fair and beautiful and Her bright and sunny disposition endeared Her to all. The extreme guilelessness of Her nature puzzled many who even thought Her lacking a little in intelligence. She was very obedient and dutiful. In fact Mataji's habit of carrying out orders to the letter sometimes led to amusing consequences and sometimes quite otherwise. When still a child She was taken to a fair by a relative, who put Mataji down before a Shiva temple and told Her to sit there quietly, while she herself went away with her other companions. Incidentally she forgot all about the lonely child. Remembering Her at last after a long time, she hurried back and was amazed to find little Nirmala Sundari sitting in exactly the same position she had left Her. She had not moved at all.

Once Didima, giving Her lessons in reading, had pointed out that She was to pause only when She reached a full stop. If Mataji came across a long sentence She would twist and contort Her body in Her effort to arrive at the full stop in one breath. If She was forced to take a fresh breath in the middle of a sentence, She would start all over again. Such extreme obedience naturally annoyed Her mother, but the child's palpable innocence and obvious good intention disarmed all rebukes.

Mataji's education was quite elementary. She was a pupil of the local school for a short while. But since She helped at home with the housework and also looked after Her brothers, She could not attend school regularly. In spite of this She was one of the star pupils and got promoted to the primary school in an inexplicably short time. Referring to Her school life Mataji once said laughingly, "Somehow or other I invariably happened to look up the very lesson the teacher would ask and consequently he always found me well prepared. Actually my education is extremely sketchy."

Even at this early stage Mataji sometimes fell into supra-mundane states, which however nobody saw, or seeing, failed to understand. People generally agreed that She was a most unusual child.

In 1909, at the age of twelve years and ten months Mataji was given in marriage to Sri Ramani Mohan Chakravarty, who later became known as 'Pitaji' or 'Bholanath'.

Thus ended the first period of Mataji's *Lila* in the role of a carefree girl in the house of Her parents. From the moment She entered Her husband's house She behaved as a shy and retiring bride. Her husband's people felt charmed by Her grace and beauty, and soon were amazed to discover that the young and inexperienced girl could easily outdo the expert in housewifely work.

Immediately after Her marriage She was taken to live with the family of Bholanath's elder brother. He was a station-master in the service of the Railway Department. Mataji remained with them for nearly four years. She did the entire work of the household and personally looked after the children of Bholanath's brother. She easily managed to give full satisfaction to Her somewhat exacting sister-in-law. Mataji, then as always, so completely followed the written and unwritten rules of behaviour that no one could possibly find fault with Her. It was not that She consciously tried to remain on Her best behaviour, but it was in the very nature of things that Her conduct would never fall short of the ideal. There could be no half-measures for Mataji, from things trifling to matters great. Young married women are supposed to keep their faces veiled before elders, but are generally not very particular about this and also often obliged to lift their veils to enable them to move freely. Mataji however never lifted Her veil and consequently suffered untold inconveniences.

She never complained against the occasional unjust behaviour of others, nor did She try to defend Herself if taken to task for another's negligence. She Herself never found fault with others. Once Her silver anklets were taken away by an acquaintance. Mataji smilingly refused to disclose the culprit's name.

She had a close friend and companion in Bholanath's sister (Pishima). These two young girls often played harmless and mischievous pranks on their sister-in-law (Bholanath's brother's wife), mostly in the form of misappropriation of pickles and preserves.

(Pishima died a few years ago in Benares. Till the last moment this beautiful bond of friendship did not slacken between them.)

The heavy work could not change Mataji's happy disposition. She had a tendency to excel in whatever She attempted. She was good at canework, also at weaving and spinning fine thread and at various other crafts.

In fact Her housekeeping was an art in itself and other housewives came to see and admire Her kitchen and store-rooms.

Although Mataji was as gentle and obliging as the most exacting heart could wish, the extraordinary nature of Her character was never seriously in dispute. She sometimes entered into Samadhi in the midst of housework. At that time however, these lapses into the supra-mundane did not change Her general behaviour very greatly, and the simple people unaware of its true significance were glad to gloss over this aspect of Her life.

During all those years Bholanath had been without work. When in 1914 he found employment in Ashtagram, Mataji came to stay with him. From the very beginning he was impressed by the unusual character of his bride. There was never a question of his exerting the rights of a husband over Her. Mataji has said that their relationship was that of a father and his daughter. Although he was convinced that it would never be possible for him to lead a conventional family life, he was quite happy and satisfied with this state of affairs.

Mataji looked after him and kept house for him as faultlessly as She had done for his brother before coming to Ashtagram.

In Ashtagram She became acquainted with other young girls. Her pleasant disposition and charming manners soon made Her a general favourite.

Mataji's behaviour spontaneously adjusted itself to Her surroundings. Being completely in tune with Existence no force of circumstances can find Her unprepared.

Conscious endeavour plays no part in this scheme of things and therefore Mataji's conduct is always infallible.

It was in Ashtagram that She was first called "Ma" by Harakumar, the brother of Her most intimate friend.

A few close companions had begun to notice Her peculiar reactions to Kirtan and to the chanting of Scriptures. But these occasions were rare and Mataji was still the shy and retiring young wife. Harakumar defying the customs and traditions of village life, visited Her every day to do *pranam* and ask for *prasad*. Mataji however would not comply with his request. Hidden behind Her veils, She would stand at a distance, quiet and unresponsive. In despair Harakumar appealed to Bholanath, saying that his entreaties which left Mataji unmoved would have melted the heart of a statue. Bholanath, impressed by his sincerity and devotion, asked Mataji to give Harakumar Her *prasad*. Mataji always tried to obey Bholanath as implicitly as She had obeyed Her parents, and Harakumar had his wish fulfilled. He used to say, "Now it is only I who call you Mataji. Some day the world will recognize you and call you so".

When after staying in Ashtagram for about a year and four months Mataji fell ill, She came to Vidyakut to live with Her parents. She was not very seriously ill and recovered soon, but stayed on with Her parents for nearly three years.

In Her own village She could dispense with Her heavy veils and move about freely among neighbours and friends. Hindu as well as Mussulman villagers loved to have Her visit their homes and talk to them.

Referring to this period of Her life, Mataji said, "My mother did not need my help and so I just spent my time with my friends. In the evenings I used to stroll about by myself. Sometimes in the dark I saw a strange effulgence enveloping My body and this light seemed to move about with me."

In 1918 Bholanath was transferred from Ashtagram to Bajitpur and Mataji went to join him there. He worked under Bhudev Babu, whose wife became one of Her closest friends.

Bajitpur has acquired a new importance today as the place where Mataji manifested Herself in the role of a Sadhaka.

Kirtan and the reading of Scriptures had always affected Her strangely, and sometimes no outward stimulus was necessary to bring about these states of *samadhi*. Nevertheless up till then such occasions had been rare and far apart and could be explained away somehow or other; whereas at Bajitpur Mataji's ways and activities became increasingly those of a Sadhaka. She would enter into a Samadhi in the midst of household work. On his return from office Bholanath often found Her lying on the kitchen floor, the food half cooked or burnt. She would be oblivious of the world and he could do nothing with Her, until of Her own accord She would come back to normal.

He naturally did not understand this aspect of Her at all, but wisely let Her alone.

Gradually Mataji started practising Sadhana in a systematic manner. Her knowledge however was meagre. All She knew was how to repeat the names of Hari (The Lord), learnt from Her father. This She did whenever free. Bholanath was rather disturbed in consequence and asked Her one day, "Why do you repeat the names of Hari ? We are not Vaishnavas, we are Shaktas".

Mataji said, "Then what do you want me to do ? Shall I repeat the names of Shiva ?"

"Yes, you may do that", Bholanath replied.

It was all the same to Her. Besides, the yogic *kriyas* which manifested themselves on Her body did not appear to be affected by the change of names.

At the end of the day's work She would thoroughly clean Her room and surroundings, and when Bholanath settled down to his rest, She would sit in one corner of the room in an easy posture.

Bholanath then saw Her going through various yogic postures, *asanas* and *mudras*. Some he recognized, but most of these processes in their variety were quite beyond his comprehension.

He was amazed, enthralled and awed, but never frightened or repelled. It was apparent to him that these motions were gone through automatically, as if they were happening to Her. Referring to the spontaneous nature of these *kriyas*, Mataji later said, "If I tried to help my limbs while performing an *asana*, the sequence of movements would automatically receive a set-back".

During these periods of sadhana Mataji was oblivious of everything. Even acute physical pain did not affect Her. She often got scorched by kitchen fires. Sometimes when engaged in complicated yogic postures Her long black tresses would get entangled with Her limbs and Her hair often got torn out by the roots.

The sadhana mostly took place at night, but Mataji's person was changed during the day also. She seemed remote and far away. Her constant companions, puzzled and apprehensive, began to avoid Her. They regretted that so charming and lovable a young girl had become possessed by evil spirits. This opinion gained ground and Bholanath was variously advised to consult doctors and *Ojhas*.* Feeling helpless in the face of strong adverse criticism as well as sincere friendly advice Bholanath finally called in one or two *Ojhas*. They however could not 'cure' Mataji. The last man experiencing the manifestation of a strange power in Mataji's presence advised Bholanath against this treatment.

A doctor of medicine, Sri Mahendra Nandi, after seeing Mataji told Bholanath that She was in an exalted spiritual state and should not be exposed to the gaze of the vulgar. Bholanath was glad to follow this suggestion.

On the full moon night of August 1922, at midnight, Mataji all by Herself, went through the actions of a spiritual initiation (*Diksha*).

There were no external accessories, and She Herself was the *Guru Mantra*, and *Ishta*. For the next five months Her sadhana assumed a more concentrated form. Sometimes after pronouncing the mystic syllable *Om* She would recite mantras, although She had no previous knowledge of Samskrit and mystic mantras.

---

* Men who drive out evil spirits.

One day She told Bholanath that he would be initiated on a particular day which She stated.

On that day Bholanath with a vague idea of avoiding anything that might happen, hurried off to his office without taking his breakfast. At the appointed time however Mataji sent for him. When Bholanath replied that he was busy and could not leave the place, Mataji sent word to him that if he did not come home immediately, She would go to the office. Not daring to risk this, Bholanath reluctantly came home. Mataji asked him to bathe and change his clothes and then to sit down. Thereupon Mataji uttered some mystic Mantras and gave him spiritual instructions.

Bholanath of course had never looked upon Her as his wife, but from that moment She actually became his spiritual preceptor. Yet outwardly Her manner towards him did not change at all. She remained the affectionately dutiful wife till the moment of his death in 1938. Bholanath never had occasion to disapprove of any of Her actions. In fact She rarely did anything without his consent.

Just before his death, he openly called Her 'Ma' and asked for Her *prasad*. Up till then only consideration for appearances had kept him from acknowledging himself a child before his Mother. The proximity of death broke down all false barriers. A few moments before he left this world, Mataji blessed him by thrice passing Her hands over his body from head to foot. The great physical agony which he was suffering then disappeared entirely and he died in peace with Mataji's hand resting on his head.

From the month of December 1922 Mataji became *Maunam* (completely silent) for three years. Sometimes She would draw a circle around Herself and utter a few mantras. After this She spoke for a little while and again turned silent. There were no rules or fixed times for these occasional interruptions of Her silence.

Mataji, referring to this period of Her life, said that the question of Sadhana did not arise for Her, since She did not need realization. It was just that for a short period the ways of Sadhana manifested themselves in Her body.

There was however no element of pretence or make-believe in this. For the time being She was as truly and completely a Sadhaka as She, had been a child in Her parents, house and a housewife in Her husband's.

She has said that the ways of Sadhana are of infinite variety and each way has innumerable aspects. All these became a living experience to Her when She played the role of a Sadhaka. She went through countless forms of worship, not only the various Hindu forms but all other non-Hindu rites and ceremonies as well. In Her character of Sadhaka the minutest detail of each faith was revealed to Her in its true significance.

Later on in Dacca She once recited the *Namaz* in one of Her transcendental *bhavas*. A Mohammedan gentleman who happened to be present declared that he had never witnessed a more correct rendering of the *Namaz*.

(To be continued)

Methods of Self-Realization according to Yogavasistha

By

Dr. B. L. Atreya, M. A., D. Litt.

Yogavasistha, whoever its author and whatever the time and place of its composition, is a work of the utmost value for those who strive after Self-knowledge and Self-realization. Here an attempt is made to present in brief some hints this great work has given on the process of Self-realization.

All those who have tried to probe into the nature of man have found that the depths of human personality are unfathomable. All the little we know about ourselves indicates that we are in reality co-extensive with the infinite Universe and immeasurable in powers; and transcend all the limits of time, space and individuality. A modern writer, John Herman Randall, has given expression to what modern knowledge has discovered about the nature of Self in the following words: "No other view is possible than that the true Self in each individual is a form under which Reality, or the Life-Principle or God, finds expression. We are forced to admit that in their deepest essence all beings are one Being, and all individual selves are one Self; and there are no such things as private, separate, exclusive, individual beings or selves, save in the false and illusory thinking" (Randall: *The Spirit of the New Philosophy*, p. 157). In a recent work, Tyrrell, a great psychic researcher, writes, "Thus actual experience vindicates the view that Selfhood is indefinable, inexplicable in words, incomprehensible to the intellect, which can no more grasp it than an animal can grasp the differential calculus. The monadic view of the Self is a pragmatic illusion forced upon us by the practical mind" (*The Nature of Human Personality*, p. 114). "The great and central fact is that the higher we ascend in the scale of awareness the more reality opens to us. Ascension in this way brings direct awareness; and this is, and always has been the immortal road to Truth" (*Ibid*, p. 119). The author of *Yogavasistha* who soared very high in Self awareness, has told us on the authority of his own personal experience that the personality of man is nothing short of the Infinite, Absolute and Omniscient Brahman, the very being and essence of the Universe. Thus says he : "He knows truly who knows that the Self is Infinite Consciousness, which is immanent in all things, omnipotent and without a second. (*Y. V.* IV. 22-28) He knows truly who knows that the Self is the Infinite Ether (of Consciousness) which has within itself all time, space and movements (IV.22 25). Like pearls in a thread, all these objects are beaded in me (IV. 22. 31). In fact, everything in the Universe is a part of myself" (IV. 22. 33).

For some reason or other, to discuss which we have no occasion here, we have limited ourselves to finite ignorant, and pragmatic individualities with the consequence that there is struggle, conflict and suffering in the world of finite individuals. To get rid of them we have to regain our consciousness as the Supreme Reality and reinstate and reinstall ourselves in our real and really never-lost Godhead. This is the ideal before those who are tired of wandering in the ocean of the miserable world, and the process which leads to the realization of the Ideal (called Self-realization) is, in India, called *Yoga* which may be translated into English as re-union of the limited self with the unlimited and transcendental aspect of our being. *Yogavasistha* calls the ideal as the "installation in Godhead" (*Paramatmani Sthiti*—VIa. 128.50) and says that this experience is characterised by "immense joy" (*Mahat sukham*)—(VIa.128.51).

The process of Yoga or the re-union of the limited with the unlimited or of the pragmatic with the transcendental aspects of the Self is, according to *Yogavasistha*, to work along all the three levels of the individual life, namely, physiological, psychological and the spiritual. On the physiological level, the physical and electro-magnetic forces and powers of the body and its environment should be brought to focus and control ; and the mind should redirect them inwards. This is called *Prana-nirodha*, *Pranayama* or *Prana-vilaya* in which all the finer physical forces are harnessed for spiritual concentration. On the mental level an effort is to be made to resolve and dissolve all the hidden complexes of desires, aversions, love and hate, etc. by becoming fully conscious of them and by realising that the real and lasting satisfaction of our life can be achieved only when a balanced, peaceful and unagitated state of mind is experienced. This process is called *Mano vinigraha* – bringing the mind under complete control. And on the spiritual level, the individual has to dehypnotise himself into his absoluteness, infinitude, and godhead by a double process of *denial* of illusory limitations, perceptions and conceptions and *affirmation* of one's Godhead, Infinity, Omniscience, Omnipresence and Blessedness. Thus says *Yogavasistha* : "Yoga, in brief, means three processes, namely, the Inhibition of the activities of Prana or the vital forces, the control of mind and affirmation of the One Reality" (VIa. 99-27). The process is described in great details in *Yogavasistha* for which there is no space here. We shall only make a reference to what according to *Yogavasistha* is not a necessary part of the process. *Yogavasistha,* unlike other great Spiritual works, is very uncompromising on this point.

"It is not necessary for Self-realization to live in a forest, to undergo any penances (VIb. 199.30), to perform or renounce any actions ; to perform any ritual (VIb. 99.31). Pilgrimages, distribution of alms, bath in sacred rivers, meditation on any object, performance of any sacrifice, etc. are not required (VIb. 174.24). Reading of any Scripture, taking shelter of any Guru, or worship of any god or goddess is not necessary (VIb. 197.18). No Scripture can make us realize the Self if we do not make our own attempt along the right interpretation of our own experience, and thereby have the direct intuition of our Real self" (VIb. 197. 18 ; VIa. 41.15). *Bhakti* of or devotion to any particular god or goddess is not required for attaining self-realization. Nobody can confer Liberation (from limitations) as a boon on any person, unless the latter deserves it by his own right. "One is one's own friend or enemy. If one is not one's own saviour, there is no hope for him (VIb.162.18). What is not attained through one's own constant efforts, *vairagya* (indifference to worldly concerns) and control over senses, cannot be attained through anything else in the three worlds (IV 43.18). Gods, like Vishnu, however long propitiated and however pleased, cannot bestow Self-realization on one who does not think for himself (IV.43.10). Nothing great (in the spiritual field) is ever achieved through any god, *guru* (teacher) or wealth (V.43 17). If a spiritual teacher could raise one to the height of self-realization without one's own efforts, why can he not raise a bull, an elephant or a camel to that status (IV.43.16) ? Those who, leaving the God residing within their own heart, run after other external gods, are like those fools who throw away the precious gems in their hands and run after ordinary glass pieces (V.8.14). The artificial and showy ways of worshipping God are meant only for the ignorant and for those whose minds are not fully matured and are restless (VIa.30.5). Self-knowledge is the only thing required to worship God which is within" (VIa. 38. 24-25).

What Mother Means to Me

By

D. Padmanabham, *I. C. S.* (*Retd.*), *Barrister-at-Law.*

Genius is of many kinds. History has records of men who dominated their age by sheer weight of their personality. There were leaders of men who swept across Continents, founded and destroyed empires and have shaken society to its foundations. Asia remembers with a shudder the turbulent violence of the Mongol conquerors and even today the word Jengis Khan sends a shiver down the spines of millions of human beings. Then there were men of great intellectual genius who changed the course of history by their deeds. The discoverers of the laws of nature and the inventors of machines, men like Al Beruni, Leonardo Da Vinci, Roger Bacon, etc. belong to this class.

Then there is the third group of leaders of humanity whose achievements cannot be assessed by the standards applicable to normal beings. These are the men and women who have devoted their lives to the pursuit of the ultimate reality—the substratum behind the universe, and who by their gentle lives and kindliness have impressed themselves deeply upon the memories of men and will live as long as and longer than records of history. The Buddha, Christ, Shri Chaitanya and Bhagawan Ramkrishna belong to this class. It is to this hierarchy of genius that our Mother belongs.

It is very difficult to define a mystic. In a book I read recently the writer has attempted a definition more or less as follows :

> If you tell me you know, but that you cannot explain to me how you know then your experience may be termed mystical.

The definition is very inadequate as it lays emphasis on only one aspect of mystic experience, namely, the fact that it can be tested only subjectively. The category of proof or of validity of mystic experience lies outside the course of normal experience. A mystic is not great by reason of conformity with any of accepted tests of greatness. For instance, a mystic need not be an intellectual genius or even a very highly intellectual person. The mystic need not be popular. Men do not necessarily line up in thousands to see a mystic pass from one place to another. The mystic does not care for popularity. He derives satisfaction in full from his own inner experience and it renders him indifferent to the praise or lack of it from his fellow beings. There are however certain characteristics common to all great mystics and I should like to briefly refer to them in connection with Mother.

Firstly, the mystic is essentially a very simple and childlike person. His mind does not move in the tortuous labyrinths of fabrication and invention, and therefore the mystic generally is very truthful and reacts like a child regarding questions addressed to him. In the case of our Mother, I am sure all her devotees will bear me out when I refer to her startling simplicity and childlike reaction to her surroundings. I have seen her taking off a heavy garland put round her neck by her devotees and transfer it to the person of a little child who happened to be in the vicinity. Those of us who have had the privilege of sitting with her on the rare occasions when she refers to problems of the soul will remember her extremely native and direct replies to questions and childlike acceptance of facts. She has the child's sweetness without its pettishness and obstinacy.

I remember an occasion when the author of this article at Madras was asked by Mother to drive her along the Beach Road, the while she plied him with questions about the aquarium which she referred to as a place where beautiful and many coloured fishes had been collected for exhibition. It is this characteristic simplicity that puts one at ease in Mother's presence. This quality has been noticed also in the case of the other two great mystics who have lived in our country in the last few decades Shree Rama Krishna and Shri Raman Maharshi.

The other characteristic of the great mystic is an absence of normal emotion (at least it appears to be an absence of emotion from the outside). The mystic appears to be indifferent to the things which agitate us and make us unsettled in mind. He faces joy and misery with perfect equanimity of temperament; neither can a tragedy shake him nor can great success turn his head. He derives solace or satisfaction from some source other than this our world of experience. Consequently he appears to us Godlike and in some cases a self-centred being.

In the case of Mother, the statement is not entirely correct. The Mother cannot be said to be devoid of emotion. I have seen her eyes light up with joy at the sight of a hild. I have also seen her coldly ndifferent to ostentatious wealth or ts display. I have had also the rivilege of sitting in the presence of Bhagawan Shri Raman Maharshi on many occasions, but I have felt that n his case there was a barrier of eserve beyond which one could not pass. He seemed as fundamental and mmovable as the peaks of the Himalayas and one felt a sense of majesty and spiritual power. In the case of Mother we are conscious of more tenderness and kindliness, and while absolute 'viragya' is also there she seems nearer us.

Those of us who attended the nstallation of Shri Chaitanya Mahaprabhu's murthi at Brindaban recently will remember the energy and nthusiasm displayed by Mother. She did not seem to be in the same place or more than a few minutes at a ime, but was directing scores of working people, setting things right when they had gone wrong, advising evotees and in general she radiated indliness all round. By a piece of reat good fortune, the murthis of hri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda installed by Mother seem o pulsate with life and those of us ho saw the expression in their yes will carry the memory of the neffable sweetness and mystic vision n them all our lives. In Mother's own words "they have Jeevabhava in them".

The author of this article was informed of an occasion when the Mother listened in absolute silence for several minutes to a young person who was trying to teach her her duty: while he went on upbraiding her for going about from Ashram to Ashram, instead of sitting like a tortoise at one spot, she continued to smile and when he even told her that he himself was a highly evolved soul and he did not feel the need for rushing about, she had no comment to make. This amazing gentleness and simplicity recall an incident in the life of Lord Buddha who was once reviled and insulted by several monks but only smiled and blessed them. Does not the Dhammapada lay down :

"Na hi Vairena Vairani Samantiha Kudachanan,

Avairena cha Samanti esa dhammo Sananthano"

"Hatred is not quenched by hating but hatred ceases by love, this is the ancient law".

From what I have seen of Mother she does not encourage profitless discussion and this was a characteristic shared by Bhagwan Shri Raman Maharshi as well. The mystic realization of the Absolute seems to be intuitive and not intellectual and wordy argument and analysis are abhorrent to him (or her). In the words of the carpet maker of Baghdad :

> "Myself when young did eagerly
> frequent
> Doctor and Saint and heard great
> argument about it and about,
> But ever more came out by the
> same door as in I went".

It has been recorded about some of the great mystics that on rare occasions they have even displayed flashes of temper. For example, the Buddha upbraided the Emperor of India for directing and conducting animal sacrifice. Christ drove out the money-changers from the temple with whips, etc. I do not know whether in the case of Mother there has been an occasion for a display of temper, but all the time I have had the privilege of coming into contact with her she has seemed to me the very personification of kindness and sweetness. Even when she has brush aside a stupid or pointl question, it is done with such gr that there is no sting or pain memory left behind.

It is said that for a proper pe pective about a great person nearn in time is a barrier, i.e. it is o across the vista of ages that can properly estimate the genius o great leader. If this be correct are not in a proper position to ass Mother's greatness. It is doubt whether anyone could ever estim adequately her spiritual genius exc another great mystic like Ram Maharshi or Bhagwan Shri Ra Krishna. But judging from on limited opportunities and with facilities at one's disposal, I convinced that Mother will leave name on the pages of history asso ted with a fragrance that will for many ages.

Unity of Prophets and Saints

Baron H. P. Van Tuyll Van Serros Rerken

It is not easy for a Westerner to write a word in remembrance of the privilege he has enjoyed of coming a little in contact with Shri Shri Anandamayi Ma. She is wonderful, but that often misused word does not really convey much and in any case you, people of India, know far better how wonderful Mother is than we do. We Westerners have not the same right to write about saintliness as Easterners have, who are much more at home in it. Moreover the talk of a pupil is not to be compared with the Voice of the Master. On the other hand it is almost a duty to say a word of thankfulness for all one has received.

I am a Sufi-pupil of Murshid Inayat Khan who was born at Baroda in 1882, who went to the West to preach the old and still new point of view of Sufism, who left there many pupils and who died at Delhi on the fifth of February, 1927. In the beginning of 1950 I was in Banaras, where Mother Anandamayi held at that time a reunion at her Ashram and where she received us, me and my wife, very kindly, where we were introduced in her Kirtans and had the privilege of having a talk with her.

Being Sufis it was not strange for us to sit at the feet of a Hindu saint, as we regard all real saints and sages as a door through which to enter the dwelling of God. But then there are so many who call themselves saint, or guru, or murshid, without really being so. How can we ever be sure of recognizing a real one. In the first place it must be said that if one err it is one's own fault. False saints have also their task to fulfil in life, they give guidance to those, who are not ready to receive the blessing of a real saint. And then there is a lesson which our Murshid taught us, that we cannot recognize a saint by what he says or does, but only by his atmosphere. "If you make yourself very meek and very mild, very still and quiet, free from any activity of the mind and you feel in the presence of the Saint coming into your soul through your heart a ray of the presence of God, a bliss, then be sure that he is a real one, a true master". Moreover those who claim to be are never the real ones. I have met many of them in India and since Murshid Inayat Khan was in the West there have been false claimants in the West in great numbers.

But I have the conviction that at different times in my life I have met three real great saints, all from India, of course, to know: Shri Ramana Maharshi (also called the Maharishi) who lived till the beginning of 1950, when he died at Tiruvannamalai; then Pir - 0 - Murshid Inayat Khan, who went to the West (America & Europe) to preach what he called the Sufi-Message, a new branch of an old tree, and thirdly the well-known woman-saint of India, Mother Shri Anandamayi.

This is a personal conviction. There is never a proof. But there is something which comes very near a proof, when one takes to heart the words of the prophets, instead of, as most people do, only taking those parts to heart which suit their own ideas. Yes, I decidedly believe there is a proof in this, which I will try to explain.

Let me first state that I have known the Maharshi only through his books, but they appealed to me very much and I always felt a real contact with him. This may be imaginary, but none the less for me it has always been real.

Of Murshid Inayat Khan I was a pupil and for some time travelled with him as his Secretary. Shri Anandamayi Ma I met personally at Benares at the beginning of 1950.

The remarkable proof now is that though they come from quite different spiritual traditions, these saints, all three of them, give—originally and independently of each other—the one old Message, in the same renewed outward garb. That shows that what they say together, all three of them, is the Message of God for this time. This is very remarkable.

If one compares the Message of the Lord Manu with that of Shri Rama, that of Shri Krishna, that of the Lord Buddha, as to their outward form—which is always the answer to the needs of the time—there is an evolution to be noticed in them. This same evolution is to be found in the Messages of the Jewish Prophets from Abraham to Jesus Christ and with the Moslem Prophets from Abraham to the Prophet Mohammed. It is caused by the progress of time. Will these Messages of God stop coming on earth? No, God's Messengers will always keep coming on earth, from time to time, as long as mankind is living in darkness. As it is said in the world-famous Bhagavad Gita: "Whensoever and wheresoever virtue wanes and vice waxes, then and there do I create myself" (commentary of Shri Ramanujacharya). The Teacher always comes with the one and only task to lead humanity nearer to God.

The inner part of the Message "man becoming actually united to God"—which is an inner creation, brought about on earth by God's Prophets—is wrought in silence, without words. The outward part of the Message is the expression in words which the mind can understand. In this outward garb of the Message progress is noticeable, keeping pace with the possibilities of understanding which people have in different ages. It is therefore that religions are essentially one, although outwardly differently expressed. For this reason also it is a virtue when people accept the teaching of a new Prophet without mixing it up so much with the habits and beliefs accumulated round the teachings of former Prophets. Holding fast to a former Message for too long, makes man lose his virtue of keeping to the One message of God, which is outwardly renewed every time. Keeping in pace with the outward succeeding expressions of the Message is a great virtue. This is easily done by following what is called mysticism, because mysticism, the inner part of the Message, is the part which is always one and the same, be it Christian, Moslem or Hindu mysticism, be it in the line of the Yogis or in the line of the Sufis. Wherever there is difference, there is the outward side, the religious side. In their depth therefore all religions are one; in their outward expression religions show the difference of the ages in which they were expressed. The time has come that inner understanding should become the property of the whole of humanity. Peace, *not* based on this inner understanding, can never develop into a real brotherhood, a real democracy. Peace means peace in God and peace with mankind at the same time, the one in step with the other. It is the dharma of this age, to create a real brotherhood on earth.

The Arians from the West and the Arians from the East are one race which came, via the Kaukasus, from Egypt. They departed from there in two directions, one going to the West, the other to the East. They received from God two different ideals or tasks or dharmas: India, to cultivate the heart and to seek God, and the West to develop organization and brotherhood. Now the time has come for them to mix and become one. Worshipping God and serving mankind are two ends of one and the same ideal. If only this were understood! The West should look to India in order to learn the realizations of God and the East should look to the West to take over its organization, which is the realization of brotherhood. Such a pity that those in India, who at the moment want to follow the West, are often inclined to let go that great virtue of India, the seeking of the realization of God. They even often want to be more western than the West. This exaggeration is understandable as a reaction, but it is to be hoped that it will not take them more than a short time to find their balance. In the West, too, the balance is still far to seek. The conception of the realization of God, the inner side of religion or mystic life, has been very little understood in the West.

Still, the evolution of mankind goes on and the ideal of the present time is for the East and the West to come together and unite, to develop what Inayat Khan used to express by the words : "to make the whole of humanity as one single Brotherhood in the Fatherhood of God".

In the first ages at the beginning of manifestation, there was no religion on earth, there was no need for it, because all mankind was naturally concentrated on God. All people had religious perfection (Mahabharata, Vana Parva, Section 148). That was in the first Yuga. Afterwards when man became more and more selfish and materialistic he lost that natural union with God. That was the time when the prophets, the Messengers, the Avatars started to appear on earth. I the next Yuga, when the first Prophe came on earth, they reflected in the teaching more or less the olden time The Prophets were the Prophe of Brahma, like Rama and lik Abram or Abraham. Later can the Prophets of Shiva, who we ascetics, they taught Yoga. Late at the entering of the last an darkest stage, the Kali Yuga, the who came to help the world we Prophets of Vishnu. It was Sh Krishna, who inaugurated that ne age. He then brought to India t path of devotion, Bhakti-Yoga. Fro that time onward appeared in Indi saints and sages of the Bhakti-lin worshipping Shri Krishna. Among the Jewish Prophets this new age w inaugurated by Christ, and among t Arabs, the followers of Abraha Ishmael, by the Prophet Mohamm Among Yogis and Sufis the und standing and following of the path devotion has since then been predom nant, as a new development of wh still is, always has been and will the inner life, the seeking of Trut No wonder that Sufism and Bhak Yoga are so much alike. The ke note of both is the love to God.

Prophets are one in being, all re gions are one in their essence, myst ism is one all over the world. So th followers and exponents, the sain are also one. Though they may follow different methods of training their pupils, their goal and inner teaching is one and the same.

All religions are one in essence. What Hinduism calls the different gods and goddesses, the religion of Islam calls the different names of God. Well understood, there is no difference. But about things which only differ in that they are varying outward expressions of what inwardly is one and the same truth, people fight and hate each other, because it is their nature to fight like the animals. When peoples say, 'Your people have in the past done this and that to my people, have cruelly fought my people, therefore we have to go on hating and fighting each other, they show how little they are evolved spiritually. This attitude does not belong to the future age, to the Message of this time. What people to-day do not see is the truth that they have attracted oppression to themselves by not listening to their own Messengers. This is the same secret law, which we can see in the fact that the newly brought Message, the new rain, has more life in it and a greater power than the rain which fell long ago.

(To be continued)

DIARY LEAVES

Atmananda

(4)

Mataji calls all children Her friends. Children no less than grown-ups adore Her. I know some youngsters who can never keep still for five minutes, yet they love to go to see Mataji and as if fascinated, sit quietly before Her for an hour or two without showing any restlessness. It is of course true that Mataji gives them a lot of attention. She presents them with garlands and flowers that have been offered to Her and whenever possible with sweets and fruits. She laughs and jokes with them, while at the same time She takes them very seriously. She asks even small children of five or six to think of God. "You are my friend, aren't you ? Then will you listen to me ? Are you willing to do something for this friend of yours ? All right, Be careful to remember what I am going to ask you !

"First of all as soon as you wake up in the morning do *Pranam*, bow down to the ground before God, pray to Him to make you a good boy or girl and say : 'Lord, I do not know where you are, grant that I may find you !' At night before going to sleep do *Pranam* again, and if you have done anything wrong during the day, ask God to let you do better the next day.

"The second thing is : try to obey your parents and teachers.

"Thirdly : study well ! Give your mind to your lessons and endeavour to master them.

"Fourthly : always do your utmost to speak the truth,

"and fifthly : laugh and play, run and jump to your heart's content and if you can carry out the first four things I have asked of you, there is no harm in being a little naughty as well".

To bigger children Mataji frequently says : "How much time can you spare for me ? Don't reply in a hurry ; think it over and see how much time you can give me ! Five minutes daily or ten minutes ? Not only once in a way — every day for the rest of your life. All right, for those five minutes think of God. Choose the time of day which is most convenient. If you can sit still and be by yourself, so much the better. But if it is not possible, whether lying standing or walking, think of Him— lying in bed or whilst having your bath—but never give it up. These few minutes of every day belong to God, although you may be travelling by train or bus, under all circumstances."

* * * * * *

Many years ago in East Bengal, the parents of a young woman who was having long spells of unconsciousness that resembled Samadhi, approached Mataji for cure. The girl would lie for hours without a sign of life, her hands and feet turning cold. One day she was brought before Mataji in this condition. As soon as Mataji whispered something into the young woman's ear, she rose and seemed quite normal. Everyone present felt greatly awed at the miraculous cure and wondered what the Mantra could have been which had such a magic effect. Actually all that Mataji had whispered was: "You will soon get news from your husband". There was nothing especially wrong with the girl. Her fits of unconsciousness were simply due to anxiety, as she had not heard from her husband for a long time. "Under the circumstances," Mataji explained later with a smile, "what I said to the girl was at the time the appropriate Mantra for her".

* * * * * *

Once a young man was taken to Mataji. He used to get visions as for instance of Shri Krishna teaching Arjuna, etc. He would do *pranam* and remain in that posture for hours, with tears streaming down his cheeks, immersed in visions of this kind. To the surprise of his people Mataji made the following remarks: "If a *sadhaka* cannot keep firm control over his mind, he is liable to seeing and hearing all sorts and conditions of things. He may even become subject to the influence of a 'spirit' or some other power. Such experiences, far from enhancing pure Divine aspiration, are therefore rather obstacles than anything else. To hear someone address you in a vision in this wise may become the source of a kind of self-satisfaction or egotistic enjoyment. To lose control is not desirable. In one's search after Truth one must not allow oneself to be overpowered by anything, but watch whatever experiences may present themselves, keeping conscious, wide awake, in fact retaining full mastery over oneself".

* * * * * *

Someone wanted to know whether the *Shraddha* ceremony which is performed for the dead, benefits a man even if he has taken birth in another human body.

"It does," replied Mataji, "I have heard the following story. A man in a certain village in Bengal was very friendly with a fakir. One day when the fakir came to see him, he said: 'How lucky that you have come. I am greatly puzzled and perhaps you can solve my problem. Since this morning I have been getting a strong scent of jackfruit and even the flavour of it in my mouth. I have looked everywhere in the garden and in the neighbourhood without being able to locate the source of this sensation. I cannot discover any ripe jackfruit anywhere. Besides it is not the season now, although there are trees that bear all the year round. Neither can I get rid of that flavour, nor take my mind off it. I wonder whether you can help me with an explanation. 'Come with me,' replied the fakir. He took his friend across the river by boat and after walking some distance they came to a house where they saw a very old man performing *Shraddha* and offering jackfruit to his deceased father. 'This was your son in your previous birth,' explained the fakir. 'You used to be very fond of jackfruit then, so he has managed to procure some for the ceremony although out of season. Now you understand, don't you ?'

"This story illustrates how prayer offered up for a person will certainly have its effect, although he may hav taken birth in another body."

Question : If someone has no relatives a all and nobody therefore performs _Shradd_ for him, how will he progress ?

Mataji : If a man endeavours t attain the Supreme Goal of huma life his progress depends on hi capacity and on the intensity of hi efforts. It is the son's duty to per form *Shraddha* for his father so as t make his path smooth. In case ther is no son, another relative may carr out the ceremony, as for instance th husband for his wife, and so forth If a person does not get married an regards the Almighty as his one an only support, leaving all matters t Him, God Himself will draw hi towards his goal. Do not forget on thing: in actual fact nothing exist but the ONE ; if you think, withou a wife or son or husband you wi miss all the good they could hav done for you, you are greatly mistake He, who is the creator of all, has mad perfect arrangements for His creature Keep in mind : 'Thou art father mother, friend and master'—there i no cause whatever for worry.

* * * * * *

The Banaras Ashram was inaug rated in 1945. Although by no quite an imposing block of building it never seems to near completio some construction or other is usually in progress. Bricks and other building materials had been heaped up in a corner of the courtyard. One afternoon at about two or three o'clock, Mataji suddenly rushed out of Her room and walked straight towards that pile of rubble, shouting : "Quickly remove all this, some plants are being choked underneath". Those present at once set to work. Sure enough five pomegranate plants were found hidden below the bricks. No one had remembered that they were there. Mataji explained : "When I was lying on my bed resting, these plants came to me pleading for their lives, drawing my attention to the fact that they were in danger of being suffocated".

* * * * * *

In the course of a discussion about the relationship of *Guru* and *Shishya** someone asked : "What is the work of the *Guru* and what the work of the *Shishya* ?" "It is said," remarked Mataji, "that the *Shishya's* task is to efface the ego and become as a blank. There is a story of a king who invited the best artists to paint frescoes in his palace. Two painters were working in the same hall at opposite walls, with a curtain between them, so that neither of them could see what the other was doing. One of them created a marvellous picture which evoked the admiration of every onlooker. The other artist had not painted anything at all. He had spent all his time polishing the wall — had polished it so perfectly that when the certain was removed, the picture of the other painter was reflected in a way that made it appear even more beautiful than the original.

"It is the disciple's duty to polish away the 'I-ness'."

"But then the major portion of the work has to be accomplished by the *Shishya* ?" put in the enquirer.

"No," said Mataji, "because it is the *Guru* who paints the picture."

* * * * * *

Some Westerners had come for Mataji's *Darshan*. "What is right for me," asked one of them, "to live an active life in the world or a contemplative life in seclusion ?"

Mataji : To whichever of the two you give your heart and soul, that is right for you.

"Have you anything to say to me ?" questioned a young woman who had travelled all the way to India to study Buddhism.

Mataji : Live the teaching that you profess.

---

* Disciple.

"How can I avoid saying the wrong thing at the wrong time ?" a third person wanted to know.

Mataji : By waiting before you speak. If you pause for a little while you may think better of it and never say it at all.

"I know that certain people have a bad influence on me, yet I fall victim to it. Is there a way of saving myself from it ?".

Mataji : Curtail to a minimum the time you spend in their company.

The questioner happened to be a film actress.

"How can I," she said, "my work forces me not only to be with them, but also to eat and live with them."

Mataji : How then can you save yourself from their influence ? If you go near fire, won't you feel its heat ? If you put ice on your hand, won't it freeze ?

"We feel greatly honoured to have had the privilege of meeting Mataji," said one of the foreigners on taking leave

Mataji :- 'Honoured' ? When you meet another you may feel honoured, but when you come to your own self, there is only joy and happiness.

It is always delightful to hear Mataji tell a story. Here is another one.

"A large lotus was growing in a pond. A wanderer passed by wh had never before seen a flower of thi kind. Struck by its beauty he stoppe to admire it. He noticed that a fro and a fish were living in the wate just below the lotus. "What is thi wonderful plant right above you?' he asked the frog. "Well," was th answer, 'what should it be ? It i nothing very particular, just th ordinary thing," and he turned awa to hunt for insects.. Disappointe the man addressed the fish who replie "Have you not heard what m friend the frog told you ? It is th common, everyday thing, nothin special". At that moment th wayfarer saw a bee flying at gre speed towards the lotus. He trie to stop it in order to inquire, but "I have no time now, wait a littl so saying, the bee sat down rig the heart of the blossom, sucki nectar for a long time. Then he fle back to the man : "Now you ma talk to me". The wanderer repeat his question and added : "Tell m what have you been doing there f so long ?" "Don't you know," sa the bee joyfully, "this is a lotus full delicious nectar, which I have be sucking and now I am a chang being".

"It is possible," comment

Mataji, "to live for a long time in close proximity to Sadhus and Mahatmas, Sages and Saints, without being able to recognise their true quality, whereas one who has the *adhikara*, who is inwardly prepared and really ready for such a contact, may come from a great distance and within a minute know the Great and Holy for what they are—it depends on one's capacity to penetrate to the essence of things".

NOTES AND COMMENTS

As we had hoped, Mataji gave us the inspiration of Her presence during *Shivaratri* at the Banaras Ashram. The festival fell on the 20th of Feb. and was celebrated as usual by a fast of thirty-six hours and a vigil with four pujas throughout the night. In last year's Birthday Number* can be found a detailed description of how Mataji moved about or sat among the worshippers who were grouped in circles round Shiva Linga on the verandas in front of the Annapurna temple and of the Chandi Mandap as well as in the temples themselves. The arrangements this time were more or less similar. Yet where Mataji is, mechanical repetition finds no place, everything that is done or happens is always new and a live experience. Several distinguished guests who had come from Allahabad, Lucknow and other places, joined in the observances with enthusiasm. To their surprise, they discovered that in an atmosphere surcharged with Divine aspiration, Peace and Joy it is no hardship to forgo eating, drinking and sleeping. For those who have spent longer or shorter periods near Mataji it is nothing new that in Her presence one's need of food, sleep and physical comfort decreases to a remarkable degree On occasions such as *Shivaratri* thi becomes even more evident. Th injunction for this festival, if carrie out to the full, demands that on should have a day's complete fas without a drop of water and at night fall sit down for worship without eve leaving one's *asana* until the nex morning after sunrise, when th *sandhya* (the daily worship at dawn is joined to the pujas of the night Many who took part in the celebra tions, some of them old people o indifferent health, were able t achieve this feat naturally and easily without feeling any strain or weakne either at the time or afterwards. Suc days convince us of the suprem of the Divine in man and bring abo a radical change of our values : w begin to wonder why we spend s much time, thought and energy o the things that matter so little, a for instance bodily needs an comforts.

* * * * *

In the early hours of the mornin on February 23rd Mataji left by ca for Jhusi, where She stayed for th rest of the day at Sri Prabhudat

---

* See 'Ananda varta', Vol. 2, No. 1, P. 100.

Brahmachari's Ashram and the following night at Allahabad. At 3 a. m. on the 24th She took the train to Brindaban.

The Ashram there is comparatively new, although three other Sri Anandamayi Ashrams have been inaugurated even more recently, namely at 'Chandraloka' New Delhi, at Ranchi and at Rajagriha in Behar. Only in March 1954 the Brindaban Ashram was opened ceremonially in the presence of Mataji, Sri Haribabaji Maharaj & many Sannyasis, Sadhus and devotees. Some time ago Manohar, one of Sri Haribabaji's disciples, suggested to Mataji that it would be a good idea to erect a temple for *Mahaprabhu* (Lord Gauranga) in the spacious grounds of the new Brindaban Ashram. When soon after someone donated Rs. 5000/- for Mataji's service, She remarked : "Why not start building the shrine for *Mahaprabhu* with this sum ?" About a year ago the construction was begun, but for lack of funds the temple remained without a dome until last November, when a devotee expressed his wish to present electric fans for each room of the Brindaban Ashram, Didi objected : "Should we make the Ashram so luxurious ? Would you not rather spend the money on the dome of the new temple ?" The generous donor at once agreed and the building work could be resumed. Now the *Vigraha* had still to be procured. Didi wondered whether Dr. Pannalal, who happened to be at Brindaban, could not be approached on the subject. But Mataji cut her short, saying : "This body never asks anyone for anything." The next day, however, Dr. Pannalal of his own initiative sought and obtained Mataji's permission to take on himself the responsibility for getting the sculpture made. He thereupon commissioned an eminent artist at Calcutta, Sri Nitai Pal, to carve a statue of Lord Gauranga. The consecration of the temple had been fixed for March 8th, Holi at midday and the sculptor himself brought his creation to Brindaban, arriving there on the 5th. Everyone was amazed and delighted at the sight of the wonderful piece of art. From the beginning it seemed alive. It is no exaggeration to state that it is one of the most beautiful *Vigrahas* of Brindaban. "Due to Horibabaji's great devotion and his Kirtan, Mahaprabhu has manifested Himself in this shape", declared Mataji. She also mentioned that some people had told Her how very congenial they found the Brindaban Ashram for meditation and Sadhana in general.

For the consecration of the temple all the goswamis and Mahatmas of

Brindaban were invited and many of them came. Needless to say that Sri Haribabaji Maharaj and his party were present. A large number of devotees had gathered from far and near on this auspicious occasion. There was great rejoicing. Some felt that no other *vigraha* of quite the same quality existed in the whole of Brindaban.

The next morning Dr. Pannalal requested Mataji to take part in the Holi play, as She had done in former years.* Mataji said; "What do you want me to do ?" Dr. Pannalal had a '*pichkari*' (a syringe filled with coloured water) and '*Abhir*' and '*Gulal*' (red and pink powder) all ready in the hope that Mataji would come out into the open and start off the play. Mataji was at the time in the room of Didi (Gurupriya Devi), who is still ailing and unable to leave her bed. She is however in very good spirits and one can often hear her laugh and joke. "Why not begin right here ?" she suggested. The response was instantaneous. Mataji squirted the first lot of coloured water on Didi. The frolics continued in the sickroom for quite a while. When Mataji as last came outside, the crowd round Her swelled repidly and Sri Prabhudatt Brahmachari joined in the fun. As usual on these occasions people not only felt elated, but forgetting their age, their self-importance, their preoccupations and worries, enjoyed themselves like happy, carefree children. "Look at Dr. Pannalal", Mataji called out jokingly, "does he look like a man of 72 ?" All present went to the new temple where Mataji blessed them by putting *Abhir* on the forehead of each one. A day or two later a feast was given to about 500 Mahatmas and Sadhus.

From the outset Mataji had expected to remain at Brindaban for about a month. Subsequently Her stay was prolonged till April 11th, but Her departure had to be postponed once more. On March 31st as Mataji was walking down the steps of the new temple, She slipped and fell hurting one of Her big toes. Some doctors even suspected a slight fracture and an X-ray picture was therefore taken at the hospital. In any case Mataji had to take a rest from walking for several days. "It all happened through the Grace of Mahaprabhu", She remarked with Her ever radiant smile. Mataji is free from Karma. Accidents and illnesses therefore not only do not disturb Her in the least, but they also have quite another significance than is the case with ordinary mortals. From what we have observed we have come to the conclusion that when Mataji gets hurt, it is to save someone from a fatal or at any rate very serious accident. It has also happened that sick persons who met Mataji were cured, while the symptoms of their illness appeared on Her body for a very short time. There are however no rules about anything concerning Mataji and we can only surmise.

---

* See 'Ananda Varta', Vol. I, No. 3, p. 34.

Didi and most of Mataji's party left on the 11th for Delhi en route to Solan, whereas Mataji remained in Brindaban. She started on the 20th April for Solan, where Her birthday will be celebrated from May 3rd to 11th.

Mataji often says that She is always the same, that no changes exist for Her, that She never goes anywhere, never does anything. For Her there is no birth and no death and hence no birthday. But for us Her birth, Her advent into this world, is of the utmost importance—in fact nothing that might happen can stand any comparison with the magnitude of this event. Divine Love, flawless, immaculate has assumed a body and is walking the earth. What greater miracle is there than this ? If only we could be awaken to the full significance of it, if only we could be aware of it at every moment of our lives—would our petty personalities have a chance to continue ? It is well therefore that every year we should celebrate Mataji's birthday as we do by intense and profound rejoicing, by a searching of our hearts, by uninterrupted Satsang, worship, meditation, Kirtan, wherever possible for several days or weeks, or at least throughout the one night which is the anniversary of Her birth.

Let us all unite and pray to Mataji with one voice that She may remain with us for many, many more years ; that we may become worthy of this Ocean of Heavenly Light that has crystalized into the shape of a human body to irradiate the darkness of the world of men ; that we may be granted the capacity to celebrate this ineffable wonder not once a year, not once a month or once a day, but ceaselessly, with every breath of our life, with heart and soul and mind and body ; that thereby we may be transformed into what we really are, for all times to come and in eternity.

List of Publications from Shree Shree Ma Anandamayee Ashram

B 2/94, BHADAINI, BANARAS.

No.	Name of Books	Language	Author	Price		
1.	Matri Darshan	Bengali	Bhaiji	2	0	0
2.	Matri Darshan	Hindi	,,	2	0	0
3.	Matri Darshan	Gujrati	,,	2	0	0
4.	Matri Darshanam .	Sanskrit	,,	1	8	0
5.	Mother as Revealed to Me (English Version of Matri Darshan)	English	,,	1	12	0
6.	Sadvani	Bengali	Bhaiji	1	0	0
7.	Sadvani	Hindi	,,	1	0	0
8.	Sadvani	English	,,			
9.	Sri Sri Ma Anandamayi	Bengali I	Gurupriya Devi	2	0	0
10.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, II	,,	2	0	0
11.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, III	,,	2	0	0
12.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, IV	,,	2	0	0
13.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, V	,,	2	0	0
14.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, VI	,,	2	0	0
15.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, VII	,,	2	0	0
16.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, VIII	,,	In Press		
17.	Sri Sri Ma Anandamayi	Hindi I	,,	2	0	0
18.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, II	,,	2	0	0
19.	Ma Anandamayi	English	Devotees	3	8	0
20.	Mother as seen by Her Devotees	,,	,,	In Press		
21.	Matri Lila Sankirtan	Bengali	,,	0	4	0
22.	Matri Lila Sankirtan	Hindi	,,	0	5	0
2[illegible]	Akhanda Mahayajna	Bengali	Gurupriya Devi	2	8	0
24.	Akhanda Mahayajna	Hindi	,,	2	8	0
25.	Ma Anandamayi Upadeshamrita	Bengali	,,	1	8	0
26.	Ma Anandamayi Upadeshamrita	Hindi	,,	In Press		

PHOTOS & BLOCK PRINTS OF SRI SRI MA

1.	Photo Print Rs. 15/- (mounted)	8.	Block Print Re. 1/- each Seashore
2.	,, ,, Rs. 10/ ,,	9.	,, ,, Re. 1/- each Chuda
3.	,, ,, Rs. 5/ each	10.	Bengali Album Rs. 2/- each
4.	,, ,, Rs. 3/ each	11.	,, ,, Rs. 1/8/- each
5.	,, ,, Rs. 1/8/- each	12.	English Album Rs. 2/- each
6.	,, ,, Re. 1/- each	13.	,, ,, Rs. 1/8/- each
7.	,, ,, As. -/8/- each		

ĀNANDA VĀRTĀ

(Bengali & English)

AUGUST

1955

VOL. III ❀ NO. 2

LIBRARY
No.
ri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

Contents

Bengali Section

Page No.

1. মাতৃবাণী 81
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকৃত ব্যাখ্যাসহ ... 83
3. শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ— 97
4. বৃন্দাবনে বারো দিন—পাঁচ-ভূতের লেখা 99
5. বর্ণবিজ্ঞান ও আত্মার অবস্থা-বৈচিত্র্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ... 104
6. বিচার (কবিতা)—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী 110
7. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল ... 113

English Section

1. Matri Vani 121
2. Mataji's Amara Vani 124
3. Glimpses of Mataji's Life 131
4. Unity of Prophets and Saints —Baron H. P. Van Tuyll van Serooskerken ... 135
5. The Message of the Bhagavata—Dr. S. K. Maitra ... 140
6. Diary Leaves—Atmananda 147
7. Matri Lila 153
8. Shri Shri Ma's 60th Jayanti Celebrations 161
9. Notes and Comments 161

Price : Rs. 1/8/-
Annual subscription (for four issues) : India Rs. 4/- Foreign Rs. 5/-

Printed & Published by—Brahmachari Kamal Bhattacharjee for
Shree Shree Anandamayee Sangh, Banaras, at the Kamala Press, Godhowlia, Banaras.

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ĀNANDA VĀRTĀ

অমর আত্মা—অমরপন্থি স্বয়ম্ –আপনাতে আপনি

VOL. III AUGUST, 1955 No. 2

—মাতৃ-বাণী—

(বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন)

(৭৪)

ভগবান্‌কে ডাকিও—তিনি সব দুঃখ দূর করেন।

(৭৫)

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়া থাকে। তাঁর উপর সর্ব্বদা নির্ভর করা।

(৭৬)

সর্ব্বদা তৎ-ধ্যানে থাকাই কর্ত্তব্য।

(৭৭)

যতটা পারে ভগবৎ চিন্তা। ওর কথাবার্ত্তা ভাবগুলি বড় মিঠা, বড় সুন্দর। জপ আর নিত্য গীতাপাঠ একটু করে ত ?—একটু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ।

(৭৮)

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা—তাঁর যা ইচ্ছা তা'ই হয়ে থাকে। ধৈর্য্যের আশ্রয় কর্ত্তব্য পালন। কেবল ভগবানের উপর নির্ভর। কেবল তাঁহার স্মরণ।

(৭৯)

ভগবানের নাম সর্ব্বাবস্থায় করা যায়। তিনি করান—অতএব তাঁর কাছে।

(৮০)

সর্ব্বদা একটা জপ মনে মনে যেন করে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেন বাদ না যায়। চুপ করে ব বসে যায় তখনও যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে জপ হয়। এইটি সব সময়। নিঃশ্বাসের জপ যত সহজ হয়ে য তার চেষ্টা। সদ্‌গ্রন্থাদি পড়া খুব ভাল। সত্য কথা বলা। মনে রাখা নামও তাঁর একটা জপ। অন্ত তাঁর সঙ্গ করা। তাঁকে ছেড়ে থাকবে না, এটি চেষ্টা—যত এ চেষ্টা থাকবে তত মনে আনন্দ পাও আশা। যখন একেবারে চুপচাপ মনটা হয়ে যায় অন্ততঃ পক্ষে তাঁর স্মরণ ও ধ্যানের চেষ্টা।

(৮১)

ভগবৎ-চিন্তা নিয়ে থাকা। তৎ-জ্ঞানে সেবা করা।

(৮২)

তৎ-স্মরণ সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা। আশা সময়ে হবে।

(৮৩)

মনটা সব সময় ভগবৎ-চিন্তার অনুকূলে রাখা। উহাই মনের সুখাদ্য।

(৮৪)

অখণ্ড ভাবে ভগবৎ-চিন্তায় থাকবার চেষ্টা—তবেই না অখণ্ড প্রকাশ।

(৮৫)

ভগবানের উপর নির্ভর—জপ ধ্যানে মনটাকে রাখা।

(৮৬)

সর্ব্বদা নাম করা। সর্ব্বদা ভগবৎ-স্মরণ, তাঁকে ছেড়ে না থাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্ কৃত ব্যাখ্যাসহ

এগার

মার কোন কথায় মীমাংসা পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাবলাম মার এই সব কথা লিখে লাভ কি? মাকে জিজ্ঞাসা করলাম। মা বল্লেন—

মা—ওখানে যে মীমাংসা হয় না তাই পেলে। মীমাংসা ত অনেক করে এসেছ। এখন মীমাংসার অমীমাংসায় যেতে হবে ত?—অর্থাৎ মীমাংসা অমীমাংসার পারে যেতে হবে। তোমার এই মনের মীমাংসা যেখানে সেখানে দিক্ থাকিয়া গেল ত। কাজেই বিরোধ থাকে, কেননা - এ মীমাংসা এক দিকেরই। তবে মীমাংসা কিসের পাবে?—সমস্ত মতেরই পূর্ণাঙ্গীন মীমাংসা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে। আবার দেখবে সব মতেরই এক জায়গায় মীমাংসা, কোন বিরোধ নাই। তখন কি হবে?—মীমাংসায় অমীমাংসায় প্রশ্ন তুল্‌বে না হ্যাঁ যা' বল তা।

বার

রামেশ্বরী নেহেরু—জহরলালের ভ্রাতৃবধু—আজ সন্ধ্যায় মার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল—ধ্যান কি অভ্যাসে হয়, না পূর্ব্ব সংস্কার থাকিলে হয়?

মা—দুই ভাবেই হয়—পূর্ব্ব সংস্কার বা উপস্থিত অভ্যাস অথবা দুটোতেই হতে পারে। রোজ অভ্যাস করবে।

দেখ, সংসারে আছে কি? এখানে কিছুই স্থায়ী নয়। সুতরাং চাওয়া তাঁর কাছে। প্রার্থনা করবে—এ যন্ত্র দ্বারা যেন শুদ্ধ কর্ম্ম হয়। প্রতি কাজে তাঁর চিন্তা। চিন্তা যত শুদ্ধ হবে কাজ তত সুন্দর হবে। দুনিয়াতে আজ আছে কাল নাই। কাজেই সেবার ভাব নিয়ে থাক—তুমি এই ভাবে সেবা নিচ্ছ। শান্তি চাও ত তাঁর চিন্তা।

প্রশ্ন—দুনিয়ার শান্তি আসবে কবে?

মা—এখন ত এই রকমই, এ রকমই হবার।

প্রশ্ন—কবে এর অন্ত হবে?

মা—এই তোমাদের চিন্তা এসেছে, কবে অন্ত হবে। এও তাঁরই একটা প্রকাশ।

জগৎ মানে গতি। গতিতে ত স্থিতি নাই। আবাগমন হইতে শান্তি কোথায়? শান্তি ত যেখানে না আসা, না যাওয়া; না গলা, না জ্বলা। তাঁর দিকে উল্টে যাও, তবে শান্তির আশা।

তোমার জপ ধ্যানে তোমার সঙ্গীদের ও কল্যাণ সঙ্গের প্রভাব।

ধ্যানে মন লাগলে, ছেলেদের পড়াতে বসবার মত মারপিট্ করে অভ্যাস কর। দাওয়াইতে ভাল হয়, ইন্‌জেক্‌সনে ভাল হয়। ইচ্ছা না হ'লে ও কর, কষ্ট করিয়া কর।

জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার টানিয়া আনে, দুঃখ দেয়, তবুও চেষ্টা করা। উহাতে শক্তি লাভ হয়, গড়ে অর্থাৎ তৈরী হয়। মনে কর—যত কষ্ট হউক, আমাকে করিতেই হইবে। প্রতিষ্ঠা প্রশংসা দুদিনের সঙ্গে যাবে না।

ভগবানের দিকে মন না গেলেও লাগাও। এমন ধাক্কা খাবে উল্টে যাবে। এই তাঁর করুণা। বড় কষ্ট হয়, কিন্তু ধাক্কা থেকেই শিক্ষা হয়।

মনের যে অহঙ্কার আছে তাকেই ধম্‌কে

বসাও। মন লাগে না লাগে—এতটা পর্য্যন্ত করবই, এ ত আপন কাজ। এতদিন বন্ধনের কাজ করে এসেছ, তাই ফিরে ফিরে বন্ধনেই যেতে চাও। কিছুদিন চেষ্টা করলে বুঝবে। আরে, আমি এই নিয়ে পড়ে আছি, যত করবে তত আগে বা বে।

অর্পণের দিক্ যেখানে নিত্য আপনাকে অর্পণ-ভাব রাখতে রাখতে কখন অর্পিত হয়ে যাবে; আত্ম-সমর্পণের দিক্ আর কি? ছোট বাচ্চাকী বাত ইয়াদ রাখ।

তের

আজ শ্রীকান্ত ভাই মুন্সা আমেদাবাদ হইতে এখানে আসিয়াছে। কে একজনার কথা বলিল—সে আসনে বসে আর তার হাতে নানারূপ দ্রব্যাদি—ফুল, মালা, মিঠাই ইত্যাদি—আপনা হইতে আসিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মা ঢাকার এক মার কাহিনী বলিলেন—

মা—এ রকম ত শরীরটায় সাধারণতঃ হয় না। এ শরীরের সামনে ত এ জাতীয় কত কত এসেছে। কিন্তু এবার কি রকম হয়ে গেল। ঐ মা এলে পড়েই তার কোলে শোব শোব এই রকম একটা ভাব। কোলে শুয়েই দেখলাম মার পেটের কাপড়ে পোটলায় কিছু জিনিষ আছে। সকলে এই মাকে অনুরোধ করতে লাগল, দৈব প্রেরিত বস্তু এনে দেখাতে। কেননা পূর্ব্বে এ রকম অনেককে দেখাতেন। লোকে শুনেছিল, দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর প্রসাদও আপনা হ'তে তাঁর হাতে এসে পড়ে। এ শরীর বলে উঠল, ওখান হতে আসবার আগেই বে'র করে দিতে পারি, কিন্তু—বে'র করব? ঐ মা বলিল—হ্যাঁ। আমি যতবার বলি, ঐ মা বলে হ্যাঁ, আর ভক্তেরাও বলে হ্যাঁ। তখন ত এই সব কাণ্ড। এ শরীর ত হাতে করে বে'র করল না কিছু, কিন্তু আপনিই বা হ'বার হ'ল।

ঘটনাটি ঘটে যাবার পর ঐ মার এক ভক্ত শরীরকে জিজ্ঞাসা করল,—মা, তুমি ত কারও ভা ভঙ্গ কর না, বিশেষতঃ সকলের সামনে। অ এ ক্ষেত্রে এ রকম কর্‌লে কেন? আমি বল্‌লা —হ্যাঁ, সাধারণতঃ সব সময় ভাব ভঙ্গ ত করে এ শরীরটা, জানইত তোমরা। কথা এই- শরীরে আজ পর্য্যন্ত যা' যা' হয়ে গিয়েছে, হচ্ছে-সাধারণ হতে সাধারণ আর অসাধারণ হ অসাধারণ, তোমরা যা' বল—এ শরীরের ত সর্ব যা' হয়ে যায়। যে দিন ঐ মা এল, তাকে আদরে এ শরীর নিজের আসন দিয়ে বসাল, মালা পড়াল বেশ সকলেরই আনন্দ হয়েছিল না?—সব রূপেই ত তিনিই। সেদিন ত আর কিছু বলে নাই শরীর। তিনি স্ব-ইচ্ছায়ই বল্লেন, তোমরা শুনলে না, 'আমি আবার কাল আসব।' তিনিই আবার এইরূপে প্রকাশ হলেন। কি কর্‌বে বল, তি যখন যাকে যেরূপে শিক্ষা দিবেন—এ শরীরের যা' হয়ে যায়।

যখন সকলকে প্রণাম করা হ'ত—পোক মাকড়, কুকুর, বেড়াল হ'তে সব বস্তুতেই 'অ জ্ঞানে প্রণাম।

যা' হয়ে যায়। আর এক কথা। যে মিথ্যা আশ্রয় গ্রহণ করে তার কল্যাণ নাই। মিথ্যা মিথ্যাই মিলে। আবার মিথ্যাও সত্যরূপে পরিণ হয়। নিজে জানেন কর্চ্ছেন মিথ্যা, কিন্তু শিষ্যে সত্য ভাবনা হতে সত্য প্রকাশিত হয়। ফলে শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করে চলে যায়। সত্য সঙ্কল্পে সত্য প্রকাশ স্বাভাবিক। ঐ মার ভক্তটিকে বল্‌লাম—কতবার ত তোমাদের জিজ্ঞাসা করলা বে'র করব? তোমরা বল্‌লে—হ্যাঁ। কাজেই আর কি বলা।

কত রকম হয়। আর একটি মেয়ের কথা শুন। তার একটু কিছুতেই যেন সমাধি হ'ত কেউ কেউ মনে করত। পড়ে থাকত, হাত পা ঠাণ্ডা। এ শরীরটার কাছে এসেও এমন হ'ল যেন সমাধি। মেয়ের মা গ্রাম সম্পর্কে এ শরীরের দিদিমা হয়। আমাকে বল্ল, নাতিন, এর একটা ব্যবস্থা কর। আমি বুঝতে পারলাম কেন তার এই অবস্থা। কানে কানে বল্লাম—শীঘ্রই তোমার স্বামীর পত্র পাবে। এর পর হতেই মেয়েটি ভাল হয়ে গেল। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল, সকলে ভাব্‌ল, না জানি মা কানে কানে কি মন্ত্র দিয়ে গেল। অবশ্য এ অবস্থায় এটাই তার মন্ত্র। স্বামীর খবর না পেয়ে মেয়েটির এরূপ অবস্থা হয়েছিল।

এখানে একটি ছেলের কি হ'ত—কত রকম ভাব, কত দর্শন। প্রণাম করতে গিয়েছে, হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়েই আছে—মাথা তোলে না, চোখে অশ্রু-প্রবাহ। হয়ত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এসে অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ কচ্ছেন, এই সব কত কি দর্শন ও শ্রবণ হ'ত, সে বল্‌ত।

এ শরীর তাকে বল্‌ল আপন মন যদি সাধনায় বশে না থাকে তখন উল্টা-সিধা অনেক কিছু দেখা বা শোনা হয়। কখনও Spirit বা কোনও শক্তির অধীন হয়ে পড়ে। এতে ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ব্যাকুলতা ত আসেই না, বরং বিশেষ বিঘ্ন। আর এই যে কেহ আসে, কিছু বলে, এতেও নিজের কি রকম ভোগ হয়ে যায়। বেবশ হওয়া ভাল নয়। পরমার্থ চিন্তায় বেবশ না হ'য়ে যা প্রকাশ সেদিকে চেতন থাকা চাই অর্থাৎ স্ব-বশে। বেবশ মানে অজ্ঞান হয়ে পড়া ঠিক নয়।

বুদ্ধদেব—বোধস্বরূপ। যত যত বোধ আর অনন্ত, বোধস্বরূপ। সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ, ভাবস্বরূপ। যেরূপ আত্মজ্ঞানীর পরমার্থ স্থিতি সেইরূপ প্রেমের রাস্তায় গিয়েও পরে একটা পরাকাষ্ঠা আছে প্রেমামৃত অভিন্ন প্রকাশ। এখানে ভাবোন্মাদনার স্থান নাই। নইলে মহাভাব প্রকাশ হ'তে পারে না। দেখ একটা কথা। সমস্ত সাধনার লাইনে সেই যে পরাকাষ্ঠা আছে, সেই চরম কথা যদি না থাকে তা'হলে ঐ ধারায় তুমি নিজে ধরা পড় নাই। প্রেমের পরাকাষ্ঠায় যে মহাভাব সেখানে কিন্তু এসব আসে না। এ তুলনা দিও না, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা।

ধ্যানে শরীর বোধ থাকে বা না থাকে, দেহাত্ম-বোধ বিশেষ থাকে বা না থাকে, জাগ্রৎ চাই, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া চাই না। একটা সত্তাবোধ—স্বরূপ লক্ষ্যই হউক, মূর্ত্তি লক্ষ্যই হউক। এই ধ্যানে কি হয়? প্রকাশের দিক্ খোলে—যা নিত্য। হয়ত শরীরে কোন ব্যথা বা দরদ ছিল, ধ্যানের পর দেখা গেল—বাঃ, শরীর ঝরঝরে, কোন গ্লানিই নাই। যেন কত সময় গেল, উদ্বেগের কোন প্রশ্নই ছিল না। এটা ভাল। কিন্তু এই যে আনন্দের প্রথম সূত্র নিয়ে পরে ডুবে কোথায় ছিলাম বল্‌তে পারি না, জানি না, এটা ভাল না। কিন্তু ঠিক ধ্যানের দিক্, যেখানে যতটুকু স্পর্শ হয় ততটুকুই বাহিরের সবের ভিতরেও যেন আনন্দই আনন্দ।

ধ্যানের মধ্যে এই যে আপনা গায়েব হয়ে যাওয়া, যেন জড়বৎ, পরে উঠে বড় আনন্দে ছিলাম, এই আনন্দ বিঘ্ন। প্রাণশক্তি জড় মনে হওয়া, যেমন গাঢ় নিদ্রার পর আনন্দ বোধ, এখানেই কিন্তু আটকাইয়া থাকে। এটা আসক্তি—এই যে আসক্তি এটা ধ্যানের বিঘ্ন, যদি বার বার একই

জায়গায় স্থিত থাকা হয়। এটা দুনিয়ার দৃষ্টিতে অবশ্য আলাদা, মনে হয় বেশ আনন্দদায়ক, উন্নতির দিকে ত বটেই। এক জায়গায় স্থিত বলে বিঘ্ন, আটকাইয়া থাকা আর কি ?

ধ্যানে আপনাকে চিন্ময়, আত্মজ্যোতি, আত্মারাম, যার যার গুরুর আদেশে ইষ্টরূপ লক্ষ্যে মনকে স্থিত রাখতে চেষ্টা করা। ছেলেটি বুদ্ধিমান্, এই জাতীয় আলোচনা বুঝতে পারল। এর পর হতে তার এই ভাবটার পরিবর্ত্তন হ'ল। বেশ শান্তভাবে এখন ধ্যান ইত্যাদি।

আজ রাত্রিতে আবার ধ্যান আসন ইত্যাদির প্রসঙ্গ উঠল। মা বল্‌তে লাগ্‌লেন—দেখ, এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসনে কেটে গেল, আসনে মস্ত, যদি এক ছাড়া অন্য আসনে বস্‌লে ধ্যান না হয় তা'হলে তোমার আসনে ভোগ হচ্ছে। এটাও বিঘ্ন। জপ ধ্যানে বসবার জন্য প্রথম দিকে এক আসনে দীর্ঘ সময় বসবার চেষ্টা ত করাই উচিত। আসন যখন সিদ্ধের দিক্—কতক্ষণ আসনে ছিলাম এই প্রশ্নই নাই, যতক্ষণ যে আসনে খুসী—শুয়ে, ব'সে, দাড়িয়ে বা কাত হয়ে,—যার যে আসন—আপন লক্ষ্য বা ইষ্ট হ'তে সরবার প্রশ্ন না উঠা।

প্রথম হ'তে আরম্ভ করে, আসনে না বসে থাকতেই পারে না। বাইরের কিছু ভাল লাগে না, কতক্ষণে সেই আসনে বসে ইষ্টকে নিয়ে অন্দরে আনন্দে থাকব সেই যে আকর্ষণ, ঐ তোমার স্থির হ'তে আরম্ভ হয়েছে, মঙ্গলের দিক্। এখানে আসনের দিকেই কিন্তু লক্ষ্যটা বিশেষ। তেমন যে আসনে যতক্ষণ যেমন থাক—ইষ্ট যে তোমার কখনও অনিষ্ট করে না,—তাতেই যদি স্থির থাক্‌তে পার, সেই প্রধান, তখন আসন সিদ্ধির দিক্‌ই আর কি। ওঠা, বসা, চলা বা শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ভঙ্গীতে থাকা একটি ক'রে আসন। শরীর মনের যেমন গতি, আসনও তেমনই। কারও হয়ত গুরুর নির্দ্দেশে বা আসনে বসবার নিয়ম যা' আছে সেই নিয়মে ধ্যান লাগে, অন্যটায় লাগে না। ইহ ধ্যানাভ্যাসের উপায়। ধ্যানাভ্যাসের প্রারম্ভে কেহ বা হয়ত সাধারণ আসনেই বসে। কিন্তু যখ ঠিক মত ধ্যান বা জপ চলে তখন যেমন আপনা হ'তে উদ্গার এসে যায় তেমন আপনা হ'তে ঠিক মত আসনে বসিয়ে দেয়। তাই ধ্যান জমলে আপনা আপ সঙ্গে সঙ্গে আসনও জমে। যেম tyre এ pump কম থাক্‌লে দেবে থাকে, আবার pump পুরো হলে বেশ স্বাভাবিক স্থিত হয়ে যা সেই রকম ধ্যান জমলে শরীরের জড়তা যা উঠবার সময় শরীরে কোন ক্লান্তি বা অঙ্গ-ব্যথা ব ধরে থাকা, এটা হয় না।

ঠিক ধ্যানে স্পর্শ হয়। যেমন অগ্নি স্পর্শ হ'লে একটা দাগ থেকে যায় তেম্‌নি এই ছোঁওয়া দাগের মত। এতে কি হয় ?—বিঘ্ন হটে যায়। ফলে বৈরাগ্যে জ্বালায় বা ভক্তিতে গলায়। বিষ ফিঁকা বোধ হবে, যেন আল্‌গা আল্‌গা। জাগতিক কথা বলতে ভাল লাগে না, নীরস,—ক্রমশঃ কষ্টদায়ক। বিষয়ের দিকে কোন কিছু হারালে বা লোকসান হ'লে মন ব্যাকুল হয় বিষয় মনকে পাকরাও করে রেখেছে যে। ইহাই গ্রন্থি। ধ্যানে কি জপে বা পরমার্থ যে কোন ক্রিয়ায় যার যে লাইনে এই গ্রন্থি ঢিলা হয়। বিচার আসে বিষয় কি মালুম হয়ে যায়। প্রথমে বিষয়ে আটক ছিল, ফাসে ছটফটানি। যখন আল্‌গা হয় তখন ক্রম প্রকাশ বিকাশে নানা Stage এর ভিতর দিয়ে এসে তবেই না দেখা যায়—সবটাতেই সব এক আত্মা বা সকলেরই ঠাকুর, সকলেই দাস বা

সকলেরই এক প্রভু—যা'র যে দিক্। প্রত্যক্ষ বোধ হয় যেমন আমি আছি, তেমনি সবই আছে। আবার একমাত্র তিনিই—না কিছু আসে, না কিছু যায়। আবার আসেও যায়ও, ভাষায় সব প্রকাশ কোথায়? যেমন যেমন বিষয় বাসনা হ'তে আল্‌গা হবে, তেমন তেমন ভগবানের দিকে গতি।

ধ্যান যখন হয় তখন আসন আর বাধক নয়, ভোগ নয় অর্থাৎ এই আসনে বস্‌লে ধ্যান লাগবে আর ওতে লাগ্‌বে না, এমন কোন কথাই নাই। সিধে বাঁকা যেমন ভাবেই বস না কেন দেখ্‌বে আপ্‌নে আপ আসন হয়ে তোমার শরীরকে ঠিকভাবে বসিয়ে দিচ্ছে। আবার কোনও সময়ে কোনও আসনের অপেক্ষা রাখে না। যে অবস্থায় থাক সেই অবস্থায়ই ধ্যান হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কোন স্থলে এমনও আছে, কোন বিশেষ আসনে—পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদিতে—বসিয়া গেলে মহাযোগে কোন কালেই তার বিক্ষেপ ঘটায় না।

ব্যাখ্যা

এগার

১। কথার মীমাংসা—

অনেকের বিশ্বাস মার নিকট কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায় না। মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রশ্নের অথবা কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা চরম সত্য নহে। কারণ একদিক্ হইতে দেখিলে কথার মীমাংসা অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু যখন দেখা যায় যে এক কথার মধ্যেই অনন্ত কথা নিহিত রহিয়াছে এবং দৃষ্টি খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলিও লক্ষ্য পথে ভাসিয়া উঠে তখন বুঝিতে পারা যায় যে সব কথার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন একটি কথারও প্রকৃত মীমাংসা হয় না। জগতের প্রত্যেকটি পদার্থ অপর প্রত্যেকটির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। তেমনি অন্তর্জগতেও একটি ভাব অন্যান্য সকল ভাবের প্রত্যেকটির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। সেইজন্য সকলগুলির তত্ত্বভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত যে কোন একটি ভাব অথবা পদার্থেরও ঠিক ঠিক নিশ্চয় হইতে পারে না। বস্তুতঃ সকল প্রশ্নের চরম মীমাংসা একই স্থানে রহিয়াছে। মানবীয় বুদ্ধির দ্বারা যে মীমাংসা হয় তাহা প্রকৃত মীমাংসা নহে। কারণ তাহা স্থায়ী হয় না। এইজন্য একজনের যাহা সিদ্ধান্ত অপরের দৃষ্টিতে তাহা পূর্ব্বপক্ষরূপে পরিগণিত হয়। আচার্য্য ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়ে অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন যে তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। কারণ একজনের বুদ্ধিতে যে সিদ্ধান্ত প্রকৃত মীমাংসারূপে গৃহীত হয় অপর একজন অধিকতর প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন হইলে তিনি ঐ মীমাংসাকে মীমাংসা বলিয়া গণ্য করেন না—তিনি উহার উপর দোষারোপ করিয়া উহাকেও সংশয় কোটিতে স্থাপন করেন এবং যুক্তিদ্বারা উহার মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই মীমাংসাই যে চরম হইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। কারণ

অধিকতর তীব্র বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ঐ মীমাংসাকেও প্রকৃত মীমাংসা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না, তিনি পৃথক্ ভাবে মীমাংসার মার্গ প্রদর্শন করেন। এইভাবে বুদ্ধি পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া কোন তত্ত্বেরই খাঁটি মীমাংসা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য (বেদান্ত দর্শনেও) তর্কের অপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক কথা বলিয়াছেন। এই জন্য মা যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের পন্থা। আমাদিগের এমন স্থানে উপনীত হওয়া আবশ্যক যেখানে শুধু যে সকল সংশয়ের সম্যক্ সমাধান হয় এমন নহে, শঙ্কা ও সমাধানের বিরোধই থাকে না। অর্থাৎ মীমাংসা ও অমীমাংসার কোন প্রশ্নই সেখানে উঠে না। কারণ যে স্থিতিতে সংশয়েরই উদয় হয় না সেখানে নির্ণয়ের সার্থকতাই বা কি? মনের রাজ্য যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ততদূর পর্য্যন্তই সংশয়ের প্রসার জানিতে হইবে। কারণ সঙ্কল্পের মধ্যে বিকল্পের উত্থাপন করা মনের কাজ। মনের উপর দৃষ্টিলাভ না করা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মনোরাজ্য ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ চিদালোকে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত, শঙ্কা ও সমাধানের চক্রব্যূহ হইতে অব্যাহতি লাভের আশা সুদূর পরাহত। সংশয়ের অধিকার মনের রাজ্যে নিবদ্ধ বলিয়া মীমাংসার অধিকারও ঠিক ততদূর পর্য্যন্তই। প্রকৃত স্থিতিলাভ হইলে মনোভূমি অতিক্রান্ত হয় বলিয়া কোন বিষয়েই বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না, পূর্ব্বে যে বিরোধ অনুভূত হইয়াছিল তাহারও উপশম হয় এবং ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকার বিরোধেরও আশঙ্কা থাকে না।

বার

১। বিশ্ব-শান্তি—

জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি দেখিয়া কাহারও কাহারও মনে একটা নৈরাশ্যের ভাব উপস্থিত হয়। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় দুঃখ, অশান্তি, অনাচার ও নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা। ইহা হইতে মনে হয় ভগবানের করুণা হইতে জগৎ আজ যেন বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ অশান্তির অবসান বর্ত্তমানে হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহার উপায় কি—এই চিন্তা অনেকের মনেই উদিত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন বর্ত্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ইহা বিনা কারণে হয় নাই। বিরুদ্ধশক্তি পূর্ণভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাই এই প্রকার ঘোর অশান্তি ও দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক নহে এবং বর্ত্তমানে ভোগ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা দূর হইবারও নহে। কিন্তু জগতে যেমন কিছুই স্থায়ী হয় না তেমনি এই অশান্তিও স্থায়ী হইবে না। যতক্ষণ এই অশান্তির স্থিতিকাল আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা অবশ্যই স্থিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পরে ইহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্ত্তনের পূর্বাভাস এখনও কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অশান্তির অন্ত কবে হইবে এই জাতীয় চিন্তার উদয় অনেকের মনেই হইয়া থাকে। ইহা অশান্তি নিবৃত্তির শুভলক্ষণ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। মা বলেন, যখন কেহ দীর্ঘকাল হইতে বদ্ধ অবস্থাতে অবস্থান করিয়াও নিজের বন্ধনের সত্তা অনুভব করে না, তখন বুঝিতে হইবে তাহার বন্ধন-মুক্ত হইবার এখনও বিলম্ব আছে। কিন্তু যে বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া

অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বন্ধন অসহ্য বলিয়া বোধ করিতেছে, তাহার পক্ষে বন্ধন-মোচন শুধু অবশ্যম্ভাবী নহে, অচিরভাবী। ভোগকে ভোগ বলিয়া অনুভব করিতে না পারিলে সেই ভোগের নিবৃত্তি সহজে হয় না। পাপকে পাপ বলিয়া ধরিতে পারিলেই পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার একটা সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বব্যাপক অশান্তির ব্যাপক অনুভূতি আসিয়াছে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই অশান্তির অবসানেরও সময় আসিয়াছে। মা বলিয়াছেন, "এখন ত এই রকমই হবার।" এই বাক্য দ্বারা বর্ত্তমান অশান্তি যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তাহার দ্যোতিনা হইতেছে, এবং ইহা যে আগন্তুক নহে তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাহার পর যখন মা বলিলেন, "এই তোমাদের চিন্তা এসেছে 'কবে অন্ত হবে,' এও তারই একটা প্রকাশ।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, অশান্তির অন্তের চিন্তা মানুষের মনে উদিত হইলেই অদূর ভবিষ্যতে ঐ অন্ত কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। জগৎ গতিশীল বলিয়া জাগতিক কোন অবস্থাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাই অশান্তি যতই তীব্র হউক না কেন, তাহার পরে শান্তির উদয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই শান্তি প্রকৃত শান্তি নহে। প্রকৃত শান্তি তখনই বলা চলে যখন শান্তি-অশান্তির প্রশ্নই থাকে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎকে অতিক্রম করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিতিও গতিরই অন্তর্গত। কারণ গতিই জগতের ধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃত স্থিতি তখনই হয় যখনই গতি-স্থিতির দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। অর্থাৎ যখন আবাগমন বা আসা-যাওয়ার চিরনিবৃত্তি হইয়া যায়।

২। ধ্যান ও অভ্যাস—

ধ্যান সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। চিত্তের যে অবস্থায় ধ্যানের আবির্ভাব স্বাভাবিক মনে হইয়া থাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অবস্থার উদয় না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ত ধ্যানেতে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয় না। মা বলেন—পূর্ব্ব সংস্কার এবং বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রভাবের দ্বারাই ধ্যানে প্রবেশ করিতে পারা যায়। যে সাধক পূর্ব্বে ধ্যানের অভ্যাস করিয়া এখন অবস্থান্তরে পতিত হইয়াছে তাহার চিত্তে ধ্যানজনিত সংস্কার সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যাহার পূর্ব্ব সংস্কার নাই, তাহার পক্ষে নূতন করিয়া ধ্যানের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টা কষ্টসাধ্য হইলেও ধ্যানার্থীর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। পূর্ব্ব সংস্কার থাকিলে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অল্প চেষ্টাই পর্য্যাপ্ত হয়। এইজন্য কাহারও অতি সামান্য চেষ্টার ফলেই গাঢ় ধ্যানের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কারের বল না থাকিলে ইহা সম্ভবপর হয় না। নবীন সাধকের পক্ষে কঠোর ভাবে সংযত হইয়া নৈরন্তর্য্য রক্ষা পূর্ব্বক চেষ্টা করা আবশ্যক। কি ভাবে এই চেষ্টা করিতে হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ মার শ্রীমুখ-নির্গত মহাবাক্যে স্পষ্ট ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। মা এই সকল নবীন সাধকের পক্ষে অভ্যাসের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। ধ্যানে চিত্ত রস না পাইলেও অথবা আকর্ষণ বোধ না করিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে উহার অভ্যাস করা উচিত। ধ্যানের সংস্কার না থাকিলে অভিনব কর্ম্মে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হয়, ইহা সত্য। কারণ বিক্ষেপ বা চঞ্চলতার সংস্কার অনাদিকাল হইতেই চিত্তে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিপরীত সংস্কারের প্রভাবে চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় সফলতা লাভ হয় না। কিন্তু

তথাপি চেষ্টা করিতে হয়। উদ্যম ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ মা বলিয়াছেন, চেষ্টার দ্বারাই শক্তির বিকাশ হয়। দৃঢ় সংকল্প লইয়া বিরুদ্ধ সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আভ্যন্তরীন শক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ সংঘর্ষের তীব্রভাব কমিয়া আসে, এবং অভিনব কর্ম্মজনিত নবীন সংস্কার সঞ্চিত হইতে হইতে এমন এক সময় আসে যখন সংঘর্ষ মোটেই থাকে না। কারণ পূর্ব্ব প্রতিকূল সংস্কার এবং অভিনব অনুকূল সংস্কার তুল্যবল হইয়া পরস্পরের বৃত্তি রোধ করিয়া থাকে। তখন সেই তটস্থ অবস্থায় চিত্ত শূন্যবৎ হইলে নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎ করুণা সেই ক্ষেত্রে পতিত হয় এবং সেই মহাস্রোতে সাধকের মন প্রাণকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সাধনার কঠোরতার তাৎপর্য্য এই যে ইহার দ্বারা অভিমান-শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বিকল্প দ্বারা সংকল্প প্রতিরুদ্ধ না হওয়ার দরুণ উহা সত্য-সঙ্কল্প রূপে পরিণত হয়। এইভাবে নিরন্তর চেষ্টা করিতে করিতে অনুকূল স্রোতের সাহায্যে ক্রমশঃ নিজের অভিমান ক্ষয় হইয়া যাইবার ফলে কোন এক মহাক্ষণে আপনা-আপনি আত্ম-সমর্পণ সিদ্ধ হইয়া যায়।

তের

১। ভাব ভঙ্গ—

মা কাহারও ভাব ভঙ্গ করেন না। গীতাতে শ্রীভগবান্ যেমন বলিয়াছেন—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্' ইত্যাদি, সেই প্রকার মাও বলেন, যাহার যে ভাব তাহার পক্ষে সেই ভাব ধরিয়া অগ্রসর হওয়াই শ্রেষ্ঠ। একজনের ভাব অন্যের পক্ষে নষ্ট করা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে। কারণ প্রকৃত সত্য ভাবের অতীত। নিজ ভাব ধরি সকলকেই সেই ভাবাতীত সত্যে উপস্থিত হই হইবে। কিন্তু যেখানে ভাবের ঘরে চুরি হয় সেখা এ কথা চলে না। সেখানে প্রয়োজন হইলে, এ সকলের কল্যাণের জন্য, ভাব ভাঙ্গিয়া দেওয়াই উচি কিন্তু মা যাহা করেন তাহাতে উচিতানুচিতের বি অথবা অন্য কোন প্রকার যুক্তি প্রবর্ত্তক হয় না তাঁহার যাহা কিছু হয় তাহা আপনিই হইয়া যা ব্যক্তিগত ইচ্ছা অথবা অন্য কোনও প্রকার লৌকি বা অলৌকিক কারণ, এমন কি কর্ত্তব্য-বিচার, কিন্তু তাঁহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না। তাঁহার দেহাশ্র যাহা কিছু হয় সবই স্বভাবের খেলা। যাহার পিছ উদ্দেশ্যের প্রেরণা নাই এবং সম্মুখে প্রয়োজন-বো থাকে না তাহাকে স্বভাবের ক্রিয়া ভিন্ন আর কি ক যাইতে পারে? কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা যা যে এই প্রকার স্বাভাবিক ক্রিয়াতেও যেন গভী উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। মা নিজেই বলিয়াছে মিথ্যার প্রশ্রয় দিতে নাই। কারণ তাহাতে সত্যে গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্য অনেক সময় এই মিথ্যা আবরণ ভাঙ্গিবার জন্য মায়ের স্বাভাবিক ক্রিয়াও প্রয় হয় বলিয়া মনে হয়। মার দিক্ হইতে প্রয়োজন-বি না থাকিলেও জাগতিক কল্যাণের দিক্ হই প্রয়োজন-বিচার অবশ্যই আছে। এই জন্য যদিও কাহারও ভাব ভাঙ্গেন না ইহা সত্য, তথাপি অনে সময় সত্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রকৃত সত্যে রূপ দেখাইবার জন্য ভাব ভাঙ্গার অভি তাঁহার শরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

২। দর্শন ও শ্রবণ—

সাধক সাধ্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য সঙ্কল্প করি

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নৈরন্তর্য্য সংরক্ষণ পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহার ফলে ব্যক্তিগত প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে কোন কোন সাধক কিছু কিছু অলৌকিক অনুভূতি লাভ করিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বজন-পরিচিত সত্য। কিন্তু এই সকল অনুভূতির বিশ্লেষণ সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। অনুভূতি সকলের মধ্যে দর্শন এবং শ্রবণই সাধারণতঃ প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয় বর্গের মধ্যে যেমন চক্ষুঃ ও কর্ণ প্রধান, তেমনি লৌকিক অথবা অলৌকিক অনুভূতির মধ্যেও দর্শন ও শ্রবণের প্রাধান্য স্বাভাবিক। সাধক যাহা দর্শন করে অথবা যাহা শ্রবণ করে তাহার মূল্য এবং সারবত্তা সাধক নিজে অনেক সময় বুঝিতে পারে না। এই অনুভূতির মধ্যে যেমন দর্শন ও শ্রবণের একটা দিক্ আছে তেমনি বৃত্তি নিরোধেরও একটা দিক্ আছে। অর্থাৎ অনেক সময় অনেকের এমন অবস্থার উদয় হয় যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে সমাধি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। দর্শনের মধ্যে নানা প্রকার দেবদেবীর দর্শন, সিদ্ধ পুরুষের দর্শন, দিব্য ভূমি সকলের দর্শন, এবং নানা প্রকার মন্ত্র উপদেশাদি শ্রবণ অথবা দেবদেবী বা সিদ্ধ পুরুষের মুখোচ্চারিত বাক্য বিশেষ শ্রবণ, এই সব সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই বিষয়ে মা কয়েকটি মূল্যবান্ উপদেশ নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দর্শন শ্রবণাদিতে সাধকের পক্ষে মনোনিবেশের উপযোগিতা মোটেই নাই। সাধকের যদি পরমার্থ-প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য অটুট থাকে তাহা হইলে লৌকিক এবং অলৌকিক সকল বিষয়ের প্রতিই তাহার বৈরাগ্য আসা স্বাভাবিক। পরমার্থ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তদ্ভিন্ন সব কিছুই তাহার পক্ষে হেয়।

অবশ্য দর্শন ও শ্রবণের স্তরভেদে মূল্যের তারতম্য আছে, ইহা সত্য। কিন্তু মহালক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহাদের কোন মূল্যই নাই। সাধন-ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া জাগ্রদ্ভাবে অগ্রসর হওয়া একান্ত আবশ্যক। স্বাধীনতা চ্যুত হইলে এবং জাগ্রদ্ভাব রাখিতে না পারিলে জড়ত্ব অবশ্যম্ভাবী। সাধারণতঃ লোকে যে সকল দৃশ্য দর্শন করে এবং যে সকল বাক্যাদি শ্রবণ করে তাহাদের অধিকাংশই মনোময় চক্রের কল্পনা প্রসূত। অজ্ঞাতসারে কল্পনাশক্তি পূর্ব্ব সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে এবং বিচিত্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই সব দর্শনে বা শ্রবণে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তদ্রূপ শুধু বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া মগ্নভাব প্রাপ্ত হইলেই এবং সে অবস্থায় একটি তীব্র আনন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেই সাধন পথে প্রকৃত উন্নতি হয় না। কারণ এ তন্ময়তার সহিত যদি সচেতন ভাব অর্থাৎ জাগ্রদ্ভাব অনুস্যূত না থাকে তবে উহা জড়ত্ব মাত্র, এবং ঐ আনন্দের আস্বাদ যদি নিরন্তর অনুভূত হয়, এবং সাধককে ঐ স্তরে নিরন্তর আকর্ষণ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহাও এক প্রকার ভোগ মাত্র। সাধকের পক্ষে উভয়ই বর্জ্জনীয়। সাধকের উন্নতির প্রকৃত নিদর্শন এই যে ধীরে ধীরে তাহার অন্তরের গ্রন্থি সকল খুলিয়া যাইতেছে, ক্রমশঃ তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রকাশ আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ক্রমশঃ বিষয় জ্ঞান হইতে তাহার চিত্ত প্রত্যাহৃত হইয়া নিজের মধ্যে নিজে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করিতেছে। অনেক সময় দেহবিহীন বাহ্য আত্মা অথবা তজ্জাতীয় দেবতাদি দুর্ব্বল সাধকের চিত্তে আবিষ্ট হইয়া অনেক কিছু প্রকাশ করিয়া থাকে। সে

অবস্থায় সাধকের ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া বাহ্য আত্মার পক্ষে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া আত্মপ্রচার করা সম্ভবপর। ইহাতে চিত্ত পরাধীন হইয়া যায় এবং নিজের স্বাভাবিক মার্গে সঞ্চরণ করিতে বাধা প্রাপ্ত হয়। ইহা সাধকের অগ্রগতির অনুকূল ব্যাপার নহে। বাহ্য আত্মা বা শক্তির আবেশ হইলে সাধকের পক্ষে পরমার্থ লিপ্সার ব্যাকুলতা কমিয়া যায় এবং সে প্রলোভন ও অহঙ্কারের পথে স্খলিত হইয়া পড়ে। সত্য দর্শন এবং সত্য প্রগতি অতি উচ্চস্তরের জিনিষ, কিন্তু উহা অত্যন্ত দুর্লভ। প্রতি পদে নিজেকে যাচাই করিতে না পারিলে অনেক সময় সাধকের মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা—ইচ্ছাকৃত না হউক অনিচ্ছাকৃত আত্ম-বঞ্চনা—অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ দর্শন ও শ্রবণের তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে একজন অতি প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় সিদ্ধ ভক্তের উপদেশ সংক্ষিপ্ত ভাবে দিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহা অবহিত চিত্তে চিন্তা করিলে সাধক বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃত দর্শন ও শ্রবণ কাহাকে বলে এবং উহা এত দুর্লভ কেন।

যদিও দর্শন ও শ্রবণের অনেক প্রকার বৈচিত্র্য আছে এবং সাধারণ ভাবে ব্যক্তিগত জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর নহে, তথাপি স্থূল দৃষ্টিতে দর্শন ও শ্রবণ এই দুইটিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই তিন শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীকে মোটামুটি বাহ্য দর্শন বা স্থূল দর্শন বলিয়া বর্ণনা করা চলে। আমরা সাধারণ অবস্থায় যে বাহ্য জগতের দর্শন করিয়া থাকি ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ এই দর্শন ধ্যানের অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। খৃষ্টীয় সাধকগণ এই দর্শনকে Corporeal অর্থাৎ দেহসম্বন্ধীয় দর্শন আখ্যা দিয়াছেন। সাধা
দর্শনের সময় বাস্তব সত্তা ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া দৃ
রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু ধ্যানজ বাহ্য দর্শনে
সত্তার প্রকাশ হয় তাহা বাস্তব সত্তা নহে, কি
প্রাতিভাসিক সত্তা। অর্থাৎ দৃশ্যটি যেরূ
প্রতিভাসমান হইতেছে তাহার বাস্তবরূপ উহা নহে
অনেক সময় দেবদেবী অথবা সিদ্ধ পুরুষের দর্শ
পাওয়া যায়, তখন ইহাদিগকে সত্যই দেখা যায় এ
স্পর্শও করা যায়। শুধু তাহাই নহে। অনেক স
অন্যান্যও দ্রষ্টাও সমরূপে এই সকল দৃশ্য দর্শন করি
থাকে। কিন্তু তথাপি ইহা বাস্তব দর্শন নহে
বস্তুতঃ এই দৃশ্য সত্তা সিদ্ধপুরুষ অথবা দেবত
কল্পিতরূপ মাত্র। বৌদ্ধ সাধকগণ এই সকলরূ প
'নির্ম্মাণ' সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। অনে
দার্শনিক সাধক এই জাতীয় দর্শনকে আলোচ্য দর্শ
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করিতে ইচ্ছা করেন না
খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর তাঁহার দেহ ভূ-গর্ভে সমাহি
করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর তাঁহার দে
অচিন্ত্য প্রণালীতে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং তি
অভিনব দেহে উত্থিত হন। এই পুনরুত্থান ব্যাপারটি
resurrection বলা হয়। তখন উত্থিত হই
তাঁহার ঐ উদিত দেহে ভক্ত সাধক
সাধিকাগণকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই দেহ সকলে
দেখিতে পাইয়াছিল এবং ইহা বাহ্য দেহরূপে সকলে
নিকট প্রতীত হইয়াছিল। তথাপি ইহা খৃষ্টে
বাস্তব দেহ ছিল না। তাঁহার বাস্তব দেহ তাঁ
'glorified body' অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ।
স্বরূপ নরলোকের কার্য্যকারণভাবের অধীন নহে। এ
প্রকার বাহ্য দর্শনের ন্যায় বাহ্য শ্রবণও বুঝিতে হইবে
অনেক সময় অনেক সাধক মানবীয় কণ্ঠে উচ্চারি

বাক্য শুনিতে পান। পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য যে কারণে প্রাতিভাসিক, এই বাক্যও সেই কারণে প্রাতিভাসিক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

এই জাতীয় দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত আর এক জাতীয় দর্শন ও শ্রবণ আছে—তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহা সাধকের কল্পনা-শক্তির দ্বারা অজ্ঞাত ভাবে উদ্ভূত হয়। যদিও এই স্থলে ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া থাকে না, তথাপি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ফলে কল্পনা-শক্তিতে যে প্রকার ছাপ পড়ে এই জাতীয় দর্শনে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ব্যতীতও ঠিক সেই প্রকার ছাপ পড়িয়া থাকে। সাধারণতঃ আমাদের আভ্যন্তরীন আত্মচৈতন্য মনোরূপ কল্পনা-শক্তি হইতে সত্তার আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কল্পনা-শক্তি ইন্দ্রিয় হইতে প্রথমতঃ ঐ আকার প্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় উহা প্রাপ্ত হয় বহির্জগৎ হইতে, ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। এই জাতীয় দর্শন সাধকের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইহা ত প্রার্থনীয় নহেই, বরং সর্ব্বপ্রকারে পরিহার্য্য। কল্পনা-শক্তির সঙ্গে স্মৃতির যোগ থাকে ও স্মৃতির সঙ্গে পূর্ব্ব সংস্কারের সম্বন্ধ থাকে। তাই অনেক সময় ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, দর্শনটি ইন্দ্রিয়-দৃষ্ট পদার্থের অবচেতন অথবা অচেতন পুনরাবৃত্তি কি না। এই প্রকার দর্শনে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত আত্ম-প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকে। কারণ অনেক সময় মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। এই জাতীয় দর্শনে দেহবর্জ্জিত পারলৌকিক আত্মার অথবা শক্তি বিশেষের প্রভাব কখনও কখনও স্পষ্টই ধরিতে পারা যায়। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এই জাতীয় দর্শনের প্রামাণিকতা স্বীকার করা চলে না। সাধক ও ভক্তদের জীবনে এই জাতীয় বহু দর্শনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে এই সব দর্শনের কোনই মূল্য নাই। যেমন কাল্পনিক দর্শনের কথা বলা হইল, তদ্রূপ কাল্পনিক শ্রবণও আছে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে কাল্পনিক দর্শন বা শ্রবণ দৃষ্টিভ্রম বা শ্রুতিভ্রম মাত্র। কারণ ঐ জাতীয় ভ্রম-বিকার দৈহিক বিকৃতি বশতঃ অথবা বায়ু পিত্ত কফের বৈষম্য নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। দৈহিক বিকৃতির ফলে স্মৃতি-শক্তি বিকৃত হইয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার রাশিকেও বিকৃত করিয়া নিজের নিকট প্রদর্শন করে। কাল্পনিক দর্শন এই জাতীয় বিকারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নহে। কিন্তু ইহা পারমার্থিক দর্শন নহে। ইহাই শুধু বক্তব্য।

কাল্পনিক দর্শন ব্যতীত আরও এক প্রকার দর্শন অথবা শ্রবণ আছে যাহা প্রামাণিক বলিয়া উপাদেয়। ইহা অত্যন্ত বিরল, কিন্তু তথাপি ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইহাকে খৃষ্টীয় ভক্তগণ intellectual নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্রিয়, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি কিছুরই উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। সাধকের সত্বপ্রধান বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয়, কোন শক্তির নিকট হইতেই কিছু গ্রহণ করে না। ইহা সাক্ষাদ্‌ভাবে সত্যের প্রকাশ করিয়া থাকে। এই দর্শনের ব্যাপার একটি গূঢ় রহস্য। ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে বাহ্য সত্তার আত্মচৈতন্যে প্রতিবিম্ব-পাত কি প্রণালীতে ঘটিয়া থাকে তাহার বিশ্লেষণ আবশ্যক। বস্তুতঃ বাহ্য সত্তা পরিবর্ত্তিত না হইয়া চৈতন্যের চিন্ময় ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। এই চিন্ময়ীকরণ আপনা আপনি

হয় না। ইহা সত্ত্বময় মনোভূমিতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমে ভৌতিক সত্তা ভাবময় সত্তারূপে পরিণত হয়। তারপর ঐ ভাবময় সত্তা চিৎ-দর্পণে চিন্ময় সত্তার আকার ধারণ করে। ইহাই সাধারণ ক্রম। এই প্রক্রিয়া এক জাতীয় ভাবনার ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা একান্তই আবশ্যক। খৃষ্টীয় দার্শনিক আচার্য্যগণ বলেন—এই ভাবময় আকার সকল (species impressa) স্মৃতির ভাণ্ডারে অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। মন ঐ সকল আকারের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে অর্থাৎ তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর মন হইতে এক প্রকার শব্দ উত্থিত হয়। ইহাকে বলে word of the mind। ভারতীয় তান্ত্রিকগণ এই শব্দকেই 'অন্তঃসংজল্প' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দার্শনিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন verbum mentis। ইহার দ্বারা আমাদের মানসিক বোধ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে চিন্তা বলিয়া অভিহিত করি ইহাই তাহার স্বরূপ। বিশুদ্ধতম দর্শন অথবা শ্রবণ প্রামাণিক। কারণ ইহা সাক্ষাৎ ভগবৎ-শক্তির প্রেরণা হইতেই হইয়া থাকে। ইহাতে আত্ম-প্রবঞ্চনার ভয় থাকে না এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিও ক্ষুণ্ণ হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মানসিক ক্রিয়ামূলক কল্পিত দর্শন অনেক সময়ে শুধু অপ্রামাণিক নহে, বিপজ্জনকও হইয়া থাকে। ভগবৎ-শক্তির প্রভাবে যে সত্য জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তাহাতে কল্পনা শক্তির, স্মৃতি শক্তির এবং ইন্দ্রিয় শক্তির কোন প্রভাব বিদ্যমান থাকে না। তাহা ভগবদ্-ইচ্ছায় সাক্ষাৎভাবে হৃদয় মধ্যে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে ফুটিয়া উঠে। ইহারই নাম শব্দহীন শব্দ অথবা অরূপের রূপ। ইহা প্রাপ্ত হইলে বাহ্য বা আন্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়া কিছু বুঝাইতে হয় যাহাকে আমরা intuition অথবা প্রাতিভ প্র বলি তাহার মূল এই স্থানেই জানিতে হইবে। পূ সংস্কারের উদ্দীপন, যুক্তি, তর্ক, কল্পনা, কোন কিছু আবশ্যক হয় না। যাহা জানা আবশ্যক হয় অর্থ ভগবান্ বা গুরু যে জ্ঞান জিজ্ঞাসুর আত্মাতে সঞ্চ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা সাক্ষাৎ ভাবেই সঞ্চা করেন—কোন প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিত প্রয়োজন থাকে না। 'গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যা শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ'—এই যে একটি কথা আছে ই খুবই সত্য। কারণ গুরু মৌনী হইলেও তাঁহা মৌনই বিশদ ব্যাখ্যারূপে শিষ্য-হৃদয়ের সংশয় অজ্ঞান-অন্ধকার অপসারিত করে। ভাষা প্রয়ো ঐ প্রকার সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উদিত হওয়া সম্ভাবনা থাকে না। এই অনৌপদেশিক জ্ঞান খৃষ্টীয় ভক্ত সাধকগণের intellectual locutio অথবা চিন্ময় বাণীর অন্তর্গত মনে করিতে হইবে।

আর একটি কথা। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাহিত্যে শ্রুতি ও স্মৃতি নামে তুইটি শব্দ প্রচলিত রহিয়াছে স্মৃতি হইতে শ্রুতির প্রামাণ্য অধিক, ইহা সর্ব্ব সুপরিচিত। পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকারে সাক্ষাৎভাবে নিঃশব্দ বাণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে বাণীতে সংশয়ে লেশমাত্র থাকিতে পারে না, তাহাই শব্দ-ব্রহ্মরূপ শ্রু নামে পরিচিত। সাকার স্বরূপ বিশিষ্ট কোন পুরুষে মুখ হইতে ঐরূপ বাণী উচ্চারিত হয় না। উহা অথ চিদাকাশ হইতে স্বাভাবিক ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠে উহার কোন বক্তা নাই এবং নিজে ভিন্ন অপর কো শ্রোতা নাই, উহাই শ্রুতি। শ্রবণের পর মনো ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যখন ঐ বাণী পদ-বাক্য-সম

রূপে পুনঃ প্রকাশিত হয় তখন উহার নাম হয় স্মৃতি। শ্রুতি হইতে স্মৃতির প্রামাণ্য কম হইবার কারণ এই যে শ্রুতি মনের অতীত বিশুদ্ধ চৈতন্য-ভূমির বস্তু। কিন্তু স্মৃতি উচ্চস্তরের হইলেও মনোভূমির ব্যাপার। সাধকেরও সাধন জীবনে অধিকাংশ স্থলে স্মৃতিরূপ বাণীরই প্রকাশ হইয়া থাকে। অত্যন্ত ভাগ্যবান্ সাধক সমগ্র জীবনে কদাচিৎ কেহ শ্রুতিরূপ অপৌরুষের বাণী প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আর একটি কথা। দর্শন সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম। কারণ প্রকৃত সত্যের দর্শন লাভ হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইয়া পারে না। শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রানুসারে অপরোক্ষ দর্শনের পরেই হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ, সংশয়-ভঞ্জন এবং কর্ম্মক্ষয় সম্ভবপর হয়। কল্পিত দর্শনে এইরূপ মহাফলের উদয় হইতেই পারে না। বিশুদ্ধ দর্শন ও শ্রবণে চিত্তে শান্তি, উৎসাহ, বল, প্রভৃতি জাগ্রৎ হইয়া উঠে এবং জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। খাঁটি দর্শনের প্রভাব মানবীয় চিন্তার অগোচর। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন সাধকগণের যাবতীয় দর্শন বা শ্রবণ মিথ্যা অথবা নিরর্থক। সত্য দর্শন ও শ্রবণ প্রতি স্তরেই হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। তবে অধিকাংশ স্থলেই নানা কারণে উহার সংখ্যা অতি পরিমিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, দর্শন ও শ্রবণ সত্য হইলেই যে সাধকের সাধনগত উন্নতির কারণ হয় তাহা নহে। আত্মচৈতন্যের বিকাশের পথে, তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণের পথে, নিজের খণ্ড সত্তার ক্রমিক প্রসারের পথে এবং প্রেম, ক্ষমা, দয়া, মায়া প্রভৃতি মহণীয় গুণকলাপের বিকাশের পক্ষে যে দর্শন ও শ্রবণ সাহায্য করে তাহাই মুমুক্ষু সাধকের আদরণীয়।

৩। গ্রন্থি কাহাকে বলে—গ্রন্থি মোচন—

মুক্তির পথে চলিতে হইলে গ্রন্থি তত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। দুই অথবা ততোধিক জিনিষকে গাঁঠ দিয়া একত্র করিলে তাহাকে গ্রন্থি বলে। গ্রন্থি দেওয়ার বলে একাধিক জিনিষ আপাততঃ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় এবং তাহাদিগকে সহসা আলাদা করা যায় না। মনুষ্যের দেহাবচ্ছিন্ন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার মূলে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ও পৃথক্ বস্তুর অচ্ছেদ্য মিলন রহিয়াছে। এই দুইটি বস্তুর নাম চিৎ অথবা পুরুষ বা প্রকাশ এবং সত্ত্বগুণ-প্রধান প্রকৃতি, যাহা স্বচ্ছ হইলেও অচিৎ রূপে গণ্য। এই সত্ত্ব গুণটি—রজঃ ও তমঃ গুণকে গর্ভে ধারণ করিয়া একীভূত স্বরূপে চিদ্রূপ দর্পণে প্রতিফলিত হয়। তখন ঐ প্রতিফলিত রূপটিকে চিত্তরূপে বর্ণনা করা হয়। ইহা একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। ইহাকে আবার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার মূলে চিদ্রূপ প্রকাশ রহিয়াছে এবং তাহার উপর সত্ত্বগুণাত্মক প্রকৃতি বা অচিৎ সত্তা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত রহিয়াছে। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ বলিয়া চিদালোকে তাহা আলোকিত হয় এবং চিত্ত পরম স্বচ্ছ বলিয়া সত্ত্বকে নিজের সহিত অভিন্ন না হইলেও অভিন্নভাবে ধারণ করে। ইহার মূল কারণ আপাতদৃষ্টিতে অবিবেক বা অজ্ঞান এবং চরম দৃষ্টিতে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য-কল্পিত প্রাকৃতিক লীলায় প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা। এই প্রক্রিয়াটির নাম গ্রন্থি-বন্ধন অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ এর কল্পিত তাদাত্ম্যের প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিবিম্বভূত চিত্তরূপ বীজটি সমস্ত

সংসারের মূল বীজ। এই বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া এবং পূর্ণ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া শাখা পল্লবাদি-সম্পন্ন বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে, ইহাই জীবের সংসার। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে চিত্তের উপর স্তরে স্তরে বাহ্য সত্তার আবরণ আসিয়া জুটিয়াছে; এবং সবই মূল চিত্ত-সত্তার সহিত অভিন্ন রূপে গ্রথিত রহিয়াছে। এইভাবে নিজের আত্মাতেই সমগ্র জড় জগৎ জড়িত হইয়া গাঁথিয়া গিয়াছে। গুরু কৃপাতে বৈরাগ্যের উদয় হইলে এই বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয় এবং জড় সত্তা কেন্দ্রীয় চৈতন্য সত্তা হইতে ক্রমশঃ আল্‌গা হইতে থাকে। বাহ্য স্তরগুলি এইভাবে শিথিল হইয়া ভাঙ্গিয়া গেলেও ভিতরের বীজ রূপী স্তরটি থাকিয়াই যায়। বৈরাগ্য ক্রমশঃ বিবেকজ্ঞানে পরিণত হয়। তখন ঐ বিবেকজ্ঞানরূপ অগ্নি ঐ মূল বীজটিকে ধ্বংস করে। অর্থাৎ তখন অচিদ্‌রূপী সত্ত্ব প্রধান প্রকৃতি এবং চিদ্‌রূপ পুরুষ পরস্প পরস্পরের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া পৃথক্ হই পড়ে। তখন গ্রন্থি মুক্ত হইয়া যায়। দুইটি পৃথ বস্তু তখন আর এক বলিয়া মনে হয় না। জ জড়রূপে এবং চৈতন্য চৈতন্যরূপে স্থিতিলাভ করে গ্রন্থিবন্ধনের ফলে যেরূপ সংসারের আবির্ভা হইয়াছিল, তেমনি গ্রন্থিমোচনের ফলে সংসা নিবৃত্তিরূপ মুক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাধ যে কোন সাধনায় নিয়ত হউক না কেন তাহা সাধনায় সার্থকতার একমাত্র মানদণ্ড গ্রন্থি-মোচন যে সাধনায় চিৎ ও অচিতের মিথ্যা তাদাত্ম্য ভাঙ্গি না যায় সে সাধনা প্রকৃত সাধনা নহে। ধ্যান, জপ নাম-কীর্ত্তন, সমাধি, সেবা, সবই এই মূল চি গ্রন্থি-মোচনের সহায়ক। তাই এই সকল সাধনে মাহাত্ম্য।

শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ

শ্রীশ্রীমা-আনন্দময়ী-কন্যাপীঠের কুমারীগণের রায়পুর (ডেরাডুন) হইতে কাশীতে আসার সময়
শ্রীশ্রীমা যে উপদেশ দেন, কুমারীরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই যে দর্শন-টর্শন যা, এর সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের পরিবর্ত্তন হওয়া চাই, তা না হ'লে এই দেখার মূল্য নেই—একের পর এক ছবি দেখে যাওয়া, লোকেও বিশ্বাস করে না। দেখ্‌বি, আরও কতরূপে কতভাবে তাঁকে দেখ্‌তে পাবি। একটু দেখিস্‌ ব'লেই কিছু হ'য়ে গেল, মনে ক'রিস্‌ না। দেখ্‌তে হবে, দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিবর্ত্তন কিছু হ'চ্ছে কি না। কি দেখ্‌ছি, ইহা কি, এরূপ বিচার ক'র্‌বি। আরও কি কি আছে, সব দেখ্‌বো, এরূপ আকাঙ্ক্ষা রাখ্‌বি।

বেশী কথা বল্‌বি না। বাজে কথায় তাঁকে ভুলিয়ে রাখে। কেহ কিছু বাজে কথা বল্‌বি না। সব সময় মনে মনে জপ ক'রবি। কেহ কিছু বল্‌লে রাগ ক'রে, 'আমাকে কেন ব'ললো ?' 'আমিও চার কথা শুনিয়ে দেব' – এরূপ জব্দ করার ভাব যেন না আসে। আর, 'সে আমাকে কেন এমন ব'ল্‌বে ?'—এরূপ অভিমানও যেন না আসে। আবার কিছু ব'লছে সেদিকে লক্ষ্যই ক'রলাম না, এরূপ উপেক্ষার ভাবও যেন না আসে। দেখ্‌বি—'কেন আমাকে বলে ? আমার মঙ্গলের জন্য বলে কি ?—এরূপ বিচার ক'রে মন্দটা ত্যাগ ক'রে ভালটা গ্রহণ করার চেষ্টা ক'রবি।

আর তোদের সবাইকে বলি রে, কাশী ভাল জায়গা। এবার কাশী যাচ্ছিস্‌, ভাল হওয়া চাই কিন্তু। সবাই যেন ভাল মেয়ে বলে, এবার যেন ভাল নাম শুনি। আরও তোদের বিশেষ ভাবে বলি — তোরা সকলে হিংসা, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা ত্যাগ ক'রবি ও সত্য কথা ব'লবি। কাশীতে মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। কাশীতে জপ ক'রলে যেমন দশগুণ ফল হয়, পাপ ক'রলেও তেমনি দশগুণ বেশী পাপ হয়। আর কেহ কাহাকেও হিংসা ক'রবি না।

আলস্য একদম ত্যাগ ক'রতে হবে। জপের সময় ঘুমুলে চল্‌বে না। চোখে জল দিয়ে, হেঁটে হেঁটে ঘুম ভাঙতে হবে। যখন জপে ব'সবি বেশ সোজা হয়ে চোখ বুজে ব'স্‌বি। উপরে যেন ঘুমিয়ে আছিস্‌ এরূপ দেখাবি, কিন্তু ভিতরে জাগ্রত থাক্‌বি।

যখনই দেখ্‌বি খেতে, ঘুমাতে, যে কোনও বিষয়ে রস বোধ হ'চ্ছে, তখনই ভাব্‌বি—আরে, আমি যদি এই রসে ভুলে থাকি, তা'হলে ত' ঠাকুরের সেই আনন্দ-রস ভোগ ক'রতে পারবো না।' একটু ভাল কিছু খাবার সময় যখনই আস্বাদ মনে ক'রবি, তখনই মনে ক'রবি—'আমি তো এই আস্বাদেই রইলাম, ঠাকুরের আস্বাদ ত পেলাম না।' তখনই বল্‌বি—'না, আমি এই আস্বাদ ভোগ ক'রবো না, আমি ঠাকুরের আনন্দ-রস ভোগ ক'রবো।'

তোদের আরও বলি রে, অসুখ হলেই তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এলিয়ে না দিয়ে, একটু মনের জোর ক'রবি। মনের জোরে অনেক সময় অনেক রোগ ভাল হ'য়ে যায়। অসুখ হবে কেন? ভাব্‌বি যে, 'আমি বেশ আছি, আমার কোনও অসুখ নেই, আমার আবার অসুখ কি?' সব সময় খুব আনন্দ ও শান্তিতে থাকৃতে চেষ্টা ক'রবি।

এখন তো কাশীতে যাচ্ছিস্। কাশী সা ভজনের পক্ষে সব চেয়ে ভাল স্থান। কাশী সর্ব্বত্রই শিবময়। এবার শিবানী, শিব-রাণী হ যাবি—আমি কিন্তু এই রাণী বল্‌ছি না।

বৃন্দাবনে বারো দিন*

(২৩।১০।৫৪—৫।১১।৫৪)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

পাঁচ-ভূতের লেখা

১৬

উদয়াস্ত নাম

হঠাৎ একদিন দিল্লীর ননীদা ও কানুদা এসে উপস্থিত বৃন্দাবনে। অখণ্ড নাম-কীর্ত্তনে তাঁদের যেমন উৎসাহ, তেমনি অভিজ্ঞতা। আশ্রমেও কয়েকজন ছিলেন যাঁরা গান জানেন। খোল বাজাবারও লোকের অভাব হল না। মা'র প্রেরণায় সঙ্কল্প হয়ে গেল পরদিন উদয়াস্ত নাম হবে।

"ধ্বনি"কে বললেন মা "মেয়েদের চারটি গ্রুপ (group) আর ছেলেদের চারটি গ্রুপ (group) ভাগ ক'রে, সময়-নির্দ্দেশ ক'রে দাও কা'র কখন পালা।" "ধ্বনি" গাইতে জানে না; কিন্তু যখন তখন বেসুরো গান গায় আপন মনে। সমবেত সঙ্গীতে তার গলা মেলে না এই বোধটুকু তা'র আছে; সভয়ে সে বললে "মা, আমার যে গলা মিলবে না।" মা তাকে ভরসা দিয়ে বললেন "যা মিলবে, তাতেই হবে।" "ধ্বনি" আহ্লাদে আটখানা। মা'র কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে, সে প্রস্তাব ক'রে বসল "মা কিন্তু লীড্ (lead) দেবেন।" হাসিমুখে মা বললেন "না, মা'র লীড্ ঠীড্ না।" তথাপি আমাদের সকলের —বিশেষতঃ "ধ্বনি"র—আশা হয়েছিল যে অখণ্ড নাম যখন চলবে, সারাদিন মা আমাদের নিয়েই থাকবেন; হরিবাবার আশ্রমে ঐ দিনটা যাবেন না।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বারো ঘণ্টা তারকব্রহ্ম নামে ভজনালয় মুখরিত হয়ে উঠল—যা'কে বলে জম্‌জমা নাম। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে মাকে পাওয়া গেল খুবই কম। "ধ্বনি"র মনে হ'ল - সব প্রয়াস ব্যর্থ; আমাদের আশ্রমে এমন দরদ দিয়ে আমরা নাম করলাম, আর মা বারে বারে চলে গেলেন হরিবাবার আশ্রমে। মা'র মায়া মমতা নেই।

"মন" দরদী মানুষ। তিনি বললেন "ধ্বনি"কে প্রবোধ দিয়ে—"কেন দুঃখ করছো? শাস্ত্রে বলেছেন নাম ও নামী অভেদ।" "ধ্বনি" কেবল জবাব দিল "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না।"

---

* "ক্ষিতি", "বারি", "অনল", "সমীর", "ব্যোম", "ধ্বনি" ইত্যাদি ছদ্ম-নাম দিয়ে যে-সব ভাইবোনের কথা লেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন্‌টি কে তা জানা অনাবশ্যক। নাম-পরিচয়-নিরপেক্ষ ভাব-ধারার আস্বাদনেই আনন্দ।

যাদের ছদ্ম-নামগুলি সংকলিত হয়েছে পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে, তাদের লক্ষ্য মা—যিনি প্রকৃতির মধ্যে থেকেও প্রকৃতির বাইরে। মাকে না পেলে সন্তানের চলে না। সন্তান না হ'লে মায়ের-ও চলে না। আমাদের মতন "পাঁচ-ভূত" না থাকলে, "মা" ব'লে ডাকবে কে?

অনেক ইংরেজী শব্দ এই ডায়েরীতে আছে। তা'র অধিকাংশ-ই কোনও না কোনও সময়ে মায়ের মুখ থেকে পেয়েছি—প্রসাদের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি।

নাম-কীর্ত্তন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। মার এতোক্ষণে সময় হ'ল হরিবাবার আশ্রম থেকে ফিরে আসবার। বারো ঘণ্টা পূর্ণ হ'তে অল্পই বাকি ছিল, সেইটুকু সময় নাম করা হ'ল মার উপস্থিতিতে। তারপরে নগর কীর্ত্তনের প্রস্তাব হ'ল; মা তা'তে অনুমতি দিলেন। কিন্তু কয়েক হাত যেতে না যেতেই মা কীর্ত্তনীয়া সন্তানদের আশ্রমে ডেকে পাঠালেন। তারপরে ভজনালয়ে মা নিজে "লীড্" (lead) দিয়ে গান ধরলেন—

"ধরো লও ধরো লও
লওরে কিশোরী-প্রেম
নিতাই ডাকে আয়"।

সে গান যেন অমৃতের ধারাবর্ষণ। "ধ্বনি" ইত্যাদি অনেকেরই মার উপরে রাগ-দুঃখ-অভিমান জমে উঠেছিল বারো ঘণ্টা ধ'রে; সব কিছু নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল মাতৃ-চরণে, এই প্রাণ-মাতানো গান শোনার পর। গান শেষ হ'লে মা প্রসাদ বিতরণ করলেন। লোক-চক্ষুর অগোচরে মা "ধ্বনি"কে ডেকে দু' দু'বার প্রসাদ দিলেন; আর দিলেন সকরুণ স্নেহদৃষ্টি—যা'তে মানুষ পাগল হয়।

"ধ্বনি" একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়ল। মা'র কাছে সবাই ধরা পড়ে যায়। যা'র যেখানে ব্যথা, তার সেখানে মলমের ব্যবস্থা হয়—যখন যেমনটি দরকার।

১৭

নাম ও নামী

"ধ্বনি"র প্রতি "মন"-এর আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি আছে। "ধ্বনি"কে দুপুর বেলা নাম ও নামী অভেদ—এই তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে কিছু ফল হয় নি। রাত্রি প্রায় বারোটার সময়ে তাকে নির্জ্জ পেয়ে "মন" বললেন "ত্থাখো, মা বলেছেন সাধ্যে ছট্‌ফটি দরকার। তোমাকে এই ছট্‌ফটির মধ্যে দি অভিজ্ঞতার সুযোগ দেবার জন্যই হয় তো মা স্থূল শরীরটিকে আজ দূরে সরিয়ে রেখেছি সারাদিন।"

"ধ্বনি" তত্ত্বের ধার ধারে না। মাতৃলীলার গূ ব্যাখ্যা তা'র মাথায় ঢোকে না। সে জানে, সব জানে, মা-ও জানেন যে সারাদিন তার মেজাজটা রকম ছিল। যখন ছিল, তখন ছিল। সন্ধ্যায় মায়ের আদর পেয়ে তার মন ভরপূর হয়ে গেছে এখন তাকে পায় কে?

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে "মন" যখন উপ দিয়েছিলেন নাম ও নামী অভেদ, তখন "ধ্ব কথাটি এড়িয়ে গিয়েছিল। এখন তার মন-মেজ ঠাণ্ডা হয়েছে। এইবার, সেই প্রসঙ্গে "ধ্বনি" উ দিল "নাম ও নামী যদি অভেদই হয়, হরিবাবা ন নিয়ে থাকুন, আমি যেন সব সময়ে মাকে পাই।"

"মন" দেখলেন "ধ্বনি" বড়োই অবুঝ—না মাহাত্ম্য এখনও সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি পরে বিশ্বস্তসূত্রে অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল দিনান্তে অন্ততঃ একটি বার মায়ের আদর না পে "মন"-এর-ও মর্ম্মান্তিকভাবে মন খারাপ হয়।

১৮

নারদের নিমন্ত্রণ

বৃন্দাবনের আশ্রমটি একেবারে নতুন। বা ভাল রকম বন্দোবস্ত এখনও হয় নি। কাশীর আশ্র যে-রকম সরঞ্জাম আছে, লোক-বল আছে এবং বিষয়ে সুব্যবস্থা আছে, সেখানে বড়ো বড়ো পূ

অনুষ্ঠান, ভাণ্ডারা ইত্যাদি অবলীলাক্রমে সুসম্পাদিত হ'য়ে যায়। বৃন্দাবনে সে তুলনায় সব দিক দিয়েই অসুবিধা। লোকবল নেই, জলের কল নেই, বাসন-পত্র নেই। আশ্রমবাসী যে ক'জন রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ। আর এক সমস্যা—ঠিক সেই সময়ে বোধ হয় আশ্রমে অর্থ-স্বাচ্ছল্যও ছিল না।

এ হেন পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদিন শোনা গেল—"কাল আশ্রমে বিরাট ভাণ্ডারা"। বৃন্দাবনের পরিচিত-অপরিচিত অজস্র লোকের মুখে শুনেই যাচ্ছি "কাল আপনাদের আশ্রমে এসে আনন্দ করা যাবে; মা আমাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করেছেন। মায়ের কী কৃপা।"

অগণিত ভাগ্যবান জীবের উপর মায়ের কৃপা বর্ষিত হয়েছে যাঁরা আশ্রমে কাল আনন্দ করতে আসবেন; তাঁদের সংখ্যা জানবারও উপায় নেই। হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় আছে—তখনও কোনও আয়োজনই আরম্ভ হয় নি। এক কথায় বলা যেতে পারে—সঙ্গীন অবস্থা। কিন্তু "ব্যোম"-কে দেখা গেল শান্ত, নিশ্চিন্ত—যদিও ভাণ্ডারা আয়োজনের দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁরই উপর। "অহঙ্কার" বললে "কোনও রকম ব্যবস্থা তো দেখছি না। আপনাকে দেখছি তো নির্ব্বিকার! কি ক'রে অভ্যাগতদের কাছে মানরক্ষা হবে?" "ব্যোম" বললেন "ঘাবড়াও কেন? মা'র কাজ মা-ই করবেন।" "অহঙ্কার" নিরস্ত হ'ল, কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'ল না।

তার পরেই চলতে লাগল কতকগুলি দৈবাৎ ঘটনার পরম্পরা—"accidentally" কতো কী হ'য়ে গেল! কে জানে কোথা থেকে প্রয়োজন-মতন টাকা এসে গেল, বাজার থেকে দুষ্প্রাপ্য জিনিস সহজলভ্য হ'ল, বাসনপত্রের অভাব হ'ল না, কর্ম্মীও যথেষ্ট এসে পড়ল। কয়েক ঘণ্টার "প্রয়াসে" বিরাট ভাণ্ডারার বিবিধ আয়োজন; নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত শত শত ভক্তের ভূরি-ভোজন; যেন সব-ই অ-দৃশ্যের ম্যাজিক্।

"ব্যোম" বললেন "ছাখ্‌লে তো!" "অহংকার" বল্‌লে "দেখ্‌লাম তো"। সব-ই মায়ের ইচ্ছা।

১৯

মায়ের জিনিস মাকে দিয়ে মাকে দান

মা'র সেদিন শরীর অসুস্থ। সন্ধ্যাবেলা শয়ন-মন্দিরে সন্তানদের মাতৃ-সঙ্গ হচ্ছে। পরদিন প্রত্যূষে মা মোটর গাড়ী ক'রে দিল্লী যাত্রা করবেন এবং আরও কয়েক জায়গা ঘুরে বোম্বাই যাবেন সংযম মহাব্রত উপলক্ষ্যে।

জনৈক ভক্ত মার কাছে ইতিপূর্ব্বে সোনার বালা পাঠিয়েছিলেন রাধারাণীর পূজার জন্য। দিদির হঠাৎ খেয়াল হয়েছে সে-বালার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি এতোদিন; কাল তো মা দিল্লী চলে যাবেন, এখন কী উপায়?

উপায় একটা কিছু হবে-ই। ভক্তের মনোবাঞ্ছা মা অপূর্ণ রাখবেন না। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বৃন্দাবনবাসী সুন্দরলালজী এবং যোগেন-দা। মা তাঁদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন "রাধার মন্দির কোথায়?" তাঁরা বললেন যে বৃন্দাবনে রাধারাণীর প্রধান ও প্রাচীন স্থান—সেবাকুঞ্জ, বাঙ্গালীরা যাকে বলে নিকুঞ্জ বন। কিন্তু সমস্যা এই—তখন যে দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পরে সেবাকুঞ্জে মানুষ তো থাকে-ই না, পশুপক্ষীও সেখান থেকে চলে আসে দল বেঁধে।

মা বললেন "দেখা-ই যাক্‌না দ্বার খোলা আছে কিনা।" বৃন্দাবন সম্বন্ধে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা অনেকেই বললেন যে তখন সেবাকুঞ্জে যাওয়া বৃথা, কারণ কোনও দিনই সে সময়ে দ্বার খোলা থাকে না। তবুও মা'র খেয়াল হ'ল "যাওয়া-ই যাক্।"

সেবাকুঞ্জে পৌঁছে দেখা গেল—কি জানি কেন, সেদিন তখনো দ্বার খোলা; যদিও প্রতিদিন ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে দ্বার বন্ধ হ'য়ে যায়। মা'র সঙ্গে গেলাম আমরা মন্দিরে। দেখলাম সেখানে অষ্টধাতুর যুগল-মূর্ত্তি। এই সেবাকুঞ্জে হয়েছিল রাসলীলা। পরিক্রমা ক'রে মা দেখিয়ে দিলেন একটি তমাল গাছ। মা বল্লেন শোনা যায় এই গাছে শ্রীকৃষ্ণ ননী খেয়ে হাত মুছেছিলেন। শ্রীহস্তের স্পর্শে গাছের গায়ে কতো শীলামূর্ত্তি রূপ পরিগ্রহ করেছেন।

মন্দিরের পুরোহিতকে মা বললেন "একজন স্বপন দেখেছে যে রাধারাণী তার কাছ থেকে গহনা চাইছেন, তাই সে এই বালা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

নিস্তব্ধ সন্ধ্যা; নির্জ্জন প্রায় মন্দির; নিকুঞ্জবনের চির-প্রণত, ভূ-লুণ্ঠিত তরু-গুল্ম-রাজি আগত-প্রায় রাস-পূর্ণিমার প্রতীক্ষায় ধ্যান-নিমগ্ন। কয়েকটি সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে, এই পরিবেশের মধ্যে এসেছেন স্নেহময়ী জননী—ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ-করবার জন্য। মায়ের নির্দ্দেশে পুরোহিত ঠাকুর সোনার বালা সমর্পণ করলেন যুগল-মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে—জ্যোৎস্না-পুলকিতা শারদীয়া যামিনী তা'র সাক্ষী।

দর্শনের পর রাজপথে এসে মা হাসি-মুখে বললেন—"জান, আজ কী তিথি? আজ গোপাষ্টমী।"

সার্থক স্বপন, সার্থক ভূষণ, সার্থক মা'র জি
মা'র হাত দিয়ে মাকে দান!

২০

উদয়াস্ত জপের আদিপর্ব্ব

একদিন শোনা গেল যে হরিবাবা ৩১শে অক্টো
তারিখে বৃন্দাবনে থাকবেন না। "সমীর" এ
প্রসঙ্গে একটু প্রাইভেটের সুযোগ ক'রে নিয়ে মা
কাছে আবেদন জানাল যে ঐ তারিখে আমা
আশ্রমে সংযম-দিবস হোক এবং উদয়াস্ত জপ হো
এই প্রস্তাবে মা বিশেষ উৎসাহ দিলেন; কি
বললেন "তোমাদের প্রোগ্রাম থেকে আমা
ফ্রী (free) রাখো।" কেন এ কথা মা বললেন ত
মর্ম্ম তখন বুঝিনি।

স্থির হ'ল যে-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠি
হবার কথা আছে, সেইখানে উদয়াস্ত জপের ব্যব
হবে। মায়ের নির্দ্দেশ—এক সঙ্গে মন্দিরে পাঁচজনে
বেশী জাপক যেন না থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যে
জাপক নিঃশব্দে আসনে বসবে এবং পরবর্ত্তী জাপ
উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত নীরবে জপ-ধ্যান করবে
এই ধরণের ইঙ্গিতও পাওয়া গেল মা'র কাছ থেকে
টাইম-টেব্‌ল্ (time-table) তৈরী করবার ভ
দেওয়া হ'ল "সমীর"-এর উপর।

"সমীর"-এর মহা সমস্যা। মাত্র পাঁচখা
আসন থাকবে মন্দিরে, অথচ অনেক ভক্তের একা
অনুরোধ যেন জপের সুযোগ দেওয়া হয়।

দেশ-বিদেশ থেকে অনেক ভক্ত আশ্র
এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সা
পড়ে গেল—কাল গৌরাঙ্গমন্দিরে অখণ্ড জপ। এক
আসন অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য রিজার্ভ করার উদ্দে

কী সে ব্যাকুল মিনতি আসতে লাগল “সমীর”-এর কাছে—যেন একটা বড়ো চাকরীর দরখাস্ত।

২১

নাম ও নামী অভেদ

৩১শে অক্টোবর, রবিবার, জীবনের চির-স্মরণীয় দিন। পুণ্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শুদ্ধস্নাত পাঁচজন মাতৃ-সন্তান বসল জপের আসনে, মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে। তারপর চলতে থাকল অখণ্ড জপ সারাদিন ধ'রে—একদল আসে, একদল যায়। আসনে বসতে বসতে মনে হয় যেন একটা ঘণ্টা কেমন ক'রে কেটে গেল জানতেই পারা গেল না। জাপকরা অনেকেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো—এমন চমৎকার ধ্যান তো জীবনে কখনো হয়নি আমার।

উদয়াস্ত জপ হ'ল সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। কিন্তু সেই যে মা বলেছিলেন “তোমাদের প্রোগ্রাম থেকে আমাকে ফ্রী (free) রেখো”—সেই কথাটাই সত্য হ'য়ে গেল। কোনও কারণে হরিবাবার বিদেশযাত্রা স্থগিত হওয়াতে তাঁর আশ্রমের প্রোগ্রাম যথারীতি চলতে লাগল। তার উপর কোনও কথা চলে না—মা যোগদান করলেন হরিবাবার প্রোগ্রামে।

মাকে আমরা পেলাম না; কিন্তু পেলাম। মায়ের শরীর শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরে আগমন করেছিল মাত্র দু'বার—পাঁচ মিনিট ক'রে। কিন্তু মায়ের আবির্ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল উদয়াস্ত প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে ধন্য ক'রে। বিশ পঁচিশজন জাপক প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে মায়ের এই অশরীরী উপস্থিতি কম-বেশী অনুভব করেছিল। সে অনুভূতির মধ্যে ফাঁকি ছিল না। লৌকিক দৃষ্টিতে মা আমাদের কাছে ছিলেন না; কিন্তু লোকাতীত দৃষ্টিতে ছিলেন। এই যে “ছিলেন”, তার মর্ম্ম মনে মনে বোঝা যায়, মুখে বোঝানো যায় না—বোবার আস্বাদনের মত।

হরিবাবার প্রোগ্রাম সেদিন না থাকলে, মাকে এমনিভাবে পাওয়া যেত কিনা জানি না। “ক্ষিতি”, “বারি”, “অনল”, “সমীর”, “ব্যোম” ইত্যাদি প্রত্যেকে-ই কতো সময়ে তো মা'র উপস্থিতিতে কতো জপ করেছে। কিন্তু কখনো যেন মাকে এমন নিবিড়ভাবে তারা কেউ পায়নি। অভাব বোধটা গভীর এবং অভিমানটা মর্ম্মান্তিক হয়েছিল বলেই বোধ হয় এই অবস্থা সম্ভব হয়েছিল—আবির্ভাবের সহজ সত্যটির আবরণ গিয়েছিল খুলে, অন্ততঃ একটি দিনের জন্য।

জাপকদের সকলের এই অপূর্ব্ব অনুভূতির অন্তরালে নিশ্চয়ই ছিল হরিবাবার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। তাঁর মতন গৌরগতপ্রাণ মহাত্মার কৃপালাভ পরম সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। প্রত্যেক মাতৃ-সন্তানের পক্ষে সে-কৃপা সহজলভ্য।

—ক্রমশঃ

---

* আগামী বারে সমাপ্য। শেষ কথা—“দিদিমার লোভ।” সে-কথা কিন্তু প্রাইভেট। ইতি—পাঁচ-ভূত।

বর্ণবিজ্ঞান ও আত্মার অবস্থা-বৈচিত্র্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

জ্ঞান ও ক্রিয়ার দিক্ দিয়া জাগ্রৎ সুষুপ্তি প্রভৃতি দশার আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে জাগ্রতের দুইটি রূপ আছে—একটি জ্ঞানরূপ অর্থাৎ স্বপ্ন এবং অপরটি ক্রিয়ারূপ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ জাগ্রৎ। তদ্রূপ সুষুপ্তিরও দুইটি রূপ আছে—একটি জ্ঞানরূপ অর্থাৎ তুরীয় এবং অপরটি ক্রিয়ারূপ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সুষুপ্তি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে স্বপ্ন জাগ্রতের প্রকার বিশেষ এবং তুরীয় সুষুপ্তির প্রকার বিশেষ। জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্নেও ঘট-পটাদির গ্রহণ হয় বলিয়া স্বপ্নও এক প্রকার জাগ্রৎই। তবে স্বপ্নে সুষুপ্তি অনুবৃত্ত থাকে, কিন্তু জাগ্রতে তাহা থাকে না। তদ্রূপ সুষুপ্তিই তুরীয়। কারণ উভয় পদেই বিশ্রান্তি লাভ হয়। তবে তুরীয়ে জাগ্রৎ অনুবৃত্ত থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহা থাকে না।

এই যে চারিটি দশাকে দুইটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হইল ইহার দ্বারা দশা সকলের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করা সহজ হইবে। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সহিত স্বপ্ন ও তুরীয় অবস্থার সম্বন্ধ স্পষ্ট ভাবে বোঝা উচিত। বোধ (awakening) ভিতরে বা অন্তঃকক্ষাতে উদিত হইলে উহা জ্ঞানরূপে উদিত হয়, উহারই নাম স্বপ্ন। কিন্তু উহা বাহিরে অর্থাৎ বহিঃকক্ষাতে উদিত হইলে ক্রিয়ারূপে উদিত হয়, উহার নাম হয় জাগ্রৎ। তদ্রূপ সুপ্তি অন্তঃকক্ষাতে জ্ঞানরূপে উদিত হইলে উহার নাম হয় তুরীয়, এবং বহিঃকক্ষাতে উদিত হইলে
নাম হয় সুষুপ্তি। অতএব অন্তরিন্দ্রিয়ের অনুস
নাম জ্ঞান এবং বহিরিন্দ্রিয়ের অনুসন্ধানের নাম
ইহাই তাৎপর্য্য।

সংসার ও বিশ্রামের অনুসন্ধান
অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটে, পরে উহা বাহ্যেন্দ্রি
ধারাতে অবতীর্ণ হয়। মনে রাখিতে হইবে
ভাবই শিব-শক্ত্যাত্মক বলিয়া জ্ঞান-ক্রিয়ার
অতএব জ্ঞান-জাগ্রৎ (স্বপ্ন), ক্রিয়া-জাগ্রৎ (জাগ্র
জ্ঞান-সুষুপ্তি (তুরীয়), ক্রিয়া-সুষুপ্তি (সুপ্তি), আ
জ্ঞান-জাগ্রৎ (স্বপ্ন), ক্রিয়া-জাগ্রৎ (জাগ্রৎ), ই
ক্রমে চারিটি দশাতে অবতরণশীল কালচক্রের পরি
হইতেছে। এই কালচক্রের নাভি বা
তুরীয়াতীত। জাগ্রৎ প্রভৃতি চারিটি দশার
ভেদাভেদ রূপ সংসার ও তাহার বিশ্রা
(১) জাগ্রৎ এর স্বভাব ভেদ-সৃষ্টির বা ভেদপ্রবৃ
সংসারের বাহ্যেন্দ্রিয় ধারাতে অবভাসন; (২)
স্বভাব অন্তরিন্দ্রিয় ধারাতে ভেদ-সৃষ্টির
(৩) তুরীয় কি? পূর্ব্ব-বর্ণিত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন
দুইটি দশাই অভেদ-সৃষ্টিতে তুরীয়-নাম
করে। বিশ্রান্তির উন্মুখতাবশতঃ ভেদনিবৃত্তিরূপ
পরিগ্রহই অভেদ দশা। (৪) সুষুপ্তি উভয় ভূমির
ও লয় স্থান—ইহা ভেদময় জীব-সংসারের উদয় ও
ভূমি এবং ইহা অভেদময় শিব-সংসারেরও উদয়

লয় ভূমি। জীবের সংসরণের তিনটি পদ ভেদাত্মক, তার ক্রম এই—সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ। জীবের বিশ্রামেরও ঐ তিনটিই পদ, তবে উহারা অভেদাত্মক। উহার নাম তুরীয়। ঐ তিনটি পদের ক্রম এই—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। বিশ্রামের পথটিও পাশের অন্তর্গত—তবে ওখানে মায়ার স্পর্শ নাই। শিবের সংসরণের তিন পদ—ভেদহীন সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎবৎ তিনটি অবস্থা অর্থাৎ ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া। শিবের বিশ্রামের তিন পদ—জাগ্রৎ হইতে সুষুপ্তি পর্য্যন্ত—নিবৃত্তি মার্গ। ইহাই তুরীয়। শিবে প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ দুইটি অভিন্ন ও একরূপ, কারণ উভয়ই অভেদাত্মক। এইজন্য উভয়েই 'তুরীয়' শব্দের ব্যবহার হয়। তথাপি 'তুরীয়' পদ ব্যবহারের মুখ্যতা নিবৃত্তি মার্গে, প্রবৃত্তি মার্গে নহে। অদ্বৈত সংসারের সমাধান দ্বৈত সংসারের মতই বুঝিতে হইবে।

(৬)

পূর্ব্বে দশা-স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল দশার অধিষ্ঠাতা শিব ও জীবের স্বরূপ কি এখন তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ মন্ত্রশাস্ত্র প্রসিদ্ধ বিন্দু ও বিসর্গ এই দুইটি পরিভাষা অনুসারে তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা যাইতেছে। শিব প্রকাশতত্ত্ব। যাহাকে প্রকাশতত্ত্ব আপন হইতে যেন বাহিরে বিসর্জ্জন করে তাহাকে বিসর্গ বা বিমর্শ বলে। ইহার নামান্তর স্বভাব ও প্রকৃতি। বস্তুতঃ বাহিরে বিসর্জ্জন করে না—কারণ সর্ব্বব্যাপী প্রকাশের বাহিরে কিছু থাকিতেই পারে না। প্রকাশের ভিত্তি-লগ্ন হইয়াই প্রতি বস্তু নিজ সত্তা লাভ করে। প্রকাশের বাহিরে সত্তা থাকে না। যাহা প্রকাশমান নহে তাহাকে সৎ বলা চলে না। বিসর্জ্জনটি একটি চমৎকার মাত্র। প্রকাশের স্বভাবই বিমর্শ, যাহা না থাকিলে প্রকাশ বিষয় দ্বারা উপরক্ত হইলেও স্ফটিকাদির ন্যায় উহাতে জড়ত্ব প্রসঙ্গ হয়। দীক্ষার পর সংবিৎ-শাস্ত্র সিদ্ধান্তে অধিকার জন্মে। দীক্ষিত পুরুষই পরম রহস্য রূপ মন্ত্রার্থের উপদেশাধিকারী। তাই কোন কোন আচার্য্য মন্ত্রার্থবিষয়ক প্রস্তাবে সংবিন্মতের সার প্রকাশিত করিয়াছেন। এই যে বিমর্শ ইহা প্রকাশের স্বকীয় স্বভাবভূত ও আত্মবিশ্রান্ত,—ইহার নামান্তর পরা প্রকৃতি, স্বাতন্ত্র্য, মায়া ও অবিদ্যা। ইহাই জগদ্-বীজ। কোন সময়ে প্রপঞ্চানুসন্ধানের ইচ্ছা হইলে প্রকাশ এই বিমর্শকে স্বাত্ম-ভিত্তিতেই বহির্বৎ বিসর্জ্জন করেন। তাহাই বিসর্গ। এই বিসর্গ-রূপ বিমর্শ বেদ্যাকার ধারণ করিয়া বেদককে গ্রাস করে ও নিজে প্রমাতা সাজে। বেদক চিৎরূপ হইলেও প্রমুষিত-বৈভব হইয়া, অর্থাৎ স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, প্রমাণ রূপ ধারণ করে ও জীব বা পশু নামে পরিচিত হয়। আবার যখন ঐ শিবরূপী প্রকাশ প্রপঞ্চসংহারের ইচ্ছা করেন তখন বিমর্শরূপিণী প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে গ্রাস করেন। তখন তাঁহার নাম হয় বিন্দু। বিন্দু অপরিচ্ছিন্ন স্বভাব। অতএব বেদ্য, বিমর্শ ও বিসর্গ এক। তদ্রূপ বেদক, প্রকাশ ও বিন্দু অভিন্ন। বিমর্শের স্বভাব সংসরণ। প্রকাশের স্বভাব বিশ্রাম। এই বিচিত্র সংসার বিসর্গ দ্বারাই সমুন্নীত হয়। বস্তুতঃ পশু, শিব ও পরম-শিব সকলেই সংসারী, তাই সংসারকে বিচিত্র বলা হইয়াছে।

এখন কাহার সংসার কি প্রকার তাহা বলা যাইতেছে। পশুর সংসার দ্বৈতাত্মক, কারণ এই সংসারে বিসর্গ বা বিমর্শ অবিদ্যারূপে ভেদ উন্মীলন করে। কিন্তু শিবের সংসার অদ্বৈতরূপ, কারণ এখানে

বিমর্শ বিদ্যারূপে অভেদ ভাব পরিগ্রহ করে। আর পরম শিবের সংসার মিশ্র বা দ্বৈতাদ্বৈত রূপ, কারণ ইহাতে বিমর্শ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়রূপে যুগপৎ ভেদাভেদাত্মক রহস্য প্রদর্শন করে। এই ত্রিবিধ সংসারের বিশ্রাম কোথায়? ইহার উত্তরে সিদ্ধগণ বলেন যে শুদ্ধ মহাবিন্দুপদই সংসার-কলঙ্ক দ্বারা অস্পৃষ্ট অন্তর্ম্মুখ বিশ্রাম-স্বভাব। ইহাই অনুত্তর পরমধাম। এই মহাবিন্দুতেও দুইটি স্থিতি আছে :—প্রথমটি ত্রিবিধ সংসারের উপাদানভূত পূর্ণ বিমর্শ স্বভাব বলিয়া মহাবিশ্রান্তিপদ হইলেও কক্ষাত্রয়ে প্রকটিত প্রপঞ্চের কলরব ও অনুসন্ধান-গন্ধ ওখানে একেবারে উপশম প্রাপ্ত হয় না। ঐটি চতুর্থপদ। দ্বিতীয়টির নাম পরম ব্যোম। ইহা পঞ্চমায়ায়-পরিশোধিত নিষ্কল মহাবিন্দুতত্ত্ব। এইটি পঞ্চমপদ। সুতরাং উক্ত পাঁচটি দশা এই প্রকার—(১) ভেদ-সংসার—ইহা পশুর ; (২) অভেদ-সংসার—ইহা শিবের ; (৩) মিশ্র সংসার—ইহা পরম শিবের ; (৪) সর্ব্ব সংসারের একমাত্র বিশ্রান্তি দশা—ইহা তুরীয়। এইটি সকল মহাবিন্দু ; ও (৫) নিষ্কল মহাবিন্দু—ইহা তুরীয়াতীত।

বিন্দু অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া শিব-স্বরূপ হইলেও যখন উহাতে বিকল্প-স্পর্শ হয় তখন উহার পরিচ্ছিন্নত্ব সম্ভবপর হয়। প্রশ্ন হয়, ঐ অবস্থায় তাহাকে 'বিন্দু' বলা উচিত কিনা। ইহার উত্তর এই যে ঐ অবস্থাতে বিকল্প-স্পর্শ থাকার দরুণ সমগ্র বিন্দু লক্ষণ উহাতে প্রয়োজ্য হয় না। তবে গৌণভাবে 'বিন্দু'-শব্দের ব্যবহার বিকল্প ক্ষেত্রেও হইয়া থাকে। কারণ বিত্তি অথবা জ্ঞান অভেদ রূপ। তবে ইহা গুণ-গর্ভিত অভেদ রূপ, তাই ইহা গুণ। এই প্রকার বিন্দু গৌণ। গৌণ 'বিন্দু' শব্দ ব্যবহারের ইহাই নিমিত্ত। এই জ্ঞানই শিবের স্বরূপ বা তনু। এইভাবে মিশ্র সংসারের অধিষ্ঠাতাও বিন্দু। ব্যবহার বাহুল্যের অভিপ্রায়ে শিবকেই বি বলা হয়। কিন্তু পরিচ্ছেদ সত্ত্বেও চিৎ-রূপ ব পশুকেও বিন্দু বলা চলে।

'বেদ্য' শব্দে বুঝায় ভেদপদ বা ভেদস্থান। জীবের ব্যাপক, তাই ইহা জীব-স্বরূপ। যাহা যাহ ব্যাপক বা সংবরক তাহা তাহার স্বরূপ হয়। ভেদের সংবরক বা ব্যাপক বলিয়া ভেদের স্বরূ এইজন্য জীব বেদ্যরূপ বলিয়া বেদ্যবৎ 'বিসর্গ'-পদবা মন্ত্রবিদ্গণ এই রূপই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পশুপদে এবং শিবপদে বেদ্য ও বেদক পরস্পর আক্রমণ করে। কেন এরূপ করে, কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। রহস্যাগ সিদ্ধান্ত এই যে এই জগৎ শিব-শক্তির প্রকাশ ও বিমর্শের পরিণাম। যদিও প্রা মতে জগৎকে বিমর্শেরই বিলাস বলিয়া গ্রহণ হয়, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে প্রক ব্যতিরেকে বিমর্শের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না। বিমর্শ জগদাকারে বিলসিত হইলেও জগ প্রকাশাংশকে অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা অবভাসন করে। অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা নিজাংশ অবভাসন করে। প্রকাশ বেদক, বিমর্শাংশ বেদ্য। কাজেই বেদ্য বা চৈ বিমর্শের পরিণাম বলিয়া বিমর্শ ই। এই বিমর্শ চি প্রকাশের ধর্ম্ম। কেননা প্রকাশ হইতেই ইহার হয় এবং প্রকাশেই ইহার লয় হয়। সকল ব স্ফুরণ ব্যতীত সত্তাহীন হয়—স্ফুরণ প্রকাশের অধী তাই সকল বস্তুরই মূল কারণ প্রকাশ। আর এক শব্দরূপ বিমর্শের উদয় ও লয় স্থান গগন। প্রকাশেরই নামান্তর। অন্যপক্ষে প্রকাশ বিমর্ ধর্ম্ম। প্রকাশের রূপ বিসৃষ্ট না হইলে অর্থাৎ এইরূপ' এই প্রকার বিমর্শ দ্বারা প্রকাশের স্বরূ

নির্দ্দেশ না হইলে, ঐ প্রকাশ থাকিয়াও না থাকার সমান। যে বস্তু 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে বিমৃষ্ট না হয় তাহার সত্তা স্বীকার করিলে শশশৃঙ্গ প্রভৃতিরও সত্তা মানিতে হয়। অতএব সকল বস্তুই কোটি-অধিরোহণ বিষয়ে বিমর্শের অধীন। সুতরাং প্রকাশের সত্ত্বেও বিমর্শের কারণতা আছে বলিয়া প্রকাশকে বিমর্শ-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

শিব ও শক্তির পরস্পর ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব প্রদর্শিত হইল। ইহার উপযোগিতা আছে। পূর্ব্ব প্রকারে চিৎ ও চৈত্যের ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব সমান বলিয়া পরস্পর পরস্পরের পদ স্বভাবতই আক্রমণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মী ধর্ম্মপদের ব্যাপক হয়। যখন চিৎ চৈত্য দ্বারা আবৃত বা ব্যাপ্ত হয় তখন তাহা 'পশু'পদ-বাচ্য হয়। তখন তাহার স্বকীয় শক্তি আচ্ছন্ন হয়—তাহার দীনভাব জন্মে। পক্ষান্তরে চিৎ যখন চৈত্যকে আবরণ করে তখন উহা 'শিব'পদ বাচ্য হয়।

পশু ও শিবের পদদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা গেল। এখন চিৎ ও চৈত্যের সমব্যাপ্তি পদ কি প্রকার তাহা বলা যাইতেছে। যখন চিৎ ও চৈত্য সমব্যাপ্তিক হয় তখন উহাদের স্বভাব স্তিমিত বা নিশ্চল হয়—ঐ নিশ্চল মধ্যমপদ বা মিশ্রপদ বিশ্রান্তি স্বভাব অবগাহন করিয়া 'পরম শিব' নামে প্রসিদ্ধ হয়। শিব ও জীবগত ব্যাপারদ্বয়ের এককালীনতা স্থলে পরস্পর অভিঘাত বশতঃ পরস্পরের ব্যাপার-বেগ উপক্ষীণ হইলে যে নির্ব্ব্যাপার দশা উপস্থিত হয় তাহাই সমব্যাপ্তি পদ। এই স্তিমিত দশা উভয়ের মূল বলিয়া ইহা উভয়-পক্ষ-ব্যাপিনী হয় ও ইহা দুই পক্ষেরই বিশেষ স্বাম্য (স্বামিত্ব) লাভ করে। এইভাবে মিশ্র পদে প্রমাতা শিব ও জীবের ব্যাপারের যৌগপদ্যানুসন্ধান হয়। এইভাবে ধর্ম্মী তিন প্রকার—চিৎ, চৈত্য ও মিশ্র, এবং তাহাদের বিমর্শও তদনুরূপ তিন প্রকার—অর্থাৎ জীবের দ্বৈত বিমর্শ, শিবের অদ্বৈত বিমর্শ এবং পরম শিবের উভয়াত্মক বিমর্শ।

(৭)

জ্ঞান ও ক্রিয়ার স্বরূপ কি ইহাই এখন আলোচ্য। জ্ঞান অভেদাত্মক বলিয়া চিৎ। কারণ ঘটপটাদি জানিবার সময় 'জ্ঞাত হয়' এইরূপে বিভিন্ন ঘট-পটাদিতে একরূপতা প্রতীতি জন্মে। তাই চিৎ অভিন্নরূপে অনুভূত হয়। ক্রিয়া ভেদরূপ—ইহা চৈত্য। ঘট পট প্রভৃতি চৈত্য পরস্পর-ব্যাবৃত্ত স্বরূপ হওয়ার দরুণ ভিন্নরূপে অনুভূত হয়। অতএব চিৎ বা চৈত্য, জ্ঞান বা ক্রিয়া, পরস্পর ভিন্ন নহে। তবে যে ভেদের অবভাস হয় তাহার কারণ বিপর্য্যয়-জ্ঞান অর্থাৎ মায়া। তত্ত্বদৃষ্টিতে উভয়ই অভিন্ন। জ্ঞান বা প্রকাশই বিমর্শ আকারে কঠিনত্ব গুণ ধারণ করিলে ক্রিয়াপদ বাচ্য হয়। আকাশের কাঠিন্যই শব্দ। তদ্রূপ চিদাকাশের কাঠিন্যই বিমর্শ। যেমন জল ও করকার ভেদ বাস্তব নহে, তদ্রূপ প্রকাশ ও বিমর্শের ভেদও বাস্তব নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রকাশ ও বিমর্শের মধ্যে ভেদ বাস্তবিক না থাকিলেও ইহা মানিতেই হইবে যে চৈত্যরূপ বলিয়া ঘটপটাদি নানারূপা ক্রিয়াকে জ্ঞানরূপ প্রকাশ হইতে স্থূলতঃ ভিন্ন না বলিয়া পারা যায় না। আর এক কথা। বিমর্শ বর্ণরূপ। ঘটপটাদি নির্দ্দিষ্ট আকারাত্মক—এই দৃষ্টিতে বিমর্শ হইতে ঘটপটাদির ভেদ নিশ্চয় করা হয়। এইরূপ আশঙ্কা অমূলক নহে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বিবেক-দশাতে ঘটপটাদি কোন বস্তুরই ঘটপটাদি শব্দরূপ বিমর্শ ব্যতিরেকে কোন পৃথক্ স্বরূপ পাওয়া যায় না।

যাঁহাদের মায়ান্ধকার গুরু-কটাক্ষ দ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং ক্রিয়া যে জ্ঞান হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন তাহা সত্য। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে বিমর্শরূপা ক্রিয়া কাঠিন্য ত্যাগ করিয়া বিশ্রান্তিস্বরূপ বিরল-ভাব আশ্রয় করিলে জ্ঞানপদ বাচ্য হয়, অর্থাৎ প্রকাশের সহিত একরস হয়। অতএব জ্ঞানের বাহ্যরূপ ক্রিয়া, ক্রিয়ার বাস্তবরূপ জ্ঞান, দুইটি একার্থক। এই জ্ঞানই প্রকাশ বা শিব এবং ক্রিয়া বিমর্শ বা শক্তি। উভয়ের প্রাধান্য সমান সমানই, সুতরাং উভয়ই যুগপৎ সত্য। সিদ্ধগণ বলেন যে এই যামল সিদ্ধান্ত মন্ত্রবিজ্ঞানের হৃদয়স্বরূপ।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, জ্ঞান ক্রিয়ার কারণ এবং ক্রিয়া জ্ঞানের কারণ—ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? ইহার উত্তর এই, ক্রিয়া বা বিমর্শ ভিন্ন জ্ঞানের প্রকাশ-স্বরূপই সিদ্ধ হয় না। ঠিক সেই প্রকার জ্ঞান ভিন্ন ক্রিয়ার উপলব্ধিও সিদ্ধ হয় না। এইজন্য সিদ্ধগণ বলেন, জ্ঞান ও ক্রিয়া যামল অথবা যুগপৎ সিদ্ধ। ইহাই মন্ত্রের হৃদয়। জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, যৌগপদ্যই আছে। বেদ্য বেদকরূপে, প্রকৃতি পুরুষরূপে, দেহ আত্মারূপে ও শব্দ অর্থরূপে অথবা অন্য কোন প্রকার পর্য্যায়ের আকারে জ্ঞান ও ক্রিয়া দুইটিই যুগপৎ সিদ্ধ।

(৮)

শিবের দক্ষিণার্দ্ধ ক্রিয়া, তাই কর্ম্মকাণ্ড দক্ষিণ মার্গ। তাঁহার বামার্দ্ধ জ্ঞান, সেইজন্য জ্ঞানকাণ্ড বাম-মার্গ। সিদ্ধগণের মতে শৈবমত দক্ষিণাচার এবং শাক্ত-মত বামাচার, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই, ক্রিয়া বিমর্শরূপ বলিয়া শক্তিস্বরূপ। জ্ঞান প্রকাশরূপ বলিয়া শিব-স্বরূপ। ইহা রহস্য বলিয়া জানিতে হইবে। জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ শিব-শক্তিতে পরস্পর অনুরাগ বশতঃ পরস্পরের স্বচ্ছ পরস্পরে উপরক্ত হয়। শিবের স্বভাব জ্ঞান জড়াকা ক্রিয়া দ্বারা উপরক্ত বা রঞ্জিত হয়। তখন উ জড়ের শুক্লতা দ্বারা (চন্দ্রের শুক্লতা দ্বারা) শুক্ল হয় শক্তির স্বভাবভূত ক্রিয়া অজড় জ্ঞান দ্বারা উপর হইয়া অজড় রবির রক্ততা দ্বারা অরুণ হয়। উভ মিশ্ররূপ উভয়বর্ণ-সংসর্গ বশতঃ হেমবৎ হয় (golden) শিব, শক্তি ও মিশ্র এই তিনটির স্বরূপ পর্য্যায় গুরুপাদুকান্তর্গত চরণত্রয়বৎ বর্ণবাসনাও বুঝিতে হইবে সেইজন্য শিব জ্ঞানরূপ হইলেও শক্তির স্বভাব ক্রিয়া স্বরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে সদা ব্যাপৃত বলিয়া জ্ঞানমা বা বামাচারে ব্যবস্থাপিত হইয়াছেন। ইহাই কৌলি রহস্য। এই তত্ত্বটি অত্যন্ত দুর্বোধ জ্ঞান ও ক্রিয়া সত্য পুরুষের বাম ও দক্ষিণ অর্দ্ধরূপে বিন্যাস করি সিদ্ধগণ বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে জ্ঞান ও ক্রিয়া ব্যাপ্তি সমান সমান হইলে তাহার নাম হয় ইচ্ছা ইহাই মধ্য। ইচ্ছাতত্ত্ব পরমাত্মস্বভাবের জ্ঞান ও ক্রি এই দুই পক্ষের মূলরূপ—উভয়ের বীজ স্বরূপ। যদি এক হিসাবে ইহা বলা চলে যে জ্ঞান ক্রিয়া ও ইচ্ছা মূল এবং ক্রিয়া জ্ঞান ও ইচ্ছার মূল, তথাপি ইহা সত যে ইচ্ছা মাধ্যমিক বলিয়া সুষুম্না স্বরূপ। সেইজ সিদ্ধগণ ইচ্ছাকেই এক সঙ্গে জ্ঞান-ক্রিয়া বলি স্বীকার করিয়াছেন। ইচ্ছা অচল ও স্তিমিত স্বভাব ইহাই বিশেষ ভাবে বীজত্বের সমর্পিকা। কারণ বী নিশ্চল ভাবে স্থিত থাকে এবং মূল ও অঙ্কুর ক্রমশ ভিতরে ও বাহিরে প্রসৃত হয়। জ্ঞান অন্তর্মুখী গতি দ্বারা নিবৃত্তি রূপে প্রসরণ করে, তাই জ্ঞানকে মূ বলা হয়। বীজের অধোভাগে প্রসরণশীল অবয়ব থাকে। ক্রিয়া বহির্মুখী গতির দ্বারা প্রবৃত্তি রূপে প্রসরণ করে। এইজন্য ক্রিয়াকে বীজের অঙ্কুর বল

হয়। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটিকে প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়। জ্ঞান, ক্রিয়া ও এই উভয়ের সমষ্টির স্বরূপ ও সামরস্যরূপী ইচ্ছা—এই তিনটি তত্ত্ব পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। একটিকে বাদ দিয়া অপর দুইটি প্রকাশ পাইতে পারে না। নিত্যযুক্ত প্রমাতা, প্রভৃতিও ত্রিপুটী রূপ বলিয়া ঠিক ঐ প্রকার পরস্পর সম্বদ্ধ। এই বিবরণ হইতেই ইচ্ছা জ্ঞান প্রভৃতির সহিত প্রমাতা প্রভৃতির সাদৃশ্য বুঝিতে পারা যাইবে।

—ক্রমশঃ

বিচার

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

শ্রুতি, পুরাণ, স্মৃতির সভায়
ঝড় উঠেছে ঘোর,
ব্যাকরণের ছুটছে হাওয়া
অভিধানের তোড় !
পণ্ডিতেরা করেন অর্থ
কত ব্যাখ্যা ভরা,
'হ্যা' কে 'না', 'না' কে 'হ্যা'
বুদ্ধি আবিল করা।
'মায়ের স্বরূপ তত্ত্ব-কথা'
জানার কলধ্বনি ;—
প্রমাণ সহ বলতে হবে
শাস্ত্র হ'তে আনি।

বুঝি কিংবা নাই বা বুঝি
শুনি আমি বসে,
সহজ সরল মায়ের তত্ত্ব
দাঁড়ায় কোথায় এসে।

কেহ বলেন, "মা আমাদের
সাধিকা একজন।
উচ্চাবস্থা, কিন্তু তবু
জ্ঞানের প্রসারণ
পূর্ণতম হয় নাই তাঁর,
তাই এসেছেন ভবে,
এ জনমে জ্ঞানের বিকাশ
পূর্ণতম হবে।
হৃদয়ে তাঁর আছেন গুরু,
তিনি-ই চালক তাঁর,
কাজেই বাহ্য গুরু করার
প্রয়োজন নাই আর।

বর্ত্তমানে আছেন তিনি
স্থিত-প্রজ্ঞ-দশায়
নাই ক্ষতি তাঁর লাভালাভে
নিরাশ কিংবা আশায়,
এই হ'ল তাঁর আসল স্বরূপ।"
যেমনি বলা শেষ
অমনি কেহ কহেন, "উঁহু,
নেই সত্যের লেশ!"

"মা আমাদের সাধিকা ন'ন্
জীবন্ মুক্ত-ও নন ;—
জীবন কথা বিচার করুন
কেমন সংঘটন ;
শাস্ত্রে কোথা-ও আছে এমন
আছে কোথা-য় লেখা ?
সাধিকাতে এমনি ঘটে
গেছে কোথাও দেখা ?
আর যদি হ'ন জীবন্-মুক্ত
আমি বলি তবে,—
জন্মাবধি-ই জীবন্-মুক্ত,
কেন পুনঃ ভবে ?

অদ্ভুত সব ঘটনা তাঁর
শুনেছেন ত সব!
প্রারব্ধ ভোগে এমনি ঘটা
পূর্ণ অসম্ভব।"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে
অমনি কহেন কেহ,—
"একেবারে-ই অসমীচীন
নাই তাতে সন্দেহ!"
গর্জ্জে অপর,—'অসমীচীন,
আপনি বলুন তবে,
কেমন দশা, কী অবস্থা,
কেন এলেন ভবে?"
উত্তরে ক'ন, "অতি সরল,
অতি পরিষ্কার।
অধিকারের সমাধানে
এসেছেন আবার।"

দূরের কোণে গর্জ্জে ওঠে,—
"ভুল, নিছক ভুল,
সংস্কার মার জীবনেতে
আছে কি এক চুল?
জ্ঞান-ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়ে-ও
জীবকে উদ্ধার
করবার ভাব নাইক যাঁহার,
তাঁর পুনঃ সংস্কার?
আছে নাকি শিষ্য তাঁহার
আপনি কিছু জানেন?
অধিকার-ও সংস্কার-ই ত
শাস্ত্র যদি মানেন!"

এই না বলে অনুস্বার আর
বিসর্গেতে বোনা
বললেন যা, অর্থ ত দূর,
শব্দ-ও নেই শোনা।

দমকা ঝড়ে অমনি সভায়,
"তবে তবে" রব
চৌদিকেতে বয়ে গিয়ে
পুনশ্চ নীরব।

কহেন তখন, "মা আমাদের
স্বাংশে ভগবতী।"
বলার সাথে হাতটি জুড়ে
জানান তাঁরে নতি।

নিত্য সিদ্ধা, মুক্ত-বুদ্ধা
আদ্যাশক্তি তিনি,
পরিকর ন'ন ভগবানের,
পূর্ণ নারায়ণী।
নর-দেহ পরিগ্রহণ
বিশেষ প্রয়োজনে,
পূর্ণ হ'লে কার্য্যটি তাঁর
যাবেন যথাস্থানে।

"যদা যদা" গীতার বাণীর
বিধান অনুসারে
"যুগে যুগে সম্ভবিছেন"
ধরার মাঝারে।"

এই না শুনে অন্য কেহ
কুঞ্চিত ললাটে
শুধান তারে,—"মা কি তবে
অবতারের বাদে ?"

"কোন শাস্ত্রে……" আর হ'ল না
বসে আমার শোনা
শরীর-মন শুনতে নারাজ
মায়ের তত্ত্ব নানা।

ঘুমে নয়ন জড়িয়ে আসে
বসে বসে ঢুলি,
মায়ের কাছে মনে মনে
এই কথাটি-ই বলি,—

"তুই মা আমার আপনার মা,
আমি ছেলে তোর,
এর চেয়ে আর নেই প্রয়োজন
কোন-ই তত্ত্ব মোর।"

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নীচে আসিয়া আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলাম এমন সময় নগেনবাবু আমাদিগকে ৺কালীমার প্রসাদ পাইতে ডাকিলেন। আমরা সকলেই বারান্দায় প্রসাদ পাইতে বসিলাম। ফল, খিচুড়ি, দধি, সন্দেশ প্রভৃতি ভোগের প্রচুর বন্দোবস্ত দেখিলাম এবং সকলেই তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ প্রসাদ পাইলাম। আমরা যখন প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিলাম তখন নেতাজী শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তিনিও আমাদের সহিত প্রসাদ পাইলেন।

আহারান্তে দক্ষিণেশ্বরের কর্ত্তৃপক্ষ নেতাজীকে পঞ্চবটী প্রভৃতি স্থান দেখাইতে লাগিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। এইরূপ দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিল। এমন সময় দেখিতে পাইলাম শ্রীশ্রীমা নহবত ঘর হইতে নামিয়া পঞ্চবটীর দিকে আসিতেছেন। পঞ্চবটীতে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বাঁধান জায়গাটায় মায়ের বসিবার আসন পাতিয়া দেওয়া হইল। আমরা মাকে ঘিরিয়া বসিলাম। নেতাজীও মাকে প্রণাম করিয়া মায়ের সম্মুখে বসিলেন।

নেতাজী এবং শ্রীশ্রীমা

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। মা বা সুভাষবাবু কেহই কথা বলিলেন না। কোন কথা হইতেছে না দেখিয়া শ্রীযুক্ত ভূপতিবাবু মায়ের নিকট সুভাষ বাবুর পরিচয় দিলেন। মা সুভাষ বাবুকে বলিলেন, "আহ্‌মেদাবাদে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।"

সুভাষবাবু। আপনি আহ্‌মেদাবাদে গিয়াছিলেন না কি?

মা। হাঁ।

আবার সকলেই নীরব। আমি ভূপতি বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলাম যে তিনি সুভাষ বাবুকে কোন প্রশ্ন করিতে বলুন। ভূপতিবাবু সুভাষ বাবুকে বলিলেন, "আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তবে মাকে বলুন।" সুভাষবাবু বলিলেন যে তাঁহার কিছুই জিজ্ঞাসা করিবার নাই। কাজেই আবার সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। শ্রীমতী ভ্রমর আমার নিকট বসিয়াছিল, তাহার পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়িতে আমাকেই অগত্যা একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইল। আমি বলিলাম, "মা, দেশের সেবা করিয়া কি ভগবানকে লাভ করা যায়?"

মা। (সুভাষ বাবুকে) বাবা, তুমি বলত ভগবানকে লাভ করা যায় কি না।

সুভাষবাবু। আমি কি ভগবানের খোঁজ রাখি? (সকলের হাস্য)।

মা। (হাসিয়া) তুমি কিসের খোঁজ রাখ?

সুভাষবাবু। প্রশ্ন ত আমাকে করা হয় নাই।

মা। তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। তোমার হইয়া ইহারা প্রশ্ন করিয়াছে। (আমাকে) তাই নয় কি ?

আমি। হাঁ, মা।

মা। (সুভাষ বাবুকে) এখন বল। আচ্ছা, তুমি দেশের সেবা কর কেন ? উহাতে কি লাভ ? কি লাভ আছে তাহা যদি বল, তবে উহা শুনিয়া সকলেই দেশের সেবা করিবে। বিনা লাভে ত কেউ কিছু করে না। তুমি কত ভাল ভাল লেক্‌চার দাও, কিছু বল।

সুভাষবাবু। (হাসিয়া) আমি ত লেক্‌চার দিতে এখানে আসি নাই। (সকলের হাস্য) দেশের সেবা করিয়া আনন্দ পাই, তাই দেশের সেবা করি।

মা। এই আনন্দ কি নিত্য ?

সুভাষবাবু। এই নিত্য কথাটির অর্থ একটু শক্ত।

মা। যাহা সকল সময় আছে তাহাই নিত্য। স্বভাবের কাজেই নিত্য আনন্দ। ভাল ভাবে সেবা করিলে এই নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়। তাহা কি, বাবা, করিতেছ ?

এমন সময় একটি স্ত্রীলোক এই সব আলোচনায় বাধা দিয়া মাকে সম্বোধন করিয়া তাহার নিজের কথা বলিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকটি নিজের যে পরিচয় দিলেন তাহাতে বুঝিলাম যে তিনি কলিকাতা করপোরেশন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। তিনি মাঝে মাঝে স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও আদেশ পান। তিনি যে আজ মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন তাহাও ঐ আদেশের জন্য। তাঁহার বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিয়া জগতের কোন কাজ করাইবেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার ভয় হয় এবং নিজকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করেন। মাকে সাহায্য করিতে তিনি নিবেদন জানাইলেন। স্ত্রীলোকটির কথা

মা বলিলেন, "তাঁহার আদেশ পাইতেছ

সাহায্য কি ? ভগবানের উপর নির্ভর করিলেই

কিছু হইয়া যায়।" (সুভাষ বাবুকে) বাবা,

কিছু বলিবে না ?"

সুভাষবাবু। আমি বলিতে আসি নাই,

আসিয়াছি।

মা। শুধু শুনিতে আসিয়াছ ? যাহা

তাহা শুনিবে ? যাহা করিতে বলিব তাহা

সুভাষবাবু। তাহা বলিতে পারি না।

করিয়া দেখিতে পারি।

মা। দেখ, আমরা যাহা কিছু জাগতিক

করি উহা শুধু অভাবের কর্ম্ম। অবশ্য

হইলে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু জাগতিক

হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায় উহা শুধু

জাগাইয়া রাখে। মনে কর কোন একটা

অভাব বোধ করিলে এবং উহা দূর করিবার

আরম্ভ করিলে। চেষ্টার ফলে হয়ত অভাব দূর

এবং আনন্দও পাইলে। কিন্তু ঐ আনন্দের

সঙ্গেই আবার অন্য অভাব জাগিয়া উঠিল

বলি যে, জাগতিক কর্ম্ম হইতেছে অভাবের

স্বভাবের কর্ম্ম করিলে নিত্য আনন্দ পাওয়া

তুমি বলিলে যে দেশের সেবা করিয়া তুমি

পাও। দেশের সেবাত ভালই। তোমার

মহান্, খুব বড়, তুমি উহাকে আরও বড়

চেষ্টা কর। দেশের সেবা খণ্ড ভাবে করিলে

অভাবের কাজ হইবে। উহাতে যে আনন্দ

তাহাও খণ্ড আনন্দ। কিন্তু সকলে চায়

আনন্দ, যে আনন্দের শেষ নাই। স্বভাবের

করিলেই অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যায়, আনন্দে

হওয়া যায়। তবে বলিতে পার "আমি একা আনন্দে স্থিত হইয়া কি করিব? জগৎ দেখিতেছি নিরানন্দময়।" ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যদি নিত্য আনন্দ লাভ করা যায় তাহা হইলে উহা অপরকেও দেওয়া যায়।

সুভাষবাবু। স্বভাবের কর্ম্ম কি?

মা। কর্ম্ম মাত্রই অভাবের কর্ম্ম, কারণ অভাব বোধ না হইলে কর্ম্ম হয় না। তবে যে কর্ম্ম করিলে স্থায়ী আনন্দ প্রকাশ পায় তাহাকেই স্বভাবের কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। স্বভাব কি না যাহা আমার নিত্য আছে। তোমার ভিতর অখণ্ড আনন্দ আছে বলিয়াই ত অখণ্ড আনন্দ চাহিতেছ? যাহা তোমার মধ্যে নাই তাহা কখনও চাহিতে পারিবে না।

সুভাষবাবু। সকলের স্বভাব কি এক?

মা। হাঁ, সকলেই ত আমরা অখণ্ড আনন্দ চাচ্ছি। জগতে এক বইত দুই নাই। লোকে যে অন্যের সেবা করে উহাও ত নিজের জন্য। সকলে এক বলিয়াই ত একে অন্যের সেবা করিয়া আনন্দ পায়।

সুভাষবাবু। আপনি সকলেরই এক স্বভাব বলিতেছেন, কিন্তু গীতায় আছে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

মা। স্বধর্ম্ম কি? স্বভাবের ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য সাধনা। (নিজেকে দেখাইয়া) এই দেহটার কোন শিক্ষা নাই, তাই ইহা আবোল তাবোল বলে। স্বধন পাওয়াকেই আমি সাধনা বলি। গীতার কথা ত সত্যই। স্বভাবের ধর্ম্ম লাভ করাইত জীবের উদ্দেশ্য।

সুভাষবাবু। কিন্তু ইহাও সত্য যে লোকের স্বভাব বিভিন্ন। কাহার কি কর্ম্ম জানা নাই।

মা। হাঁ, সংস্কার ভিন্ন হইলেও ধর্ম্ম এক। সত্য এক।

সুভাষবাবু। উহা ত নিজের দিক হইতে ঠিক করা যায় না।

মা। কাজ আরম্ভ করিয়া কাজ করিতে থাকিলেই সব ঠিক হইয়া যায়। তখন যাহার যে সংস্কার তাহা ফুটিয়া উঠে। দেখ না, ছেলেরা লেখাপড়া করিতে চায় না। কিন্তু কিছুদিন জোর করিয়া উহাদিগকে শিক্ষা দিলেই তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক এক বিষয়ে এক এক জন ভাল করিতে থাকে। কেহ হয়ত ইংরাজিতে ভাল হইল, কেহ হয়ত অঙ্কে ভাল হইল। সেইরূপ লোকে কাজ আরম্ভ করিলে কিছুদিন পর দেখা যায় যে, তাহারা তাহাদের সংস্কার অনুসারে কাজ করিতেছে।

সুভাষবাবু। পথ ত বলিতেছেন না।

মা। (হাসিয়া) কর্ম্ম করিতে হয়। সঙ্কল্প করিতে হয় যে, "আমি পড়ব।"

আমি। মা, তোমার উত্তর অস্পষ্ট থাকিয়াই যাইতেছে। তুমি বলিতেছিলে যে সকলেই অখণ্ড আনন্দ চায়। সুভাষবাবু বলিতেছেন যে তিনি দেশের সেবা করিয়া আনন্দ পান। তাহা হইলে কি বুঝিব যে দেশের সেবা করিয়া গেলেই অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যাইবে? ভগবান্ লাভ হইবে?

মা। অখণ্ড ভাবে সেবা করা চাই। বাস্তব সেবা যাহাতে হয় তাহাই করিতে হয়।

সুভাষবাবু। সেবারও ত একটা পথ আছে? পথেরই ত যত গণ্ডগোল।

মা। পথেরই যত গণ্ডগোল, পথেই যত পরিশ্রম। তবে যেমন পড়িবার দৃঢ় সঙ্কল্প হইলে বিদ্যা লাভ হয়, সেইরূপ তাঁহাকে আমার পাইতে

হইবেই হইবে এইরূপ দৃঢ়ভাব আসিলে পথও পাওয়া যায়।

সুভাষবাবু। অন্ধকারে হাঁটিলে পথ পাওয়া কঠিন।

মা। হাঁ, কিন্তু অন্ধকারেই হাঁটিতে হয়। বিশ্বাসকে তোমরা অন্ধ বল না? এই অন্ধ বিশ্বাস লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হয়। পরে সব বুঝিতে পারা যায়। ছেলেপিলেদিগকে যখন প্রথম শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর তখন কি তাহারা কিছু বুঝে? কিন্তু পড়িতে পড়িতেই জ্ঞান হয়।

সুভাষবাবু। তবে পথ জানা থাকিলে শীঘ্র হয়।

কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষায়িত্রীটি বলিলেন, "আপনারা আমাকে যদি অনুমতি দেন তবে আমি বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে পারি।"

মা। বেশ, তুমি বল না।

মায়ের আদেশ পাইয়া তিনি গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলিতে লাগিলেন। মা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ওমা, এ সব কথা ইহার (অর্থাৎ সুভাষবাবুর) জানা আছে।"

বার বার বাধা প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক সুভাষবাবুর সহিত মায়ের কথা বার্ত্তা আজ জমিয়া উঠিল না। আমাদের সকলের প্রাণেই একটা অতৃপ্ত ভাব রহিয়া গেল। মায়ের সহিত সুভাষবাবুকে নির্জ্জনে দেখা করান যায় কি না সে বিষয়ে যতীশবাবু চেষ্টা করিবেন বলিয়া বলিলেন।

বিদায় হইবার পূর্ব্বে সুভাষবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কতদিন এখানে আছেন?"

মা। আমার কিছুই ঠিক নাই। এ দেহটা কিছুদিন যাবৎ ভাল যাইতেছে না। হরিদ্বার হইতে এখানে আসিবার পূর্ব্বে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া যে কি যেন গুন্‌তিতে বাড়িয়া গিয়াছে; কোথাও যাওয়া হইতে পারে না। পরে কমিলে এখানে আসা হইল। এখান হইতে যাওয়ার কথা হইতেছে, কিন্তু আবার নাকি বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই অপেক্ষা ইহারা কৃপা করিয়া এই দেহটাকে স্নেহ করে তাই এ দেহের সমস্ত ভার ইহাদের উপর দিয়াছি।

কথাগুলি মা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে ছোট বালিকার মত বলিয়া গেলেন। এগুলি শুনাইল তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

সুভাষবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ একটু পরে মাকে পঞ্চবটী হইতে উঠাইয়া যাওয়া হইল। আমরা উদ্দেশ্যশূন্যভাবে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ও গান আজ রেকর্ডে দেওয়ার প্রস্তাব আছে। সম্বন্ধে খুকুনীদিদির সহিত আমার কথাবার্ত্তা মায়ের কথা রেকর্ডে দেওয়ার সময় মাকে করিবার ভার দিদি আমার উপর দিতে আমি সম্মত হইলাম না। দিদিকেই প্রশ্ন বলিলাম। কি কি প্রশ্ন করা যাইতে পারে একটু আলোচনাও করিলাম। মায়ের অবিকৃতভাবে রক্ষা করাই এই প্রচেষ্টার শ্রীশ্রীমায়ের কথামৃত আমরা যত লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করি না কেন উহা যে হীন অনুকরণ হইতেছে সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাই বিজ্ঞানের মায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য যতটা অবিকৃতভাবে করা যায় সেইভাবে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই

এই আয়োজন করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া এই কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে মায়ের গঙ্গাস্নান

আমরা যখন ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম তখন শুনিতে পাইলাম যে মা হঠাৎ এই অবেলায় গঙ্গায় নামিয়া গিয়াছেন। মায়ের শরীর ভাল নয়। কাসি বেশ আছে। গঙ্গার প্রতি মায়ের যে কি আকর্ষণ আছে তাহা কেবল মা-ই জানেন। যাহা হউক আমরা তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে গেলাম। গিয়া দেখি মা একবুক জলে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। মায়ের সঙ্গে শচীবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত জলে নামিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ ভক্তই একবস্ত্রে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে না পারিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী নিজ বহির্বাসখানা তীরে রাখিয়া কৌপীনবন্ত হইয়া জলে নামিলেন। স্নানান্তে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সহিত আমাদিগকে বলিলেন, "এখন নেংটির সুবিধা দেখিলেন ত ?" যাঁহারা এক বস্ত্রে আসিয়াও মায়ের সহিত গঙ্গায় নামিয়াছিলেন তাঁহারা জল হইতে উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্র গায়েই শুকাইতে লাগিলেন। মা জল হইতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে স্নান করিতে বলিলেন। উপেনবাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া স্নান করিতে নামিয়া গেলেন। মা ডাক্তার পন্থকেও স্নান করিতে বলিলেন। ডাক্তার বলিলেন যে তিনি দুপুর বেলায়ই গঙ্গাস্নান করিয়াছেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "পিতাজী, আউর এক গোত্তা লে লেও।" ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইহাদের স্নান শেষ হইতে বেলা প্রায় ছয়টা বাজিয়া গেল। . . . . .

স্নানান্তে মা দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরের নিকট গিয়া বসিলেন; আমরা মাকে ঘিরিয়া বসিলাম। একটি ভদ্রলোক মাকে কয়েকটি গান শুনাইলেন। এই সময়ই শ্রীযুক্ত যতীশবাবুর কন্যা শ্রীমতী বুনী মাকে কৃষ্ণবেশে সাজাইতে আরম্ভ করিল। মায়ের কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল না। তিনি জড় পদার্থের মত শরীর ছাড়িয়া দিয়া কেমন এক ভাবশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পীতাম্বর বেশে যদিও মাকে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল তথাপি তাঁহার এই তটস্থ ভাবে কোন ভক্তই বিশেষ উৎসাহ পাইলেন না। রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মায়ের ফটোগ্রাফ লইলেন এবং একটু পরেই মা সমস্ত সাজ খুলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খুকুনী দিদি আমাকে ও শ্রীযুক্ত ভূপতিবাবুকে রায় বাহাদুরের মোটর গাড়ীতে মার সঙ্গে আসিতে বলিলেন। এইবার মায়ের কথা ও গান রেকর্ড করা হইবে। কিন্তু গাড়ীতে আমাদের দুইজনের স্থান হইল না দেখিয়া ভূপতিবাবু আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজে বাসে কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

রেকর্ডে মায়ের কথা ও গান

আমরা দক্ষিণেশ্বর হইতে বহুবাজারের নিকট একটি ষ্টুডিওতে আসিলাম। মোটর হইতে অবতরণ করিবার সময় খুকুনী দিদি মাকে প্রণাম করিলেন। ইহা দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "বল ত, ও আজ আমাকে বার বার প্রণাম করিতেছে কেন ?"

আমি। তোমার কথা ও গান যাহাতে

ভালভাবে রেকর্ডে উঠে বোধ করি সেই উদ্দেশ্যেই দিদি তোমাকে বার বার মিনতি জানাইতেছেন।

মা। (হাসিয়া) আমার কিছুই ঠিক নাই। সময় মত কথা বাহির হইবে কি না কে জানে?

আমরা সকলে একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলাম। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয় এই সময় ষ্টুডিওতে আসিলেন। তাঁহাকে অনুরোধ করা হইলে তিনি একটি গান গাহিয়া মাকে শুনাইলেন। ইহার পর আমরা ব্যতীত আর সকলকেই ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে একটি যন্ত্র রাখা হইল। ষ্টুডিওর একজন কর্ম্মচারী মাকে দুইটি ইলেকট্রিক বাতি দেখাইয়া বলিলেন যে দুইটি বাতির যখন লাল বাতিটি জ্বলিয়া উঠিবে তখন মা তৈয়ার হইবেন, এবং সবুজ আলোটি জ্বলিলে তিনি গান আরম্ভ করিবেন। তিন মিনিট গান চলিবে। রেকর্ডের এক পিঠে গান লইতে তিন মিনিট সময় লাগে। যখন সময় হইবে তখন ইঙ্গিত করিয়া তিনি গান থামাইতে বলিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "আমি কিন্তু বলিতে পারি না যে সময় মত আমার গান আসিবে কি না।" ইহা শুনিয়া খুকুনী দিদি জোরের সহিত বলিতে লাগিলেন, "কেন আসিবে না? নিশ্চয়ই আসিবে।" আর মাঝে মাঝে মাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মায়ের গান কেমন হয় তাহা একটু পরীক্ষা করা হইল। পরীক্ষার ফল ভালই হইল। কাজেই এইবার রেকর্ডে গান তুলিবার আয়োজন আরম্ভ হইল। লাল বাতিটি জ্বলিয়া উঠিল। আমরা উৎসুক নয়নে একবার মায়ের মুখের দিকে আর একবার বাতির দিকে তাকাইতে লাগিলাম। লাল বাতি নিভিয়া সবুজ বাতি জ্বলিয়া উঠিল। মাকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলাম যে এইবার আরম্ভ করিবার সময় হইয়াছে। মা গান করিলেন—

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন জয় সীয়া রাম।
জয়তি শিবাশিব জানকী রাম
জয় রঘুনন্দন জয় সীয়া রাম॥

× × ×

জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
হরে রাম হরে হরে।
ঐ নাম বল বদনে শুনাও কাণে
বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে॥"

মা প্রথমে গাহিলেন, পরে আমরাও সঙ্গে গাহিলাম। দোহার আমরা সকলেই সুগায় শচীবাবু, রায় বাহাদুর সুরেনবাবু, স্বামী অখণ্ডান এবং আমি। জীবনে আমাদের কেহ গান করি কি না সন্দেহ। ভাগ্যে শ্রীমতী বুনী আম সঙ্গে ছিল তাহা না হইলে আমাদের এই চর্চ্চার যে কি হাস্যকর পরিণতি হইত তাহা ভগবানই জানেন। শ্রীমতী বুনীর তাললয় সুললিত কণ্ঠে আমাদের অর্দ্ধস্ফুট ঝিল্লিরব মিশ কোন প্রকারে দোহারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম

তিন মিনিট হইয়া গেলে গান থামাইয়া হইল। একটু পরে আবার লাল ও সবুজ জ্বালাইয়া রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠে গান তোলা হইল। পর পর দুইটি গান মা একাই গাহিলেন

(১)

(আমার) কি জাতি কি নাম, কোথায় বা সে ধাম,
স্থির নাহি তা'র বলি কি করে।
বলিব কি আর, আমি নহি কা'র,
কেউ নহে আমার এ'তিন পুরে।

পিতামাতাহীনা, কেউ ছিল জানি না,
কেউ ত বলে না, কোথায়ও না শুনি।
পতি গুণাধার কপালে আমার
শ্মশানে মশানে হল কি জানি।

সে যাতনা ভুলি হয়ে গৃহ ত্যাগী
সংসার বিরাগী ফিরি বনে বনে।
অনিল সেবনে জীবন ধারণে
ফিরি একাকিনী প্রীতি সমরে॥

(২)

হৃদয় দুয়ারে আজি কে ডাকিল,
কাহার মধুর বাণী শুনিলাম গো।
শুনিয়া সে বাণী তা'র
আমি রহিতে না পারি আর;

হৃদয় আকুল আজি
হইল, হইল, হইল;
আমায় ঘরের বাহির আজি
করিল, করিল, করিল।

মোহমদিরা পিয়ে
আমি অচেতনে ছিনু শুয়ে,
কে আজি আসিয়া মোরে
জাগাল, জাগাল, জাগাল।

গান শেষ হইলে কথা আরম্ভ হইল। খুকুনী দিদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং মা উত্তর দিতে লাগিলেন।

খুকুনী দিদি। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে গুরুর প্রয়োজন আছে কি?

মা। উপলক্ষ্য নিতে হয়; উপলক্ষ্য ছাড়া চলে না। তাহার কারণ এই যে, দেখ না, জন্ম হইতে আমাদের যে লালন পালন হয়, এ সব কিছুই ত উপলক্ষ্য ছাড়া হয় না। সেই হিসাবে আধ্যাত্মিক জগতের সহায়তার জন্য উপলক্ষ্য নিতে হয়। সে উপলক্ষ্য কে? উপলক্ষ্য হচ্ছেন এক স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি জীবের উদ্ধারের জন্য, কল্যাণের জন্য, যা'র যে সংস্কার সেই সংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য, যা'র যে রূপ সহায়ক হবে, সেই সেই রূপেতে ঐ পথের সহায়ক হন। সেইজন্য আমাদের গুরুর প্রয়োজন॥ গুরু ছাড়া, উপলক্ষ্য ছাড়া, চলতেই পারে না।

খুকুনী দিদি। অনেকে বলেন গুরু যদি না জানেন তবে আমাকে কি শিখাবেন?

মা। বাঃ, মনে কর ছোট্ট একটি শিশু একটি বীজ পেল, ধর সে কিছুই জানে না, সে পেল আর কুড়িয়ে এনে দিল। সেটা যদি তুমি মাটিতে রোও এবং সেবা যত্ন কর, গাছ হবে ঠিকই; সেই গাছ হতে ফল ফুল সব পাবে। তখন জানতে পারবে এই জিনিষ। সেইজন্য বলা হয় যে, যা'র নিকট হ'তে যা' পাবে তা লয়ে যদি কাজ কর তবে তা'র ফল পাবেই পাবে। এক ঈশ্বরই ত আছেন, আর কিছু নাই। যদিও আমরা জানি না, জাগতিক হিসাবে কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, কিন্তু আসলে ত ঠিক আছে—একমাত্র ভগবানই আছেন

আর কিছু নাই। তাই যেখানে, যে ভাবে যা' কিছু পাবে, কাজ করলেই তা'র ফল পাবে।

আর কারণ ছাড়া ত কার্য্য হয় না। যে কোন কর্ম্ম করবে তা'র ফল থাকবেই থাকবে। কাজেই এই পথের সহায়তার জন্য যে কোন কর্ম্ম নিবে, যে কোন সহায়ক নিবে। আমাদের ভাবতে হয় কি, জান? প্রথমে ভাবতে হয় যে আমরা ভগবানকে চাই। 'চাই' ভাবটা যদি মনে আসে তা' হলে এ সব সহায়ক আপনি আসে। যেমন ছেলেপিলেকে পড়াব মনে করলেই, কেমন করে তা'দের পড়ার সুযোগ হবে, সৎসঙ্গ হবে, ইত্যাদি উপায় মনে আসে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে যেতে হলে এই সব জাতীয় জিনিষ নিবে—সঙ্গ, জপ, চর্চ্চা, কীর্ত্তন। এই জাতীয় জিনিষ নিলে পরেই তোমার ভিতরে সংস্কার বা ধারাটা আছে তা' খুলে যাবে। ছেলেমেয়েদিগকে কতকগুলি বিষয় পড়তে কিছুদিন পর দেখতে পাওয়া যায় যে তা'রা মধ্যে কোন কোন বিষয় ভাল বুঝতে পারে, তা'দের রুচি অনুযায়ী বিষয় শিক্ষা দিলেই তা'রা সেই বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে উঠে; সেইরূপ যদি ভগবানকে চাই মনে হয়, আধ্যাত্মিক লাভ করবার ইচ্ছা বাস্তবিক যদি আমাদের জেগে উঠে, তখন ঐ পথে যেতে হ'লে যা' দরকার তা' আপনি এসে জুটবে। স্বা গতিতে চলা দরকার, অস্বাভাবিক গতিতে কাজ হয় না।

—

"The ONE who is the Eternal, the Atman,
He Himself is the traveller on the path to Immortality,
He is all in all, He alone is."

MATRI VANI

(Replies to letters from different people at different times.)

On Various Subjects

29.

Without fail pray to God, He drives away all sorrow.

30.

Rest assured the will of the Almighty reigns supreme. At all times rely wholly on Him.

31.

It is man's duty ever to meditate upon the One Reality.

32.

He should let his thoughts dwell on God as much as possible. His feelings are fine and he expresses them in beautiful, sweet sounding words. But does he practise *Japa* and read the *Gita* regularly ? He would do well to devote some time daily to the study of Scriptures.

33.

Such is the Will of the Almighty. Verily, whatever comes to pa is an expression of His Will. Abiding in patience perform your duty. Depe on God absolutely and hold Him in remembrance—Him and Him alone !

34.

It is possible to practise God's Name under the most adverse circum tances. He causes everything to happen and hence is ever near.

35.

Silent Japa should be engaged in at all times. One must not wast breath uselessly : whenever one has nothing special to do one should silentl practise *Japa* in rhythm with one's breathing—in fact this exercise ought to g on continually until doing Japa has become as natural as breathing.

It is of great value to read sacred texts and books of wisdom Speak the truth. Bear in mind that God's Name is He Himself in o form —let it be your inseparable companion. Try your utmost never to remai without Him. The more intense and continuous your efforts to dwell in H Presence, the greater is the likelihood of your growing joyful and seren When your mind becomes quite vacant at least try to fill it with the awar ness of God or His contemplation.

36.

Let the thought of God remain with you and do service with th conviction that while serving whomsoever it may be, you are serving the ON who alone exists.

37.

When there is constant effort to grow into awareness of THAT which IS, there is hope that in time this awareness may become permanent.

38.

Always keep yourself in a state which is favourable to the contemplation of the Divine. Thus the right sustenance for the mind will be provided.

39.

One should attempt to dwell in the thought of the Supreme without a break. Then only full enlightenment may come.

40.

Put your trust in God and let your mind be engaged in *Japa* and meditation.

41.

At every moment sustain the flow of His Name and the consciousness of His Presence. Never be without Him.

Mataji's Amara Vani

(9)*

Mataji: —This was said because of the limitation that is the individual very nature. If someone still sees bondage (which implies duality), how ca he be called 'liberated' ? For the liberated there is no such thing as seein another. Although there is a state (of achievement) where seeing anothe still exists, can there in reality be a question of liberation and bondage ?

You, with your head, your hands, feet, fingers and toes, with all th different parts of your body are one single living being. Yet again, you ma think of yourself not as one individual but a conglomeration of innumerabl entities, for in every pore of your skin exist countless living organisms Moreover you increase and decrease in size, you change in various way and in each of these conditions you are a different individual. First yo were a small infant and now that you have grown up, do you mean to sa you are not the same person as that little child ? If you were not, wher would be this body of yours ? Do not think this is untrue !

Take the case of your *having gone* to a place, say for instance 'home of your *going* there and of your *being* already in it. This implies that appe ance, existence and disappearance occur together at all times. You shoul understand that when you raise your foot with the intention of goin somewhere you have already left your place and taken up a new one therein lies movement and stability simultaneously. Expressed from o point of view there is stability in the form of movement, yet on the oth hand, you have set your foot — but where ? Where it was, there it is. This is difficult to grasp.

Creation, preservation and dissolution are constantly in process a all of them are within you. Try to fathom the end of yourself, if you ca You exist, this is why the universe exists : the whole universe is withi you. Past and future, this world and the next — indeed everything contained in you. Therefore inasmuch as — with the entire universe held within yourself — you are free, the fact of your eternal freedom stands revealed and the question of anyone being in bondage does no longer arise. You exist, so the universe exists ; this is what has been discussed just now. As was explained by this body the other day, all is contained in everything

---

* The Bengali original appeared in 'Ananda Varta', Vol. III, No.1.

You are wanted and someone calls you by the name of Ram. Someone else objects : "Why do you call him Ram ? We donot see Ram, we see Kamal !" Mind you, this body never tells lies, whatever it utters is the pure, unalloyed truth : just as it is true that you are Kamal, it is equally true that you are Ram. This is so in the state where falsehood is never perceived, where whatever anyone may say is true.

Suppose a man is known under a certain name. At his request he is given another name. Does he become the least bit greater or smaller by assuming a new name ? A person remains as dear with one name as with another. Affection which is born of time may of course increase or decrease, but not because of a change of name. Every man is given a name, but he might just as well have been given a different one. You are just as much Ram as you are Kamal ; this is the truth and nothing but the truth. Thus expressed from this view point all names and forms and also the formless — whatever is manifest or unmanifest in the universe — is contained in you. To realize one's Self means to realize all things as identical with one's Self. Fundamentally there is HE only ; HE, the ONE alone is liberated.

This body says that everything is contained in each and every thing. Take the example of this body losing at times its normal character as regards movement, etc. Suppose this body was going in a particular direction, but suddenly, without any apparent reason, would start moving in another direction. The question why I had changed my course of movement did not arise in the way that you were puzzled at Kamal being addressed as 'Ram'. Really and truly everything is contained in everything ; all that has been brought forward just now is to make clear this fact.

Now and again this body talks to you as one speaks either to a very young child or a person of extreme old age ; this, in some way, is what is happening also now. In spite of your being quite grown up, this body addresses the child in you, not however out of mistake or error. You say it is incorrect, wrong — but in reality falsehood and error are also H There is only the ONE, HE and not other.

Mataji spoke again in reply to another question.

Mataji :—The stages of childhood, old age and so forth do not o exist each separately, but also simultaneously and in the same place. who maintains that two things cannot occupy one and the same place at same time, has not realized either the ONE or the two and hence how c he realize the Infinite ? In a certain state of being there is no question of ONE, the two or an infinite number, no question of realization or non-reali tion — what is, is HE. Realization and the rest are mentioned merely order to help you to understand. Furthermore he who has realized the O has thereby realized the two and the many at one and the same time, one and the same place.

Why is it that you are constantly haunted by a sense of wan Because you believe without the least doubt that your want has been fulfill while this is not the case. From your standpoint, to say that everythi is contained in the ONE and that the ONE pervades everything, represe a particular angle of vision.

Divinity is complete, whole ; nothing whatsoever can be exclud from it. Thus there are and must ever be new expressions according to t varying modes that are being manifested at different times and plac Nothing without exception can be rejected or left out where Truth revealed in its purity.

Now Mataji replied to another question.

Mataji :—Owing to the fact that your vision is one-sided, you as "Is the particular a part of the whole or is everything to be found in o place ?" This body maintains that you may put it in any way you li Where everything is present in everything, whether you call it a part the whole, or whether you say all is in one place — the question of eli nating or ruling out anything simply does not arise, in other words th can be nothing that is barred. What this body utters depends on what s how much you draw out of it at any particular time. The sound you h is determined by the nature and the amount of what you play on i instrument. Do not imagine that what has been said here represents the opinion of this body. If you declare that this body neither holds nor rejects any doctrine, it is so; but if you say the reverse — whatever you may think, is equally correct.

(10)

During Mataji's stay at Solan in summer 1952, a Government Official of the Himachal Pradesh and his wife came for Mataji's Darshan. They were meeting Her for the first time. Mataji spoke to them as follows :

Mataji :—If you say you have no faith, this body insists that you should try to establish yourself in the conviction that you have no faith. Where "no" is, "yes" is potentially there as well. Who can claim to be beyond negation and affirmation ? To have faith is imperative. The natural impulse to have faith in something which is deep-rooted in man, develops into faith in God. This is why human birth is such a great boon. It cannot be said that no one has faith. Everyone surely believes in something or other.

The word *'manush'* (man) is derived from *'man'* and *'hush'*, which denotes the mind's awareness and vigilance. This shows that man's true calling is to attain to Self-knowledge. When children learn to read and write they have to accept rebuke and censure. God too, now and again administers to man a mild beating — this is but a token of His Mercy. From the worldly standpoint such blows are considered extremely painful, but actually they bring about a change of heart and lead to Peace: by disturbing worldly happiness they induce man to seek the path to Supreme Bliss.

It is of course true that the human body lives on breathing and hence there is suffering. There are two kinds of pilgrims on life's journey: the one like a tourist is keen on sight-seeing, wandering from place to place, flitting from one experience to another for the fun of it. The other traveller treads the path that is consistent with man's true being and which leads to his real home, to Self-knowledge. Sorrow will of a certainty be encountered on the journey undertaken for the sake of sight-seeing and enjoyment. So long as one's real home has not been found suffering is inevitable. The sense of separateness is the root-ca of misery, because it is founded on error, on the conception of duali This is why the world is called *'du-niya'* — (based on duality).

A man's belief is greatly influenced by his environment, therefore should choose the company of the Holy and Wise. Belief means believe in one's Self, disbelief to mistake the non-Self for one's Self.

There are instances of Self-realization occurring through the Grac God, whereas at times it can be seen that He awakens in some men feverish yearning after Truth. In the first case attainment co spontaneously, in the second it is brought about through trials. But is wrought solely by His Mercy.

Man thinks he is the doer of his actions, while actually everythin managed from *'there'* ; the connection is *there* as well as the power-house yet people say: "I do". How wonderful it is! When in spite of efforts one fails to catch a train, does this not make it clear from where one's movements are being directed ? Whatever is to happen to anyo anywhere, at any time, is all fixed by Him ; His arrangements are perfect.

An eternal relationship exists between God and man. But in I Play it is sometimes there and sometimes broken, or rather appears to broken, it is not really so, for the relationship is eternal. Again s from another side there is no such thing as relationship. Someone, w came to meet this body said : "I am a newcomer to you." He got the repl "Ever new and ever old indeed !"

The light of the world comes and goes; it is unstable. The Light wh is eternal can never be extinguished. By that Light you behold the ou light and everything in the universe ; only because It always shines wit you, can you perceive the outer light. Whatever appears to you in universe is due only to that great Light within you, and solely beca the Supreme Knowledge of the essence of things lies hidden in the dep of your being is it possible for you to acquire knowledge of anything.

Sometimes it happens that the meeting of people with this body quite unexpected by them.

(This remark refers to the way the official and his wife met Mataji quite suddenly.

The human brain may be compared to the root of a tree; if the root is watered, nourishment spreads to every part of the plant. There are occasions when you say your brain is tired. When does this happen? When you are overbusy with outer things. But as soon as you return home and talk to your near and dear ones, your head feels light and you are full of joy. For this reason it is said, because your brain belongs to yourself your own work does not produce weariness. Really speaking all work is your own — only how can you understand this? Indeed the whole world is yours, of your Self, your very own — but you perceive it as separate, just as you see others. To know it to be your own gives happiness, but the notion that it is apart from you causes misery. To perceive duality means pain, conflict, struggle and death.

Pitaji, do take to some kind of *Sadhana*!

The official: It is all in God's hands.

Mataji :—Exactly! Always bear this in mind: "Everything is in God's hands and I am His tool to be used by Him as He pleases. "Try to grasp the significance of "all is His!" and you will immediately feel free from all burdens. What will be the result of your surrender to Him? None will seem alien, all will be your very own, your Self.

Either dissolve by devotion the feeling of separateness or burn it by Knowledge — for what is it that dissolves or burns? Only what is soluble, only what is combustible, namely the idea that something other than your Self exists. What will happen then? You come to know your Self.

By virtue of the Guru's power everything becomes possible, therefore seek a Guru. Besides all names are His Name, all forms His Form. Select one of them and keep it with you as your constant companion. At the same time He is also nameless and formless; for the Supreme it is possible to be everything and yet nothing. So long as you have not found a Guru, adhere to the name or form of Him that appeals to you most, and ceaselessly pray He may reveal Himself to you as the *Sad-Guru*. In very truth the Guru dwells within, and unless you discover the inner Guru, nothing can be achieved. If you feel no desire to turn to God, bind yourself by a daily routine of *Sadhana*, as school children do, whose duty it is to follow a fixed time-table.

When prayer does not spontaneously flow from your heart, a yourself : "Why do I find pleasure in the fleeting things of this world ? you crave for some outer thing or feel attraction for a person, you shou pause and say to yourself ; "Look out, you are being fascinated by t glamour of this !" Is there a place where God is not ? Family life, whi is the Ashram of the householder can also take you in His direction, provid it is accepted as an Ashram. Lived in this spirit it helps man to progre towards Self-realization. Nevertheless if you hanker after anything such name, fame or position, God will bestow it on you, but you will not fe satisfied. The Kingdom of God is a whole and unless you are admitted to t whole of it you cannot remain content. He grants you a little only to ke your discontent alive, for without discontent there can be no progress. Yo a scion of the Immortal can never become reconciled to the realm of deat neither does God allow you to remain in it. He Himself kindles the sen of want in you by granting you a small thing, only to whet your appeti for a greater one. This is His method by which He urges you on. Th traveller on this path finds it difficult and feels troubled, but one who h eyes to see, can clearly perceive that the pilgrim is advancing. Th distress that is experienced burns to ashes all pleasure derived from worldl things. This is what is called '*Tapasya.*' What obstructs one on t spiritual path bears within itself seeds of future suffering. Yet the heartach the anguish over the effects of these obstrutions are the beginning of awaken ing to Self-Consciousness.

Glimpses of Mataji's Life

(Continued from last issue.)

Bholanath lost his post in 1924 and came to Dacca to look for work. Unable to find employment he was on the point of sending Mataji home, when She told him to wait for another three days. Within that time he was appointed manager of the Nawab's Shahbagh gardens. He remained in this position for four years.

Mataji gradually began to be known widely and very many people came to see Her daily. But She was still the retiring young wife and kept Her face a little veiled Men found it difficult to approach Her and were obliged to worship Her from a distance. If Bholanath asked Her to speak to anyone She would do so, but not otherwise. The women of the neighbourhood, however, loved to gather round Her.

Sm. Gurupriya Devi (who now is known as Didi), saw Mataji at Dacca for the first time. Didi has been Her almost constant companion ever since. Bhaiji (Sri Jyotish Ch. Rai), the greatest of all Her devotees, also met Her at Dacca.

Didi, who saw Mataji work, says that all Her movements were very brisk, neat and economical. She would compress a great deal of work into a very short period of time. She never put off anything to be done later. She could competently deal with unexpected tasks or unexpected guests without getting flustered, and of course no one has ever seen Her getting annoyed or irritated even in the face of severe provocation. The inimitable perfection of human qualities in Mataji would in themselves suffice to make Her unique.

In January 1926 Kirtan was performed at Shahbagh during the solar eclipse. Mataji was sitting with the women in an adjoining room. Gradually Her eyes closed and Her body began to move in rhythm to the Kirtan. Slowly and shakily She stood up. It was obvious to all that She did not control Her movements and was oblivious of Her surroundings. Mataji had a beautiful and graceful way of wearing Her clothes so that no part of Her body except Her face, hands and feet was visible. But now She did not seem to be aware of the fact that Her clothes had become disarranged. Didi and others, seeing Her strange condition, tied up Her sari. Didi writes, "It looked as if Mataji's body was being wafted by the wind. Sometimes She fell and got up in the same rhythm without appearing to be hurt. In this manner She entered the kirtan room and fell down in the centre of it. A strange effulgence enveloped Her body, which in the lying posture began to revolve at a tremendous speed. I tried to hold Her but found it impossible to check that force. Mataji's body moved like a dry leaf in a strong wind.........After a short while She sat up and slowly Her body regained its normal condition." This was the first time that Mataji's '*bhava*' was publicly seen. Witnesses say that the variety of Mataji's '*bhava*' was infinite and indescribable. The learned realized that this was the ideal '*bhava*' described in the Shastras and except in the divine personality of Sri Gauranga had never been manifested in any other mortal body.

It became increasingly difficult for Mataji to carry on Her house-work. Didi and others helped Her with this. She had always personally looked after Bholanath, but now all work seemed to fall away from Her.

All changes came about in Her spontaneously, so no one could take exception to this new phase of Her life.

Mataji also followed various rules in the matter of diet. For days, She would eat only three morsels of food once daily. Then again She began taking boiled rice just nine grains number. At another time Her mea consisted of whatever one pers could give Her in one breath. O two occasions She remained ev without water, once for 16 and another time for 23 days.

Throughout these fasts Her mann was normal and She did not seem feel the effects of these vigoro observances.

Visitors began to take up mu of Her time. At Bholanath's repeat requests She started mixing wi people and talking to them. Th women folk surrounded Her duri the day and the men after worki hours.

At that time manifestations certain miraculous powers becar so natural to Her that people were l to take them quite for granted.

Many approached Her to get the sick cured by Her healing touch, wh others came to seek spiritual sola Her words and advice had a livi reality and power not easily to encountered elsewhere. Eve individual found his true wor assessed and his questions dealt wi accordingly.

Mataji started travelling about little and in 1928, came to Banar where for the first time She sat in open assembly and answered questic on spiritual matters.

Mataji had never studied the Shastras and whatever She said was from Her own direct knowledge. As such the inner realities of spiritual life became invested with a forceful and convincing character all their own. She seemed to be fully versed in the Sadhana of every faith and creed.

In fact She says that books and scriptures cannot give one thousandth part of all that is involved in the paths of Sadhana.

In 1932 Mataji left Bengal and came to Uttar Pradesh with Bholanath and Bhaiji. Arriving at the Howrah Station they saw a train just about to leave. Mataji asked Bhaiji to purchase tickets up to the terminus. The train happened to be the Dehra Dun Express and so they travelled to Dehra Dun. From there they proceeded to Raipur, a village near Dehra Dun. Mataji told the villagers that Bhaiji was Her spiritual son. They led the lives of mendicants, putting up in a room near an ancient Shiva temple, which protected them neither from the sun nor the rain. This marks the starting point of Mataji's endless and tireless peregrinations throughout India. There were no fixed plans. No arrangements were made beforehand and frequently She and Her companions started off without money or other necessities. Sometimes She would come to the station and board the first train that happened to arrive. She would stop and make friends with people in the most unlikely of places.

Except for Her strikingly unusual personality, Mataji's demeanour had acquired its normal aspect. She mixed with people easily and freely and quickly picked up the language and customs of the provinces She passed through.

Harakumar's prophecy was nearing fulfilment. Men, women and children of all classes and castes from all over India, professing different faiths and different creeds surrounded Her day and night.

Once someone asked Mataji, "Don't you ever get tired of us ? All outsiders surrounding you day and night ?"

Mataji answered, "I would, if there were any 'others' for Me. One does not feel annoyed with oneself."

In 1937 Mataji accompanied by a few friends went to visit the majestic grandeur of Mount Kailash. Near 'Manas Sarovar' Bhaiji was overcome by a spirit of supreme renunciation. Sannyasa Mantras spontaneously issued from Mataji's lips.

On their way back Bhaiji passed away at Almora. A beautiful Ashram has grown up around his samadhi.

Bhaiji's devotion and renunciation will ever be a source of inspiration to those who would follow the 'razor's edge' path to self-realization.

After returning from the mountains Mataji went on an extensive tour to Gujrat and the surrounding provinces.

Since then She has visited the southernmost point of India twice and travelled all over India extensively.

The haphazard method of Her travels has undergone a change now. On some occasions Her itinerary is fixed up as long as six months beforehand.

She occupies an unique place in the spiritual life of India now, but She does not claim any such position for Herself. In fact She refuses to sit on a higher level than the humblest of Sadhus in saffron clothes.

She says, "Though this body has aged, I am really a tiny little girl, and beg you all to love and remember me as you would love your own daughter. All young people are my friends, their parents are my parents ; as such I am entitled to the affection of all."

Mataji is now 59 years old. dresses in complete white. Her black hair falls over Her shoul or is sometimes tied in a knot Her head.

She has no particular mess to give to the world, si all messages are Hers There is special truth for Her : She for wh All is Truth and Truth is All can accept one and discard another.

To Mataji comes he who is hig spiritual and also the complete believer, the old on the verge departing from this life and t young on its threshold. All diff ences and distinctions find their t worth in Mataji's understanding. aspect of life, from the utterly sur ficial to the most significant, is w out meaning to Her.

In fact Her message, "has all variety and iridiscence of life it and its elusiveness too, so that a reproduction of it can scarcely ret its peculiar consistency and flavour

Perhaps there is one unify principle underlying the diversity Her message, : Rise from the eph meral to the Everlasting.

Unity of Prophets and Saints

Baron H. P. van Tuyll van Serooskerken

(Continued from last issue.)

Brotherhood did not play its part, not because it was not preached, but because it was not accepted. In Vana Parva, Section 179, on the question, "Does not the distinction of class become futile as long as conduct does not come into play", Yudhisthira answers, "In human society it is difficult to ascertain one's caste. Whosoever conforms to the rules of pure and virtuous conduct, him have I designated a Brahmana." Also the Lord Buddha declared himself at different occasions against the caste system. More than a thousand years later there came to India a race with a living ideal of brotherhood and what they, among other things, were meant to bring was their ideal of brotherhood. Perhaps they did not bring it in the most friendly way, but oppression is always a warning from God. Great things, agreeable or disagreeable, have always deep roots. When not taken to heart, a more severe oppression or punishment may follow, even in these present times. The destiny of history is prepared by ourselves and let loose by God as a serious warning. Not before 1900 was God's word — already expressed in the Mahabharata—not to keep the caste system as rigidly as it was done before, beginning to be understood. The caste system was good, even splendid, in the age of Manu, becoming later less fitting, to become obsolete in our days. Of course Mahatma Gandhi did a great work for his native country, but it should go on and not fall back again.

The Message of these days is harmony between castes and nations, between creeds and religions.

Enemies of the past should forgive each other and join hands in building a new ideal. To forgive each other, because God Himself is always willing to forgive, brings a great blessing in life. And as for looking at the past it is always wiser to look at what should be forgiven by others to us than at what we have to forgive them.

People nowadays judge God because of what we, human beings, cruelly did to each other, not seeing that our destiny was prepared by ourselves. To obey God's Word and to listen to the prophets and saints is the greatest virtue mankind can develop and certainly the safest way for it to take. Only if man wants to listen to God's Messengers and to understand that all the saints and the prophets are a unity and have together one Voice, he will be on a safe way.

Now let me show you, how the three above mentioned saints, Shri Maharshi, Murshid Inayat Khan and Shri Anandamayi Ma bring the same Message by which they inaugurate a new age. Therefore they are more than saints, they are prophets.

On page 5 of that most inspiring booklet "Maharshi's Gospel" we find the question: "What is the highest goal?" and Shri Maharshi's answer: "Self-realization." On page 37 of the same booklet, the question: "Who then is God?" is answered with. "The Self is God. 'I am' is God." This is not the typical Yoga point of view from before the days of Krishna, which one still so often finds in India, but it is turning towards Bhakti Yoga, of which—if universally looked at—Sufism is the latest exponent. The Yogi's ideal is to reach God-realization through Self-realization and Sufism, just as Bhakti-Yoga, has as its ideal to reach Self-realization through God-realization. This also forms part of the prophetic message of this age.

The central theme of Shri Anandamayi Ma's teaching is to be found Her words: "All names are Names, all forms His Forms, all qua ties His Qualities, the nameless a the formless are also He alone."

"Ascending and descending one and the same thing, He w ascends is He who descends and acts of ascending and descending also He."

"The intense desire for God-re zation is itself the way to it."

"Without loving God, you will get anywhere. Remember this at times."

"Pray to Him that you may c tinue to remain at His feet all twenty-four hours of the day."

Compare herewith the ans Murshid Inayat Khan gave to question: "Will you explain that traveller on the path, the source the goal is the I, the soul itself and the answer was: "Not only soul itself, but even God itself."

Murshid Inayat Khan's replies three questions which were put him, also illustrate this point:

Who is the Beloved of the Su

Answer: God.

Who is the God of the Su

Answer: His very Being.

What is the ideal of the Su

Answer: Man.

Still more remarkable from point of view of the identity of

Messages of these three saints is, what we read on page 43 of the "Maharshi's Gospel" : "There is really no reincarnation at all, either now or before", while on page 28 it says : "But the individuality of the person with samskaras is not lost."

This is for a Hindu teacher a very extreme point of view to take, though it must be said that in the Bhagavad Gita the teaching about reincarnation is not as rigid as it is mostly believed to be. And does Chandogya Upanishad not say : "Truly one's fellowmen, departed once, do not get back to look at here (this world)."

Non-reincarnation has always been the belief of the Islamic and Christian religions. But what does the Sufi-teacher Murshid Inayat Khan say about it ? He says : non-reincarnation and re-incarnation are both theories, the one as good and as false as the other. This concerns only a difference of words. It is not possible to express the truth in words. Both theories, are true to a certain degree. Inayat Khan said : "The soul does not reincarnate, the soul going from here returns to God", but it is the personality which reincarnates with a new soul, coming from God" and later returning from her to God without touching the earth a second time again. "Every person is unique in his way", says Murshid, "in this lies the secret of the oneness of God." Inayat Khan explained this very often and this is to be found among other things in his two books "The Soul Whence and Wither" and "The Mind-World". It seems to me that Inayat Khan's and the Maharshi's teachings on reincarnation are exactly the same.

"Soul is the life, and the light itself is God's own being." It is the personality which comes back. Every soul is God's eternal being, dressed when on earth in an old, a reincarnating personality. The more man realizes his soul, the more he will understand that he belongs to Eternity, and that his personality on earth is his garb, lent only for this life on earth. After him or before him that same personality may have been or will be another time the garb not of another soul — for in reality there is no such thing as *a* soul — but *the* Only Soul, Who sends His rays to live on earth. Man erroneously thinks that he is *a* soul, but in their deeper self all beings are one and the same soul, the Soul. All is God and God is all. "Reincarnation is a fact, but not a truth", are words we have often heard Murshid say.

"He who has been initiated by a Guru must under his direction, try to keep his mind every minute of his life engaged in worship, Japa, meditation the perusal of sacred texts, in singing the praises of God, in Satsang (sitting in the presence of the Guru or of a saint)", are Anandamayi Ma's words. This description would perfectly well do for the Sufi training, too. Murshid Inayat Khan described the training under a Murshid as consisting of unlearning and of learning, of moral training, of meditation and prayer and of seeking the presence of the Teacher often and keeping silence with him.

Some saints give more teaching, others keep more silence. But all do both, each at its own time It all depends on conditions. The deeper side, however, of the Message is not in words, but comes to life in the silence in the Saint's presence. Light and illumination pass in this way from Master to pupil, from the Saint to his devotee. As Murshid Inayat Khan says, "The Saint's, the Murshid's, the Guru's work is to make himself the globe through which the light is directed. And it is the pupil's work to respond, to keep his mind free from all other thoughts and feelings. The force is always working, but its effect depends upon the response."

There is not one atom of difference between the Message of God given in our age by these three saints, two coming from the Yogi-line and one from the Sufi-line. And this is a ver remarkable fact.

It is very remarkable indeed ho Shri Maharishi, Hazrat Inayat Kha and Shri Anandamayi Ma all we or are giving a Message, and the sam Message, bringing all the former Messa ges together as a unity. Because t realize God is one thing, but to brin a Message of God to the masses is greater service to humanity.

The Message of God, as it comes is always old and always new. To day it becomes clearer than ever tha God expects us in the whole world t understand His one and eterna Message in the same way, based on deeper understanding of God, of lov and harmony. What a blessing would be for man to understand th and to forget all the fights and misu derstandings of the past. God always willing to forgive, man woul be blessed if he could live up practising this ideal himself.

The question which people are so ap to ask, "Who is the greatest of thes three saints ?" is altogether a wron question. The Message of God is Hi Message, and to know that is enoug for us, is for us, all there is to it Saints and prophets are one in the service of God. These three saint with a Universal Message, comin from different spiritual tradition different aspects of the past, are one and make one. Blessed is India where they were born and which so to say, has given them to the world. It is only in India where this seems possible these days.

Please, reader, forgive me if you think that I am going too far or saying too much. What I say is not only from inspiration, it is for a greater part based on deduction also, and that, in my opinion, makes it all the stronger. However, be it imagination — to me it is a striking and very attractive imagination. I believe in it and that makes me happy, makes me enjoy a perhaps more or less imaginary, but a deeper harmony than ordinarily is to be found in the world.

Thank you for your patience in reading this article.

The Message of the Bhagavata

By

Dr. S. K. MAITRA, Banaras Hindu University

I am deeply grateful to the inmates of Mata Anandamayi Asrama for the honour they have done me in asking me to contribute an article to their journal, as it gives me an opportunity of paying my humble tribute to Mata Anandamayi. In Her we feel that the lamp of our great spiritual culture is still burning as brightly as before. May it be our fortune to receive spiritual illumination from Her for years and years to come.

The subject which I have chosen for this article is in consonance with the spirit of Mata Anandamayi's teachings, for who can deny that Mataji represents in Her own person the purest form of the Bhakti Dharma taught in the Bhagavata. "The message of the Bhagavata", therefore, to my mind is the fittest subject that can be chosen for an article written for a magazine devoted to the lila and teaching of Mata Anandamayi.

The tremendous popularity of the Bhagavata

The first thing that strikes one in connection with the Bhagavata is its tremendous popularity. This is due mainly to the fact that it records the *lilas* and teachings of Lord Krṣṇ and nothing captures the peopl mind in our country so much as thes When to this are added the numerou parables and stories by which Hi teachings are illustrated, one ca easily understand why this boo makes such a tremendous appeal t the popular mind. But apart fro these, the very nature of its teachin makes it extremely popular with th masses. It is essentially a huma book, dealing with human problem man's joys and sorrows, his hop and aspirations, his trials and trib lations. Not that it has no phil sophy and is only a popular stor book. On the contrary, it is a highl philosophical work, but its philo sophy is stated in such a manne that the common man can under stand it. It is a philosoph which gives hope to the afflicte courage to the fallen, consolation t the sinner and peace to the tormente and to crown all, is its wonderf catholicity. It makes no distinctio between man and man on the grou of caste, creed, sex or colour.

Comparison with the Gita

In this respect it can be compar

with the Gita. The Gita also is noted for its wonderful catholicity. Lord Krṣṇa's famous words (Gita, 9.32), "Those who take shelter in Me, even if they are born of the womb of sin, or are women, Vaiṣyas or Sudras, all tread the highest path" set its tone. It also knows no distinction of caste, colour, creed or sex. But it moves altogether on a higher plane. Its theme is a devastating dynastic war in which millions of men are ranged on both sides. Its instruction is meant for a prince of the bluest of blue blood, a scion of the famous lunar dynasty, and is couched in the sublimest language. The Bhagavata's themes are more homely, such as that of a woman, badly tossed on the shore of life, pouring out her grief-stricken heart to Lord Krṣṇa on the eve of His departure from this earth after finishing His task, or that of a haughty and irate Brahmana desperately seeking His help when a curse which he had unjustly uttered against a devout Vaiṣnava returns upon him with a thousandfold intensity, or that of a sinner who escapes the jaws of death by accidentally uttering the name of Narayana. Its language, in consequence, is softer, more graceful, better fitted for the description of the joys and sorrows of the common man. But it rises also to sublime heights when the occasion demands it, as in the final instruction given by Sukadeva to Parikṣit just before he meets with his doom or the parting advice of Lord Krṣṇa to Uddhava.

In spite of these differences, the Bhagavata is true to the spirit of the Gita. If I were to describe in one sentence its position *vis-a-vis* the latter, I would say that if the Gita represents the glory of our Arya Dharma, the Bhagavata represents its grandeur. The Gita represents the quintessence of the philosophy of the Upaniṣads. I cannot resist the temptation of quoting here the well-known couplet in which its relation to the Upaniṣads is very pithily described.

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

("The Upaniṣads are the cows, the milkman is Krṣṇa, the calf is Partha, the enjoyers are the wise men, and the milk is the great nectar, called the Gita").

We may similarly say that the Gita is the cow and the milk is the Bhagavata, with this difference that there is here not one calf but a number of calves, and the enjoyers are not merely the wise men, but also the common men. It contains the essence of the Gita's teaching, but presents it in a form in which it is more easily intelligible to the masses. Its theme as we have already said, lacks the sublimity of that of the Gita, and although its Hero is the same as that of the Gita, He assumes here a different role. He does not tune His message to that high key which he is obliged to do in the Gita, for He has not to convince a Kṣatriya prince of the famous lunar line, too conscious of his high birth and too full of egoism, but has for His listeners men already bent low with humility and only too eager to follow all instruction given to them.

The Hero of the Bhagavata is fully conscious of what He has said in an earlier work, and makes repeated references to it. He is fully aware of what he has taught the great Paṇḍava prince in an earlier age, and has no desire to recant any of His teachings. And yet if there is a difference, it is due to the reason we have already mentioned, namely, to its attuning its message to the needs of the common people. The Bhagavata has particularly emphasized two points in the Gita's teaching. The first is its conception of *Purusottama* as the Lord to whom men can go with their offerings of love and service. Here the Bhagavata has further concretized it, as we shall see, and made it its own conception of God. The second is the Gita's affirmation of the reality of the world and the value of human life. The principle of yoga, which is central principle of the Gita, altho it is retained in the Bhagavata, loses its original meaning of uni with God, and signifies only a mea by which *sreyas* can be obtained (Bh. xi. 20.6, where Lord Kṛṣṇa sa "I have created the three yogas f the sake of the welfare of men". (T word yoga is also used in the Bha vata in the sense of a special disc line of the mind, almost in the se in which Patanjali uses the term. xi. 20. 32-33. where Lord Kṛṣṇa s "whatever can be obtained by *kar* by *tapas*, by *jnana* and *vijnana*, charity, by yoga and other ways attaining *sreyas*, can all be obtai with the help of Bhaktiyoga by devotees, "the word *yoga* in the t places where it occurs means resp tively, a special mental discipline a a means for obtaining *sreyas*. T Bhagavata accepts the Gita's princip of non-attachment, but makes it cl (as indeed the Gita also does) th it applies only to worldly objects, a that so far as God is concerned it attachment and not non-attachme which is to be sought. But its m important departure from the attit of the Gita concerns the three pa of *Jnana*, *Karma* and *Bhakti*. T Gita, as we have pointed out, lo upon all these as of equal value a as equally open to all. The Bha vata's attitude is somewhat different. It makes a fine psychological study of different types of men, to which we shall presently refer, and comes to the conclusion that the different paths are meant for people with different temperaments. It also has viewed these different paths from the standpoint of the needs of the different ages, and has stated that for the present age (Kaliyuga), the path of Bhakti is what is needed most. To this we shall come presently. But what we want to point out here is that it nowhere shows disrespect for any of these three paths and nowhere advocates adherence to any path, to the exclusion of the others.

From the Stratosphere to Mother Earth

The Upaniṣads, the Gita and the Bhagavata represent, in fact, three successive layers, in descending order, in the descent from the stratosphere of transcendental philosophy to the humanism of Mother Earth. The Gita is a descent from the lofty peaks of the speculations of the Upaniṣads to a level where the results of these speculations are brought close to the problems of our everyday life. But a further descent is needed before they can be made to touch the ground. This is done in the Bhagavata. The Bhagavata, therefore, can boast, like Socrates, of having brought philosophy down from heaven to dwell on earth. Its standpoint is more humanistic, more democratic and more catholic than even that of the Gita. One sign of this is its greater sympathy for human beings and the world in which they live, and greater appreciation of their value.

The famous statement in the Kathopaniṣad, "atra Brahma samaṣnute," ("here Brahman can be enjoyed") the Bhagavata has made its own. For it our present world and human life have great significance. In the whole realm of philosophical literature it is in fact hard to find greater stress laid upon the reality of earthly life and the value of the human body than is done in the Bhagavata. Take, for instance, the following verse (xi.20.17):

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं
प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम ।
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं
पुमान् भवाब्धि न तरेत् स आत्महा ॥

("Having obtained the human body so easily, which is really difficult to obtain, a bark which is very serviceable, navigated by the Guru and driven by Myself as a favourable wind, if a man does not succeed in crossing the stream of *Samsara*, then he must be pronounced to be a slayer of himself."

Can there be a stronger affirmation than this of the value of the human body ? So also it is emphatically declared that it is only in human life and in this world that we can realize the Supreme Reality :

"अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः ।
ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया ॥
स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा ।
साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम् ॥"

Bh. xi. 20. 11-12

("Remaining in this world, fixed in his own Dharma, free from sin and pure in heart, a man attains to pure knowledge, and if luck favours him, Bhakti in me. Even the dwellers in heaven wish for this world, as well as dwellers in hell, for it is favourable for the attainment of salvation with the help of *Jnana* and *Bhakti*, whereas the other two worlds are not.")

The Bhagavata's attitude towards the three paths

We have already pointed out that the Bhagavata's attitude towards the three paths—*Jnana, Karma* and *Bhakti*—is somewhat different from that of the Gita. The Gita treats these as absolutely equal in value and as open to everybody. The Bhagavata's approach to them is somewhat different. Its approach, in the first place, is psychological. It shows that it is not true today that all these three paths are equally open to all. There are differences in temperaments of different peo due to the difference in their attit towards action, which determine choice of these paths. The Bha vata, therefore, gives a classificat of men based on this *fundamen divisionis* and indicates what path suitable for what type of man. thus classifies men as Jung does, its classification is more scientific less open to challenge than that Jung, who divided men into ex verts and introverts, according whether their minds are direc outwards or inwards. Jung's cla fication has been challenged on ground that no man's mind is pur directed outwards or purely direc inwards, in other words, that eve one is both an extrovert and int vert. The Bhagavata's classificati on the other hand, on the basi men's divers attitudes towards act cannot be thus challenged. The B gavata's classification is as follows:

"निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु ।
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ।
यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान् ।
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ।

(Bh. xi. 20.

("For those who have obta *nirveda* (freedom from desire for fruits of action) and who have nounced all action, *jnana-yoga* is path indicated, and for those who have not obtained *nirveda* and have still desire for the fruits of action, *karma-yoga* is the path to be followed, while those who fortunately have faith in My legends and are also not over-fond of actions, *bhakti-yoga* will lead to success").

As these verses state, there are three types of men, according to the Bhagavata. *Jnana-yoga*, *Karma-yoga* and *Bhakti-yoga* are respectively prescribed for them. It cannot be said that these types overlap one another, for they clearly are distinct.

The Bhagavata has also viewed these different paths from the stand-point of the needs of the different epochs (yugas). It gives its views in the following verse :

"कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः ।
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् ॥
(xii 3 52).

"What is obtained in the *satyayuga* by meditating on Visnu is obtained in the *tretayuga* by means of the performance of *yajna*, in the *dvaparayuga* by means of service, and in the *kaliyuga* by means of singing the praises of Hari.

Combining the psychological with the epochal view, we come to the conclusion that for the Bhagavata the path of *Bhakti* is the best for the *kaliyuga*. But even in this *yuga*, there are people with different temperaments and for them other paths are indicated Thus if a man is by nature one who is indifferent to the fruits of action, then for him the path of knowledge is indicated. Similarly, for the man who has a predilection for action, the path of *karma* is indicated. But even for those who are temperamentally fitted for the path of knowledge, it will be an advantage if after *Nirveda* is obtained through knowledge, the path of *bhakti* is followed. This is, for instance, what is indicated in the following verse.

"एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था
मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः ।
संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण—
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम् ।"
(Bh. xi 13. 33.)

("Judging in this way that the three states of consciousness, namely, waking, dreaming and deep sleep have been created by My maya, cut all doubts with the sharp sword of knowledge sharpened by inference and the evidence of *Sruti* and *Smriti*, and worship Me Who am seated in the heart").

In a similar strain speaks also
xi. 19.5.

"तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ।
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥"

("Therefore, Uddhava, by knowing Me along with the other *tattvas*, with the help of *jnana* and *vijnana*, worship Me charged with *bhakti*").

But the Bhagavata's view is not rigid, as is that of the *Bhakti Sutras* which do not think it possible that devotion can give rise to knowledge **). The Bhagavata, like the Gita has no hesitation in admitting that devotion can also produce knowledge. This we see clearly in Bh. 1.2.12, which states : "वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्" ॥ ("If Lord Vasudeva is approached through Bhaktiyoga, then renunciation arises quickly, and also knowledge which is not motivated by any desire for objects").

In a similar strain also speaks Bh. 4.29.37. The Bhagavata, therefore is true to the Gita's view of the reciprocal relationship of *jnana*, *karma* and *bhakti*.

(To be continued).

---

* * See Sandilya Sutra 13 ("दृष्टत्वाच्च") and 2 x 15 ("भक्त्या जानातीति चेन्नाभिज्ञ साहाय्यम्")

DIARY LEAVES

by

ATMANANDA

(5)

During Mataji's sojourn in Solan in May and June of this year a great variety of questions were discussed. The following are notes from Solan. They are expected to be continued in the next issue.

On the Importance of Right Education

Again and again one can hear Mataji point out that most of the difficulties people experience throughout their lives and much of the chaos in the world today are due to lack of right education. If the first of the four Ashramas, namely the *Brahmacharya Ashrama* is observed as it should be, man can face life without the fear of being crushed by adversity, for the sublime purpose of human existence will have been firmly fixed in his mind. If the growing child, the adolescent thoroughly understands that man's true vocation is to find himself, if he realizes that all knowledge is only a preparation for *Brahmavidya,* the Knowledge of Reality ; if at the same time he is taught how to control body and mind by living the simple, frugal and disciplined life of a *Brahmachari,* so that all his energies may be available for the Quest that alone is worthy of man, he will have learnt the art of living. Whether he chooses the shortcut, and renouncing all worldly attachment straight away takes *Sannyasa* or whether he first passes through the stages of the householder (*Grihastha*) and of the anchorite (*Vanaprastha*),—the path to Self-realization and Immortality is open to him.

Just as we are bound to inhale the air about us, we constantly absorb the subtle influences from our surroundings. No man can remain entirely unaffected by the contacts he makes. A child is far more sensitive than an adult. It is therefore important that the young should be in the company of men and women who have dedicated their lives to the Supreme Quest, that their pliable minds should be moulded by books of wisdom rather than by cinemas and light novels. A boy or a girl who has once deeply felt the necessity of aspiring after Truth and Enlightenment, who has been made to feel how treacherous and comparatively unimportant are wealth, name, fame, brilliant career, etc., will come back to the ideals that in youth have been engrained, even though he or she should deviate from them for a time.

* * *

On Truthfulness

During one of Mataji's Questions and Answers Meetings a young boy asked : "If one speaks the truth one cannot get on in the world ; if one tells lies one cannot find God. So what is one to do ?"

"Always try to speak the truth and see what happens," replied Mataji. "Will you listen to a story ?

"A notorious thief sought the company of a Sadhu. At first the holy man took no notice of him, but when the thief came day after day, begging to be given instruction as well as initiation, the sadhu finally responded. 'First of all,' he said, 'you must give up stealing and telling lies. When you have succeeded in this for some days, you may come again.' The thief fell at his feet and went home. After several days he returned looking thin and miserable. 'Well', asked the Sadhu, 'how have you been faring ?' 'Maharaj,' said the thief, 'I have faithfully obeyed your orders, but I can't go on like this much longer. My whole family is starving. I am well known as a thief and no one will give me work. If I don't steal, how are we to keep alive ?' 'Very well,' said the Sadhu, 'you may steal ag but under no circumstances tell lies, keep strictly to the truth !' The of the thief lightened. He promi to abide by his Guru's instructions.

'After so much fasting.' he thoug 'we need a spell of feasting.' So decided to break into the treasury the royal palace. As fate would ha it the King could not sleep that nig Hearing a strange noise, he put on t old clothes of a servant and wa downstairs. When he found that burglar was busy removing valuab he pretented to be a thief himself a said : 'Look here, brother, I am your trade, only I am a beginr Couldn't I help you and in return y might let me have a small share the booty.' 'Not a bad idea,' agre the old thief, 'breaking these hea locks has been a tough job and it w soon be dawn. If you see wheth the night-watch is coming this si and give me a sign in good time will let you have one fourth of wh I get.' 'That's settled', assented t King, 'but let me have your na and address.' Mindful of his Gur bidding, the thief gave the corr information. With the help of t disguised King he succeeded in saf removing his loot, leaving one four for his accomplice. In the morn there was great commotion in t palace. The theft was reported the King. Investigations were carried on, but no trace could be found of the culprit. The King did not disclose his secret, but when the case was to be discussed in his darbar, he sent for the thief. 'Do you know anything about the theft ?' the King asked straight out. 'I do,' replied the thief. 'Let us have all the details,' commanded the Monarch. The thief related with great precision what had happened. The King could hardly believe his ears. 'How can one who is so completely truthful become guilty of stealing ?' he exclaimed. The thief explained that he was acting in obedience to his Guru's orders and that it was only to save himself and his family from dire poverty that he was obliged to continue to thieve. 'How much a month do you require for the upkeep of your family ?' asked the King. The man stated a modest sum. 'You won't have to steal any longer,' said the King, 'I shall provide for all of you for the rest of your lives'.

"You see," commented Mataji, "by being strictly truthful the thief was enabled to lead an honest life. It is very important to speak the truth. God is Truth. By being truthful one draws nearer to Him. The other lesson this story illustrates is that carrying out the Guru's orders to the letter without using one's own judgement not only leads to the Highest Good, but also brings about the solution of one's daily problems."

* * *

On Purity

A foreigner who was feeling rather bewildered at the very great difference between the Hindu conception of purity and that of the West, begged an explanation from Mataji.

The following is the gist of what Mataji said : "Purity is an attitude of mind. Some people think if everything is spotlessly clean, looks clean, it is also pure. But take for instance germs. A place may look perfectly clean and yet be full of germs. Germs although invisible to the naked eye, cause illnesses. Qualities cannot be seen, yet it is a man's qualities that make him pure or impure. I was told of a mother who had a violent quarrel with someone, which deeply upset her. The quarrel occurred just before her baby's feeding time. The child drank his mother's milk and died on the spot. The doctor who was consulted declared that by her excessive anger the woman's whole system had been affected, so that her milk became poisonous.

"Whatever a man touches takes on some of his characteristics. The ancient Rishis devised the caste system, in order that each of the four castes might develop certain special qualities and capacities. The members of the different castes were therefore required to observe strict rules when mixing with anyone belonging to another. A thing is called pure when it is without mixture, without alloy, entirely true to itself; when mixed with another substance it is said to be impure. Suppose someone brings you water from the tap in a perfectly clean vessel. Although the water is itself clean, it carries something of the quality of the person who fetched it. *Brahmanas* were asked not to drink water touched by anyone belonging to another caste. A *Brahmana's* duty is to seek *Brahmavidya*, the Knowledge of the Absolute. For this reason he should not mix with those who are engaged in other pursuits. This is how the question of touchability arose.

"Now concerning service: If you serve human beings or animals as such, it is not pure service. But if you serve them with the thought that there is only the ONE, that by serving whomsoever, you are serving God in that particular guise, then and then only can it become real service. Since nothing exists really but the Supreme Being, one should serve THAT alone. Purity means Truth, that which Is. Essentially whatever aids towards the realization of Truth may be called pure and whatever is apt to retard it, impure."

A very learned professor who h travelled widely in India and Europ remarked: "The Ganges is said be pure, but on visiting Banaras find the drains emptying themselv into the river, and a few yards awa someone drinking the water; I a disgusted. I can't bathe in th Ganges, it makes me feel sick."

Mataji: The very nature of th Ganges is to purify. Whatever immersed in the Ganges becomes ab sorbed by its purity, just as fire pur fies. No matter what you throw in it, it will be burnt to ashes. Yo think tap-water is cleaner th Ganges-water, but tap-water at Ban ras also comes from the Ganges. I is a matter of point of view. Fro your angle of vision you are righ Yet fundamentally purity and imp rity are of the mind. There is onl one Atma. Filth and sandalpas are both the ONE, there is neith purity nor impurity. The pure foo you eat today will by to-morrow hav turned into excrement, into filt Nevertheless some creatures feed it. A dead body which is putr floats on the Ganges. Vultures swo down and eat of its flesh. It is th vulture's natural food, the bird thriv on it. Life is one. What is dirt one creature, may be sustenance another. We must reach the sta where we know the ONE alone ar everything as His forms. There is only One-Brahman-without-a-second.

* * *

On Suffering

A lady from a distant country came last summer to see Mataji in Almora. One of the questions she asked was, since illnesses are the results of our actions in this or in former lives, was it advisable to consult doctors and take medicines. Rather was it not more appropriate to bear whatever came to us without interfering with its natural course ? Mataji replied that it was right to do everything in our power to keep our bodies fit and healthy, for an ailing person could hardly expect to engage in sadhana. All the same it was certainly necessary to learn how to endure pain, since suffering cannot always be avoided. In such cases we should accept it as one of the ways in which He manifests Himself.

Several months later the same lady badly fractured her ankle. This happened in the mountains, miles away from a doctor. To make things worse, heavy rain set in and she had to wait for three days till ~~she~~ could be carried down in a dandy. The pain was acute. The lady kept awake all night, but remembering what Mataji had told her, she concentrated on Divine Love in the form of the Christ and of Mataji. To her own amazement she forgot all about her pain and felt well and refreshed the next morning. She remained in a state of bliss throughout those three days. She later declared that she would not have missed this experience for anything in the world. Was this what Mataji meant, when She said we had to learn to endure suffering when it came ?

Since then whenever she felt any pain the lady tried to concentrate in a similar manner, but she was never able to get again into that elevated state of mind. On meeting Mataji this year she wanted the cause of her failure explained. "Your pain was not severe enough," said Mataji with a smile.

* * *

On Prayer

Question : Can *Prarabdha** be annulled by prayer ?

Mataji : No. To annul Prarabdha is most difficult, some say impossible. According to one doctrine it cannot even be blotted out by liberation (*Jivanmukti.*) But since where liberation is there can be no individual, where does *Prarabdha* come in ? This body says, if by the flame of liberation everything is consumed, why not *Prarabdha* as well ? *Prarabdha* is like the revolutions of an electric fan after the switch has been turned off. When the connection is cut off the movement is bound to cease after a little while. But for one who is liberated not even this kind of movement exists, for who is to experience the *Prarabdha ?* For the liberated there is no body—although *you* may see a body.

---

* *Prarabda Karma* is that portion of one's past actions which is bound to fructify in this life and cannot be averted.

Question : Is prayer effective ?

Mataji : Yes. Prayer invariably has a result, not necessarily the result you pray for, but since prayer connects you with God, it is always beneficial. Suppose you pray for the recovery of your sick child and the child dies. Your prayer has not been granted, yet it will help your child in some way. You do not know what is for your real good. Suppose you pray for employment and secure it, but get ill ; or for money, but a dacoit waylays and kills you for the sake of it. God alone knows your real need. At times, just as a child is given a biscuit to make it stop crying, you may not get what you desire, but something else.

Question : Why should one pray to God at all ? He in any case does all that is necessary.

Mataji : Yes, this also is true on one level. But prayer is good, for to pray means turning one's thoughts to God.

There are various kinds of prayer. At first man prays for material things like wealth, health, family, position etc. On that level, if he did not pray for these and similar boons, he would not remember God at all. To be reminded of Him, no matter from what motive, is beneficial.

Then there is a stage, especially in the line of *Bhakti* when prayer spontaneously flows from one's heart. One yearns and pines for God and cannot help praying : "I cannot bear to be without Thee Reveal Thyself! When wilt Thou bless me with Thy vision ?" It is like a fever that cannot be allayed by anything but union with Him. The first type of prayer is of the ego ; the second is still of the ego, but of an ego that is about to disintegrate : when its prayer has been fulfilled, there will be no other prayer.

There is another state when one prays : "Do what Thou wilt with me. I am a tool in Thy hand, only vouchsave me the strength to endure whatever Thou mayst require of me."

There is a further state when one does not pray at all. One feels "God does all that is necessary, s for what am I to pray ?" Then i the firm belief that He provides f all the needs of His creatures, o becomes free from worry and remai absorbed in deep meditation.

MATRI LILA

(May-July 1955.)

During the last 15 months it has happened three times that Mataji remained in one place for two or two and a half months: in Almora in summer 1954, in Vrindaban from February to April and in Solan from April 24th to July 11th, 1955. Does this mark the beginning of a new phase with less vigorous travelling? We wonder.…

Solan is a place which has played a comparatively prominent part in Mataji's Lila. Leaving Bengal in 1932 She first stayed in Raipur (Dehradun) with Bholanath and Bhaiji. The very next place outside of Bengal that She chose for Her abode in spring 1934 was a cave at Salogra, about 5 miles from Solan, just below the car-road to Simla. She Herself gave us an amusing description of how She sat in the one dry spot in a cave not big enough to lie down in, with rain-water streaming down all round Her, while Bhaiji was occupying the outer chamber, equally wet, if slightly more spacious, when suddenly the Raja of Solan with a companion turned up in a car. This was the Raja's first Darshan of Mataji. He was amazed to find Her perfectly happy and unconcerned in such surroundings. The cave has since been repaired and made waterproof, a temple built near it and a proper path leading to it. Mataji says it has been changed out of recognition.

The Raja tried to persuade Mataji to move to Solan, but She smilingly declared She was all right wherever She was. Several days later however She did visit Solan. Quite a famous old Sadhu was then residing there, named Shogibaba, who was reputed for scolding, abusing and even threatening to beat people who ventured to approach him. Although if in spite of these provocations they persisted, he became friendly. When Mataji expressed a wish to call on the strange Mahatma, both Bhaiji and the Raja felt rather apprehensive. But Mataji will have Her way. However, to everyone's surprise the Sadhu welcomed Mataji with the utmost joy and reverence, in fact he seemed all courtesy and sweetness. Mataji greeted him, saying: "Pitaji, your child has come," upon which He at once offered Her a special carpet to sit on and began a most amiable conversation with the words : "I hold you in great love and respect."

The Raja and the late Rani of Solan, profoundly impressed by Mataji, became Her sincere devotees. Mataji has visited Solan many times. In summer 1946 for instance She spent over a month and a half there, including Guru Purnima. The Durga Club was then put at Her disposal. During the morning Satsang Sri Haribabaji Maharaj used to read from the lives of saints. One day he announced that he would next take up Bhaji's "Matri Darshan". To read out and discuss the story of someone's life in his presence was quite unheard of. Mataji did not come. Sri Haribabaji waited for a long time, everyone sitting in silence and suspense. Finally he sent a messenger humbly soliciting Mataji's presence. She first declined, but suddenly rose with a start. "What is the difference whether the story of this body is read out or anyone else's ? I am coming !" Sri Haribabaji would interrupt his reading by innumerable questions. Keeping reserved to begin with, Mataji gradually responded more and more freely. Spell-bound we listened to Her inspiring narrations of incidents from Her early life, especially to Her truly breathtaking descriptions of the various Sadhanas that manifested through Her body. Those mornings will ever remain unforgettable.

Again in summer 1952 at Solan, when Sri Krishnanandaji Avadhuta put questions, Mataji favoured us with many fascinating reminiscences from Her life She had never disclosed before.

Mataji at Solan

But never even at Solan, i seems to us, has Mataji been s communicative as this summer. No only did She delight all by frequentl leading the Kirtan and by relatin incidents from the past, but Sh also gave an extraordinary amoun of teaching on a vast variety subjects. Often She would reply t questions mornings, afternoons an evenings. People from all over Indi as well as Westerners from man walks of life voiced their problem which gave rise to really enlighte ing and sometimes very detail discourses by Mataji. *

---

* See p. 100 & p. 147.

During *Durga Puja* in October 1946, Mataji for the first time occupied the charming and comfortable Ashram which the Raja and the late Rani had built for Her just below their palace, facing a large unused tennis-court. The broad verandas on two sides of the Ashram provide a very suitable site for Satsang.

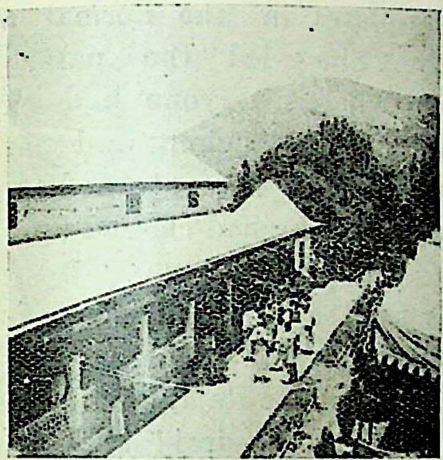

The Ashram

The elevation at the Eastend of the tennis-court put up for the image of Durga in 1946, had been kept enclosed and protected ever since. Mataji's couch was placed on it during the recent birthday celebrations and a waterproof tinshed built round it which was beautifully draped and decorated. Between it and the paved path in front of the Ashram was a large pandal.

The length of the period of the celebrations varies from year to year subject to astronomical calculations. This time it was barely one week, May 4th-11th. Untimely rains set in on May 3rd, continuing unabated and culminating in a violent thunderstorm on the night of the final puja. The pandal could not stay the torrential rain, the carpets got soaked and submerged in a muddy puddle. These outer disturbances only heightened the spirit of pervading joy and harmony. Perhaps we were to have an object lesson of the irrelevance of the inclemencies of the weather. During the long night-watch in spite of the cold wind and rain many remained in the less flooded areas of the pandal, families huddled together with remarkable patience in the face of considerable discomfort, others watching from the fort, others watching from the Ashram veranda. After the Puja

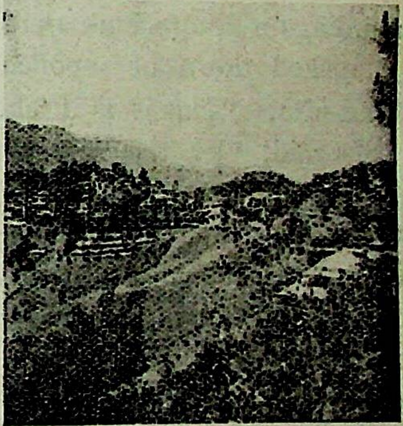

View of Solan from the Ashram

Mataji was carried to Her room on a chair. Utterly still, She seemed transfigured with the shining radiance of a celestial being. People stood silent as if stunned with awe by such beauty.

A Punjabi lady who was sitting in the pandal suddenly had a clear vision of Mataji sitting on a lion as the Universal Mother (*Jagaddhatri*). She fell unconscious and had to be carried to the veranda of the Ashram.

Mataji afterwards praised the Raja's staff who were putting up again and again decorations that had been knocked down or spoiled by wind and rain. "This is as it should be," She said, "let the rain do its work, you do yours. After all no serious damage was done. Suppose the lights had gone out or the pandal had been blown away! The only trouble was that you had no place where you could sit comfortably."

Mataji related to us how, many years ago at Dacca, a severe rainstorm during Her birthday celebrations induced people to pray to Her to stop the bad weather, instead of which Mataji, followed by many, ran out into the rain, merrily singing Kirtan. She splashed rainwater with both hands on the few who preferred to remain under shelter to protect their clothes. So they had no alternative but to join the others. Later She asked everyone to receive Prasad by holding out a piece of their dhoties, since the ground was flooded and food could not be served on leaf-plates in the normal way. Finally She led the party to a tank where everyone had a good swim and when laughing and shrieking with delight they returned to the Ashram, the sky had cleared up.

* * *

As usual a great number of visitors arrived from far and near. The hospitality of the Raja, (whom Mataji has named "Yogiraj" and "Yogibhai"), and of his people was outstanding and we wish to express our deep appreciation for the trouble they took to secure our comforts. Everyone felt at home at Solan.

Last year's birthday celebrations were described at length. * The observances during the week were more or less similar this time. Perpetual Japa was kept up besides Satsang and Kirtan. Over and above the *Ramayana* and the *Durga Sapta Shati* were being chanted for several hours daily in different parts of the Ashram. On the 6th of May there was *Nama Kirtan* for 24 hours. On the 9th of May 108 *Kumaris* (small girls aged between 6 and 10) were given a feast. As they sat down in rows on the Ashram veranda Mataji appeared and took Her seat with them. Pink silk scarves were distributed among the children and Mataji also put on a similar one. She was served food along with the Kumaris on leaf-plates and fed a little of it. Later She got up and approached a tiny girl. Mataji opened Her mouth and the little kid, without any hesitation, with her left hand took a morsel from her own leaf-plate and put it into Mataji's mouth. All present took immense delight in Mataji's playful childlike mood.

---

* See Ananda Varta, Vol. II. 2, pp. 154 & 171.

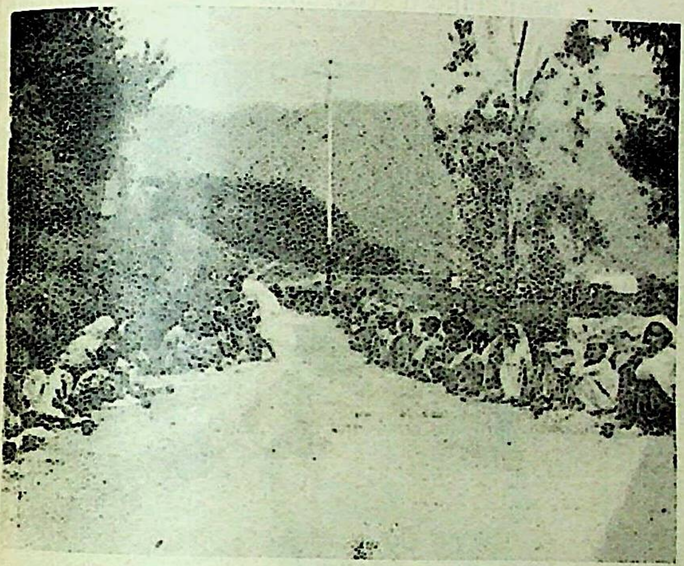

Daridra Narayana Bhojan

Another day when the *Daridra Narayana* (the Lord in the guise of the poor) were invited for a meal, two hillmen turned up with a dog. Mataji remarked, referring to the dog: "It is difficult for people to know which Mahatma has come in what guise to partake of the feast." Thereupon the two men with the dog feeding between them were entertained along with the others.

On June 30th *Samyam Vrata* was observed. Many decided to continue the practice in their own homes on the first Thursday of every month.

On July 5th Guru Purnima was celebrated in a most beautiful, quiet and dignified manner. Right through the morning Puja Mataji sat straight

".. ...which Mahatma has come in what guise......"

and still, with Her eyes shut, as if absorbed in deep Samadhi. In the afternoon She sang Kirtan for a whole hour. We all felt specially blessed that day.

The Governor of Himachal Pradesh and other officials as well as Rajas and Ranis from neighbouring states came to pay their respects to Mataji. In connection with the visit of Sri Upadhyaya, Pandit Jawaharlal Nehru's private secretary, who came from Simla, Mataji related how the late Kamala Nehru, wife of Pandit Jawaharlal had Mataji's Darshan at Dehradun and Mussoori. Mataji was then known only to a few in the U. P. No Ashram had been built for Her except the one at Dacca. When Mataji stayed at Ananda Chowk (Dehradun) in 1935 or so, Mrs. Nehru would arrive after night-fall and leave before dawn, so as to remain unrecognized. She had very deep meditation in Mataji's presence, her body becoming stiff. Sri Upadhyaya would sit and prevent the ants from crawling up on her. She loved and admired Mataji so much that she once said, if Mataji permitted, she would some day give up her political work with Gandhiji and remain with Mataji.

Mataji and Moti

* * *

In the beginning of Mataji's stay at Solan Her foot that had been injured at Vrindaban still needed rest, but after a few weeks She resumed Her usual evening strolls up and down the paved path in front of the Ashram.

During that hour She would as a rule distribute sweets or fruits received during the day. One day a dog came, insisting on getting into Her way in spite of all attempts to chase it away. Mataji said, "Give him some sweets." The next day 'Moti' came again. Mataji gave him a double share of *Rasagulas*. Since then Moti turned up regularly to the last day of Her stay. Mataji was quite evidently lavishing Her grace on the animal. Someone asked, "Ma, *who* is Moti really ?" "Perhaps it is Toma who has returned. Toma was a dog Bholanath kept at Bajitpur when this body was engaged in the play of Sadhana." *

On July 11th, to everyone's sincere regret, the wonderful days at Solan came to an end. On the 12th morning Mataji arrived at the Kishenpur Ashram. Her stay there was interrupted by a trip to Hardwar from 18th—20th July. On the 25th evening She proceeded to Delhi en route to Vrindaban where She alighted on the 29th in time for *Jhulan Ekadashi*

* * *

In Kishenpur there is a large orchard called '*Kalyanvan*' belonging to the Ashram. There two mangoes of a peculiar oblong shape and peculiar colouring, a mixture of pink and yellow, as if made of clay were brought to Mataji's notice. She narrated the following : In Her childhood the villagers used to perform Puja on the 1st of Vaisakh (the Bengali New Year), offering mangoes. Mataji asked Her mother why no such Puja was observed in their home. "We have neither mango-trees nor mangoes," replied Didima. She also forbade her little daughter to pick fruits from other people's trees or cause them to fall down by throwing up stones. When Mataji went to bath in the village tank that morning She saw a lovely ripe mango high up on top of a tree. "If this mango fell down we could offer it at Puja." No sooner had this Kheyal† come to Her than the mango dropped down. Mataji picked it up and brought it to Her mother, who at once enquired how it had been procured. Being satisfied with Mataji's explanation, she offered the fruit at Puja. It was of the same peculiar variety as the two mangoes at *Kalyanvan* described above. Mataji remarked that in all Her life She had come across this type of mango only on one other occasion, also in Her childhood.

---

* We hope to pubish 'Moti-Toma's story in detail in the next issue of 'Ananda Varta'.

† FREE WILL (Divine) expressing Itself spontaneously.

One afternoon Didima meant to give mangoes to her children, but to her disappointment there were none in her store. When a little later Mataji went out to collect some plants that are used as a vegetable She discovered a mango of that same extraordinary variety lying among the plants, although no mango-tree was anywhere near. Didima was glad to divide the fruit among her children. It was of a delicious flavour as if it were heavenly fruit. Didima therefore wanted to plant its stone, but it could not be found anywhere.

At Dehradun Mataji once said : 'At Bajitpur, when this body was playing the play of Sadhana, a Gopal used to move about with me. Who can tell whether it was not the same Gopal who is now in the Banaras Ashram ?" *

Is it not remarkable that within a few days Mataji should have mentioned three things from Her early *Lila* that have appeared again : the dog, the mysterious variety of mangoes and Gopal. We can only record the facts — Mataji knows their significance.

For the last several years Mataji used to spend *Jhulan* and *Janmastami* at Banaras. Again and again bhaktas at Vrindaban clamoured for Her Presence there during those festivals. At last their wish has been fulfilled.

---

* See Ananda Varta Vol. II, 3, pp. 226 & 283.

Shri Shri Ma's 60th Jayanti Celebrations

We have the pleasure to communicate to our readers the happy news that the Shree Shree Anandamayee Sangha hope to celebrate Mataji's 60th Jayanti in a very special manner.

The celebration will last for 26 days, i. e. from May 2nd to May 27th, 1956, and it is proposed to draw up an elaborate programme appropriate to the occasion. Full details will appear in subsequent issues of 'Ananda Varta'.

Separate circulars and appeals have already been sent to readers and bhaktas. We take this opportunity to invite suggestions from all in order to make the function unique and worthy of the occasion.

Let us all offer our sincere prayers at Mataji's holy feet that in Her infinite Mercy She may preserve Her body in perfect health and continue to grant Her Grace to all.

Notes and Comments

Starting with this issue, the account of Mataji's movements during the last three months and incidents connected with Her which had hitherto been published in 'Notes and Comments' will appear under the title '*Matri Lila*'.

* * *

At the urgent request of bhaktas in Calcutta and Bengal in general, *Durga Puja* will be celebrated in Calcutta from October 22nd. It is hoped that Sri Sri Ma will grace the function with Her Presence. Invitations will be sent to bhaktas and readers.

* * *

The next *Samyam Mahavrata* will be held in Delhi in the second half of November. Separate notices stating the exact date and place as well as other details will be sent out as soon as possible.

* * *

We are glad to hear that Mataji's birthday was celebrated not only at Solan but also in Her various Ashrams. A report of the celebrations has

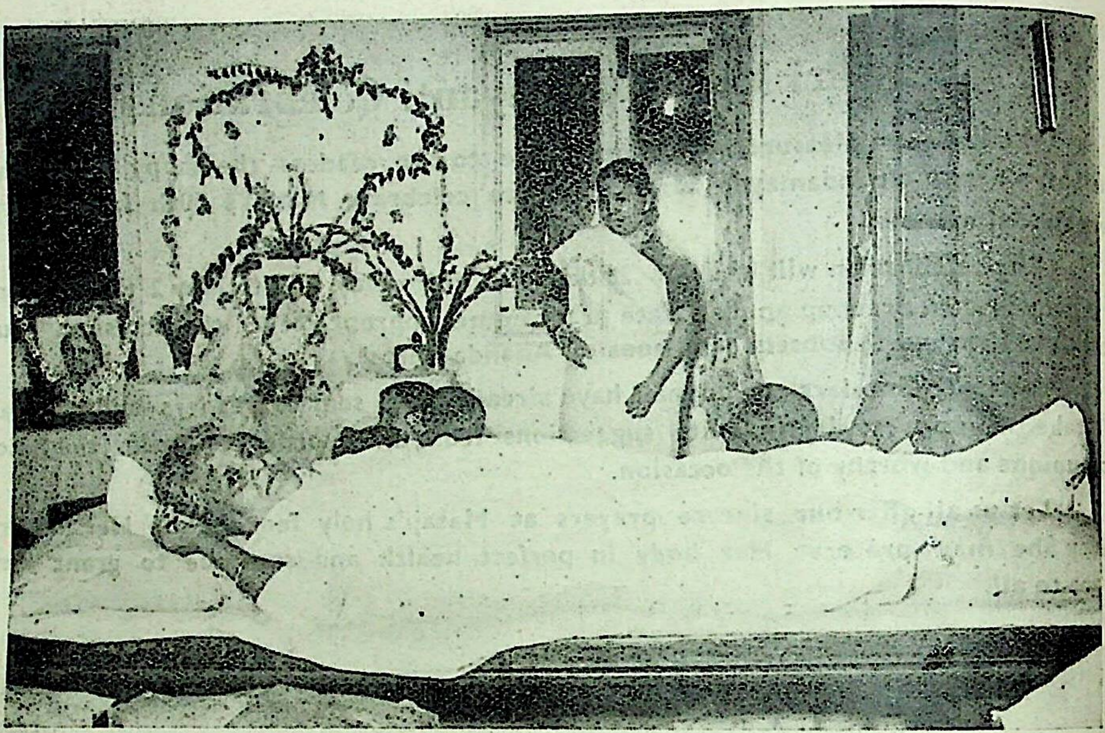

"Didi"

reached us even from the newest little Ashram at Rajagriha, Bihar.

* * *

Our readers will be happy to learn that Didi's (Sri Gurupriya Devi's) health is much improved. Having been kept lying on her back in plaster for seven months, the plaster could be removed in the middle of July at Bombay. In fact what the doctors had presumed would take two years has been achieved in seven months. On hearing this news Mataji remarked. "Was it not to be expected that all the *Anushthan* (prayers) offered by Sri Hari Bhabaji and others would have some effect ?" Didi has however been advised to rest in bed for two months more. We hope and pray to Mataji that Didi may soon recover completely and be able to take part actively in the forthcoming *Durga Puja* celebrations.

List of Publications from Shree Shree Ma Anandamayee Ashram

B 2/94, BHADAINI, BANARAS.

No.	Name of Books	Language	Author	Price
1.	Matri Darshan	Bengali	Bhaiji	2 0 0
2.	Matri Darshan	Hindi	"	2 0 0
3.	Matri Darshan	Gujrati	"	2 0 0
4.	Matri Darshanam	Sanskrit	"	1 8 0
5.	Mother as Revealed to Me (English Version of Matri Darshan)	English	"	1 12 0
6.	Sadvani	Bengali	Bhaiji	1 0 0
7.	Sadvani	Hindi	"	1 0 0
8.	Sadvani	English	"	
9.	Sri Sri Ma Anandamayi	Bengali I	Gurupriya Devi	2 0 0
10.	Sri Sri Ma Anandamayi	" II	"	2 0 0
11.	Sri Sri Ma Anandamayi	" III	"	2 0 0
12.	Sri Sri Ma Anandamayi	" IV	"	2 0 0
13.	Sri Sri Ma Anandamayi	" V	"	2 0 0
14.	Sri Sri Ma Anandamayi	" VI	"	2 0 0
15.	Sri Sri Ma Anandamayi	" VII	"	2 0 0
16.	Sri Sri Ma Anandamayi	" VIII	"	In Press
17.	Sri Sri Ma Anandamayi	Hindi I	"	2 0 0
18.	Sri Sri Ma Anandamayi	" II	"	2 0 0
19.	Ma Anandamayi	English	Devotees	3 8 0
20.	Mother as seen by Her Devotees	"	"	In Press
21.	Matri Lila Sankirtan	Bengali	"	0 4 0
22.	Matri Lila Sankirtan	Hindi	"	0 5 0
23.	Akhanda Mahayajna	Bengali	Gurupriya Devi	2 8 0
24.	Akhanda Mahayajna	Hindi	"	2 8 0
25.	Ma Anandamayi Upadeshamrita	Bengali	"	1 8 0
26.	Ma Anandamayi Upadeshamrita	Hindi	"	In Press

PHOTOS & BLOCK PRINTS OF SRI SRI MA

1. Photo Print Rs. 15/- (mounted)
2. " " Rs. 10/ "
3. " " Rs. 5/ each
4. " " Rs. 3/ each
5. " " Rs. 1/8/- each
6. " " Re. 1/- each
7. " " As. -/8/- each
8. Block Print Re. 1/- each Seashore
9. " " Re. 1/- each Chuda
10. Bengali Album Rs. 2/- each
11. " " Rs. 1/8/- each
12. English Album Rs. 2/- each
13. " " Rs. 1/8/- each

ĀNANDA VĀRTĀ

(Bengali & English)

NOVEMBER

1955

VOL. III ✿ NO. 3

Contents

Bengali Section

Page No.
1. মাতৃবাণী 163
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকৃত ব্যাখ্যাসহ ... 166
3. বৃন্দাবনে বারো দিন—পাঁচ-ভূতের লেখা 175
4. দুটি কথা—শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ 180
5. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল ... 192

English Section

1. Matri Vani 203
2. Mataji's Amara Vani 206
3. Mother as Revealed to Me from a Distance—Miriam Orr (Paris) ... 214
4. The All-Pervading Presence of the Mother—Kenneth Grant (London) 219
5. The Message of the Bhagavata—Dr. S. K. Maitra ... 221
6. Ideals of Sufism—Dr. M. Hafiz Syed Ph. D., D. Litt. 227
7. Diary Leaves—Atmananda 231
8. Matri Lila (August-October 1955) ... 237
9. Shri Shri Ma's 60th Jayanti Celebrations 242
10. Notes and Comments 243

Price : Rs. 1/8/-
Annual subscription (for four issues) : India Rs. 4/- Foreign Rs. 5/-

Printed & Published by—Brahmachari Kamal Bhattacharjee for
Shree Shree Anandamayee Sangh, Banaras, at the Kamala Press, Godhowlia, Banaras.

ĀNANDA VĀRTĀ

অমর আত্মা—অমরপন্থি স্বয়ম্—আপনাতে আপনি

VOL. III NOVEMBER, 1955. No. 3

—মাতৃ-বাণী—

(বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন)

(৮৭)

সর্ব্বাবস্থাই তাঁহার দান মনে ক'রে ধৈর্য্যের আশ্রয়ে সেবা।

(৮৮)

যে নাম, যে রূপ ভাল লাগে সর্ব্বদা ক'রে যাওয়ার চেষ্টা। মনটা কেবল ভগবানের দিকে রাখা, তবেই শান্তির আশা।

(৮৯)

আত্মহত্যা মনে রাখলে তাঁর সন্ন্যাস কি করে হয়? সন্ন্যাস প্রার্থীদের ত আত্মহত্যার প্রশ্ন মনে আসে না। কঠোর ত্যাগই সন্ন্যাসের অনুকূল। সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করা। অন্য কোথাও চিঠিপত্র না লেখা। স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা না, তাকানও না।

(৯০)

ভগবৎ-কথার আনন্দে থাকাই মানুষের কর্ত্তব্য। 'তাঁ'কে ছেড়ে' এই মনে হয় বলিয়াই না দুঃখ মন্ত্রজপ রূপেই হোক্, ধ্যান পূজাপাঠ স্মরণ ইত্যাদি রূপেই হোক্, ভজন-কীর্ত্তন রূপেই হোক্—তিনি স্বয়ং স্থিত। যে কোন একটা নিয়ে থাকা। তাঁ'কে ছেড়ে থাকা নয়—এইটি মনে রাখা। বন্ধুদের কাছেও এই কথা; বাবা-মাদের কাছেও এই কথা।

(৯১)

নিজকে জানবার চেষ্টা করলেই মাকে পাওয়া যায়।

(৯২)

ভগবানের নামই বিধি। নামের কাছে কোন ভূত-প্রেতের স্থান নাই।

(৯৩)

সংসার 'যাত্রা—এইরূপেই প্রকাশ ! ঘরে ঘরে খুঁজিয়া শোকশূন্য ক'জন পাবে ? কাজেই ভগবৎ-প্রাপ্তির রাস্তাই একমাত্র উপায়।

(৯৪)

যখন যাহার উপর যে কাজের ভার সে যদি ভগবৎ লক্ষ্য রেখে প্রসন্ন মনে না করে তা' হলেই "বেজায় খাটুনী"তে তাহার কোন কাজ হয় না। মানুষের কর্ত্তব্য যা'দের পরমার্থ ই শুধু লক্ষ্য তা'দের জাগতিক সেবার কাজ যত প্রসন্ন মনে তৎজ্ঞানে করা, তা' হ'লে চিত্তশুদ্ধির অনুকূল হয়।

(৯৫)

বাবাকে লিখে দে, বাবার কথাটা কেবলই খেয়ালে আস্‌ছে। বাবাকে নিজে নিজেই মনটাকে শক্ত কর্ত্তেই হবে। কেবল মনে রাখতে হয়, 'পারছি না, পারব না,' এদিকে যাবই না। আসবে এ সব। আমি পারবই। সে যে ভাবে রাখে সে ভাবেই থাকব, যাঁ'র সৃষ্টি, যাঁ'র দেহ তাঁ'কে অর্পণ ক'রে বাস্ শান্তভাবে প্রায় সময়ে শবাসনে শ্বাসে চালিত মন্ত্রটি ভাবনা ক'রে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি এ'টিতে। বাবার কাছে সোজাসুজি লিখে দে না, 'কারুর through দিয়ে দরকার কি ?'

(৯৬)

মা বলিলেন, "উহাকে লিখে দে, সত্য কথা বলিতে হইলে বলা যে, পরমার্থ লক্ষ্য করিয়াও এই শরীরটার কাছে কেউ কেউ আসে ত। বাসনা, কামনা লইয়া ত বহুই আসে। সংসারের রূপ যাহা তাহা দেখিয়া এখনও কি আর সংসারে মন রাখিতে হয় ? উপস্থিত যথাসাধ্য ভগবানের সেবা জ্ঞানে কেবল সেবা করার চেষ্টা করে যাওয়া। দুঃখের সাগরে আর মন কোথায়ও বাঁধতে নিষেধ লিখে দে। বিশেষ চেষ্টা করে যেন। মনটা সংসারে বাঁধিয়াই না বেচারার এত কষ্ট। সব অজ্ঞানেরই ব্যাপার। যে ভাবেই হউক ওর খবরাখবর যেন জানায়। উহার ত দুঃখ-কষ্ট জানাবারও জায়গা নাই। এগুলি সবই যে কর্ম্মফল। তিনি দুঃখ দিয়ে দুঃখ হরণ করেন, বিপদ দিয়ে বিপদ নাশ করেন। আর ত এমনটা দিবে না—এইটি সর্ব্বদা মনে রাখা। আর সত্যি কথা, অমৃতের সন্তান, তাঁ'কেই ভাবতে হয়। তা'ছাড়া যে শান্তির আশা আর নাই-নাই-নাই—যা'তে শান্তি পাবে, আবরণ নষ্ট হবে, বিপদহারীর প্রকাশ হবে। বিপদ-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন। সেই যে আপন একমাত্র হৃদয়ের ধন।

(৯৭)

উহারা দূর মনে করে, এ শরীরটাত কাছেই। ছাড়ার উপায় কোথায়? উহাদের দৃষ্টিতে নিকট আর দূর। ছুটির সুযোগ হইলেই দেখা করিবে। যে কাজ হাতে নেওয়া, ভাল করিয়া করা। ভালর দিক্ হইলেই পরমার্থের দিক্ ও ভাল হইয়া যাওয়ার আশা। ক্রিয়া তিনি, কর্ত্তা তিনি—এই ভাবটা অন্ততঃ মনে রাখবার চেষ্টা। যা' সত্য। মিথ্যা মিথ্যাই হইয়া যায় যাহাতে তাহাই গ্রহণীয়।

শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম-এ, ডি-লিট্ কৃত ব্যাখ্যাসহ

চৌদ্দ

এখানে ভাগবত-সপ্তাহ শেষ হইয়া গেল। রাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাহার উদ্দেশ্যে এই সপ্তাহ করা তাহার কল্যাণ হইল তো ?"

মা—হ্যাঁ! দেখ, ভাল মন্দ যে কাজই করা যায় তাহা এদিকে সাত পুরুষ আর ওদিকে সাত—এই চৌদ্দ পুরুষের উপর ক্রিয়া করে। বলেনা তোর চৌদ্দ পুরুষ রসাতলে যাবে আবার একজন যদি তেমন হয় চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়।

আজকাল তো ভোগের জন্য কত পয়সা উড়িয়ে দেয়। এ দিকের জন্য খরচ করলেই বলে—বৃথা ব্যয়। কিন্তু এই যে পাঞ্জাব হতে কোটি কোটি টাকা ফেলে আসতে হল—এ কেন ?

তবে এ হবারই কথা। এই রকমই সংযোগ। সংযোগ থাকলে কোথা হতে কে এসে কিভাবে উপস্থিত হয়। দেখ না, এই ভাগবত-সপ্তাহে যার আসবার এসে গিয়েছে যার যে ভাগ নেবার। সংযোগ থেকে যায়। ভাল মন্দ সবই সংযোগ থেকে য়

প্রশ্ন—সংযোগে কার্য্য সুরু হয় অথবা পূর্ণ হয় ?

মা—এক তো যোগ নিত্য আছেই। দ্বিতীয়তঃ যেখানে অভাব সংযোগে কিছুটা পূর্ণ হলো। আবার কারও সুরু হলো—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। কোন কোন অংশে পূর্ণ হওয়া, আবার কোন কোন অংশে সুরু হওয়া।

এক তো মিল্‌বার ছিল, পূর্ণ হ'ল; আর যেটা হবার তার সুরু; আর আছেই তো। কোন কোন জায়গায় আরম্ভ আর খতম। যেমন জন্ম পূরণ করবার জন্য জন্ম আর খতম এক জায়গায়।

যতক্ষণ পূর্ণ প্রকাশ না হয়, ততক্ষণ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—কার্য্যে সংযোগ থেকেই যায়। থেকে যায় কি, আছেই তো। বিয়োগ কখনও হয় না, হয়ে ছিলও না, হবেও না।

একজন—এই সব কথা শুনতে বলতে বেশ লাগে, অনুভবে আসে না যে।

মা—এই সব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ধীরে ধীরে ঐ দিকের রাস্তা খোলে। জান, যেমন পাথরে জল প'ড়ে প'ড়ে ছিদ্র হয়, আবার হয়ত কোন সময় বন্যা এসে পড়ে, প্রকাশ হয়ে যায়।

গ্রন্থপাঠ, সৎকথা, কীর্ত্তন, সব তাঁকে নিয়াই—তাঁর পাঠ, তাঁর কথা, তাঁর কীর্ত্তন।

তিনটাই অভেদ। অভেদ হয়েও তিন আকার, কারণ গ্রহণ পৃথক্ পৃথক্— যার যেটা।

~~আসলে~~ ভগবান্‌ই তো। তাঁর দিকে যাবার জন্য এক এক রাস্তা। কোন রাস্তা কারও জন্য—আপন অধিকারে রুচি।

মনে কর বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ। এর মধ্যে কেহ কেহ বিলকুল ডুবে যায়। যেমন কেহ কেহ কীর্ত্তনে আবেশে মগ্ন হয়, সেইরূপ এই বেদান্ত পাঠেও এমন মগ্ন হয় যা হয়ত কীর্ত্তনে হয় না। সে যে লাইনে চল্‌ছে সেই লাইনের পাঠ বা যা কিছু তাতেই মগ্ন।

প্রথমে শ্রবণ, তার পর মনন। অবশেষে নিজ নিজ কর্ম্মরূপে প্রকাশ। সেই জন্য প্রথম শুন,

তার পর বেদান্ত, কীর্ত্তন, যার যে লাইনে নিয়ে যাবে।

দেখ না বলে—আরে, কীর্ত্তনে আবার কি আছে। পরে যখন শুনল, কীর্ত্তনই ভাল লেগে গেল।

এই জন্য শ্রবণই প্রথম চাই, পরে মনন। তার পর কর্ম্মে বিশেষ প্রকাশ। সৎ কথা শোনা ভাল যদি তিনি দোষ দর্শন না করান। দোষ দর্শনে সকলেরই বিঘ্ন হয়। সমতা রেখে যা বলে তাতে ফল হয়। কেন না যেখানে অসৎ দৃষ্টির কথা নাই সেটাই সৎ-সঙ্গ।

বৈষ্ণব কাকে বলে? যেখানে সর্ব্বত্র সেই বিষ্ণু। শাক্ত কে? যে এক মাকেই দেখে। সর্ব্বভাব এক জায়গা হইতেই স্ফুরিত—কার নিন্দা, কার হিংসা, সমতাই ত!

তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি স্বামী, তুমিই সব। সর্ব্ব নাম তোমারই নাম, সর্ব্ব গুণ তোমারই গুণ, সর্ব্ব রূপ তোমারই রূপ। আবার সেই অরূপে নিরাকারে, যে লাইনে চল্‌বে। আবার বলে না শৈবের যে পরমশিব - সেই ব্রহ্ম। আর আত্ম-দৃষ্টিতে এক আত্মা। বিরোধ ত আসেই না। বিন্দু মাত্র ভেদদৃষ্টিতেও সেই স্থিতি কোথায়?

তাই যে লাইন লও—ঐ। বেদান্ত তো ভেদ অভেদের যাহা অন্ত।

সাধনায় চলিবার সময় একদিক্ দেখ, পরে আর কি? ভেদের অন্ত। সাধনায়ই ভেদ, ফলে ভেদ কোথায়?

পনর

একটি পাঞ্জাবী মাই আজ সন্ধ্যায় মার কাছে আসিয়াছিল। মা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

মা—রোজ ভগবানের নাম কর তো?

উত্তর—হ্যাঁ মা, কিন্তু মন স্থির হয় না যে?

মা—চেষ্টা কর।

পাঃ মা—ছেলেরা বড় উৎপাত করে। এমনি সময় যদি কিছু না-ও করে, যেই দেখে তাদের মা পূজায় বসেছে অম্‌নি তো গোল আরম্ভ করবেই।

মা—আরে; সমুদ্রে ছোট বড় কত ঢেউ আসে, তার মধ্যেই ডুব দেওয়া।

পাঃ মা—মা, বড় ক্রোধ হয়।

মা—ক্রোধ ভাল নয়।

পাঃ মা—পারি না যে।

মা—এক কাজ কর, যেদিন এ রকম ক্রোধ হবে, সেদিন দেখবে খাবার মধ্যে সব চাইতে স্বাদিষ্ট বস্তু কি আছে। ঐ বস্তুটা আর সেদিন খাবে না। কেন না অপরাধ হয়েছে। কেমন, মনে থাকবে তো?

পাঃ মা—হ্যাঁ মা।

ব্যাখ্যা

চৌদ্দ

১। কর্ম্মশক্তির ফল বিস্তার—

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল এই দুই লইয়াই সংসার। কর্ত্তৃত্ব-অভিমান হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ঐ অভিমান হইতেই উক্ত কর্ম্মের ফলভোগও হইয়া থাকে। কর্ম্ম শুভাশুভ ভেদে দুই প্রকার। তাই তাহার ফলও সুখ দুঃখরূপে দুই প্রকার। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য-নিয়ম শাস্ত্রকারগণ স্বীকার

করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে অধিকরণে বা আধারে কর্ত্তৃত্ব থাকে সেই একই অধিকরণে ভোক্তৃত্বও থাকে, ভিন্ন অধিকরণে থাকে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কোন কর্ম্মের কর্ত্তাকেই স্বয়ং সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। একজনে কর্ম্ম করিতেছে এবং অন্যে তাহার ফলভোগ করিতেছে এরূপ কখনও হইতে পারে না। কার্য্যকারণ ভাব এবং নৈতিক শৃঙ্খলার দিক্ হইতে ইহাই স্বাভাবিক। যাঁহারা কর্ম্মবাদ স্বীকার করিয়াও জন্মান্তর স্বীকার করেন না তাঁহাদিগকেও ইহা মানিতে হয়। সেইজন্য খৃষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধার্ম্মিক সিদ্ধান্তেও এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। এদিকে বৌদ্ধ এবং জৈনগণ জন্মান্তরবাদী ও কর্ম্মবাদী। তাঁহারাও কর্ম্ম ও ফলের এই একাধিকরণ-নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের উপরেই বিশ্ব-ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। করুণা অথবা প্রেম যদিও এই সিদ্ধান্তের অতীত তথাপি উহা ইহাকে লঙ্ঘন না করিয়া, ইহার নিয়ন্ত্রণ অঙ্গীকারপূর্ব্বক, ইহাকে অতিক্রম করিয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা কর্ম্মবাদের সাধারণ নিয়ম। ইহা যে সুসঙ্গত এবং সর্ব্ববাদিসম্মত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ভিতরে অনেক গুহ্য রহস্য আছে। যাহাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলিয়া মনে করি তাহা বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে বিরাট্ সত্তার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ মূলে জীব স্বরূপ এক বলিয়া সৃষ্টির মধ্যেও জীবভাবের বিবর্ত্তনের প্রসঙ্গে আমরা একই জীবকে দেখিতে পাই, অর্থাৎ মূলে জীব এক ও অভিন্ন থাকিয়াও কালের প্রভাবে ও কর্ম্মবিবর্ত্তনের মাহাত্ম্যে উহা আধারভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। তখন নানা জীবের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এই নানাত্বের অন্তরালে অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্য নিহিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। গুণগত, ক্রিয়াগত, ভাবগত, রুচিগত ও সামর্থ্যগত অসংখ্য ভেদ জীবসৃষ্টিতে লক্ষিত হয়। মূলে এক জীব থাকিলেও বাহিরে আসিয়া জীব হয় নানা। কিন্তু নানা হইলেও পরস্পরের সহিত পরস্পরের অনুপ্রবেশমূলক অভে সম্বন্ধও রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বু যায় জগতের প্রতি বস্তুই যেমন সর্ব্বাত্মক তেমনি প্রতি জীবও সর্ব্বজীবাত্মক। গুণ, ক্রিয়া, বাসনা-সংস্কারাদির প্রাধান্যের দিক্ হইতে প্রতি জীবের ব্যক্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অবচেতন ভূমিতে সকল জীবের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সাম্য লক্ষিত হয়। এইজন্য আমরা পূর্ব্বে যে বিশ্বনীতির প্রসঙ্গ উঠাইয়াছি তাহার যে একটি পরিপূরকের দিক্ আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। 'যে কর্ত্তা সেই ভোক্তা' এই মূল নিয়মের খণ্ডন না হইলেও পরিপূরণ আবশ্যক, ইহা তখন প্রতীত হয়। Love is the fulfilment of Law. তখন বুঝা যায় যে কোন কর্ম্ম এক ব্যক্তি দ্বারা কৃত হইলেও এবং প্রধানতঃ তাহারই ভোগ্য হইলেও আংশিকরূপে তাহার ফল সমগ্র বিশ্বের ভোগ্য না হইয়া পারে না। সম্বন্ধমূলক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বলিতে পারা যায়, যে সত্তা উক্ত প্রধান সত্তার যত নিকটবর্ত্তী সে উহার ফলের তত অধিক অংশের ভোক্তা হইয়া থাকে। অংশগত তারতম্য থাকিলেও তাই বিশ্বের অন্তি রেখা পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মদ্বারা প্রভাবিত হয়। নিকটে প্রভাব বেশী, দূরে প্রভাব কম, ইহাই মাত্র প্রভেদ। সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও বিচার্য্য যে যদি এখানে কোন কর্ম্মকে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইল তথাপি ইহা জানিতে হইবে যে

প্রধানতঃ ইহা উক্ত ব্যক্তির কর্ম্ম হইলেও অবচেতনভাবে উক্ত আধারের মধ্য দিয়া উহা বিশ্বেরই কর্ম্ম। কর্ত্তৃত্ব-অভিমান থাকার দরুণ কর্ম্মকর্ত্তা উহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু তথাপি বিশ্বশক্তির ক্রিয়া অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

পক্ষান্তরে ব্যক্তিবিশেষ যে সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করে তাহা প্রধানতঃ তাহারই প্রাক্তন কর্ম্মের ফল হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা আংশিকরূপে বিশ্বকর্ম্মেরই ফল। অভিমান বিগলিত হইয়া গেলে ইহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

এইজন্য ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে একজনের কৃতকর্ম্মের ফল আংশিকরূপে অনুকূল অথবা প্রতিকূলভাবে অন্যকে স্পর্শ না করিয়া পারে না এবং ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে অন্যের ফল আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ভোগ করিয়া থাকি। তাই প্রত্যেকটি কর্ম্মের মধ্যেই একটি দায়িত্বের ভাব রহিয়াছে। কারণ এই দৃষ্টি অনুসারে ব্যষ্টির ফল সমষ্টিকে ভোগ করিতে হয় এবং সমষ্টির ফল ব্যষ্টিকেও স্পর্শ করে। সূক্ষ্ম বিচারে বুঝিতে পারা যায় যে এই ফলোৎপত্তির কতকগুলি প্রধান ধারা আছে। তন্মধ্যে রক্তগত দৈহিক সম্বন্ধ একটি প্রধান ধারার মধ্যে গণ্য। ভাবগত রাগ অথবা দ্বেষ অবলম্বন করিয়াও অনুরূপ ধারা আছে। এই সকল ধারা অধঃ ঊর্দ্ধ এবং সমান্তরালভাবে চারিদিকে বিস্তৃত। রক্তগত সম্বন্ধ এবং ইচ্ছামূলক ভাবসম্বন্ধ উভয়ই এই ধারার নিয়ামক। মা বলিয়াছেন, "দেখ ভাল মন্দ যে কাজই করা যায় তাহা এদিকে সাত পুরুষ আর ওদিকে সাত এই চৌদ্দ পুরুষের উপর ক্রিয়া করে।" সাত পুরুষ পর্য্যন্তই রক্তগত বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে উপলক্ষিত হয়। এই জন্য শাস্ত্রে প্রধানতঃ অধঃ দিকে সাত পুরুষ এবং ঊর্দ্ধদিকে সাত পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে তিন পুরুষের কথাও আছে। বুঝিতে হইবে ঐ পর্য্যন্ত শক্তির ক্রিয়া অত্যন্ত তীব্রভাবে হয়, তাহার পর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। সাত পুরুষ পর্য্যন্ত ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও ধারণা করা যায়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অধঃ অথবা ঊর্দ্ধ কোন দিকেই সাত পুরুষে ক্রিয়ার অবসান স্বীকার্য্য নহে। তবে ঐ স্থলে প্রভাব অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও যোগিগম্য ভাবে বিদ্যমান থাকে ইহাই বক্তব্য।

২। সংযোগ রহস্য—

'সংযোগ' তত্ত্বটি গূঢ় রহস্যময়। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে অনেক গভীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সাধারণতঃ সংযোগ বলিতে বুঝায় 'ভবিতব্য'; লোকে মনে করে যাহা সাধারণ কার্য্যকারণভাবের দৃষ্টিতে সম্ভাবিত নয় তাহা সংঘটিত হইলে প্রাক্তন কোন অব্যক্ত কারণ এবং উহার কার্য্যকারিতা উহার পশ্চাৎ রহিয়াছে। নিয়তি সংযোগেরই একটি প্রকার-ভেদ মাত্র। সাধারণ মনুষ্য ত্রিকালদর্শী নহে। তাহাদের দৃষ্টি স্থূল এবং কেবলমাত্র বর্ত্তমানে নিবদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের গোচর বর্ত্তমান স্থূল বর্ত্তমানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষ না থাকিলেও যে বর্ত্তমান হইতে পারে তাহা স্থূলদর্শী জীব ধারণা করিতে পারে না। ত্রিকালের অন্তর্গত যে বর্ত্তমান তাহা অতীত ও অনাগত এই দুই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু যে বর্ত্তমানে অতীত ও

অনাগতের ব্যবচ্ছেদ নাই তাহা সাধারণ মনুষ্যের গোচর নহে এবং সে সম্বন্ধে জাগতিক জীব কোন ধারণাই রাখে না। বাস্তবিক পক্ষে অতীত ও অনাগত নামক অব্যক্ত অংশ জ্ঞানের মধ্যে আসিয়া ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তখন উহা বর্ত্তমানরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। যেখানে শুদ্ধদৃষ্টির প্রকাশ সেখানে এই বিশাল বর্ত্তমান স্বীকৃত হয়। এই বিশাল বর্ত্তমানে বস্তু-স্থিতি কালের অধীন নহে, উহা দৃষ্টির অগোচর (অদৃষ্ট)। ঐ অবস্থাতে বস্তু-বিশেষের সহিত বস্তু-বিশেষের অথবা ভাব-বিশেষের সহিত ভাব-বিশেষের যে সম্বন্ধ তাহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা 'সংযোগ'। সুতরাং বর্ত্তমানে যাহা কিছু ঘটে তাহার মূলে ঐ ব্যাপক বর্ত্তমানের 'সংযোগ' রহিয়াছে জানিতে হইবে। এই নিয়ম বা শৃঙ্খলাকে বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে নিয়তি বলা যায় ইহা সত্য, কিন্তু প্রচলিত ভাষায় 'সংযোগ' শব্দ দ্বারাই এই অর্থ ধ্বনিত হইয়া থাকে। সংযোগ অচিন্ত্য শক্তিস্বরূপ। মানুষ যাহা কল্পনা করিতে পারে না, যাহা প্রচলিত শৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী নহে, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহাও সংযোগ প্রভাবে সম্ভবপর হয়। কেহ ইহাকে ভাগ্যও বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শব্দবিশেষের দ্বারা তত্ত্বের জটিলতা দূরীভূত হয় না। সংযোগ হইতে কার্য্যবিশেষের প্রারম্ভ হইতে পারে, আবার সংযোগ হইতে কার্য্যবিশেষের পূর্ণতাও হইতে পারে। যেটা হওয়ার সম্ভাবনা নাই সংযোগ থাকিলে তাহাও হইতে পারে এবং যে পূর্ণত্বের আশা দুরাশা বলিয়া মনে হয় সংযোগ থাকিলে তাহা সহজেই ঘটিতে পারে। শুধু তাহাই নহে। স্থিতির মূলেও সংযোগ রহিয়াছে। তাই মা বলিয়াছেন, "এক ত যোগ নিত্য আছেই, দ্বিতীয়তঃ সংযোগে কিছুটা পূর্ণ হল; আবার কারো সুরু হ —সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।। কোন কোন অংশে পূর্ণ হওয়া, আবার কোন কোন অংশে সুরু হওয়া। এক মিলবার ছিল, পূর্ণ হল, আর যেটা হবার তা'র সুরু, আর আছেই ত।"

দার্শনিকগণ জাগতিক ব্যাপারকে নিয়তক্রম অনিয়তক্রম এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শু হিসাবে নিয়তক্রম ব্যাপারের মূলে রহিয়াছে নিয়তি, সেখানে কার্য্যকারণ ভাব একটি শৃঙ্খলার ম সুনিয়ন্ত্রিত। যে মহা-ইচ্ছা সৃষ্টিমুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহা ত্রিকালের মধ্য দিয়া নিজকে নিজে পূর্ণ করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে কার্য্যকারণের মধ্যে একটা ক্রম লক্ষিত হয় এবং ঐ ক্রমের যে লঙ্ঘন হ না তাহাও দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই মহা-ইচ্ছাই সৃষ্টি অতীত নিজ স্বরূপে পূর্ণভাবে জাগ্রত রহিয়াছে এ নিরন্তর নিজ কার্য্য করিতেছে। ঐ ইচ্ছাটি স্বতন্ত্র কারণ উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কিছুই নাই। কালে প্রবাহের উপরেও ঐ স্বতন্ত্র ইচ্ছা উঁহার অব্যাহ স্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ মহা-ইচ্ছা প্রভাবে ক্রমের বন্ধন ভাঙ্গিয়া যায়, অর্থাৎ ক্রমে কোন সার্থকতা থাকে না। যে কোন স্থান হইতে যে কোন ভাবের অভিব্যক্তি হইতে পারে। ক্রমে আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র স্বাতন্ত্র্যময়ী মহা-ইচ্ছা হইতেই কার্য্যটি নিষ্পন্ন হয়। এরূপ স্থলে সাধার চিন্তাশীল লোক বলিয়া থাকে যে সংযোগ ছি তাই ইহা ঘটিল, অর্থাৎ হবার ছিল তা'ই হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ 'হবার ছিল' এ কথার কো অর্থ নাই। "ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র অর্থাৎ যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে তাহাকে কেহই বাধা দিতে পারে না। এই কথা

মূলেও ঐ স্বাতন্ত্র্যময়ী মহা-ইচ্ছার অলঙ্ঘ্য প্রভাবের কথাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

এই যে বিচারের ধারা—সক্রম অথবা অক্রম, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অথবা প্রতি ক্ষণে স্ফুরণশীল—ইহার মীমাংসা পূর্ণ প্রকাশে। পূর্ণ প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সংযোগের রহস্য পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় না সেইজন্য মা-ও বলিয়াছেন, "যতক্ষণ পূর্ণ প্রকাশ না হয় ততক্ষণ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্যে সংযোগ থেকেই যায়।"

৩। শ্রবণ মাহাত্ম্য—

বিষয় ভেদে শ্রবণ দুই প্রকার, অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে শ্রোতা নিজের অনুভবযোগ্য বিষয় অন্যের মুখ হইতে শ্রবণ করে সেই ক্ষেত্রে শ্রবণ এক প্রকার। কিন্তু যে ক্ষেত্রে শ্রোতা যাহা কিছু শ্রবণ করে তাহার কোন অংশই বুঝিতে পারে না অথচ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করে সেই ক্ষেত্রে শ্রবণ দ্বিতীয় প্রকার। সাধারণ লোক কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাহা দীর্ঘ কাল ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিতে চায় না এবং পারেও না। কিন্তু যদি কোন বিষয় রুচিকর হয় অথব চিত্তাকর্ষক হয় তাহা হইলে বিষয়ের গুণে শ্রোতার চিত্ত রঞ্জিত হয় বলিয়া সে ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা শ্রবণকে সাধনার অঙ্গ করিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে শ্রবণটি নিরপেক্ষ, কারণ বিষয়টি চিত্তাকর্ষক না হইলেও অথবা অন্য কোন প্রকারে মনোরঞ্জনের সাধক না হইলেও বিষয়ের অন্তর্নিহিত গুণে অথবা বাক্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রভাবে শ্রোতা শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনেকে মনে করেন যে, যে বিষয় অথবা যে ভাষা শ্রোতার বোধের অগোচর তাহা শ্রবণ করিয়া কোন প্রকার ফল লাভ হইতে পারে না। লৌকিক জগতে ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে সাধক শ্রোতার শ্রবণরূপ সাধনা তাহার বুদ্ধি অথবা বিচার শক্তির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না। বেদবাক্য অপৌরুষেয়, মহাজন বাক্য অপৌরুষেয় না হইলেও মহাজ্ঞানী ঋষিমুনিদিগের নিজ মুখে উচ্চারিত। এই প্রকার অন্যান্য সিদ্ধবচনও বুঝিতে হইবে। এই সকল শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে চৈতন্য-শক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই শব্দগুলি কেবলমাত্র লৌকিক শব্দ নহে, যদিও সাধারণ শ্রোতার নিকট ইহারা সাধারণ শব্দরূপে প্রতীত হয়। এই সকল শব্দের অন্তঃস্থিত শক্তির প্রভাবে মানুষের জীবন প্রভাবিত, এমন কি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ গুপ্ত শক্তিকে কার্য্যকরী রূপ পাইতে হইলে পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিতে হয়। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার ফলে ঐ সকল শব্দ জাগিয়া উঠে অর্থাৎ চৈতন্যময়ী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই চৈতন্যময়ী শক্তির প্রভাবে দেহ, প্রাণ ও মনের যাবতীয় শৃঙ্খল ক্রমশঃ ছিন্ন হইয়া যায়।

এই জন্য বুদ্ধিদ্বারা বুঝিতে না পারিলেও ভগবদ্বাণী অথবা মহাজনের বাণী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হয়। ঐ শ্রবণও বৃথা যায় না। অনেক সময় বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্রবণের পরিবর্ত্তে ঐ প্রকার সরল ও সাদর শ্রবণের ফলে সাধকের অন্তঃকরণের আবরণ খুলিয়া যায় এবং সাধক জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ের অতীত নিজস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং অনুভবে না আসিলেই যে সৎকথা ও সৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবে না ইহা সত্য নহে, কারণ অনুভবে না আসিলেও শুধু শ্রবণের ফলে অনুভবের পথ

খুলিয়া যায়। তা'ই মা বলিয়াছেন, "এই সব কথা শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে ঐ দিকের রাস্তা খোলে; জল প'ড়ে প'ড়ে যেমন পাথরে ছিদ্র হয়।"

গ্রন্থ-পাঠ, সৎ-কথা এবং কীর্ত্তন এই তিনটি স্থূলতঃ পৃথক্ পৃথক্ মনে হইলেও বিষয় গুণে অভিন্ন। কারণ সর্ব্বত্রই ভগবৎ-প্রসঙ্গই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং শ্রবণ সৎ-গ্রন্থেরই হউক অথবা অন্য প্রকার সৎ-কথারই হউক কিংবা কীর্ত্তনেরই হউক, ফলে কোন পার্থক্য নাই। যাহার যে দিকে রুচি সে সেই দিক্‌কার শ্রবণে আকৃষ্ট হয়। সেই দিক্ দিয়াই তাহার পথ খুলিয়া যায়। অধিকারভেদে সবই ঠিক। শ্রবণ সম্বন্ধে মা বিশেষভাবে শ্রদ্ধার উপর জোর দিয়া থাকেন। কারণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ না করিলে শ্রবণের সম্যক্ ফললাভ হয় না। এই জন্যই দোষ-দৃষ্টি বর্জ্জন করিয়া শ্রবণ করাই বিধেয়। শাস্ত্রবাক্যই হউক অথবা মহাজনের উপদেশই হউক উহা শ্রবণ করিবার সময় উহার দোষ-গুণের বিচারের ভাব মনের মধ্যে থাকা উচিত নয়। নিজে উন্মুখ হইয়া সরলভাবে উহা গ্রহণ করিতে হয়। নিজে সমালোচক হইয়া সৎ-প্রসঙ্গ অথবা মহাজনের উপদেশ শ্রবণ করা নিষিদ্ধ। ঠিকভাবে শ্রবণ সিদ্ধ হইলে মননের অবসর আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রবণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক না হইলে শ্রুত বিষয়ে সংশয় থাকিয়া যায় বলিয়া উহাকে অবলম্বন করিয়া মননের কার্য্য ঠিকভাবে চলিতে পারে না। মননের মুখ্য উদ্দেশ্য সংশয় নিরসন। কিন্তু প্রথমে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ না করিলে দীর্ঘকাল মননের দ্বারাও মননের যাহা যথার্থ ফল তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মননের পরে দৃঢ় নিশ্চয়ের আবির্ভাব হইলে উহা কর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অনুভবশূন্য শ্রবণ হইতেও পূর্ণ অনুভবের উদয় সম্ভবপর। কারণ সংশয়-নিবৃত্তির পর কর্ম্মরূপে প্রকাশ হওয়ার সময় প্রত্যক্ষ অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী।

৪। অভেদ দৃষ্টির মহিমা—

মানুষ সর্ব্বত্র খণ্ডভাব নিয়া ব্যবহার-ভূমিতে কার্য্য করিতেছে। তাহার দৃষ্টি ভেদ-দৃষ্টি। সমস্ত সত্তার মধ্যে যে এক অখণ্ড অভিন্ন সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে এই দৃষ্টি তাহার নাই। তাই যে যখন যাহা দেখে সে তখন তাহাই দেখে। দেশ ভেদে, কাল ভেদে, বস্তু ভেদে এই সব দেখা পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু এমন দেখা সে দেখে না যাহাতে তাহার এই নানা দেখার বৈচিত্র্য সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তা'ই এই দেখা হইতে সে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। কারণ সর্ব্বত্র ভাবগত ভেদ রহিয়াছে, কোন ভাবে পূর্ণ তৃপ্তি না পাওয়ায় এক ভাব হইতে অন্য ভাবে সঞ্চরণ অনবরত ঘটিয়া থাকে। যা'র যে ভাব সেই ভাবই যে পূর্ণভাব এবং সেই ভাবই যে ভাবাতীত ইহা অনুভবে আসে না। মাতৃভাব, পিতৃভাব, বন্ধুভাব, পতিভাব সবই খণ্ডভাব। কিন্তু অখণ্ডভাবের সহিত যোগ না থাকিলে মাতা শুধু মাতাই, পিতা শুধু পিতাই। মাতাতেও পিতৃভাব নাই এবং পিতাতেও মাতৃভাব নাই। সুতরাং অতৃপ্তির অবসান হয় না। কিন্তু প্রতি ভাবই সেই অখণ্ড মহাভাবের প্রকার ভেদ মাত্র, ইহা দেখিতে পাইলে অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সব সময় এককেই জানিতে পাওয়া যায়। তখন মাতা, পিতা, বন্ধু, স্বামী সকলের মধ্যেই সেই একই যে অনন্তরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং খণ্ডভাবকেও পূর্ণরূপে পাইতে হইলে, অর্থাৎ

মাতৃভাবকেও পূর্ণভাবে অখণ্ডরূপে পাইতে হইলে অভেদ দৃষ্টি আবশ্যক। কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ দৃষ্টি থাকা পর্য্যন্তও সেই পরম স্থিতি লাভ করা যায় না এবং বিরোধেরও সমন্বয় হয় না। বেদান্তের প্রকৃত লক্ষ্য ইহাই, অর্থাৎ অভেদ দৃষ্টি হইতেই ভেদ অভেদ উভয়ের অন্ত সম্ভবপর। কারণ ভেদ ও অভেদের যে পরস্পর বিরোধ তাহাও সেখানে নাই।

পনর

১। বিক্ষেপের মধ্যেই স্থৈর্য্যের চেষ্টা—

মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। এই চঞ্চল মনকে স্থির করিবার জন্য সাধনা আবশ্যক হয়। কিন্তু সাধনা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হওয়া আবশ্যক; যে সব কারণে মন চঞ্চল হয় তাহা হইতে দূরে থাকা আবশ্যক। অবশ্য মন স্থির হইয়া গেলে এই প্রকার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অনুকূলতা সংসারী জীবের পক্ষে ব্যবহার ক্ষেত্রে সব সময় সুলভ নহে। সংসারে চিত্ত বিক্ষেপের বহু হেতু আছে এবং এইগুলি সব সময় নিজের উপর নির্ভর করে না। এই সব স্থলে মনঃস্থৈর্য্যের অভ্যাস করা সম্ভবপর মনে হয় না। এই প্রকার পরিস্থিতিতে মার উপদেশ এই যে বাহ্য বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া ভিতরের বিক্ষেপ দূর করার জন্য চেষ্টা করা যদি সম্ভবপর না হয় তবে ঐ বিক্ষেপের মধ্যে থাকিয়াই কৌশল করিয়া বিক্ষেপের অতীত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের এমন শক্তি আছে যে সে বহুর মধ্যেও এককে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে এবং ধরিতেও পারে যদি কৌশলপূর্ব্বক চেষ্টা করে। বহুকে বাদ দিয়া এককে পাইবার চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সহজ। বহুর মধ্যে এককে চিনিয়া নেওয়া তদপেক্ষা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নহে। একের দিকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। বিক্ষেপ থাকিলে তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া একের দিকেই লক্ষ্য রাখা—ইহাই তাঁহার উপদেশ। এই অভ্যাসের ফলে এমন একটি স্থিতির উদয় হয় যখন বিক্ষেপ থাকিলেও সে বিক্ষেপকে বিক্ষেপ বলিয়া মনে হয় না, কারণ দৃষ্টি অন্তর্মুখ হইয়াছে। মা বলেন, "সমুদ্রে ছোট বড় কত ঢেউ আসে, তা'র মধ্যেই ডুব দেওয়া"। ইহার তাৎপর্য্য এই—যখন ঢেউ আসিবে না তখন আমি নিশ্চিন্তে ডুব দিব এরূপ মনে করিলে তাহার পক্ষে ডুব দেওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। তদ্রূপ বাহ্য অর্থাৎ সাংসারিক বিক্ষেপ আসিবে না এবং আমি নিশ্চিন্তভাবে একান্তমনে অভ্যাসে নিরত হইব এরূপ আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে চিরদিন বসিয়াই থাকিতে হইবে, অভ্যাস করা হইয়া উঠিবে না। কারণ সাংসারিক জীবনে বিক্ষেপের কারণ থাকিবে না এরূপ অবস্থা দুর্লভ।

২। রিপুর প্রতিকার—

রিপু সম্বন্ধে মা একটি মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছেন। 'ক্রোধ' উপলক্ষ্য করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা শুধু ক্রোধ নহে অন্যান্য রিপু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মার উপদেষের সার মর্ম্ম এই—যে কোন রিপুর উপদ্রব অনুভব করিলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণশক্তির প্রয়োগ করা আবশ্যক। মা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আহারের মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণশক্তির প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যে বস্তু যাহার নিকট অধিক রুচিকর তাহার পক্ষে সেই বস্তুকে অন্ততঃ একদিনের জন্য পরিহার করা সংযম অভ্যাসের একটি সোপান। ইহার ফলে শুধু যে সংযমের দৃঢ়তা বাড়িতে থাকে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে রিপুর উদয়জনিত নিজের অপরাধী ভাবটাও মনে সব সময় জাগ্রৎ থাকে।

কারণ ঐ অপরাধের জন্যই ত সংযম অভ্যাস করা হইতেছে। ইহার ফলে অভিমান ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসে এবং পরে এমন একটি স্থিতির উদয় হয় য়খন প্রকৃতই দৈন্যভাব আত্মপ্রকাশ করে। এই অবস্থায় সব রিপুই অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করে। ইহা যেমন ক্রোধ নিবারণের কৌশল তদ্রূপ ঠিকভাবে অভ্যাস করিতে পারিলে সকল রিপুরই, দমনের উপায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এইভাবে রিপুসকল উদ্দাম বেগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে ইহা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয় না। বীজভাবে রিপুসকল থাকিয়া যায়। তখন সংযমের প্রভাবে এবং সাধন করিতে করিতে ভগবৎ কৃপায় জ্ঞানের উদয় হইলে সকল রিপুই নিবৃত্ত হইয়া যায়।

বৃন্দাবনে বারো দিন *

(২৩।১০।৫৪—৫।১১।৫৪)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

পাঁচ-ভুতের-লেখা

২২

মায়ের ডাক্তারী-লীলা

এবার বৃন্দাবনে মায়ের মুখের কথা শোনবার সুযোগ বেশী হয়নি। হয়তো মায়ের সে রকম mood-ও ছিল না।

বৃন্দাবন লীলাভূমি। যে চিরন্তন লীলা চলেছে এই পুণ্যভূমিতে, তারই একটি তরঙ্গ—সন্তানদের নিয়ে মায়ের লীলা। কথন-লীলার অভাবটুকু কারুর মনে বড়ো হ'য়ে ওঠেনি, কারণ মায়ের আচরণ-লীলা-ই ভাবিয়ে রেখেছিল সকলের মনকে। অনন্ত মায়ের অনন্ত লীলায় যা' দেখি, তাই মনে হয় অনুপম।

দিদি গুরুপ্রিয়া অসুস্থ—দোতলাতে পূর্ব্বদিকের ঘরে শয্যাশায়ী। পশ্চিম প্রান্তে মায়ের শয়ন মন্দির। মাঝের ঘরটিতে মাল বোঝাই করা।

বৃন্দাবনে এসেই মা দিদিকে নিয়ে এলেন শয়ন-মন্দিরের সংলগ্ন সেই মাঝের ঘরটিতে—মালপত্র সরানো হ'ল অন্যত্র। তারপর আরম্ভ হ'ল দিদির উপর মা'র ডাক্তারি। এটা ওটা সেটা পথ্যের ব্যবস্থা তো আছে-ই। তা' ছাড়া, দিদির গায়ে কোন্ সময়ে লেপ চাপা দিতে হবে, কোন্ সময়ে কোন্ দিকের জানলা খুলতে হবে, অথবা বন্ধ করতে হবে, অথবা ঈষৎ বঙ্কিমভঙ্গীতে আংশিক বন্ধ রাখতে হবে—এই সব ছোটখাট ব্যাপারেও মা'র তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

মা বলেছেন—দি'দির বিশ্রাম দরকার, যেন বেশী কথা না বলে। মায়ের এই নির্দ্দেশ শুনেই "ধ্বনি" ও "সমীর" স্থির করল দিদি নীরবে থাকবেন, আর কেউ তাঁকে মাতৃ-কথা শোনাবে। সাধু সংকল্প! কিন্তু দিদিকে মৌন রাখা কি "ধ্বনি" বা "সমীর"-এর সাধ্য! মাতৃ-প্রসঙ্গের অবতারণা হ'তে হ'তেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে দিদির মৌন মুখর হয়ে উঠল—যেন দিদি একটি জীবন্ত লাউড্-স্পীকার।

ব্যাপার দেখে মা একদিন সন্তানদের ডেকে খুব ব'কে দিলেন। সেই "ভর্ৎসনা-প্রসাদ" অনেকের ভাগ্যেই ঘটেছিল। দিদির জন্য ব্যবস্থা হল—দু বেলা দীর্ঘকাল ধ'রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৌন, এবং

---

* "ক্ষিতি", "বারি", "অনল", "সমীর", "ব্যোম", "ধ্বনি" ইত্যাদি ছদ্ম-নাম দিয়ে যে-সব ভাইবোনের কথা লেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন্‌টি কে তা জানা অনাবশ্যক। নাম-পরিচয়-নিরপেক্ষ ভাব-ধারার আস্বাদনেই আনন্দ।

যাদের ছদ্ম-নামগুলি সংকলিত হয়েছে পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে, তাদের লক্ষ্য মা—যিনি প্রকৃতির মধ্যে থেকেও প্রকৃতির বাইরে। মাকে না পেলে সন্তানের চলে না। সন্তান না হ'লে মায়ের-ও চলে না। আমাদের মতন "পাঁচ-ভূত" না থাকলে, "মা" ব'লে ডাকবে কে?

অনেক ইংরেজী শব্দ এই ডায়েরীতে আছে। তা'র অধিকাংশ-ই কোনও না কোনও সময়ে মায়ের মুখ থেকে পেয়েছি—প্রসাদের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি।

সে-সময়ে দিদির ঘরে "ধ্বনি" "সমীর" ইত্যাদি সকলের প্রবেশ নিষেধ।

মা আইন-কানুনের বাইরে। মা'র সঙ্গে কথা বলতে দিদির নিষেধ নেই। সময়ে অসময়ে নির্জ্জন ঘরে মা'র সঙ্গে দিদির দীর্ঘকালব্যাপী অখণ্ড প্রাইভেট চলতে লাগল। ধন্য দিদি!

২৩

"ফুল-বিবি"

বোধহয় দিদিকে উৎসাহ দেবার জন্যই মা নানা রকমের রঙ্গরস করতেন; সেগুলি পরম উপভোগ্য। ঠিক ঠিক যে-কথাগুলি মা বলেছিলেন, তা' যতটুকু মনে আছে, এই বেলা লিখে রাখি। কিন্তু শুধু কথা নিয়ে কি হবে? তার সঙ্গে মায়ের সেই অপরূপ মুখভঙ্গিমা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না তো! আর সেই মিষ্ট হাসি, মধুর দৃষ্টি!

দিদির অসুস্থতা সকলেরই দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠেছিল। হরিবাবা দিদির কল্যাণকল্পে নাম এবং চণ্ডীপাঠ করলেন এবং সর্ব্বদা তাঁর কুশল-বার্ত্তার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন। মহাত্মার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ এবং ভাইবোনদের সেবা-যত্ন ও সহানুভূতিতে দিদির চোখে জল আসতো। দিদি বলতেন—এ সব-ই তো মা'র জন্য। দিদির এত কষ্টের মধ্যেও হাসির সৃষ্টি ক'রে মা হঠাৎ একদিন ব'লে বসলেন "দিদি, মহাত্মাদের যে নাচিয়ে তুলেছিস্। আর কত দিন শুয়ে শুয়ে থাক্‌বি?"

হরি বাবা যেদিন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সপ্তশতী পাঠ ক'রে গেলেন আমাদের আশ্রমে, সেদিন দিদি কোমরের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মা'রই নির্দ্দেশে দিদিকে খাটের উপরে বালিশ হেলান দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—আধশোওয়া-মতন অবস্থায়। দিদির মাথা কোন্ দিকে থাকবে, খাট্‌টা কী position-এ থাকবে ইত্যাদি সব-কিছু ব্যবস্থা হ'ল মা'রই কথা অনুসারে। পরে কিন্তু মা এই সুযোগে দিদিকে যেন ব্যঙ্গ করছেন এই রকম খেয়ালে বলেছিলেন "দিদি, তোর লজ্জা করল না? মহাত্মারা রইলেন মাটিতে বসে, আর তুই শুয়ে থাক্‌লি খাটে?" অথচ, দিদির তখন যে কী দুঃসহ যন্ত্রণা, কী নিঃসহায় অবস্থা; তা' মার চেয়ে বেশী কে জানে?

দিদির জন্য নরম গদি, বালিশ, লেপ ইত্যাদি যা-কিছু ব্যবস্থা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে মা'র অনুমোদন প্রকাশ্যে বা অলক্ষ্যে রয়েছে জেনেই দিদি ঐ সব ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, দিদির এই "বিছানার সুখ" বিলাসিতার জন্য নয়, মায়ের ইচ্ছা পালন করবার জন্য। কিন্তু মা'র লীলা কে বুঝবে? চোরকে মা বলবে "চুরি কর" আর গৃহস্থকে বলবে "সাবধান হও"।

হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হ'ল মা'র—দিদির দিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বলতে লাগলেন "আচ্ছা দিদি, এই রকম ফুল-বিবি[*] হ'য়ে আর কতদিন থাক্‌বি? তোর বাবা তো ছিল সিভিল সার্জ্জন। তার-ও কপালে বোধ হয় এত বিছানার সুখ হয়নি।"

দিদি এখন কোন্ দিকে যায়—এই সমস্যা। কিন্তু সমস্যাই বা কি? দিক্ তো একটাই—মায়ের দিক্। দিদির বাবা স্বামী অখণ্ডানন্দও তো গিয়েছিলেন সেই দিকেই।

---

[*] এই ডায়ারী যখন মা'র কাছে প'ড়ে শোনান হয়েছিল, মা বলেছিলেন—"বকুনির গড়ন-বরণ হ'ল ফুল-বিবি।"

২৪

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। "দ্বন্দ্ব=দো আন্ধা" ইতি মা।

পাঞ্জাব থেকে বোম্বাই যাচ্ছেন স্বতন্ত্রানন্দ স্বামী—এই খবর পেয়ে মা পানুদাকে পাঠিয়ে দিলেন মথুরা ষ্টেশনে, স্বামীজীকে বৃন্দাবন আশ্রমে নিমন্ত্রণ করবার জন্য। মায়ের আহ্বানে স্বামীজী তিন দিন কাটিয়ে গেলেন হরিকুঞ্জে। এই সুদর্শন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সংস্কৃত এবং কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিয়ে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ রাখতে পারেন। শাস্ত্র তাঁর কণ্ঠে। চোখেমুখে তাঁর সর্ব্বদা একটি শান্ত, সন্তুষ্ট, সদানন্দ ভাব। মায়ের দর্শন পাওয়ার পর থেকে মায়ের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা হ'য়েছে। যখনই আসেন শিশুটির মতন ব'সে থাকেন মায়ের কাছে।

কথা-প্রসঙ্গে একদিন সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের প্রশ্ন উঠল। মা বললেন "দ্বন্দ্ব মানে তো দো আন্ধা" অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ ইত্যাদির বোধ যে-ভূমিতে, সেখানে উভয় অবস্থাতেই জীব অন্ধ; দৃষ্টি খুললে তার দ্বিত্ববোধ থাকে না।

এই কথা শুনে সম্ভ্রমের সহিত স্বামীজী বললেন যে শাস্ত্রে-ও মায়ের ঐ উক্তির সমর্থন করেছেন—দ্বন্দ্ব জড়ত্ব-সূচক এবং জড় তো অন্ধ-ই। হাসিমুখে মা হিন্দী ভাষায় উত্তর দিলেন এই মর্ম্মে—"ছোট মেয়েটাকে তোমরা তো লেখাপড়া শেখাওনি। টুটি ফুটি যা' বলি, তোমরা আদর ক'রে শোন, ছোট মেয়ের কথা ব'লে। তোমাদের শাস্ত্রে-ও এই রকম বলে নাকি?"—যেন কিছুই জানেন না এই ভাবটি।

যোগমায়ার দুর্ভেদ্য ধোঁয়া রয়েছে ব'লে ঐশ্বর্য্যের দিক্‌টা ধরা পড়ে-ও ধরা পড়ে না—অজ্ঞাতসারে মাকে যেন বিশ্বাস ক'রে ফেলি, মা যখন আধো আধো সুরে বলেন "আমি তোমাদের ছোট্ট মেয়ে—আবোল তাবোল উট্‌পটাং কতো কী বলি।"

মনে হয় যেন স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যকে গোপন করার এই অপুর্ব্ব কৌশলটি মায়ের সহজ বৈভব।

২৫

বিভুদা-র জীবন-মরণ

একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ দেখা গেল মা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হচ্ছেন আশ্রমের দোতলা বাড়ী থেকে শিব-মন্দিরের দিকে। অসুস্থ অবস্থায় সেখানে ছিলেন বিভুদা—শ্রীবিভুপদ ব্রহ্মচারী। হঠাৎ তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে এমন সময়ে মা এসে উপস্থিত হ'লেন। অন্যান্য যা'রা সেখানে ছিল তারা তখনও ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। মা বিভুদাকে দেখেই তাদের বললেন "জল নিয়ে আয়, পাখা নিয়ে আয়।" কালবিলম্ব না ক'রে মা নিজে বিভুদার জামা টেনে খুলে দিলেন এবং মেরুদণ্ডের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত নিজের হাতের আঙ্গুল চালনা করিয়ে দিলেন। বিভুদা তখন অচৈতন্য, নিঃসাড় অবস্থায় রয়েছেন; বুঝতে-ও পারছেন না যে বিশ্ব-জননী তাঁর সেবা করছেন, মানবী মায়ের মতন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিপদ কাটল, রোগীর সংজ্ঞা ফিরল। পরদিন বিভুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছিল আপনার?" তিনি বল্লেন "নিশ্বাস ফেলতে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল, তারপরে হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এমন একটা অসাড় অবস্থা এসে গেল যে আর কিছু মনে নেই। কতোক্ষণ এ রকম ভাবে ছিলাম জানি না। ঘোরটা কাটবার মুখে অনুভব করলাম পীঠের উপর একটি আঙ্গুলের অস্তি

কোমল স্পর্শ—বড়ো আরাম হ'ল, মনে হ'ল যেন শক্তি পাচ্ছি।" সেই "কোমল স্পর্শ" ক'ার আঙ্গুলের সে কথা পরে জানতে পেরে, পিভুদা বলেছিলেন "আমার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল ; মা-ই আমাকে বাঁচিয়েছেন।" পরে মায়ের মুখ থেকে-ও যা' শোনা গিয়েছিল তাতে মনে হয় পিভুদার এই কথাটি ঠিক-ই।

ছোট একটু জীবন বা ছোট একটু মরণ হয়তো বা অনন্ত জীবনের পটভূমিকাতে কিছুই নয়। কিন্তু তাকেই উপলক্ষ্য ক'রে যখন দেখি, চিদানন্দময়ীর প্রাণ এমনি ভাবে স্নেহে-সেবায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তখন যেন মনে হয় সত্যিকারের পরম লীলার একটি প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে চিরদিনের মতন কৃতার্থ হ'য়ে গেছি।

২৬

মাধুর্য্য-মন্দাকিনীর ত্রিধারা

মায়ের আশ্রমে মাধুর্য্য-মন্দাকিনীর ধারা ব'য়ে চলেছে অবিরাম। তার উৎস মা, উপাদান মা, পরিণাম মা। তা'র রসধারা পুষ্ট করবার জন্য মা আসেন নানা রূপে—নামে, গানে, পাঠে ; আসনে, ভাষণে, মাতৃ-সঙ্গে ; জাগরণে, তন্দ্রায়, স্বপ্নে।

আশ্রমে প্রায় প্রত্যহ মায়ের তিন রকম খেলা দেখা যেত সন্তানদের নিয়ে। এক দল আসছে মাতৃ-দর্শনে, চোখে-মুখে তাদের হর্ষের উচ্ছলতা ; দ্বিতীয় দল নিচ্ছে বিদায়, বুকে তাদের ব্যথা আর চোখ-ভরা জল। অপর এক দল ডুবে রয়েছে মন্দাকিনী ধারাজলে—অবগাহনের আনন্দে মত্ত-বিহ্বল।

তৃতীয় দলের মধ্যে অনেক রকম শ্রেণী আছে। কেউ চায় মায়ের দর্শন, কেউ চায় মায়ের দৃষ্টি ; কেউ চায় মায়ের গান ও কথা শুনতে, কেউ চায় মায়ে কথা বা গান শুনিয়ে কৃতার্থ হ'তে ; কেউ চায় অব্যাহত মাতৃ-সঙ্গ, কেউ চায় মার অনুপস্থিতিতে আশ্রমের কাজের মধ্যে দিয়ে মাতৃ-সেবা ; কেউ চায় তত্ত্ব, কেউ চায় রস। সকলেই চায় মাকে—বিভি রূপে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রসে।

২৭

দিদিমার লোভ *

দিদিমা যতো মাতৃ-সঙ্গ করেছেন, এ পৃথিবী কেউ তা করেনি। সেই দিদিমার এখন পর্য্য মাতৃ-সঙ্গ লোভের অন্ত নেই। বোম্বাই নগ সংযম মহাব্রত আগত প্রায়। মা'র সঙ্গে যাঁ বৃন্দাবন থেকে বোম্বাই যাবেন তাঁদের নামের তালি তৈরী হচ্ছে। দিদিমার নাম তার মধ্যে আছে কি তখনও অবিদিত।

দিদিমা ভাল-মানুষটির মতন দিদিকে বল্লে "আর তো কিছু নয়! কান্তাবেন আমাকে নেম করেছে, আমার বোম্বাই না যাওয়া কি ভা দেখায়?" দিদি-ও দিদিমার সঙ্গে রগড় করব সুযোগ পেয়ে উত্তর দিলেন "ও! এই কথা তাহ'লে কেবল কান্তাবেনের নেমন্তন্ন রক্ষা করার জ তোমাকে বোম্বাই যেতে হচ্ছে? তা, এ ছাড়া কোনও কারণ নেই তো?" আর-ও একটি "নি কারণ" আবিষ্কার ক'রে দিদিমা বল্লেন "হাঁ, তা'ছা পাঠক-ও তো লিখেছে বোম্বাই যেতে।"

দিদি সহজে প্রসঙ্গটি ছাড়লেন না, স্পষ্ট জিজ্ঞা করলেন "আচ্ছা দিদিমা, তোমার বোম্বাই যা আগ্রহ কেবল এই তুজন ভক্তের চিঠি পেয়ে,

---

* এ-কথা কিন্তু প্রাইভেট।

ভিতরের আর কিছু কথা আছে ?" দিদিমা তখন-ও হয়তো ভাবছেন যে দিদির কাছে ধরা পড়েন নি ; বোধ হয় সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়েই গম্ভীর ভাবে দিদিমা জবাব দিলেন "হাঁ, আর-ও একটা কথা এই যে বহুদিন পূর্ব্বে তোমাদের দাদামশাই ও ভোলানাথের সঙ্গে ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলাম, তখন সব তীর্থ দর্শন হ'য়ে ওঠেনি।"

নিজের দুষ্টুমি বুদ্ধিটাকে আর-ও একটু উস্‌কিয়ে দিয়ে দিদি বল্লেন "আচ্ছা বেশ তো ! তীর্থ-দর্শনই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো এখনই তার ব্যবস্থা করা যায়। মা'র বোম্বাই যেতে এখনো কিছু দেরি আছে। ইতিমধ্যে তুমি বোম্বাই অঞ্চলের তীর্থ-দর্শন সেরে, বৃন্দাবনে ফিরে এসো।" এতোক্ষণ পরে দিদিমার সে কী অট্টহাস্য। তার তাৎপর্য্য এই :—"সব কথা কি খুলে বলতে-ই হবে ? আসল কথা—আমার বোম্বাই যাবার প্রধান আকর্ষণ তোমাদের মা।"

২৮

চরম কথা—"যাওন নাই"

আমাদের মা সকলেরই প্রধান আকর্ষণ। যা'র ভাগ্যে সেই আকর্ষণটুকু অনুভূতির মধ্যে এসেছে, যে মাকে যতো চায়, ততো পায় ; যতো পায়, আর-ও চায়। দূরে স'রে গেলে-ও যে ফিরে ফিরে আসে মা'র কাছে। না এসে উপায় কি ? এমন মা পাবে কোথায় ? এতো রূপ, এতো গুণ, এতো ভালবাসা ! এতো জ্ঞান, এতো ঐশ্বর্য্য, এতো মাধুর্য্য !

প্রথম দর্শনে-ই বিদায় কালে সেই যে মা বলেছিলেন "যাওন নাই", সেইটুকুই হ'ল চরম ও পরম কথা। যাবো কোথায় ? যেখানেই যাই মা তো আছেন সঙ্গে সঙ্গে—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জয়ে পরাজয়ে, সম্মানে অপমানে। প্রাণের প্রাণ হয়ে মা আছেন—মা চৈতন্যময়ী, মা আনন্দময়ী।

ছুটি-কথা

প্রথম হিল্লোল

(রাম-হরি)

শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কার নাথ

হরি। আচ্ছা দাদা, অনেক শাস্ত্রতো ঘাটলে; কিছু পেলে যাতে সকলের উপকার হয় ?

রাম। শাস্ত্র আর কতটুকু দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছি, তবে যা দেখেছি তাতে সর্ব্বসাধারণের যে কোন সম্প্রদায়ের ভক্ত, সাধু ও গৃহস্থের কল্যাণপ্রদ ছুটি-কথা পেয়েছি। প্রথমটিকে আশ্রয় ক'রে থাকলে দ্বিতীয়টি আপনা আপনি আবির্ভূত হন।

হরি। কি ভাই! রামনাম কৃষ্ণনাম ?

রাম। রামনাম কৃষ্ণনাম—এ ছুটির তো তুলনা নাই। তবে এ-ও ব্যক্তি বিশেষের সম্প্রদায় বিশেষের সাধনার ধন, প্রাণের প্রাণ। কিন্তু আপামর বালক বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলকার জন্য একটি কথা যেটি এমন কেহ নাই প্রথমে উচ্চারণ করে নাই। সব ভাষা সেই একটি কথার ভিতর দিয়ে এসেছে।

হরি। কি ভাই সে কথা ?

রাম। "মা" এই অমৃতময়ী বাণী প্রথম কথা। জানি না কত সুধা দিয়ে বিধাতা নির্জ্জনে বসে এই মা নামটি তৈরী করেছিলেন! মা, মা, মা-নাম যত বলা যায় প্রাণ যেন পূর্ণ হয়ে থাকে। মা নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মন কেমন হয়ে যায়, তার চঞ্চলতা ক্ষণেকের জন্যও দূরে চলে যায়, সে মা-নাম নিয়ে খেলা করতে থাকে। শিশুর কণ্ঠে প্রথমে আবির্ভূত হয় মা নাম, অস্ফুট-বাক্ বালক-বালিকা প্রথম উচ্চারণ করে 'মা।' আর কোন শব্দ প্রথমে উচ্চারিত হয় না, হয় শুধু মা মা মা। শিশু কাঁদে মা মা, শিশু হাসে মা মা, শিশুর একমাত্র সম্বল হয় মা-নাম। মা বলে কেঁদে, মা ব'লে ডেকে শিশু ভরে যায়, মা নাম মাকে চিনিয়ে দেয়। শিশু ডাকে মা মা, কাঁদে মা মা। মা নামটি যিনি অবলম্বন করে থাকতে পারবেন তাঁকে আর কোন চিন্তা করতে হবে না, মা-নামই তাঁকে মা'র কাছে পৌঁছে দিবে। ভাইরে! মা ব'লে সাধ মেটে না—যত বলি ততই বলতে ইচ্ছা করে। কালী, ছুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, বাণী, কমলা, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি মায়েদের রূপ আলাদা আলাদা, নাম ভিন্ন ভিন্ন। কালী ব'লে ডাকলে কালীই সাড়া দিবেন – কিন্তু মা ব'লে ডাকলে এক সঙ্গেই যত দেবী আছেন সবাই সাড়া দিবেন। মা মা মা-নামে প্রাণ ভরে যায়, আনন্দের প্লাবন এসে উপস্থিত হয়, মা-নাম বলতে বলতেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। অতি নীচ বর্ণ, বাহ্ন হ'তে আরম্ভ করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত, গো-মুর্খ থেকে মহামহোপাধ্যায় পর্য্যন্ত, সমভাবে মা নাম উচ্চারণ আনন্দ লাভে সমর্থ হন। মা নামের কাছে কেহ বঞ্চিত হয় না।

হরি। সত্যি ভাই মা নামটির কথা যা বলছেন তা সব সত্য। মা নামের মত আর অন্য নাম নাই। মা নামে সকলেই অধিকারী, সকলেই মা বলে ডেকে, মা বলে কেঁদে আপনাদের জ্বালা জুড়াতে পারে। মা নামটি কার নাম ?

রাম। 'অমর কোষে' আছে 'ইন্দিরা লোকমাতা মা ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমা'—ইন্দিরা, লোকমাতা, মা, ক্ষীরাব্ধিতনয়া, রমা মা-লক্ষ্মীর নাম।

একাক্ষর কোষে আছে "মা চ লক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা" "মা চ মাতরি মানে চ।" জগন্মাতা লক্ষ্মীর 'মা' এই নামটি গর্ভধারিণী নামরূপে জীব মাত্রকেই আনন্দ দান করে। জানি না এমন কেহ আছে কিনা যার মা-নাম শুন্‌লে প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে না! মা নাম যে মাত্র পুরুষের জন্য তা নহে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মা নামের অধিকারী—ইংরেজেরাও বলেন 'মাদার', মুসলমান বলেন 'আম্‌মা'। সকলের মধ্যে জগন্মাতা 'মা' এই নামটির ভিতর দিয়া আবির্ভূত হন। যিনি এই নামটি ধরে থাক্‌তে পারেন তাঁকে আর এ বহু পথের দেশে পথ হারাতে হয় না; একবারে মা মা কর্‌তে কর্‌তে মূল কেন্দ্রে পৌঁছে যান। মা নাম নামকারীকে একবারে অনাম নামী অরূপ রূপীর কাছে পৌঁছে দেয়। জীব নদী সেই অমৃত সাগরে মিশে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হয়ে যায়। নদী যখন সাগরের জলে মিশ্রিত হয় তখন তাহাকে যেমন আর পৃথক্ করতে পারা যায় না, তেমনি মা নাম নামকারীকে সচ্চিদানন্দ-ঘন পরম পুরুষের কাছে নিয়ে গিয়ে চির-সম্মিলিত করে নেন। তার আর বিচ্ছেদ হয় না। মা নামের মত আর কোন নাম আমি শাস্ত্রে দেখতে পাই নি। এ নাম-মন্ত্রে আপামর সর্ব্বসাধারণ স্ত্রী পুরুষের অধিকার, বালক বালিকা যুবক যুবতী সকলের সমান অধিকার। গোবৎসগুলি ডাকে হাম্‌মা, ছাগল ডাকে মা, হরিণ ডাকে মা।

জগতে মানুষের ভগবল্লাভের পথে যত প্রকার বিঘ্ন আছে তন্মধ্যে কামিনী-কাঞ্চনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ দুটির মধ্যেও কামিনী শ্রেষ্ঠতরা। কামিনী-কটাক্ষে মুগ্ধ হয় না এমন লোক নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্বার কামরিপুর জ্বালায় সাধু অসাধু সকলেই অস্থির হয়ে পড়েন। কামরিপুকে পরাস্ত কর্‌বার পাশুপত অস্ত্র মা নাম। কাম-রিপুর অত্যাচারে আকুল শান্তিকামী যদি মা মা বলে ডাকেন, অহর্নিশি মা নাম জপ করেন, তা হলে কাম-রিপুকে জয় কর্‌তে সমর্থ হবেন, এতে কোন সন্দেহ নাই। কাম বল, ক্রোধ বল, লোভ বল, যখন যে রিপু প্রবল হবে তাকে দমন কর্‌বার জন্য উচ্চৈঃস্বরে মা মা মা ব'লে ডাকাই সহজ সরল উপায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রিপু দুরীভূত না হবে ততক্ষণ মা নাম ত্যাগ কর্‌বো না, এইটি মনে রেখে মা নাম কর্‌তে হয়। কত কামী মা নাম জপ করত কামকে পরাজিত ক'রে সংসার-সাগর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মা নামের মত নাম আর নাই।

জয়মা জয়মা জয়মা জয়।
জয়মা জয়মা জয়মা জয়॥

ভাইরে, মা নামটি যেন তৃপ্তি আনন্দ প্রেমে ভরা। মা মা মা বলে যেখান থেকে যে কেহ ডাকুক না সাড়া পায়। মা মা করে ডাক্‌লে ভিতর থেকে বেশ সুস্পষ্ট সাড়া পাওয়া যায়, যাতে শরীর রোমাঞ্চিত, প্রাণ আনন্দে ভরে যায়, মন আনন্দের তালে তালে নৃত্য কর্‌তে থাকে—মা মা মা। তাই ডেকে ডেকে বলি—ওরে আয় পাপী তাপী দীন দুঃখী! ওরে আয় রোগী শোকী অধমাধম! ওরে আয় আয় সকলের ঘৃণাস্পদ পতিত! বল বল তোরা বল মা মা মা, সবাই ঘৃণা করলেও মা ঘৃণা করবেন না, বুকে তুলে নিবেন। মায়ের বুক বড় নিরাপদ, শান্তি অমৃত আনন্দ ভূমা সুখ দিয়ে মায়ের বুক তৈরি হ'য়েছে, মায়ের গলা

জড়িয়ে একবারে নিস্পন্দ হয়ে যা। চুপি চুপি মার কাণে বল—মা মা মা। ওরে তোর কোন জ্বালা থাক্‌বে না, মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়, সব জ্বালার আসান হবে।

শাস্ত্র পড়বার দেখবার মত ভাগ্য নিয়ে আসিনি, তবে যা সামান্য শাস্ত্র দেখেছি বুঝেছি, তাতে এই মা নামটি অবলম্বনেই জীব কৃতার্থ হতে পারে—এ কথা স্থির সিদ্ধান্ত করেছি। আমি ভুললেও মা ভোলেন না, মা আমার দিবারাত্র ডাক্‌ছেন ; এই 'মা'ই কুল-কুণ্ডলিনী, এই মা-ই ওঙ্কার, এই মা-ই আত্মা, এই মা-ই নাদ—সব মা—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

মায়ে-ভরা মা-দিয়ে গড়া এ সংসারে যে মা নামটিকে সার কর্‌তে পারে, শুধু মা মা ব'লে ডাকতে পারে, সে হাস্‌তে হাস্‌তে ভব সাগর পার হয়ে আনন্দের রাজ্যে, একের রাজ্যে, ভূমার রাজ্যে পৌঁছে যায়—মা মা মা!

হরি। ভাই তোমার বিনয়ে মুগ্ধ হলাম। সারাজীবন শাস্ত্র ও সাধনা নিয়ে আছ, এ কথা আর কেউ জানুক আর না জানুক আমি তো জানি—তোমার শাস্ত্র-পাঠ সার্থক হয়েছে। সত্যই তুমি শাস্ত্র-সাগর মন্থন করে অমৃত লাভ করেছ। মা নাম যে অমৃত, মা নাম যে পতিতের দীনের পাপীর তাপীর গতিহীনের একমাত্র সম্বল তা অতি সত্য কথা। মা নামে সকলের অধিকার—বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, পণ্ডিত, মূর্খ, কোল, ভীল, সাঁওতাল, বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ সবাই মা নামের অধিকারী ; সবাই অনায়াসে যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় শুচি অশুচিতে অবাধে মা মা বলে ডাকৃতে পারে ; কোন বাধা নাই মা নাম কর্‌তে, কোন বিধি-নিষেধ নাই। মরি মরি কি সুন্দর রত্নই তুমি শাস্ত্র সাগর হতে আহরণ করেছ, বড় মধুর এ মা নাম! একলাই ভোগ করো না, একলাই মা-নামে আনন্দ নাচ করো না, একাকীই মা-নাম নিয়ে থেকো না, দাও তাপিত জীব-কুলকে মা-নাম মহামন্ত্র দান কর, সকলের দুঃখ রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা মা-নামে দূর হয়ে যাক্। সবাই সমকণ্ঠে শিশুর মত বলতে শিখুক মা মা মা—জীবনে কথা কইতে শিখেছি মা-নাম উচ্চারণ ক'রে। জীবনে কত মা-নাম উচ্চারণ করেছি, কিন্তু ভাই আজ তোমার কথায় যেন মা-নামের ভিতর আমি আমার সব পেলাম। মা-নামের মধ্যে যেন আমি আমার হারান আমির সন্ধান পেলাম। হোক অস্পষ্ট, হোক ছায়াময় তথাপি আমি মা নামে নূতন জীবন পেলাম। মা মা মা—কেবল বল্‌তে ইচ্ছা করছে, মা মা মা—ডাকতে ইচ্ছা করছে, মা মা মা— কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে মা মা বলে। মা মা মা, বলি আবার বলি, মা মা, ডাকি আবার ডাকি—মা মা মা মা মা মা।

রাম। বল খুব বল, মা মা, ডাক কেবল ডাক মা মা মা—অধম তারিণি মা, পতিত পাবনি মা, গতি দায়িনি মা।

[দ্বিতীয় হিল্লোল]

হরি। একটি কথাতেই প্রাণ ভরে গেছে। আর একটি কথা কি ভাই?

রাম। 'গুরু', গুরুনাম, এ নামটিতে সকলের অধিকার। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব আউল, বাউল, সাই, সহজিয়া, সকলের প্রাণসম নাম গুরু। গুরু আশ্রয় ভিন্ন কি ব্যবহারিক জগতে, কি পারমার্থিক সাধনাদিতে এক পদ অগ্রসর হবার

উপায় নাই। গুরু সকলের আশ্রয়। গুরু নাম আশ্রয়কারীর আর কোন চিন্তা কর্‌তে হয় না, গুরু নামই গুরুকে এনে দেন, গুরু নামই ভীম পারাবার হতে জীবকে উদ্ধার করেন—গুরু নামের মত নাম আর নাই। এ কথা বলবার উদ্দেশ্য, সকলকেই গুরু নাম আশ্রয় করতে হয়। গুরু নাম ভিন্ন কারও চলবার উপায় নাই। গৃহকর্ম্ম লেখাপড়া অর্থোপার্জ্জনই বল, আর সাধন-ভজন যোগ-যাগ তপস্যাই বল, সর্ব্বত্রই ভাই এই গুরু নাম। যিনি সর্ব্বদা গুরু গুরু কর্‌তে পারেন তাঁকে আর কোন কিছুর জন্য ভাবতে হয় না।

হরি। গুরু শব্দের মানে কি?

রাম। 'গু' কারের অর্থ অন্ধকার, 'রু' কারের অর্থ তেজ, গুরুই অজ্ঞান ধ্বংসকারী ব্রহ্ম। গু শব্দের অর্থ সগুণ ব্রহ্ম, আর রু কারের অর্থ মায়া-ভ্রান্তি বিমোচক নির্গুণ ব্রহ্ম। 'গু' শব্দে অন্ধকার, 'রু' শব্দে নিরোধক, অন্ধকার নিরোধ করেন বলে গুরু এই নামে কথিত হন।

হরি। অন্ধকার নিরোধের অর্থ কি?

রাম। চোখ বুজ্‌লে অন্ধকার দেখতো?

হরি। তা দেখি।

রাম। ঐ অন্ধকারই অজ্ঞান। অবিরাম গুরু গুরু জপ কর্‌লে ও অন্ধকার আর থাকে না, আলো হয়ে যায়, চোখ বুজ্‌লে জ্যোতীরাশি দর্শন হয়, ভিতর আলোতে ভরে যায়।

হরি। যেমন প্রদীপের আলো বা চন্দ্র-সূর্য্যাদির আলো, এই রকম আলো চোখ বুজ্‌লে দেখা যায়?

রাম। এ রকম আলো দেখা যায়। আর এক অপূর্ব্ব অলৌকিক আলো আছে, গুরু নাম জপে সে অলৌকিক আলোও আবির্ভূত হন।

হরি। গুরু নাম যে কেহ জপ করবে সেই আলো দেখ্‌তে পাবে।

রাম। এর আর অধিকারী অনধিকারী নাই। যে কোন লোক অতি নিম্নবর্ণ বা অতিশয় পাপী হলেও যদি সর্ব্বদা গুরু গুরু জপ করেন তা হলে আলো নাদ ও আনন্দে ভরে যান।

হরি। নাদ কি?

রাম। নাদ "শব্দ ব্রহ্ম", এই শব্দ ব্রহ্ম হতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। শব্দ ব্রহ্ম মানে মানুষ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতা, কীট-পতঙ্গ যা কিছু সব হয়েছেন। যেমন জল জমে বরফ হয় তেমনি শব্দ জমে জগৎ হয়েছেন। সেই শব্দ প্রতি জীবের ভিতরে নাদরূপে অবস্থান ক'রে দেহকে ধরে রেখেছেন। আচ্ছা, গুরুর কথা শোন। শিব বলেছেন—

'নির্গুণঞ্চ পরংব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্'—

'গুরু' এই অক্ষর দুইটি নির্গুণ পরমব্রহ্ম, মহামন্ত্র, শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর। এ মহামন্ত্র অতি গোপনীয়। আরও বলেছেন—

'মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্'—

হে দেবি গুরু এই অক্ষর দুটি মন্ত্ররাজ, শ্রুতি বেদান্ত বাক্যে গুরু সাক্ষাৎ পরমপদ।

হরি। কেবল গুরু গুরু জপ কর্‌লেই হবে?

রাম। হাঁ, শিব বলেছেন—হে দেবি 'গুরু' এই অক্ষর দুটি যার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান থাকে তার কি মোহ থাক্‌তে পারে? বৃথা বেদ পাঠে তার প্রয়োজন কি?

হরি। গুরু নাম জপকারীর বেদ পাঠ বৃথা।

রাম। হাঁ, গুরু গুরু গুরু এই গুরু নাম যাঁর জিহ্বা নিরন্তর উচ্চারণ করে তাঁকে আর কিছু পড়তে হয় না। বেদ উপনিষদ বল বা পুরাণ তন্ত্রই বল

গুরুনাম সম্বলকারীর অন্য কিছু পাঠ করবার প্রয়োজন নাই—কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। 'গুরু' শব্দের 'গ' কার উচ্চারণ মাত্রই ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর হয়, 'উ' কার উচ্চারণ করলে আজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হ'য়ে যায়, 'র' কার 'উ' কার ও বিসর্গ উচ্চারণ মাত্রই কোটিজন্মকৃত পাপ হরণ করে।

গুরু নামের মহিমা বলবার সামর্থ্য আমার নাই। শিব বলেছেন—

সংসারসাগর সমুদ্ধরণৈকমন্ত্রং
ব্রহ্মাদি দেব মুনি পূজিত সিদ্ধ মন্ত্রম্।
দারিদ্র্য দুঃখ ভয় শোক বিনাশ মন্ত্রং
বন্দে মহাভয় হরং গুরুরাজ মন্ত্রম্॥

সংসার সাগর হতে উদ্ধারের একমাত্র মন্ত্র, ব্রহ্মাদি দেবতা ও মুনিগণপূজিত সিদ্ধ মন্ত্র, দারিদ্র্য ভয় শোকের বিনাশ মন্ত্র, মৃত্যু ভয় নাশক "গুরু" এই মন্ত্ররাজকে বন্দনা করি।

হরি। শিবও গুরু-নাম' মন্ত্ররাজকে প্রণাম করছেন।

রাম। গুরু নামটি যে সব। গুরু নাম ব্যতীত কিছু করবার উপায় নাই, গুরু নাম আশ্রয় করতে যিনি পারেন তিনি একবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যান, গুরু নাম তাঁকে আনন্দ দিতে দিতে পরমানন্দ ধামে লয়ে যান। এ হেন গুরুনামে যাঁর শ্রদ্ধা নাই, যিনি গুরুনাম উচ্চারণ করেন না, তাঁর মানব জন্ম বৃথা। গুরুনাম কীর্ত্তনকারী যদি অতি মূর্খ হন তা হলেও তিনি পরম পণ্ডিত। যে বিদ্যা জ্বালা-নিবৃত্তি করতে পারে না সে বিদ্যা অর্জ্জন না ক'রে যদি কেহ গুরু গুরু জপ করেন তাহলে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের জ্ঞান লাভে সমর্থ হবেন। সর্ব্বশাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে একটি সত্য ঘোষণা করছেন, সেই সত্যটিকে ধরতে না পেরে, রাশি রাশি শাস্ত্র পড়েও শাস্ত্রপাঠিগণ হাহাকার করেন। তাঁদের চোখের জল শুকায় না।

হরি। সে সত্যটি কি?

রাম। সেই সত্যই হলেন ওঙ্কার। চতুর্বেদ ষড়দর্শন ছয় বেদাঙ্গ আঠারো পুরাণ আঠারো উপপুরাণ উনিশখানি সংহিতা তন্ত্রসমূহ কাব্য নাটক তন্ত্র সমুদয়ে যা কিছু আছে সকলের মূল হলেন ওঙ্কার। অখণ্ড শাস্ত্রের পরপারে গমন করবার সাধ্য কারো নাই। কত শাস্ত্র হচ্ছে, কত শাস্ত্র হবে, এমন কেহ নাই যে শাস্ত্রের শেষ করতে পারেন। ওদিক দিয়ে চেষ্টা ক'রে কেহ সফল-মনোরথ হতে পারেন না। যিনি অনন্যভাবে ওঙ্কারকে আশ্রয় করতে পারেন তিনি সমস্ত শাস্ত্রের মূল লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হন। ওঙ্কারই আদি, ওঙ্কারই মধ্য, ওঙ্কারই অন্ত। পাতার ভিতরে যেমন শিরা আছে, পাতা যেমন শিরার দ্বারা ব্যাপ্ত, তেমনি সমস্ত শব্দরাশি ওঙ্কারের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ওঙ্কার উপাদানে বিবিধ শব্দরাশি বিরাজ করছে; সকলের মূল উপাদান হলেন ওঙ্কার।

হরি। মূল উপাদান মানে কি?

রাম। যেমন হাঁড়ি, কলসী, সরা, মালসা, জালা, টালী, রাণীগঞ্জের টালী, ইট, প্রদীপ, দুর্গাপ্রদীপ, এরূপ মাটি দিয়ে তৈরি যে কোন দ্রব্য আছে তার মূল উপাদান হল মাটি, হাঁড়ির ভিতরে বাইরে মাটি ছাড়া কিছুই নাই, তেমনি জগতে ওঙ্কার সকলের উপাদান, ওঙ্কার ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই। যেমন সোনার হার, বালা, অনন্ত, মাকড়ী, চুড়ী, নথ, কিরীট, কুণ্ডল প্রভৃতির আকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আলাদা আলাদা হলেও সে সব সোনা ভিন্ন আর কিছু নয়, তেমনি মানুষ পশু-পক্ষী, কীট

পতঙ্গ, নদ-নদী, সাগর, ভূধর, আকাশ, বাতাস ওঙ্কার ব্যতীত আর কিছু নয়। ওঙ্কারই ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রে লীলা করছেন।

যেরূপ পিতলের থালা, বাটি, ঘড়া, রেকাব, গাড়ু, ঘটি, গ্লাস, বাক্সো, সরা প্রভৃতি দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, নাম ও আলাদা আলাদা, তেমনি এ জগতের যাহা কিছু পদার্থ আছে সব ওঙ্কার দিয়ে গড়া। সর্ব্ব শাস্ত্র নানা ভাবে নানা রূপে ওঙ্কারেরই বর্ণনা করেছেন। জগতে যিনি যে কোন দেবতার উপাসনা করুন না কেন ওঙ্কারেরই উপাসনা করছেন। ওঙ্কারই এ বিশ্বের মূল উপাদান, ওঙ্কারের বুকে ওঙ্কার জগৎরূপে ভাসেন। জগৎরূপে ওঙ্কারই খেলা করেন; আবার জগৎরূপী ওঙ্কার প্রলয়ে আপনার বুকে লীন হন। সর্ব্ব শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত ওঙ্কার সকলের মূল।

হরি। এ ওঙ্কার কোথা থেকে আবির্ভূত হয়ে বেদ বেদান্ত ইত্যাদি নানা আকারে লীলা করছেন?

রাম। সমাহিত চিত্ত পরমেষ্ঠি-ব্রহ্মার হৃদয়াকাশে একটি নাদ উত্থিত হয়—যা আমরা কর্ণপুট আচ্ছাদন ক'রে শ্রোতৃবৃত্তির নিরোধ করত অন্তরে অনুভব করতে সমর্থ হই। তাঁর উপাসনার দ্বারা যোগিগণ আত্মার অধিভূত (বিষয়) অধ্যাত্ম (ইন্দ্রিয়) ও অধিদৈব (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) রূপ ত্রিবিধ মল ক্ষালন করে মুক্তি লাভ করে থাকেন। তারপর সেই নাদ থেকে অ, উ, ম এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কার প্রাদুর্ভূত হন। তাঁর উৎপত্তি অব্যক্ত এবং স্বয়ং-প্রকাশ আর তাহা পরমাত্মা পরব্রহ্ম বোধের দ্বার স্বরূপ। ইন্দ্রিয়হীন হলেও যাঁর জ্ঞান থাকে এবং শ্রবণেন্দ্রিয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক শ্রোত্রবৃত্তি রোধ করলেও যিনি সেই নাদ শুনতে পান তিনি পরমাত্মা। আর আত্মা হতে আকাশে যার দ্বারা বেদলক্ষণা বাণীর অভিব্যক্তি হয় তাহা ওঙ্কার।

হরি। তা'হলে প্রথমে নাদ, তা থেকে অ, উ, ম ত্রিমাত্রা যুক্ত ওঙ্কার-নাদ শোনেন পরমাত্মা এবং ওঙ্কার থেকে বেদ আবির্ভূত হন। আচ্ছা, নাদ কোথা থেকে প্রাদুর্ভূত হন।

রাম। পর প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারের তুরীয় মাত্রা থেকে নাদ আবির্ভূত হন।

হরি। ওঙ্কারের তুরীয় মাত্রায় কোন চলন নাই?

রাম। না, ওঙ্কারের তুরীয় বা চতুর্থ মাত্রার দ্বারা জগৎ পূর্ণ হয়ে আছে। কেহ বলেন অপ্রাকৃত চলন আছে, যেমন গোমুখী হ'তে গঙ্গা নির্গত হয়ে সমুদ্রাভিমুখে গমন করেন। গোমুখী-অভ্যন্তরে অবশ্যই প্রবাহ আছে নচেৎ গঙ্গা প্রবাহ কোথা পেলেন? অবশ্য সে প্রবাহ বাহিরের গঙ্গার প্রবাহ নয়। তদ্রূপ চতুর্থ মাত্রায় অপ্রাকৃত পর নাদ আছে, নচেৎ এ নাদ কি করে উৎপন্ন হয়। সেই নাদকে কেহ বলেন মায়া, কেহ বলেন পরমাণু, কেহ বলেন প্রকৃতি, ভ্রম, কেহ বলেন তপ, কেহ জড়, কেহ জ্ঞান, কেহ প্রধান, কেহ শক্তি, কেহ অজা, কেহ বলেন শব্দ।

নামরূপ বিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তামাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরে ত্বণুন্॥
—যোগবাশিষ্ঠ

কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্॥
—দেবী ভাগবত ৭।৬২

হরি। তারপর?

রাম। সেই অপর প্রণব স্বপ্রকাশ, পরমাত্মা পরব্রহ্মের প্রকাশক এবং সনাতন। সর্ব্ব মন্ত্র

সমস্ত বেদ এবং উপনিষদের বীজস্বরূপ। সেই ওঙ্কারে অ, উ, ম, তিনটী বর্ণ বিদ্যমান। এই ত্রিবর্ণাত্মক প্রণব, ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়, সত্ত্ব, রজ ও তম তিন গুণের অর্থ ভূ ভুর্ব স্বঃ এবং বৃত্তি জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আধার। তারপর ভগবান্ ব্রহ্মা অক্ষর সকলের পাঠক্রম নির্দ্দেশ করিলেন।

হরি। অক্ষরসকল কোথা থেকে হ'লেন ?

রাম। ওঙ্কার থেকেই। য র ল ব অন্তঃস্থ, শ ষ স হ উষ্ম, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এই চোদ্দটি স্বর, ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম স্পর্শ, অর্থাৎ ব্যঞ্জন স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘাদি ব্যঞ্জনের জিহ্বামূলীয় প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হ'ল। অনন্তর ব্রহ্মা সেই অক্ষর সমষ্টির দ্বারা হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও বহ্বৃচ এই চার প্রকার যাজ্ঞিক পুরোহিতগণের কার্য্য নির্দ্দেশ বাসনায় চারি বদন হতে ওঙ্কারসহ ভূরাদি ব্যাহৃতির সহিত চারি বেদ সৃষ্টি ক'রে মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণকে সেই বেদ পাঠ করালেন।

হরি। তা'হলে ওঙ্কারই সমস্ত বেদের মূল।

রাম। শুধু বেদের মূল নহেন, সকলের মূল ওঙ্কার। ভগবান্ উদ্ধবকে বলেছিলেন,—'বেদাঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্' প্রণবই আগে ছিল, প্রণব থেকে বেদ।

হরি। ভিতর বার সবই ওঙ্কার।

রাম। হাঁ।

হরি। মানুষের দেহে ওঙ্কার কোথায় আছেন ?

রাম। ওঙ্কারই জীবাত্মা, ওঙ্কারই কুণ্ডলিনী ; ইনি মূলাধারে প্রসুপ্ত সর্পের ন্যায় নিজের প্রভায় দেদীপ্যমানা হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। এঁর সকল অবয়বসংস্থান সর্পের মত। ইনি বাগ্দেবী, ইঁহা হতেই সকলের বাক্য-স্ফূর্ত্তি হয়। ইনি বর্ণময়ী সমস্ত বীজ-স্বরূপিণী। অ থেকে অঃ পর্য্যন্ত ইড়া দ্বারা প্রবাহিত হয়, ক হতে ম পর্য্যন্ত পিঙ্গলার দ্বারা ও য হতে ক্ষ পর্য্যন্ত সুষুম্না পথে বাহিত হয়। তিন নাড়ীর আদি দেবতা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি।

হরি। আমরা যেমন কথা কই তখন বর্ণ সকল এরূপ নাড়ী দিয়ে বহির্গত হয় ?

রাম। হাঁ, ক হতে ম পর্য্যন্ত বর্ণগুলি প্রাণী আর অ থেকে অঃ পর্য্যন্ত বর্ণ সকল 'প্রাণ,' এরাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের চিহ্ন বা আকৃতি। ম কারটি জীবাত্মার পঞ্চবিংশতি সুষুম্না দিয়ে প্রবাহিত হয় ব'লে ওদের ব্যাপক বলে। ব্যাপকগুলি প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর দ্বারা গঠিত—কুণ্ডলিনী হতে শব্দ যখন কোন নাড়ীর শেষ পর্য্যন্ত গমন করে তখন শব্দের পরা অবস্থা, নাড়ীর মধ্য দিয়া যখন প্রবাহিত হতে থাকে তখন পশ্যন্তী, নাড়ীর গলা পর্য্যন্ত মধ্যমা, শব্দ গলা থেকে মুখে এলে বৈখরী।

হরি। অক্ষর উৎপত্তি হয় কোথা থেকে ?

রাম। যখন ওঙ্কার বহু হব জন্মাব বলে বহুরূপ ধারণ করেন প্রথমে পঞ্চভূত হন ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম, অক্ষর সকল পঞ্চভূত থেকে উৎপন্ন হয়।

হরি। পঞ্চভূতের মধ্যে কোন্ ভূত থেকে কোন্ অক্ষর সম্ভূত হন ?

রাম। বায়ু থেকে ক খ গ ঘ ঙ অ আ ঋ ক্ষ র। পৃথিবী থেকে ট ঠ ড ঢ ণ উ ঊ ঌ ষ ল। জল হতে ত থ দ ধ ন এ ৡ স ঐ। আকাশ থেকে প ফ ব ভ ম ও ঔ ং ঃ।

হরি। পঞ্চভূতের কোন আকার আছে ?

রাম। যোগ শাস্ত্রে পঞ্চভূতের আকার এই রকম বলেছেন।

ক্ষিতি—চতুঃকোণ, জল—চতুঃকোণ রেখাঙ্কিত, তেজ—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, বায়ু—ত্রিকোণ, আকাশ—বিন্দুবৎ।

হরি। যা কিছু সবই ওঙ্কার দেখ্‌ছি। আচ্ছা দাদা, শাস্ত্র সকলকে ওঙ্কারের অধিকার দেন নাই কেন? চরম অবলম্বন ওঙ্কার, শাস্ত্র স্ত্রী শূদ্র ও অধম ব্রাহ্মণকে এ ওঙ্কারে কেন বঞ্চিত করেছেন?

রাম। যতক্ষণ বহু দর্শনের ইচ্ছা মন থেকে একেবারে মুছে না যায় ততক্ষণ কেহ ওঙ্কারের অধিকারী হতে পারেন না। স্ত্রী শূদ্র অধম ব্রাহ্মণ ওঙ্কারের জপে বিপন্ন হয়ে পড়বেন ব'লে শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ ওঙ্কারের অধিকার তাঁদের দেন নাই। ওঙ্কার ব্রহ্ম, যার যে ভাব সেইভাব ওঙ্কার বাড়িয়ে দেন। কামী ওঙ্কার জপ কর্‌লে কাম বাড়বে, ক্রোধী জপ করলে ক্রোধ বাড়বে।

হরি। এ ত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার।

রাম। একবার ব্রহ্মার কাছে দেবগণ, মহর্ষিগণ, অসুরসমূহ ও সর্পসকল উপদেশ প্রার্থনা করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা বলেন "ওঁ"। সেই ওঙ্কারের উপাসনায় দেবগণের দানপ্রবৃত্তি, মহর্ষিগণের দমগুণ বৃদ্ধি হয়েছিল; আর অসুরগণের দম্ভভাব ও সর্পসমূহের দংশন প্রবৃত্তি বেড়েছিল। প্রথমে সগুণ মন্ত্রের উপাসনার দ্বারা সগুণ সাক্ষাৎকার করতে হয়। শ্রীভগবানের দর্শনের পর সগুণ মন্ত্র তাঁর অঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। তখন স্বতঃই ওঙ্কার আবির্ভূত হন—সে সময় আর স্ত্রী শূদ্র চাঁড়াল চোয়ার হাড়ি ডোম কোন ভেদ থাকে না। সগুণ সাক্ষাৎকার না ক'রে যিনি ওঙ্কার আশ্রয় কর্‌তে যান তাঁর দুর্গতির সীমা থাকে না। রিপুর পীড়ন, মান সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা, কামিনী-কাঞ্চন তাকে পেয়ে বসে, জনমটি ব্যর্থ হয়ে যায়। বেশী কথা কি, কুটীচক বহূদক হংসের পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অধিকার। পরমহংসই ওঙ্কারের অধিকারী। অধিকার জোর ক'রে হয় না ভগবদ্দর্শনে আপনা আপনি সমস্ত কর্ম্ম গলিত হয়ে যায়, মন্ত্র থাকে না, নাদাত্মক জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কার হৃদয়-কমলে আবির্ভূত হয়ে আনন্দ দিতে দিতে পরমব্রহ্মে একীভূত করে দেন। প্রণব ধনু, শর আত্মা আর ব্রহ্ম লক্ষ্য। ব্রহ্ম লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত শরক্ষেপ করতে করতে আত্মা ব্রহ্মে প্রবেশ করেন তখন আর তাঁর পৃথক্‌ত্ব থাকে না।

হরি। সমস্ত মন্ত্রই ওঙ্কার থেকে উৎপন্ন হয়েছেন?

রাম। হাঁ; মন্ত্র সকলের মধ্যে ওঙ্কারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ওঙ্কার মূলে এক, পরে অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত রূপ 'ওঁ তৎসৎ' এই তিনটি হয়েছেন। যেমন কারণ ব্রহ্মের আট প্রকার প্রকৃতি, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, সেইরূপ শব্দ-ব্রহ্মের আটটি বীজ আটটি প্রকৃতি স্বরূপ।

হরি। সে বীজ সকল কি ভাই?

রাম। শব্দ ব্রহ্ম ওঙ্কার হতে—গুরুবীজ ঐং, শক্তিবীজ হ্রীং, রমাবীজ শ্রীং, কামবীজ ক্লীং, তেজোবীজ ট্রীং, শান্তিবীজ স্ত্রীং, রক্ষাবীজ হ্লীং।

শব্দ ব্রহ্মের আটটি বীজ অপরা প্রকৃতি এবং গায়ত্রী পরা প্রকৃতি।

ওঙ্কারং পিতৃরূপেণ গায়ত্রীং মাতরং তথা।
পিতরৌ যো ন জানাতি স বিপ্রস্ত্বন্যরেতজঃ ॥
—দেবী ভাগবত।

ওঙ্কার পিতা, গায়ত্রী মাতা। যে বিপ্র পিতা-মাতাকে জানে না সে অন্যের বীর্য্যসম্ভূত।

হরি। ওঙ্কার থেকে মানুষ পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ কি করে হ'ল দাদা?

রাম। পরম ব্যোম চিদাকাশে সৃষ্টি প্রারম্ভে

স্পন্দন ওঠে—'এক আমি বহু হব'। এই প্রথম স্পন্দনই শব্দ-ব্রহ্ম ওঙ্কার—মহাকাশে ওঁ ওঁ ওঁ ধ্বনিত হতে থাকে, আকাশ বায়ুতে ওঙ্কার নাদ লীলা করতে থাকেন, বায়ু থেকে তেজ সেই তেজঃ দীপ্তিযুক্ত হয়ে বিকীর্ণ হতে থাকে, তেজের সূক্ষ্মাংশ যত আলোকাদি আকারে বিকীর্ণ হতে থাকে, স্থূল অংশ ঘনীভূত হতে আরম্ভ করে। ঘনীভবনের প্রথম অবস্থা জল, তারপর ঘনীভূত হয়ে পৃথিবী হয়, এইরূপে স্থূলভূত সমূহ সৃষ্টি হয়। তা থেকে আধিদৈবিক চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র দেবতামণ্ডলী, আধিভৌতিক মনুষ্য পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, সাগর ভূধর, নদনদী, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র আদি ধাতু সকল, এক কথায় পার্থিব যা কিছু সব এবং আধ্যাত্মিক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়বৃন্দ সৃষ্টি হয়, মূল হল ওঙ্কার-নাদ। বেদে ওঙ্কার-নাদকে প্রাণস্পন্দন বলেছেন, এই ওঙ্কারটি রয়ি-প্রাণ, অন্ন-অন্নাদ, ভোগ্য-ভোক্তা, প্রকৃতি-পুরুষ, সোম-অগ্নি ইত্যাদি একাই নানা রূপ ধরে লীলা কচ্ছেন।

হরি। শব্দ থেকে স্থূল জগৎ হয় কি ক'রে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

রাম। "অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ"। শব্দময় পরমাণু হতে বাতাস, বাতাস স্থূল হয়ে জল, জল স্থূল হয়ে পৃথিবী, মূলে শব্দ নামক পরমাণু—তাই সৃষ্টি রহস্য সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করতে পারা যায় না। চিত্ত অন্তর্মুখ হলে ধ্যানের দ্বারা যোগিগণ সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হন।

হরি। মোটামুটি বুঝলাম শব্দ নামক পরমাণু জমেই সব হয়। আচ্ছা, এই স্থূল দেহ, একে কে ধরে রেখেছেন? কার ইঙ্গিতে স্থূলদেহ চালিত হয়?

রাম। তিনিই নাদাত্মক জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কার আত্মা।

হরি। আচ্ছা, জ্যোতি ও নাদ আমার ভিতরেও আছেন?

রাম। নিশ্চয়ই আছেন। শ্রুতি বলেন যে কাণ বন্ধ করলে ভিতরে যে গাড়ীর শব্দ যা ড়ের ডাক বা অগ্নির জ্বালার শব্দ শোনা যায় তাহাই সকলের উপরে, দ্যুলোকের উপরে, যে জ্যোতি আছেন তাঁর শ্রবণের চিহ্ন; আর গায়ে হাত দিলে যে তাপ অনুভব হয় তাহা তাঁর স্পর্শের চিহ্ন। শব্দ অর্থাৎ নাদ অরবের রব,—এই নাদ হতে সৃষ্টি, নাদে স্থিতি, এবং নাদেই লয় হয়। নাদকে অবলম্বন করতে পারলেই মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে যায়।

হরি। নাদকে কি করে ধরা যায়?

রাম। কেবল মা মা কর। যোগ, যাগ, দান, ধ্যান, তপস্যা, পূজা পাঠ, উপাসনা যা কিছু সবই হল ওঙ্কারকে পাবার জন্য। ওঙ্কারের মকার পাদটি নাদময় 'মকারাৎ লভ্যতে নাদঃ'। সৎকর্ম পূজাপাঠ যিনি যাই করুন না কেন তিনি ওঙ্কারেরই উপাসনা করেন।

হরি। কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রাম। ওঙ্কারের প্রথম পাদটি 'অ' পৃথিবী। পূজা, লোকসেবা, দেশসেবা, যা কিছু সবই অকার পাদের উপাসনা। এই অকার পাদের উপসেনায় মানুষ অকারকে সাক্ষাৎ ক'রে পৃথিবীতেই জন্মায়। স্থূল ভোগ দিয়া ভগবানের অর্চ্চনা অকার পাদের সেবা।

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, শৌচ, বেদের অনুশাসন, আতিথ্য, বৈশ্বদেব, বলি প্রভৃতি ইষ্টকর্ম্ম। বাপী কূপ তড়াগাদি খনন, দেবমন্দির করা, অন্ন প্রদান, দেব সেবার জন্য বাগান প্রভৃতি করার নাম হল পূর্ত্ত কর্ম্ম। জপ, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ, এইরূপ গুরু

কর্ম্মের দ্বারা উ কার পাদের উপাসনা হয়। তার দ্বারা মানুষ স্বর্গে গমন করে ও সেখানে সুখভোগ ক'রে মর্ত্ত্যে ফিরে আসে। জীবকে সৎপথে চালিত করা, কায়মনোবাক্যের দ্বারা জীবের দুঃখ দূর করাও অকার ও উকারের উপাসনা।

হরি। তা'হলে যা কিছু সৎকর্ম্ম মানুষ করে সবই ওঙ্কারের উপাসনা।

রাম। হাঁ, তাহা অকার ও উকার মাত্রার উপাসনা। মানুষ তার দ্বারা ইহলোকে পরলোকে সুখভোগ করে। নাদানুসন্ধানই মকারের উপাসনা। এই নাদানুসন্ধান করতে করতে সাধক যখন নাদান্তর্গত জ্যোতিতে স্থির হয়ে যায়—মন লয় হয়, তাহাই পরমপদ। নাদ যতক্ষণ মন ততক্ষণ, নাদান্তে মনোন্মনী অবস্থা, সশব্দ অক্ষর ক্ষীণ হলে নিঃশব্দ পরমপদ পরমব্রহ্ম। এই নাদানুসন্ধানের দ্বারা সাধক ব্রহ্মলোক লাভ করেন এবং যা শান্ত অজর অমৃত অভয় সর্ব্বোত্তম তাও এই নাদানুসন্ধানের দ্বারা প্রাপ্ত হন। মোট কথা, যতদিন ওঙ্কার লাভ না হয় অর্থাৎ ওঙ্কার ঊর্দ্ধমুখ হয়ে ব্রহ্ম লক্ষ্যে গমন না করেন ততদিন মানুষের যাতায়াত ঘুচে না। ওঙ্কার প্রাপ্তির জন্যই সব। ওঙ্কার পেলেই মানুষ কৃতার্থ হয়।

হরি। ওঙ্কারকে কি ক'রে পাওয়া যায়?

রাম। গায়ত্রী জপ কর্‌তে কর্‌তে মানুষ ওঙ্কারকে পেতে পারে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম রাম, কালী কালী, দুর্গা দুর্গা, শিব শিব, গুরু গুরু জপ কর্‌তে কর্‌তে ভক্ত ওঙ্কারে পৌঁছে যান। গুরু-দত্ত মন্ত্র শেষ কর্‌তে পার্‌লে ওঙ্কারে পৌঁছুতে পারেন। মা মা মা ব'লে কাঁদ্‌লে ওঙ্কারে পৌঁছান যায়। মা নামটির কথাই সেইজন্য তোদায় প্রথম বলেছি। অবিরাম মা মা কর্‌লে মা ওঙ্কারে পৌঁছে দেন। কলিযুগের সরল সুগম সহজ সাধনা নাম সংকীর্ত্তন। অনুক্ষণ নাম সঙ্কীর্ত্তনের ভক্ত অতি সত্বর ওঙ্কার নাদ লাভে সমর্থ হন। ওঙ্কার ধরা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে আছেন, সকলকে ডাক্‌ছেন 'আয় আয়' বলে। মানুষ তাঁকে চায় না, বাহ্য ভোগের জন্য আকুল হয়ে ছুটোছুটি করে। সেজন্য চোখের জল শুকায় না, জন্মজন্মান্তর শুধু কাঁদতে থাকে।

হরি। গুরু-দত্ত মন্ত্র জপ করলেই ওঙ্কারকে পাবে?

রাম। নিশ্চয়ই পাবে, মন্ত্র শেষ ক'রে ফেলো, মন্ত্র শেষ হলেই ওঙ্কার স্বয়ং উপস্থিত হবেন।

হরি। মন্ত্র শেষ করা মানে কি?

রাম। মন্ত্র শেষ হয়ে গেলে মন্ত্র বল্‌তে বা মনে কর্‌তে পার্‌বে না। মন্ত্র মনে করতে গেলেই প্রাণ মুক্তদ্বার সুষুম্নায় প্রবেশ ক'রে ওঙ্কারে একীভূত হয়ে যাবে। মানুষ দুঃখ দূর করবার জন্য কত চেষ্টা করে, কিন্তু গাত্র যদি কেহ মন্ত্রটি'কে শেষ ক'রে ফেলতে পারে তদ্বারা সে ঈশ্বরত্ব লাভে সমর্থ হয়।

হরি। মা মা করে ডাক্‌লে ওঙ্কারকে পাব?

রাম। অবশ্যই পাবে। 'মা'ই ওঙ্কারে পৌঁছে দেবেন। 'মা'ইতো ওঙ্কার। প্রথম দুটি-কথা 'মা' আর 'গুরু'। তারপর শেষ দুটি-কথা 'গুরু' আর 'ওঁ'। অপূর্ব্ব ব্যাপার। ইষ্টমন্ত্র, সন্ধ্যা, গায়ত্রী যা কিছু চলে গেলেও গুরুনাম নাদে ধ্বনিত হতে থাকেন অবিরাম ভিতরে নাদে উচ্চারিত হয় "জয়গুরু" "জয়গুরু" 'গুরু' 'গুরু' 'ওঁ গুরু'। শেষে নাদে থাকেন 'ওঁ' 'গুরু' এই দুটি, তারপর ওঙ্কার ভক্তকে একবারে আত্মসাৎ করেন। তখন শ্রোতা বক্তা আর কেউ থাকে না।

হরি। ভগবানের নাম ও ওঙ্কারই সব বল্‌ছো, ভগবানের কি রূপ নাই ?

রাম। নিশ্চয়ই আছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বংশীধারী ত্রিশূলধারী, এসব তাঁর অপ্রাকৃত রূপ, ওঙ্কার নাদ তাঁর অন্তর্য্যামী সূক্ষ্মরূপ। আর এই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, আকাশ, অনল, পৃথিবী, মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, সাগর-ভূধর, নদ-নদী যা কিছু দেখা যায় সব তাঁর স্থূল রূপ। একমাত্র তিনিই সব সেজে জগৎ হয়ে আপনাকে নিয়ে আপনি খেলা করছেন। তিনি ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই, সব তিনি, সব তিনি। তুমি আমি সব তিনিই। তিনিই তুমি আমি সেজে খেলা করছেন।

হরি। অপূর্ব্ব রহস্য! কি জানি কেমন ক'রে এ রহস্য ভেদ হবে, কিরূপে আমি মাকে পাব!

রাম। কেবল মা মা কর, আর কিছু ভাবতে হবে না, মা বুকে ক'রে সেই আলো আনন্দ সুরের দেশে নিয়ে যাবেন। কেবল বল মা মা মা, আমি। তোর শরণাগত—'মা'ই মন্ত্র, 'মা'ই তন্ত্র, 'মা'ই ওঙ্কার।

প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ। প্রণবত্ব হেতু মাকে ব্রহ্মবাদিগণ প্রকৃতি বলেন।—বল কেবল মা মা, ডাক মা মা, জপ কর মা মা, কীর্ত্তন কর মা মা, দুঃখে বল মা মা, সুখে বল মা মা, রোগে বল মা মা, অরোগে বল মা মা। ওঙ্কার স্বতন্ত্র কেহ নন। মাই ওঙ্কার, ওঙ্কার ধরা দিবার জন্য মা নামে লীলা করছেন, বল বল মা মা।

যিনি প্রণব শ্রবণ করেন তাঁর ব্রহ্মবাক্য শোনা হয়। যিনি প্রণব উচ্চারণ করেন তাঁর ব্রহ্মধামে গমন করা হয়। যিনি প্রণব দর্শন করেন তাঁর ব্রহ্মপদ দেখা হয়। যাঁর মনে সতত প্রণব বিরাজ করেন তিনি ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হন। ভগবান গৌড়পাদ বলেছেন—ওঙ্কারকে এক এক পাদ করে জান্‌বে। পাদ ও মাত্রা একই পদার্থ, এতে সংশয় নাই। ওঙ্কারকে পাদক্রমে জেনে আর কিছু চিন্তা করবে না। প্রণবে চিত্ত সমাহিত করবে, কারণ প্রণবই অভয় ব্রহ্মস্বরূপ। যে লোক সর্ব্বদা প্রণবে সমাহিত চিত্ত তার কোন স্থানে ভয় থাকে না। প্রণবই অপর ব্রহ্ম, প্রণবই পর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। এই প্রণবের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নাই, কার্য্য নাই, অন্তর নাই, বহির্ভাব নাই, উহা অব্যয় নির্ব্বিকার-স্বভাব। প্রণবই সকলের আদি মধ্য অন্তস্বরূপ। এরূপে প্রণবকে জেনে তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। প্রণবই সকলের হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী ঈশ্বর। বিবেকী আকাশের মত সর্ব্বত্র স্থিত ওঙ্কারকে জেনে নিঃশোক করেন না, শোক হতে উত্তীর্ণ হন।

যে ব্যক্তি মাত্রা-বিভাগশূন্য, অমাত্র অথচ অনন্তমাত্র অসীম দ্বৈত—বিশ্রান্তিভূমি ওঙ্কারকে জেনেছেন তিনি যথার্থ মুনি, অপরে নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্ব ধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্যে হয় বেদের একদেশ॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্বদেব জগদ্ উৎপত্তি॥

'মা'ই প্রণব, প্রণবই মা, বল মা মা মা।

মধুমাখা মার নাম বল অবিরাম।
জীবন সফল হবে পাবে মোক্ষধাম॥
রোগ শোক দুঃখ জ্বালা রবে না তোমার।
অনায়াসে ভবনদী হয়ে যাবে পার॥

বল বল জয় মা মা জয় মা মা জয়।
মার বুকে রবে সদা কি ভয় কি ভয়॥
মা-ই গুরু, গুরুই মা, নাহি কোন ভেদ।
বল মা মা গুরু গুরু রবে নাকো খেদ॥

জয় মা জয় মা জয় মা জয়।
জয় মা জয় মা জয় মা জয়॥

মাকে দেখব বলে ভাবনা
কেউ করো না আর।
সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়
জগতের মা সবাকার॥

মা যদি নিদয়া হত তবে কি আর প্রসবিত
পৃথিবী শুকায়ে যেত অন্ন বিনা হাহাকার।
অস্পৃশ্য চণ্ডাল হতে ব্রাহ্মণাদি সকল জেতে
মা বলে ডাকিলে কভু হয় না নিষ্ফল তার॥
অঙ্গে দর দর ধারে যবে স্বেদ বিন্দু ঝরে
বায়ুরূপে কে তোমারে বাতাস করে অনিবার॥
ছেলের মুখে মা মা বাণী
শুনবেন বলে ভব রাণী,
আড়াল থেকে শুনেন, পাছে
দেখিলে না ডাকি আর।
মা মা মা।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যদি আমাদের ভগবান লাভের ইচ্ছা মোটেই না হয়, যেমন ছেলেপিলেদের পড়াশুনার ইচ্ছা হয় না, তখন ঐ ইচ্ছা জাগাতে হ'লে নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলতে হয়। ছেলেপিলেদের পড়াশুনার ইচ্ছা না থাকলেও যেমন কিছু সময় তাদের জোর করে পুস্তক দিয়ে বসাতে হয়, সেইরূপ ভগবানকে লাভ করবার ব্যাকুলতা আনতে হ'লে নিজকে কতকটা সময় আধ্যাত্মিক কাজে নিযুক্ত রাখতে হয়। মনে করতে হয় কি জান? আমার ইচ্ছা হউক বা না হউক, আমার মন স্থির হউক বা না হউক, আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এতটা সময় তাঁহার জন্য দিবই দিব।

তাহা ছাড়া এই ব্যাকুলতা আনতে হ'লে আধ্যাত্মিক কাজ যাহা কিছু করবে তাহা মন প্রাণ দিয়ে করবে। শুধু মন দিয়া কল্লে চলবে না। কেন না, চৈতন্য সত্তা সর্ব্বব্যাপী থাকলেও আমরা দেবতাদির আরাধনা করতে গিয়া মাটির মূর্ত্তি গড়ে তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি। সেইরূপ ভগবান লাভের চেষ্টাও প্রাণ দিয়ে করতে হয়। যাতে প্রাণ দিয়ে ঐ চেষ্টা আসে সেজন্য একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করতে হয়। যেমন ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শিখাতে হ'লে তাদের দশটা হ'তে পাঁচটা পর্য্যন্ত স্কুলে বা কলেজে থাকৃতে হয়, সেইরূপ ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হ'লে প্রত্যহ নিয়মিত কতকটা নির্দ্দিষ্ট সময় নাম জপাদিতে ব্যয় করতে হয়। যদি কোন দিন কোন বিশে
কাজের জন্য ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের সবটা ভগবানে
কাজে দেওয়া না যায় তবে কতটুকু সময় কম পড়
তা' স্মরণ করে রেখে পরদিন তাহা পূরণ করতে হ
এবং যা'তে আধ্যাত্মিক কাজের সময় ক্রমেই যে
যায় তার চেষ্টা করতে হয়। এইরূপ চেষ্টার একমা
উদ্দেশ্যই এই যে, ভগবানের প্রতি আকুলতা বাড়ান
কারণ আকুল না হ'লে কিছুই হবে না। অস্থির ন
হ'লে স্থির হয় না। স্থিরের জন্যই অস্থির হ'তে হ
প্রথম। শান্তত্ব পেতে হ'লে বিশেষ করে আমাদে
অশান্ত হ'তে হবে, তাঁর জন্য অশান্ত হ'তে হবে
এইজন্য সহায়ক কর্ম্ম নিতে হয়। সহায়ক কর্ম্ম, যেম
সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ বল্লে যে সাধুসঙ্গ হ'লেই হ
তা' নয়। সৎভাবের সঙ্গই হ'ল প্রধান। তুমি
সাধুর কাছে বসে আছ আর মন পড়ে আছে সংসা
বা অন্য কিছুতে, তা' হলে বিশেষ কিছু হবে না
অবশ্য সাধুর সঙ্গগুণে একটু কিছু হয়, কিন্তু সৎভাবে
সঙ্গই হ'ল প্রকৃত সৎসঙ্গ ; এই সৎভাবের স
তোমার মন, প্রাণ, সব কিছু, এমন কি দেহ পর্য্য
জমিয়ে দিবে। এইরূপ জমান ভাব না হ'লে
কিছু হবে না। সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনে
সহায়ক কর্ম্ম বেছে বেছে নিতে হয়। আমাদে
যে অহঙ্কার, বুদ্ধি আছে যাহা আমরা জাগতি
সমস্ত কাজেই খাটাচ্ছি, সেই অহঙ্কার বুদ্ধি দিয়ে

আমাদের সহায়ক কর্ম্ম বেছে নিতে হবে। আমরা কর্ম্মের মধ্যে আছি বলে আমাদের কর্ম্ম লওয়া দরকার। যে কর্ম্ম কল্লে আমাদের মধ্যে শুদ্ধভাব আসে, মন স্থির হয়, সেইগুলিই হ'ল আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়ক কর্ম্ম।

কথা কি জান? ভগবান্ ত এক। আমাদের এককে পেতে হ'লে এক লক্ষ্য হতে হবে। যে কোন জিনিষে এক লক্ষ্য হওয়া দরকার।

খুকুনী দিদি। তুমি কি বল যে একের ভিতরই সব আছে?

মা। একের ভিতর বহু, আবার বহুর ভিতর এক। একে ত আমরা আছি। তাহার প্রমাণও আছে, যেমন আমরা এক গ্রাস এক গ্রাস করে খাই, এক পা এক পা করে চলি। এই একের মধ্যেই অনন্তত্ব আছে। তোমাদিগকে যদি বলি, "দেখ, তুমি বলত পাঁচ মিনিটে তোমার মনটা কোথায় যায়।" জাগতিক হিসাবে সাধারণ মনের খবরও তুমি দিতে পার না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোথায় কোথায় তোমার মন চলে গেছে তা'র সন্ধান তুমি রাখতে পার না। সেই হিসাবে মনের ভিতর দিয়াও অনন্তত্ব।

আবার দেখ. তোমার হাত, পা, যে কোন জায়গা ধরে যদি জিজ্ঞাসা করি, "কে?" তুমিও উত্তর দিবে, "আমি।" আমিত্ব ত শরীরে নিবদ্ধ নয়। আমি বলতে একমাত্র যে মহান্ 'আমি' রয়েছে সেই 'আমিই' বুঝায়। সেই মহান্ 'আমি'কে জানতে হলে, বুঝতে হলে, আমাদের যে অহঙ্কার, বুদ্ধি আছে তা' নিয়েই কাজ আরম্ভ করতে হয়। সেই হিসাবে যা'কে ভগবান্ বলা হয়, এক জিনিষ যা'কে বলা হয়, সর্ব্বভাবে তা' একই আছে। তা বোধ করবার জন্য আমাদের এক লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। এক লক্ষ্য হ'লে কি হবে? তুমি যে ঐ একেই আছ (তাহার প্রমাণও আছে, তুমি যা কিছু কর একটা একটা করেই কর, দুইটা ত এক সঙ্গে করতে পার না) তা' বুঝতে পারবে। আমাদের দরকার হ'ল একটা স্মৃতি, এক ভাব, একের সহায়ক যা' কিছু তা' নিয়েই থাকা।

খুকুনী দিদি। তুমি বল যে অখণ্ড আনন্দের বোধ আমাদের মধ্যে আছে বলিয়াই আমরা অখণ্ড আনন্দ চাই?

মা। অখণ্ড আনন্দের বোধ না থাকলে চাইবে কেন? বোধ অর্থাৎ প্রকাশ নাই। যা'র স্বাদ আমরা পেয়েছি তা'ই ত আমরা চাই? আমাদের মধ্যে অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড শান্তি আছে বলেই ত অখণ্ড আনন্দ চাওয়া জীবের স্বভাব। কারণ খণ্ডতে সে তৃপ্ত নয়। জগতে লোক সব সময়ই যা' কিছু কচ্ছে তা' শুধু শান্তির জন্য, আনন্দের জন্য। সেই আনন্দ পেতে হ'লে আমাদের স্বভাবের কর্ম্ম নিতে হয়। স্বভাবের কর্ম্ম অর্থাৎ যা' কল্লে আমরা অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড শান্তি লাভ করব সেই কর্ম্ম নিতে হ'বে।

মায়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রেকর্ড করার নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইয়া গেল। কাজেই এইখানেই থামিতে হইল। ইহার পর ডাক্তার পন্থ মাকে হিন্দীতে প্রশ্ন করিলেন এবং মা হিন্দীতে উত্তর দিলেন। ঐ প্রশ্ন এবং উত্তর যথাসম্ভব আমরা বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিলাম—

ডাঃ পন্থ। মা, সংসারের প্রকৃত কল্যাণ কি পেট ভরার মধ্যে, না ভুঁখা থেকে ভজন করার মধ্যে?

মা। দেখ, কথা এই কি না যে, ভুঁখা ত

আছই ; পেট কি ভরেছে ? পেট যদি ভরবে তবে এত কষ্ট করবে কেন ? তুমি ভগবানের দিকে যেতে যে চেষ্টা করবে উহাতে পেট ভরবে। ঐ পেট ভরলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাঃ পন্থ। তবে কথা হইল যে লোকে ভুঁখা থাকবে, কিন্তু ভজন করবে।

মা। দেখ, এই যে ভুঁখা থাকার কথা বল্‌ছ, ভুঁখা ত তুমি আছই। যখন তুমি ভগবানের কাছে যাবার জন্য ভজন করতে আরম্ভ করবে এবং ঐ পথে যখন কিছু কিছু পেট ভরতে আরম্ভ করবে তখন বাহিরের ক্ষুধা আপনি চলে যা'বে। উহার কোন দরকারই থাক্‌বে না। প্রথমে খেয়াল করবে যে নিজের পুষ্টির জন্য, পেট ভরবার জন্য ভজন করা দরকার। দুনিয়ার দিক হ'তে যা'তে ভোজনের দরকার না হয়, নিদ্রার দরকার না হয়, সেই চেষ্টা করা। তুমি ডাক্তার না ? তুমি ত জান যে রোগ সারাতে হ'লে প্রথমে ঔষধ এবং পরে উপযুক্ত পথ্য দিলে রোগ আপনা আপনি চলে যায়। আরও এক কথা—যখন আমাদের ব্যারাম হয় তখন জাগতিক খাদ্যে অরুচি আপনা আপনি এসে পড়ে। সেইরূপ ভগবানের দিকে যখন আমাদের প্রাণ যা'বে তখন জাগতিক জিনিষের প্রতি যে আমাদের রুচি তা' চলে যাবে আর যে জাতীয় ক্ষুধার দরকার তা' আপনি আসবে। ভুঁখা কেহই থাক্‌তে পারে না। একদিক্ না একদিক্ হ'তে পেট ভরার দরকার। সেইজন্য খেয়াল করা যে, এক ভগবানই আছেন, আমি চাই শান্তি, চাই আনন্দ এবং ইহার জন্য যে কাজ দরকার তা' করতে হবে। রোগ ভাল করতে হ'লে যেমন ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই দরকার, সেইরূপ ভগবানের দিকে যেতে হ'লে ঐ পথের সহায়ক কর্ম্ম নিতে হয়। ঔষধ খাবে আবার কুপথ্যও করবে, তা'তে কি ফল হবে ? একবার যখন ভগবানের দিকে চলতে আরম্ভ করবে তখন আপনা আপনি সব ঠিক হয়ে যা'বে। প্রথমে খেয়াল করা, সঙ্কল্প করা যে আমাকে ঐ দিকে যেতে হ'বে।

ডাঃ পন্থ। আনন্দ লাভ করতে হ'লে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি ইহার কোন্ পথ ভাল ?

মা। যা'র যা' প্রিয় ; যা' ভাল লাগে। চলতে থাক সব আপনা আপনি ঠিক হ'য়ে যা'বে। কোনটি ছেড়ে কোনটি নাই। বাহিরের দিক্ হ'তে দেখলে মনে হয় কা'রও ভক্তির ভাব, কা'রও জ্ঞানের ভাব, কা'রও কর্ম্মের ভাব ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনটি একত্রই থাকে। এই ধর না যে, তুমি মনে করলে যে তুমি মন্দিরে যা'বে। কেন যা'বে ? না, দেবতা দর্শন করতে। এখানে দেখ যে, প্রথমে তোমার জ্ঞান আছে যে ঐখানে মন্দির আছে এবং তা'তে দেবতা আছেন। তারপর দেবতার উপর তোমার ভক্তি আছে বলেই তুমি উহা দর্শন করতে চাচ্ছ। আবার দর্শন করতে হ'লে তোমাকে মন্দিরে হেঁটে যাওয়া দরকার ; ইহাই কর্ম্ম। তাই জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি সবই কিন্তু একত্র আছে। আবার দেখ, জ্ঞান মার্গে যা'রা যায়, নেতি নেতি ইত্যাদি বিচার করে। তা'দেরও কিন্তু কর্ম্ম, ভক্তি ইত্যাদি আছে। অন্যের যেরূপ মূর্ত্তির উপর ভক্তি, জ্ঞানীদের জ্ঞানের উপর ভক্তি। নেতি নেতি বিচার হইল তা'দের কর্ম্ম। তাই জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি তা'দের এক সঙ্গে থাকে।

আরও খেয়াল করবে যে, যে-কাজ করবে উহার ফল থাকবেই থাকবে। কিছুই বৃথা যায় না। শান্তি ও আনন্দের জন্য কিছু না কিছু কাজ করা

দরকার। কখনও খালি মুখে থাকবে না অথবা একটি শ্বাস বৃথা যেতে দিবে না। (হাসিয়া) যেমন তোমরা পান খাও আর দপ্তরে বসে কাজ কর সেইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সর্ব্বদা নাম বা মন্ত্র জপ করবে। সংসারের কাজের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের কাজ করে যা'বে।

বাংলা কথার রেকর্ড শেষ হইবার পর এবং হিন্দী কথার রেকর্ড আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সামান্য একটু অবকাশ পাইয়াছিলাম তখন মাকে বলিলাম, "মা, আমার ইচ্ছা ছিল যে গুরুতত্ত্ব এবং মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করা হয়।"

মা। এই অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সব গভীর বিষয়ের আলোচনা চলিবে না। মাত্র তিন মিনিটে ঐ সব বিষয় বুঝাইয়া বলা যায় না।

আমি। গুরু এবং সদ্‌গুরুর মধ্যে পার্থক্য কি?

মা। গুরু মাত্রই সদ্‌গুরু।

আমি। কিন্তু শাস্ত্রে নাকি এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করে?

মা। উহা কেমন জান? যেমন কেহ সমস্ত পরীক্ষা পাশ করে অন্যকে শিক্ষা দেয়; আবার অনেকে নিজেও পড়িতেছে আবার অন্যকেও পড়াইতেছে।

হিন্দী কথার রেকর্ড শেষ হইলে আমরা বাসায় ফিরিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সকলেই মাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করিলেন। সকলেরই মনে আনন্দ, কারণ শ্রীশ্রীমায়ের কথা ও গান যে এরূপ ভাবে রেকর্ড করা যাইবে তাহা আমরা কেহই আশা করি নাই। মনের আনন্দে শচীবাবু মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "মা, তুমি যেমন আমাদের কথা শুনিলে, এখন হইতে আমরাও তোমার কথা শুনিব।"

শ্রীশ্রীমা আসিয়া মোটরে বসিলেন। আমি এবার আর রায় বাহাদুরের মোটরে গেলাম না। বাসে আসিলাম। একটি মোটরে এতগুলি লোক চাপিলে সকলেরই কষ্ট হয় বলিয়া আমি ঐরূপ করিলাম। পরে শুনিতে পাইলাম যে রায় বাহাদুর আমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে না বলিয়া চলিয়া আসাটা অন্যায় হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর ব্রজেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া দেখিলাম যে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা কীর্ত্তন আসরে বসিয়া আছেন। মাথুর কীর্ত্তন হইতেছে। আজ আর বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতা হইতে বিদায়

৫ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৪৫ সন (ইং ২২।১০।৩৮)

আজ সকাল বেলায় মাকে বেলুড়ে লইয়া যাওয়া হইল। শুনিতে পাইলাম মা বেশীক্ষণ বেলুড়ে ছিলেন না এবং সেখানে কাহারও সঙ্গে আলাপ হয় নাই। ভূপতিবাবু এবং আমি বিড়লা মন্দিরে মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। গতকল্য মা বলিয়াছিলেন যে তিনি আজ বিড়লা মন্দিরে আমাদের সহিত ঢাকা আশ্রম সম্বন্ধে আলাপ করিবেন। আরও শুনিতে পাইলাম যে গত রাত্রিতেই মা তাঁহার শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া নীচে কীর্ত্তনের আসরে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। মাকে ঐখানে শুইতে দেখিয়া অনেক ভক্ত ঐ কীর্ত্তন আসরেই রাত্রি কাটাইয়াছেন। কীর্ত্তন স্থানটি পরিসরে বেশ বড় হইলেও শয়ন করিবার পক্ষে উহা মোটেই সুখপ্রদ নয়। বিছানার মধ্যে মাটির উপর

কতকগুলি সতরঞ্চি পাতা। উহাও আবার সহস্র সহস্র লোকের পদধূলিতে ধূসরিত। সতরঞ্চির চারিধারে আবার বিচালি ছড়ান। মা ভক্তগণকে সতরঞ্চির উপর শয়ন করিতে দেখিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, "আহা, ইহারা বাড়ীতে কত আরামে শুইয়া থাকে আজ ইহারা এইভাবে মাটিতে পড়িয়া আছে।" মায়ের আদেশে কীর্ত্তন আসরের চারিধার হইতে কয়েকখানি পরদা খুলিয়া সতরঞ্চিগুলির উপর পাতিয়া দেওয়া হইল এবং উহার উপরেই ভক্তগণ শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তগণকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে মা নাকি ইহাও বলিয়াছিলেন, "এ দেহ যেখানে থাকে সেইখানেই সাপের আগমন হয়। তোমরা এমন ভাবে শোও যেন ঘুমের ঘোরে তোমাদের পা গিয়া খড়ের উপর না পড়ে।" এই কথা বলিয়া মা কীর্ত্তন স্থানটি একবার পরিক্রমা করিলেন। পরে নিজ আসনে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বেলা দশটার সময় মা বিড়লা মন্দিরে আসিলেন। আসিবামাত্রই ভূপতিবাবু, শচীবাবু এবং আমি মার কাছে গিয়া বসিলাম, ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভূপতিবাবু ঢাকা আশ্রমের বিষয় মাকে নিবেদন করিলেন। মা সমস্ত কথা নীরবে শুনিলেন এবং আমাদের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিলেন। মাকে আশ্রম সম্বন্ধে কিছু নিয়ম বাঁধিয়া দিতে বলিলে মা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোমরা আমার নিকট কোন আদেশ চাহিও না।" কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে উহা শুনিয়া মাকে আর কিছু বলিতে সাহস হইল না। মনে হইল মা আমাদের মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলিলেন। কারণ মায়ের আদেশ পালন করিবার শক্তি আমাদের কাহারও নাই। যদি মায়ের নিকট হইতে কোন আদেশ জোর করিয়া লই এবং পরে যদি উহা পালন করিতে না পারি তবে যে প্রত্যবায় হইবে উহার ফলভোগ আমাদিগকেই করিতে হইবে। তাই মা আদেশ দিতে সম্মত হইলেন না।

আশ্রম সম্বন্ধে কথা হওয়ার পর ঢাকা যাওয়ার প্রশ্ন উঠিল। অনেক বাক্যব্যয়ের পর মা বলিলেন, "আচ্ছা, তবে ঢাকা রওনা হইতে আজই চেষ্টা কর।" ইহা শুনিয়া আমরা কথা শেষ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে মা আজ ঢাকা রওনা হইবেন বলিয়া ঢাকাতে ফোন করিয়া দিতে বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট ফোন করিয়া দিলেন।

অপরাহ্নে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং সন্ধ্যার সময় প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিড়লা মন্দিরে ছিলেন। আজ একে দীপান্বিতা তিথি তাহাতে এই দুর্য্যোগ দেখিয়া বিপদ গণিলাম। কিন্তু মা যখন কথা দিয়াছেন তখন আজই রওনা হইবেন। বৃষ্টি-বাদলে উহা বন্ধ হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে রাত্রি ৮টার পূর্ব্বেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল।

ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে ঢুকিয়াই মাকে দেখিতে পাইয়া বড় আনন্দ হইল। অনেক ভক্ত মাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে আসিয়াছেন। যাঁহারা মায়ের সঙ্গে যাইবেন তাঁহারা আনন্দ করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা কেবল মাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের মুখ বিষণ্ণ। হাস্যময়ী মা এ সব দেখিতেছেন

আর হাসিতেছেন। তাঁহার আনন্দঘন মূর্ত্তির কোন বিকার নাই।

অমাবস্যা তিথি বলিয়া বোধ করি গাড়ীতে লোকের ভিড় ছিল না। আমরা বেশ আরামেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ভোরবেলা গোয়ালন্দ পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রীমা ষ্টিমারে আসিয়াই শুইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের গোপনীয় কথা ছিল তাঁহারা একে একে মায়ের কামরায় গিয়া নিজেদের বক্তব্য নিবেদন করিয়া আসিতেছিলেন। নারায়ণগঞ্জ আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত এইরূপই চলিতেছিল।

(২)

শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা আগমন

নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে মাকে অভ্যর্থনা করিতে অনেক লোক ঢাকা হইতে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ মোটরগাড়ীতে মাকে ঢাকা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ট্রেণেই ঢাকা যাওয়া হইল। ঢাকা ষ্টেশন হইতে আমি আর আশ্রমে গেলাম না। সপরিবারে বাসায় চলিয়া আসিলাম। বাড়ী পৌঁছিয়া একটু জলযোগ করিয়া আশ্রমে গেলাম। গিয়া দেখিলাম খুকুনী দিদি মাকে নামঘর হইতে স্নানাগারে লইয়া যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ডাঃ পন্থকে আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভূপতিবাবু লইয়া গিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি যে ভূপতিবাবু এবং ডাঃ পন্থ আমার বৈঠকখানাতে বসিয়া আছেন। আমি ডাঃ পন্থের স্নানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলাম এবং তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

আহারাদির অন্তে সন্ধ্যার পর পুনরায় আশ্রমে গেলাম। মা তখন নামঘরে ছিলেন। মেয়েরা মাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন। কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না। বিশ্রাম দিবার জন্য আজ শীঘ্র শীঘ্র মাকে ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল।

৬ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৪৫ সন (ইং ২৩।১০।৩৮) আজ অন্নকূট। ডাঃ পন্থের থাকার ব্যবস্থা আমার বাসায় হইয়াছিল, কিন্তু মা ডাঃ পন্থকে আশ্রমে রাত্রিবাস করিতে বলায় ডাঃ পন্থ তিন রাত্রি আশ্রমে কাটাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কাজেই গত রাত্রিতেই ডাঃ পন্থের বিছানা-পত্র আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম যে তিনি স্নানাহার আমার বাসায় করিবেন এবং শয়ন আশ্রমে করিবেন। কিন্তু আজ সকাল বেলা ডাঃ পন্থের নিকট শুনিলাম যে তিনি আশ্রমেই আহার করিবেন। ইহাই মায়ের আদেশ। মায়ের আদেশ কাজেই আমার কিছু বলিবার নাই। যাহা হউক ডাঃ পন্থের স্নানের যোগাড় করিয়া দিয়া তাঁহার জলযোগের আয়োজন করিতেছি এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে শ্রীশ্রীমা আমাদের বাসায় আসিয়াছেন। শুনিয়া পুলকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দৌড়িয়া রাস্তায় গিয়া দেখি মা মোটর গাড়ীতে বসিয়া আছেন; সঙ্গে খুকুনী দিদি, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী, শ্রীযুক্ত নরেশ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমান্ শিশির গুহ। মাকে প্রণাম করিলে মা ডাঃ পন্থের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি। তিনি স্নান করিতেছেন।

মা। স্নান হইলে তাহাকে তাড়াতাড়ি কিছু আহার করিয়া লইতে বল।

আমি। যদি তিনি জানিতে পারেন যে তুমি

তাঁহার জন্য আসিয়াছ তবে হয়ত তিনি আহার না করিয়াই তোমার সঙ্গে যাইতে চাহিবেন। তুমি যে আসিয়াছ ইহা তাঁহাকে আগে না বলাই ভাল।

মা। আচ্ছা।

আমি মাকে মোটর গাড়ীতে রাখিয়া ডাঃ পন্থের খোঁজে আসিলাম। তখনও তিনি স্নান করিতেছেন। মাকে কিছু ভোগ দেওয়া যায় কিনা তাহাই বিবেচনা করিতে লাগিলাম। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে গৃহে কোন ফলই নাই। অথচ মায়ের হাতে একটা কিছু দিতে না পারিয়া মনে বড় দুঃখ হইতেছিল। দেড় বৎসর পূর্ব্বেও মা হঠাৎ একদিন আমার বাসায় আসিয়াছিলেন। সেদিন আমি বাসায় ছিলাম না। সেদিনও মাকে কিছু দেওয়া হয় নাই। আজও আবার সেই অবস্থা। এমন সময় মনে হইল ঘরে বোধ হয় হরীতকী থাকিতে পারে। মায়ের হাতে আজ হরীতকী ফলই দিব। এই মনে করিয়া আমার মেজো মেয়েকে একটি হরীতকী আনিতে বলিলাম এবং উহা লইয়া মায়ের কাছে উপস্থিত হইলাম। মা তখন সত্যবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি মাকে বলিলাম, “মা, তুমি ত কেবল আমাকে জব্দ করিতেই আমার বাসায় আস। আমার এমন কিছু নাই যাহা তোমাকে দেই। এই হরীতকী আছে; ইহাই তোমাকে দিলাম।” এই বলিয়া মায়ের শ্রীচরণে ফলটি রাখিয়া আমি প্রণাম করিলাম।

মা। (হাসিয়া) হরীতকী ত ভালই। ইহা খাইয়া আমার পেট ভাল হইয়া যাইবে। তুমি যে বলিলে যে কেবল তোমাকে জব্দ করিতেই আমি আসি, আর তোমরা আমার কাছে যাইতে পার না দেখিয়া যে আমি নিজ হইতেই তোমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসি তাহা বুঝি কিছু নয়?

শ্রীশ্রীমায়ের হাস্য সম্বলিত এই অনুযোগ শুনিয়া আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমার মনটা গলিয়া গেল। আমার ত এমন কোন সুকৃতি নাই যাহার বলে মায়ের এত কৃপা দাবী করিতে পারি। অযাচিত ভাবেই মায়ের কত কৃপাই না পাইতেছি।

মা দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, ডাঃ পন্থকে লইয়া সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে যাইবেন। কাজেই মায়ের কাছে আর না থাকিয়া ডাঃ পন্থকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে সচেষ্ট হইলাম। ইতিমধ্যে ডাঃ পন্থের স্নান শেষ হইয়াছে; তিনি মায়ের আগমন সংবাদও পাইয়াছেন। কোনরূপে চা পান শেষ করিয়া মা'র সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিতেছেন এমন সময় জটু ভাই বলিল যে মা বলিয়াছেন যে ডাঃ পন্থ যেন পেট ভরিয়া আহার করে; কারণ দুপুর বেলা প্রসাদ পাইতে আজ অনেক বিলম্ব হইবে। মায়ের আদেশ আমি ডাঃ পন্থকে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া জানাইলাম। তিনি অবশ্য বলিলেন যে তিনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিয়াই যাইবেন, কিন্তু কাজে দেখা গেল যে তিনি বিশেষ কিছু আহার করিতে পারিলেন না। মায়ের সান্নিধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভাব বেশী থাকে না।

ডাঃ পন্থকে লইয়া মা সিদ্ধেশ্বরী অভিমুখে রওনা হইলেন। আমার আত্মীয় শ্রীমান্ যতীন (মজুমদার) ও আমি একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া ঐ দিকে চলিলাম। সিদ্ধেশ্বরীর কালী মন্দিরে পৌঁছিয়া শুনিলাম যে, মা মন্দিরের মোহন্তের বাড়ীতে গিয়াছেন। সাত বৎসর পূর্ব্বে আমিও একদিন শ্রীশ্রীমায়ের সহিত ঐ মোহন্তের বাড়ী গিয়াছিলাম।

বহু বর্ষ পূর্ব্বে যে মহাপুরুষ এখানে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার নাম মহাত্মা সুমেরু বন। মন্দিরের বর্ত্তমান মোহন্তও বনসম্প্রদায় ভুক্ত। তিনি যে বাড়ীতে থাকেন তথায় সুমেরু বন মহারাজের একটি প্রতিকৃতি আছে। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গিয়া আমি উহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। মোহন্তের বাড়ীতে একটি কূপ ও একটি আম্রবৃক্ষ আছে। কূপের গা হইতে একটি লোহার শিকল লম্বভাবে জল পর্য্যন্ত ঝুলান আছে এবং ঐ আম্রবৃক্ষে আমগুরুচির মত একটি লতা আছে। কিম্বদন্তী এই যে যতদিন শিকলটি কূপের জলে ডুবিয়া না যাইবে এবং যতদিন ঐ আম্রবৃক্ষে লতাটি জীবিত থাকিবে ততদিন সুমেরু বন মহারাজ সিদ্ধেশ্বরীতে অদৃশ্যভাবে থাকিবেন। মা'র সঙ্গে যখন আমি মোহন্তের বাড়ী গিয়াছিলাম তখন এই সব গল্প শুনিয়াছিলাম।

সিদ্ধেশ্বরীর তাপস সুমেরু বন মহারাজ

সিদ্ধেশ্বরীর কালী বাড়ী পৌঁছিয়া যখন শুনিতে পাইলাম যে মা মোহন্তের বাড়ী গিয়াছেন তখন মনে হইল যে মা বোধ হয় ডাঃ পন্থকে ঐ সব দেখাইতে গিয়াছেন। আমরাও তখন প্রায় দৌড়াইয়া মোহন্তের বাড়ীর দিকে চলিলাম। মোহন্তের বাড়ী অনতিদূরেই ছিল। ঐখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম মা মোহন্তের বাহির বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আছেন। খুকুনী দিদি ডাঃ পন্থকে সব দেখাইতেছেন। তিনি আম গাছে পূর্ব্বোক্ত লতাটি দেখাইতে ডাঃ পন্থকে মোহন্তের বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। মাকেও ভিতরে যাইতে বলা হইল। মা বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গিয়া ভিতরে একটু উঁকি মারিয়া আবার চলিয়া আসিলেন। আমিও মা'র সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিলাম। মা বাহির বাড়ীর একটি ঘরের রোয়াকে বসিলেন। কেহ কেহ আসিয়া মাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই সময় সুমেরু বন মহারাজের কথা হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "এখানকার প্রবাদ এই যে যতদিন ঐ আমগাছে লতাটি জীবিত থাকিবে এবং ঐ কূয়ার ভিতর যে শিকলটি আছে উহা সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া না যাইবে ততদিন বাবাজী (অর্থাৎ সুমেরু বন মহারাজ) এখানে থাকিবেন। (পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ দেখাইয়া) এক কালে এই সব জায়গা সাধনের স্থান ছিল।"

নরেশবাবু। তাহা বোধ হয় অনেক দিন পূর্ব্বে।

মা। হাঁ, বহুদিন পূর্ব্বে। এখন যদিও এখানে সে সব কিছু নাই, কিন্তু উহার একটা প্রভাব আছে। পোড়া মাটির উপর দুর্ব্বা প্রভৃতি ঘাস গজাইয়া মাটিটি ঢাকিয়া ফেলিলেও যেমন ভিতরে পোড়ামাটিই থাকিয়া যায়, ইহাও সেইরূপ।

আমি। এই যে প্রভাবের কথা বলিলে ইহা কি ব্যক্তি বিশেষের সংস্কার হইতে হয় না উহা সাধন-ভজন হইতে স্বভাবতঃই হইয়া থাকে?

মা। ইহাও একটা সংস্কার। কারণ এই যে বাবাজী (অর্থাৎ সুমেরু বন) বলিয়া গিয়াছে যে যতদিন ঐ লতাটি আছে ততদিন সে এখানে আছে, ইহাতেই মনে হয় যে বাবাজীর এখানে থাকিবার একটা বাসনা আছে। তাহা না হইলে ত সে বলিত যে সে সকল স্থানেই আছে। বাবাজী যখন বিশেষ স্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে ঐ সম্বন্ধে তাহার সংস্কার ছিল।

নরেশবাবু। মা, এই বা কেমন? তিনি কূপের মধ্যে নামিয়া গেলেন আর উঠিলেন না,

আবার বলিতেছেন যে তিনি এখানেই আছেন। কি হইলে এইভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

মা। প্রবাদ এই যে বাবাজী কূয়ার ভিতর দিয়া কাশী চলিয়া গিয়াছে। বাবাজী যে এখানে আছে বলিতেছে তাহার অর্থ এই যে সে সূক্ষ্মদেহে আছে। (হাসিয়া) জন্ম-মৃত্যুর বাহিরে গেলেই এইরূপে বাঁচিয়া থাকা যায়।

আমি। মা, জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইলেও কি সূক্ষ্মদেহে থাকা যায়?

মা। সূক্ষ্মদেহেরও মৃত্যু হয়। তবে মহাপুরুষেরা অনেক সময় বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের সংস্কার। আবার কেহ কোন একটি বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া থাকিলেও পরম সত্তায় তন্ময় হইয়া থাকিতে পারেন। আবার এমনও হইতে পারে যে রূপ অরূপ দুই-ই এক সময় থাকিতে পারে।

এই সময় খুকুনী দিদি, ডাঃ পন্থ ও অন্যান্য সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে গিয়া মোটর গাড়ীতে বসিলেন। শুনিতে পাইলাম যে মা সিদ্ধেশ্বরী হইতে শা'বাগে যাইবেন। আমরা আশ্রমে আসিয়া মার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

ডাকুরের অন্নকূট

শা'বাগ হইতে ফিরিয়া মা নাম ঘরে গিয়া বসিলেন। অন্নকূট উপলক্ষে বেলা বারোটা হইতে দুই চারিজন করিয়া জন সমাগম হইতে লাগিল। অনেকেই পুষ্পাদি দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে লাগিলেন। মার সঙ্গে গল্প গুজবও চলিতেছিল। কথায় কথায় ডাকুরের অন্নকূটের কথা উঠিল। ডাকুর একটি স্থানের নাম। ইহা গুজরাট প্রদেশে। ডাকুরে রণছোড়জীর এক মন্দির আছে। রণছোড়জীর মূর্ত্তি, বিষ্ণু মূর্ত্তি। অন্নকূটের সময় ঐ মূর্ত্তির সম্মুখে প্রায় সওয়া শত মণ চাউলের অন্ন রাঁধিয়া ভোগ দেওয়া হয়। গত পূজার সময় মা যখন নর্ম্মদাভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন তিনি ঐ অন্নকূট উৎসব দেখিয়াছিলেন।

মা বলিতে লাগিলেন, "এই অন্নকূট একটা মজার ব্যাপার। সওয়া শত মণ চাউলের ভাত রাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত করা হয়। সকলে মালকোঁচা মারিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যখন ভোগ লইবার সময় হয় তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া ঐ ভাতের পাহাড়ের উপর উঠে এবং কোঁচড় ভরিয়া ভাত লইয়া হেলিয়া দুলিয়া নামিয়া আসিতে থাকে।"

কিভাবে তাহারা কোঁচড়ে ভাত লইয়া চলিতে থাকে তাহা মা অঙ্গভঙ্গী করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। আমরা সকলেই খুব হাসিতে লাগিলাম।

মা আরও বলিলেন, "মন্দিরে যেখানে রণছোড়জীর মূর্ত্তি আছে সেখানে যাইতে হইলে পর পর ছয়টি প্রকোষ্ঠ পার হইয়া যাইতে হয়। যেই মাত্র এক একটি প্রকোষ্ঠ লোকদ্বারা ভরতি হইয়া যায় তখনই উহার দরজা বন্ধ করিয়া তালা দেওয়া হয় এবং যে পর্য্যন্ত আরতি ইত্যাদি সমুদায় পূজার কাজ শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত কাহাকেও বাহির হইতে দেওয়া হয় না। আমরা যখন বিগ্রহের কাছে গিয়া পৌঁছিলাম তখন অবশ্য আমি এ সব জানিতাম না; কিন্তু ঐখানে পৌঁছিয়াই আমার মনে হইল যে এখনই ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। আমি তখনই ফিরিতে চাহিলাম। আমাকে ফিরিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল এবং বলিতে লাগিল যে তখনও পূজাদির কাজ শেষ হয় নাই। কিন্তু আমার

মুখে কি এক ভাব দেখিয়া তাহারা আমাকে পথ ছাড়িয়া দিল।"

নরেশবাবু। রণছোড়জীর বিগ্রহের কাছে গিয়া মা'র মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। তিনি যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম এ বিগ্রহ ত কম নয় যার দরুণ মায়ের ভাবের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়!

নরেশবাবুর কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে মায়ের মুখের দিকে তাকাইতেই মা হাসিয়া বলিলেন, "আমার ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি যে ভাব লইয়া গিয়াছিলাম সেই ভাব লইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।"

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য তাঁহার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম। বাসায় কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আবার আশ্রমে গেলাম। মেয়েরা নামঘরে বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছিল। অন্নপূর্ণার ভোগের সময় মা একবার কিছুক্ষণের জন্য মন্দিরের মধ্যে গেলেন পরে মেয়েদের কীর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া মা নিজেই সুললিতকণ্ঠে গান ধরিলেন—

"কৃষ্ণ কানাইয়া বেণু বাজাইয়া
গউ চড়াইয়া হারে রে রে রে এ এ"

এই গান শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার একখানা দৃশ্যপট যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। যে গানটি মা গাহিতে আরম্ভ করিলেন তাহার একটি ছোট ইতিবৃত্ত আছে। খুকুনীদিদির নিকট উহা একদিন শুনিয়াছিলাম। মা নাকি খুকুনীদিদিকে একদিন গোপনে বলিয়াছিলেন, "খুকুনী, শোন, একদিন আমি দেখি কি যে একটা প্রকাণ্ড বন। বনের পাশ দিয়া একটি নদী আঁকা-বাঁকা হইয়া গিয়াছে। আর কতকগুলি লোক—কতগুলি তাহা বলিতে পারিব না, তবে অনেকগুলি লোক—"কৃষ্ণ কানাইয়া বেণু বাজাইয়া" এই গানটি গাহিতে গাহিতে এই দেহের পেছনে পেছনে আসিতেছে। আর এ দেহটা আগে আগে থাকিয়া গাছের আড়ালে আড়ালে উহাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে।" এই বলিয়া ঐ লোকগুলি কি সুরে গানটি গাহিয়াছিল তাহা মা খুকুনীদিদিকে গাহিয়া শুনাইলেন। দিদির নিকট ঐ গল্প শুনিয়া মায়ের মুখে গানটি শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ এতদিন পরে হঠাৎ সে বাসনা পূর্ণ হইয়া গেল। বাস্তবিক গানের সুরটি যেমন সম্মোহন ইহার ভাবানুষঙ্গও তেমনি অপূর্ব্ব।

কিছুক্ষণ গান করিয়া মা তাহার [ঘরে শুইয়া রহিলেন। এদিকে দলে দলে লোক]প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ চলিল। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মাকে মন্দিরের বারান্দায় আনা হইল। যদিও ভিড় বন্ধ করিবার জন্য বাঁশ দিয়া মন্দিরের বারান্দা ঘেড়া হইয়াছিল তথাপি উহা এই জনতার হাত হইতে মাকে রক্ষা করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয় দেখিয়া মাকে মন্দিরের ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল এবং মন্দিরের পূর্ব্বদিকের কপাট খুলিয়া দিয়া মাকে দরজার] কাছে বসান হইল। মাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া সকলেই মস্তক দ্বারা মন্দিরের গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে লাগিলেন।

সপরিবারে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত ফটো তোলা

৮ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৪৫ সন (ইং ২৫।১০।৩৮) আজ সকাল বেলা মাকে লইয়া আমার

ফটো তুলিবার কথা। কলিকাতায় কুমারীরা যে দিন মাকে কৃষ্ণ সাজাইয়া মাকে লইয়া ফটো তুলিয়াছিল সেইদিন আমার মধ্যম কন্যা কান্তি অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া কান্নাকাটি করিয়াছিল। এই কথা যখন মা গোয়ালন্দ ষ্টিমারে বসিয়া জানিতে পারিলেন তখন তিনি আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমরা ঢাকা গিয়া আমাকে লইয়া একটা ফটো তুলিবার বন্দোবস্ত করিও।" মায়ের উপস্থিতিতে আশ্রমে যেরূপ হট্টগোল হয় উহার মধ্যে মাকে লইয়া ফটো তোলা সহজ ব্যাপার নয়। আমি নিরুপায় হইয়া খুকুনী দিদির শরণাপন্ন হইলাম। দিদির নির্দ্দেশ মতই করোনেশন ষ্টুডিওতে খবর দিয়া আজ সকাল বেলায় আমি সেখানে সপরিবারে যাইয়া মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দিদি বলিয়াছিলেন যে তিনি এক সুযোগে মাকে ঐখানে লইয়া যাইবেন।

বেলা প্রায় দশটার সময় মা ষ্টুডিওতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বেবী দিদি প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। আসা মাত্রই মাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া আমরা তাঁহার তিনদিক ঘিরিয়া বসিলাম। ফটোগ্রাফার ছবি লইবার জন্য তৈয়ার হইতে লাগিলেন। এমন সময় মা হাসিয়া বলিলেন, "যোগক্রিয়া হচ্ছে।" কি অর্থে যে মা ঐ কথা বলিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রশ্ন করিতেও সাহস হইল না।

ফটো তোলা হইলে মা বলিলেন, "ও (অর্থাৎ কান্তি) যখন এই ফটোর জন্য কান্নাকাটি করিয়াছে তখন কেবল ওকে সঙ্গে লইয়া আমার একটা ফটো তোল।" আমি ফটোগ্রাফারকে তাহা করিতে বলিলাম। ফটোগ্রাফারের অন্য প্লেট ছিল না। তিনি প্লেট কিনিতে লোক পাঠাইলেন। ইত্যবসরে মা নানা কথা বলিতে লাগিলেন। —ক্রমশঃ

The ONE who is the Eternal, the Atman,
He Himself is the traveller on the path to Immortality,
He is all in all, He alone is.

MATRI VANI

(Replies to letters on various subjects from different people at different times.)

42.

Accepting all conditions of life—whatever they be—as His gift, abide in fortitude and do service.

43.

Endeavour to keep your thought centred at all times on the divine Name or Form that appeals to you most. Let your mind be turned exclusively towards God — then, and then only, may you hope for peace.

44.

How can a man who is harbouring thoughts of suicide expect to become a Sannyasi ? The idea of suicide does not even enter the mind of those who consider themselves candidates for Sannyasa. A spirit of extreme self-denial and renunciation is the attitude that affords the greatest aid towards this exalted state. Vow to be truthful in speech and refrain from letter-writing. Do not talk to women nor allow your gaze to rest on them.

45.

To live in the joy that springs from the mind's constant occupation with things divine is man's duty. Thinking of anything other than God is what creates sorrow. Be it *Mantra Japa*, be it meditation, worship, the perusal of Sacred Texts, the simple awareness of God or a like device, be it Kirtan or religious music — all these are different modes of the Divine Presence. One should always remain engaged in one of them, in fact make it a point never to be without Him. Bear this in mind ! This is what this little child requests from Her friends and also from Her fathers and mothers.*

---

* Mataji often speaks of Herself as a little child and calls all children Her 'friends' and adults 'father' or 'mother'.

46.

It is by seeking to know oneself that the Great Mother of all may be found.

47.

God's holy Name is in itself the rite for exorcising undesirable influences. In the presence of God's Name ghosts and evil spirits cannot exist.

48.

Life's journey is bound to proceed inevitably in the manner you describe. Search in every home and see how many people can be found who have never known bereavement. This is why the one and only way out of the misery is the path toward Self-realization.

49.

A person who does not for the love of God and with a cheerful heart discharge himself of whatever responsibility that may fall to his lot at any time, will find life excessively burdensome and never be able to accomplish anything. Man's duty—more especially for those who have made the Supreme Quest their one and only aim — is to work joyfully for the uplift of the world, with the conviction that all service is His service. Work done in such a spirit helps to purify the mind and heart.

50.

Write to him that his condition very often indeed occupies this body's *Kheyal*.* He himself, by his own effort of will must become strong-minded and drop his negative attitude, which makes him imagine that he cannot and will never be able to succeed. On the contrary he must be determined that it will be possible, that achievement will most certainly be his. He should say to himself : "In whatever condition it pleases God to keep me, to that I resign myself, surrendering to Him whose creature I am, whose body this is." That is all. With perfect calm and tranquillity he should pass most of his time lying straight on his back in what is called the "dead pose" (*Shavasana*) and silently repeat his Mantra in rhythm with his breathing. '*There is only*

---

* Ordinarily this phrase would be translated by "occupies my mind." However it would be incorrect to use the word 'mind' when referring to Mataji. *Kheyal*=Free Will (divine) expressing Itself spontaneously.

one Brahman without a second'—this is what he has to realize. Write to him in plain language that for him there is no need of an intermediary.

51.

Mataji said : Write to him, to tell the truth, some people undoubtedly do approach this body in quest of Reality ; but very many come to get their desires and longings fulfilled.

Although he has had such unmistakable proof of what is the true nature of the world, his heart is still in it ? At this juncture he should try his utmost to engage himself solely in doing service, regarding whatever he does as service to the Lord. Ask him, at all costs to make a resolute effort against letting his mind become entangled in anything pertaining to this ocean of sorrow. It is his attachment to the world which has brought such deep distress to the unfortunate man. Nothing but ignorance is at the root of it all. He should continue to give news of himself to this body in any way he is able, for he has no one to whom he can confide his troubles and afflictions, which—one and all—are but the fruits of his past actions.

By sorrow does the Lord dispel sorrow and by adversity does He destroy adversity. When this is done He sends no more suffering — this must be borne in mind at all times.

In very truth the Eternal's offspring must focus their thoughts on Him. Divorced from God there cannot be even a prospect of peace—never, never, never. By abiding in God man will find peace, the veil be rent, and the Dispeller of Sorrow stand revealed. He alone is the conqueror of evil, *He* is yours, the sole treasure of the human heart.

52.

They imagine this body to be far away, but actually it is always very, very near. How could it possibly leave anyone ? The question of distance arises solely from *their* point of view. Whenever they can get a holiday let them come and meet this body.

No matter what work one undertakes it should be done well. If one cultivates the habit of doing everything well, there is fair promise of one's doing likewise also on the spiritual path The action is He and the doer of the action is He and no other At all events one should make an attempt to develop this attitude of mind. Truth — in the presence of which illusion is recognized as illusion—Truth, THAT which IS, has to be made one's own.

MATAJI'S AMARA VANI

(11)

From Mataji one can never get a definite decision on any problem. That is why I wondered whether it was any use, writing down all Her utterances ? I asked Mataji about it. She replied :

Mataji : At least you have understood that there is a state where problems are no longer settled in any particular way. In the course of your life have you not after careful consideration come to a decision on many questions ? But now you will have to realize that no solution can solve any problem finally ; in other words, you will have to go beyond certainty and uncertainty. The resolution of a problem arrived at by the mind must of necessity be from a particular side ; consequently there will be room for contradiction, since your solution represents but one aspect. What then have you actually solved ? A complete synthesis of all the conflicting views can be attained through a number of distinctly separate avenues of approach. Again you will see that there is a place where lies the ultimate solution of the problems of all shades of opinion without the possibility of contradiction. What happens then ? Whether a question be raised regarding a solved or unsolved problem, whether one may say "yes" or "no"—everything is THAT.

———

(12)

One evening during Mataji's stay at Solan in 1948, Srimati Rameshwari Nehru the wife of one of Pandit Jawaharlal's cousins came for Mataji's Darshan. She asked the following questions :

Does the capacity to meditate come by practice in this life or is it an aptitude acquired in former births ?

Mataji : It may be the result of either of the two or of both combined. Meditation should be practised every day of one's life. Look, what is there in this world ? Absolutely nothing that is lasting ; therefore direct your longing towards the Eternal. Pray that the work done through you, His instrument, may be pure. In every action remember Him. The purer your thinking the finer will be your work. In this world you get a thing and by to-morrow it may be gone. This is why your life should be spent in a spirit of service : feel that the Lord is accepting service from you through whatever you do. If you desire peace you must cherish the thought of Him.

Question : When will there be peace on earth ?

Mataji : Well, the present state of affairs is quite the other way ; things happen as they are destined to be.

Question : When will this state of unrest come to an end ?

Mataji : The fact that many of you feel concerned about it and ask : "When will it end ?" is also one of the ways of His Self-manifestation.

The world — *Jagat** — means ceaseless movement and obviously there can be no rest in movement. How could there be peace in perpetual coming and going ? Peace reigns where no coming exists and no going, no melting and no burning. Reverse your course and advance towards Him — then there will be hope of peace.

By your *japa* and meditation those who are in contact with you will also benefit through the helpful influence of your presence. In order to develop a taste for meditation you have to make a deliberate and sustained effort, just as children have to be made to sit and study, be it by persuasion or coercion. By taking medicine or having injections a patient gets well ; even if you do not feel inclined to meditate conquer your reluctance and make an attempt. The habit of countless lives is pulling you in the opposite direction and making it difficult for you : persevere in spite of it. By your tenacity you will gain strength and be moulded, that is to say you will develop the capability for doing sadhana. Make up your mind that however arduous the task, it will have to be accomplished. Recognition and fame last for a short time only, they do not accompany you when you leave this world. If your thought does not naturally turn towards the Eternal, fix it there by an effort of will. Some severe blow of fate will drive you towards God. This will be but an expression of His Mercy ; however painful, it is by such blows that one learns one's lesson.

---

* The word "*jagat*" is derived from the root *gam*=to go.

The obstinacy of the mind must be checked with resoluteness. Whether the mind co-operates or not, you must be adamant in your determination to do a certain amount of practice without fail — simply because *Sadhana* is man's real work. For so long you have been accustomed to perform actions that fetter, therefore from sheer force of habit you feel the urge to bind yourself by activity again and again. But if you try hard for some time you will realize that you are caught in your work and that the more you engage in Sadhana the quicker will be your advance.

As to self-surrender — by constantly endeavouring to live a life of self-dedication it will come about one day. What does self-surrender mean if not to surrender to one's very own Self !

Keep in mind what this little daughter* of yours is asking you to do !

(13)

One day at Solan in 1948 Sri Kantibhai Munshaw of Ahmedabad told Mataji about a man who without stirring from his seat would produce all sorts of articles like flowers, garlands, sweets etc. They just appeared in his hands. In this connection Mataji then related an incident that had taken place in Dacca many years ago.

Mataji : What an incredible number of similar incidents has this body not witnessed ! As a rule this body makes no comments upon such things, but on that particular occasion something rather strange somehow took place. When a certain lady came I felt like lying down across her lap. As I did so I distinctly noticed that a bundle containing various articles was tied in the lady's sari in the region of her stomach. Everyone began to request her to show them some objects that would come to her by supernatural means, since many had seen her do this before. People had heard it said that even the *Prasad* from the Kali temple in Dakshineshwar would of its own accord appear in her hands. This body said : "Even before it arrives from there I could disclose it, but would you like me to ?" The lady said : "Yes, of course !" The question was repeated several times and every time she as well as her devotees replied : "Yes, please !" This is how it all came about. Even so this body did not take anything out with its own hands — only what was fated to happen, happened spontaneously. Afterwards one of the lady's devotees came to this body and inquired : "Ma, you never put anyone to shame and certainly not in public. Why then did you do so in this case ?" I replied : "Yes, as you know this body does not as a rule interfere with anyone's natural ways. Yet whether it concerns the most ordinary or the most extraordinary event — style it as you please —, what holds good for this body to this day and has until now always been so, is simply this : Whatever is meant to come about just happens spontaneously. When that lady arrived this body welcomed her with great respect, offering her its own *asana* and putting a garland round her neck. How very pleased everyone felt ! Every form, every expression is He and He alone. That day this body did not disclose anything. But the lady of her own free will declared : "I shall come again to-morrow !" You all heard it, did you not ? What occurred then was His way of revealing Himself. Tell me, what is there to do ? By whatever method He may choose to teach anyone at any time — this body has no desire of its own — only whatever comes to pass.

---

* Mataji often refers to Herself in this manner.

When (in the early days) this body used to do *Pranam* to every creature, whether an insect, a spider, a dog or a cat, it did so with the full consciousness of the presence of the Supreme Being in everything.

'Whatever comes to pass' — there is something else to be said in this connexion. To base one's life on deception can never be for one's good. He who deceives will himself be deceived. On the other hand falsehood may also be converted into truth. Someone may deliberately play false, yet through his disciple's sincerity the truth may actually be brought to light. As a result the disciple excels the Guru. The resolve to find the truth will inevitably lead to its revelation. I told that lady's devotee, "how many times did I ask you all : 'Shall I disclose it ?' And without exception you kept on begging me to do so. Therefore — what more can be said ?"

What a great variety of similar incidents occur ! Listen to the story of a young woman who under the slightest provocation would enter into '*Samadhi*'—so people believed. She appeared to become lifeless, her hands and feet turning cold. When she came to this body she also went into this strange state which people mistook for *Samadhi*. The girl's mother was called 'grandmother' by this body, both were of the same village. She said to me : "Grand-daughter, please try and help this girl !" I quite understood what was the matter with the young woman, so I whispered into her ear ; "You will very soon receive a letter from your husband," whereupon the girl recovered in no time. The news of the cure spread far and wide, people felt greatly mystified, wondering what powerful *Mantra* Mataji had whispered into the girl's ear! Indeed, under the circumstances it *was* the appropriate *Mantra* for her. Her condition was solely due to worrying about her husband's prolonged silence.

Then again there was a young man, into what supernormal states he used to go, how many kinds of visions he had! He would for example do *Pranam* and remain in that posture for hours together without raising his head, tears streaming down his cheeks. He said he saw and heard Sri Krishna teaching Arjuna, as described in the *Gita*, and that he had many other visions and auditory experiences of the kind. This body told him that if a *Sadhaka* could not maintain firm control over his mind, he would be liable to see and hear many things, both illusory and genuine all mixed up. He might even fall a victim to the influence of some 'spirit' or power. Such occurrences, far from intensifying pure Divine aspiration, would rather hinder than otherwise. Moreover to see someone in a vision or to hear him address you, may well become a source of self-satisfaction or egotistic enjoyment. To lose control over oneself is not desirable. In the search after Truth one must not allow oneself to be overpowered by anything, but watch carefully whatever phenomena may supervene, keeping fully conscious, wide awake, in fact retaining complete mastery over oneself. Loss of consciousness is never right.

The Lord Buddha is Himself the essence of Enlightenment. All partial manifestations of wisdom that come in the course of *Sadhana* culminate in Supreme Enlightenment (*Bodha Swarupa*). In a similar way Supreme Knowledge (*Gyana Swarupa*) or Supreme Love (*Bhava Swarupa*) may be attained. As there is a state of Supreme Self-Knowledge, likewise is there a state of perfection at the zenith of the path of love. There one finds the nectar of perfect Love identical with Supreme Knowledge. In this state there is no room for emotional excitement, indeed it would make it impossible for Supreme Love (*Mahabhava*) to shine forth. Be mindful of one thing: if when following a particular line of approach one does not attain to that which is the consummation of all *Sadhana*, namely the final Goal, it means that one has not entered the Stream. At the supreme summit of Love, which is *Mahabhava*, exuberance, excessive emotion and the like cannot possibly occur. Emotional excitement and Supreme Love are not to be compared at all, they are totally different from one another.

While absorbed in meditation, whether one is conscious of the body or not, whether there be a sense of identification with the physical or not — in any case it is imperative to remain wide awake; unconsciousness must be strictly avoided. Some genuine perceptivity must be retained, whether one contemplates the Self as such or any particular form. What is the purpose of this type of meditation? It opens up one's being to the Light, to that which is Eternal. Suppose the body had been suffering from some pain or stiffness, — lo and behold after meditation it feels perfectly hale and hearty, with not a trace of fatigue or debility. It is as if a long period of time had elapsed in between, as if there had never been a question of any discomfort. This would be a good sign. But if tempted at the first touch of Bliss, to allow oneself to be drowned in it and later to declare: "Where I was I could not say, I do not know",—this is not desirable. As one becomes capable of real meditation and to the extent that one contacts Reality one discovers the ineffable joy that lies hidden even in all outer objects.

On the other hand when in the course of meditation one loses oneself as it were, lapsing into a kind of stupor and afterwards claims to have been steeped in intense bliss, this sort of bliss is a hindrance. If the life-force seems to have been in abeyance — just as one has a sense of great happiness after sound sleep — it indicates stagnation. It is a sign of attachment and this attachment stands in the way of true meditation, since one will be apt to revert to that state again and again; although from the standpoint of the world which is altogether different, it would seem a source of profound inward joy and therefore certainly an indication of spritual progress. To be held up at any stage is obstructive, it simply means one has stopped advancing.

When engaging in meditation one should think of oneself as a purely spiritual being (*Chinmayi*) (without any touch of materiality), as Self-luminous, poised in the Bliss of the Self (*Atmaram*), and according to the Guru's instructions, try to concentrate on one's *Ishta* (the Beloved). The young man previously mentioned, (the one who used to have visions), was intelligent and therefore able to understand this sort of reasoning. As a result the spectacular experiences ceased and he attends now to his meditation and other spiritual exercises in a very quiet and unobtrusive manner.

The same evening when the conversation again reverted to *dhyana* (meditation) and *asana* (posture), Mataji said :

Mataji :—Look, if you spend hour after hour sitting in a certain posture, if you become wedded to that pose and are unable to meditate in any other, it shows that you are deriving enjoyment from the posture; this also constitutes an obstacle. When one first starts practising japa and meditation it is of course right to try and continue in the same position for as long as possible. But as one approaches perfection in these practices, the question as to how long one has remained in one posture does not arise; at any time and in any position lying, sitting, standing or leaning over to one side, as the case may be — one can no longer be deterred by anything from the contemplation of one's Ideal or the Beloved.

The first sign of progress comes when one feels ill at ease in any but a meditative pose. Nothing external interests one ; the only thing that seems attractive is to be seated in one's favourite posture as long as may be and contemplate the Supreme Object of one's worship, plunged in a deep inner joy. This marks the beginning of single-mindedness and hence is a step in the right direction. Yet here great prominence is given to posture. If one stays in that position as long as the inclination lasts — confident that the Beloved can never do one harm, — and if one is able to remain fixed in it, then the posture becomes of overwhelming importance. This only shows that one is nearing perfection in the practice of *asana*. Rising, sitting down, walking, in fact any gesture taken up by the body is called an *asana*. It corresponds to the rhythm and the vibration of body and mind at any particular moment. Some aspirants can meditate only if seated in the pose indicated by the Guru or formulated in the Shastras and not otherwise. This is the way to proficency in meditation. On the other hand someone may begin his practice while sitting in any ordinary position ; nevertheless as soon as the state of *japa* or *dhyana* has been reached the body will spontaneously take up the most appropriate position, after the manner that belching happens involuntarily. As one's meditation grows more and more intense the postures correspondingly of themselves gain in perfection. When a little air is pumped into a tyre the tyre will be flabby ; but when it is filled to capacity it remains completely stable in its own natural shape. Likewise when real meditation has been attained, the body feels light and free, and on rising after meditation there is no fatigue of any kind, no pain, numbness or stiffness in one's limbs.

In true meditation Reality is contacted and just as the touch of fire leaves an impression, this contact also leaves its mark. In what way? Impediments fall away — they are either consumed by detachment from sense objects or molten by devotion to the Divine. Worldly things seem tedious, quite foreign to oneself; worldly talk loses all its appeal, becomes devoid of interest and at a further stage even painful. When a person's earthly possessions are lost or damaged the victim feels disturbed which gives evidence of the stranglehold that sense objects exercise over man's mind. This is what is called *granthi* — the knots constituting the I-ness. By meditation, *japa* and other spiritual practices, which vary according to each one's individual line of approach, these knots become loosened, discrimination is developed and one comes to discern the true nature of the world of sense perception. In the beginning one was enmeshed in it, struggling helplessly in its grip. As one becomes disentangled from it and gradually passes through various stages of opening oneself more and more to the Light, one comes to see that everything is contained in everything, that there is only One Self, the Lord of all, or that all are but the servants of the One Master. The form this realization takes depends on one's orientation. One knows by direct perception that as one exists so everyone else exists, then again that there is the One and nothing but the One, that nothing comes and nothing goes—yet also does come and go — there is no way of expressing all this in words. To the extent that one becomes estranged from the world of the senses one draws nearer to God.

When attaining to true meditation one's chosen posture no longer represents either an obstacle or a source of enjoyment; in other words it is quite impossible for one to feel able to meditate only in one particular pose and in no other. Whether one happens to sit straight or crooked, the right posture will form of itself pulling the body into the proper position. Again there are occasions when one becomes entirely independent of the physical pose: in whatever attitude the body may happen to be, meditation just comes about effortlessly. Albeit without a doubt there is also a state in which, if one takes up a special pose, such as for instance, *Padmasana* (the 'lotuspose') or *Siddhasana* (the 'perfect pose'), no interruption of one's union with the Supreme Being can ever occur.

Mother as Revealed to me from a Distance by Looking at Her Picture.

By

Miriam Orr (Paris.)

When I saw Mother's picture for the first time in the book "Ma Anandamayi" by Devotees, something strange happened to me. The picture caused an experience I had never had before. I was struck by Mother's beauty, sweetness and harmony ; I felt inwardly shaken ; Her sweet smile and Her loving eyes touched something in me, quite unknown till the moment I beheld Her picture. In silence Her sweet smile and Her loving eyes penetrated my whole being and seemed to tell me without words : "Why all this worrying, struggling and clinging to the forms of this world ? Is it worth while, is it essential ? The whirlpool of chasing, tangled pictures, forms and names—is it not a dream you are dreaming, a dream you are weaving like a spider's web ? Should you not wake up ? Are you not already awake, even while dreaming ? Weaving your own dream and yet awake all at once, but not knowing that you are awake, being caught in the cobweb of your dreams ?"

These words were not heard by me. I am using them in order to communicate something of the very first impression Mother's picture made on me, of the experience it evoked; an experience of a new order. It is difficult, if not impossible to describe. It was a little bit like when a small child who is fast asleep with the heavy sleep of childhood, is shaken by a grown-up because it is time to rise—and yet it was not like this A child must leave his dream-world to get adjusted to the waking state, which is another world, the world of forms and actions. The way Mother woke me was different and the world into which Her sweet smile and Her radiant eyes shook me seemed a world without forms, without actions and without end. Forms and actions seemed to fall away as dry leaves drop from a tree.

This strange experience was much swifter than words, it might be compared to a sudden light in a dark chamber, to a soft, smiling light that made the world of forms and actions fade away and appealed to something within and beyond it, to some inner region, quite new and yet very old, within me and beyond me.

Mother's picture, especially Her smile and Her loving look, were like a soft wind that shakes all the plants, makes the withered leaves fall off and stirs up men to realize something unknown. Mother's smile, sweet and silent, was felt as a soft, ringing sound, passing through my inner being and re-shuffling it into a new pattern. And yet it was not like this. It was different, much simpler. I was aware of an inner touch and an inner disentanglement. Mother's smile seemed silent and resonant at the same time. It gave me the feeling of a ringing sound, delicate like the ripples on a quiet lake moved by a gentle breeze. This silent, ringing sound filled the universe and passed through all it contains.

When I wish to recall this extraordinary inner experience I have only to look at Mother's picture with its sweet smile and its soft, loving gaze. It melts my whole being and gives me a faint glimpse of a state beyond time.

To look at Mother's picture induces something like the great spring cleaning in the houses: old, useless furniture is thrown out, accumulated dust and cobwebs are removed and everything is re-arranged.

I look at Mother's picture whenever I am alone or have not got to talk: in the underground or the bus, before falling asleep and on waking in the morning. This is very little, far too little.........and it is after all only a photo I am looking at. What must it be like to see Mother Herself, to be in Her loving Presence?

Although a mere picture on a poor piece of paper, worn by being kept in my handbag and having been taken out and put back so often, it has revealed to me what I have never read in any book or heard anyone say.

The first thing it revealed to me is that the only true Love is the Love that wears away the veil that separates man from the Divine Light. Every other manifestation of love is more or less possessive, ego-centric. Mother's smile and Her eyes tell me that Her Love is egoless. Hers is the divine Love of Salvation. Salvation re-establishes the link, the oneness with God which had been forgotten and could not be remembered because it was covered with the dust of separation, brought about by the ego. Mother's love, radiating from Her eyes and Her smile is saving Love, Divine Love. It is not on the egolevel of give and take, of exchange. It is egoless Love beyond separation.

Another fact Mother's picture revealed to me is that Mother has no memory. Men divorced from their own inner Light, with a very limited consciousness and field of vision need memory. When in one room we cannot see what is in other rooms; when leaving a town and travelling to another we can no longer perceive the first-one. Therefore we require memory, memory in space and memory in time. Mother has full vision, She sees everything at the same time. She may not "see" just the concrete forms, but the forces working through them. Having full vision in space as well as beyond it, seeing time as well as the timeless, there is no place for memory, memory being a consequence of separateness, of limitation. What we experience as distance in time and space is no distance to Her.

Further Her picture made me understand what I had already read in the Bible, but what had hitherto been nothing but meaningless words to me, filling the storehouse of memory. I am referring to the story of the mana-bread in the desert of Sinai and to the multiplication of loaves and fishes by Jesus. When I read in the book "Ma Anandamayi" on p. 72 that food had been prepared for 400 people but many more came to partake of the meal and Mother said; "......... no one should go unfed. Leave this body alone. Report only if there is any shortage........" and I looked at Her photo, the following dawned on me: In the created world everything is food. Minerals are food for plants, plants are food for other plants, for animals and men, animals are food for other animals and some men, and after having decayed and become part of the earth, they are again food for plants. Minerals, plants, animals, men pass through one another's bodies in the form of food and build up one another's physical frames through digestion. Air is food for all breathing creatures. The created world is an enormous, seething womb, where everything is food for everything else in a continuous communion, interpenetration and transformation. Created matter passes continually through all creatures in a mutual exchange and in ceaseless transformation. What we eat, what builds up our bodies had to undergo mutual penetration and transformation in the gigantic womb of the created world.

Mother is able to create food directly from the uncreated Source of Creation. Mother provided food that had not undergone transformation by being eaten and digested by many forms of life. Mother produced food for all who came to be fed. This is immediate creation. Reading Her words as related by Arun Prakash Banerjee I intuitively felt that this is possible and the above mentioned Bible stories are now a living truth to me, not just legend, myth, accepted in blind faith.

Moreover on p. 62 of the same book Nalini Kanta Brahma says "Mother Anandamayi is practically an unlettered woman..........*But* when She is engaged in any philosophical or religious discussion, it is difficult to believe that She has had virtually no education or training in Her life ....". These lines and Her sweetly smiling picture made me realize that reading and writing are techniques typical of our epoch, of a span of perhaps 10,000 years or so. As long as mankind had more or less complete vision of the Divine Forces playing in and through the created world, reading and writing were not invented, because unnecessary. Writing helps to preserve the memory of what can no longer be perceived. As soon as there is full vision, reading and writing drop away, they are not needed. Mother hardly writes at all. She is Herself the Heavenly Bread of Life and so, naturally, writing is not for Her. It is for Her bhaktas to write the glad tidings that She has taken shape in a human body to help mankind to realize Union, Divine Love.

Divine Incarnations hardly ever write. They radiate Peace, they *are* that Peace. Writing is for those who are in the world of *becoming*, of eating and digesting, of transformation. Mother belongs to the world of *Being*, even though She has taken shape in the world of becoming.

Furthermore Mother's sweet smile and Her loving eyes seemed to put life into the words of a friend of mine in the Middle East who once said to me: "Do not seek help from men, seek the help of God!" Although that friend of mine is a God-intoxicated woman her words were then mere words to me, dry and meaningless. Mother's picture in its eloquent silence conveyed to me that everything happening in this world of forms, names and actions is prompted by forces within and beyond it. We may call them God's Will—there is really no difference between God's Will and all that happens. Events may appear to be against His Will, may seem cruel and senseless, yet in the end, in spite of many deviations, it is always His Will that works through the created world and if we ask for His help, it is the shortest way. Water drawn from its source is invariably purer than water transmitted by pipes and aqueducts. God is the Spring and to obtain His water directly is more healing than getting it indirectly through his waterpipes, men. "Seek God's help, not the help of men" is now a living truth to me. God's waters will flow through the right channels and cure all ills. Mother's picture made me see this.

Finally I heard from a friend in India that Mother neither takes on *Chelas* nor gives *Mantra Diksha*. My whole life I have been waiting for a Guru and initiation. Mother's smile tells me that She is not and cannot be a Guru in the sense we attribute to the word, a Guru being a man who by various methods and techniques has succeeded in catching a glimpse of the Light Divine and is therefore competent to indicate to others the way to Realization. Mother is not a human being like all the others. She is Divine Light clad in a human form. Therefore She did not require any methods or techniques, just as She does not need to read and write.

Those who are in the valley have to use a stick, an indicator of the path, in order to reach the mountain. peak. But one who has descended from the top knows and sees all ways. The very Presence of such an one is enlightening, to a certain extent even from a great distance.

If one of a group of men who imagine to be blind, succeeds by diligent and painful exercises to regain his eyesight partly, he will take much trouble to teach his fellow-beings how to get rid of their illusion of being blind. But one who has always had full sight, will not teach methods. He will smile and laugh away and dispel the error, the weird spider's web.

Mother, being Divine Light clothed in a human form, has no need of human methods and techniques, which are the consequences of separation. For Mother separation does not exist. Were She just a human being She could not through a poor worn photo have revealed a glimpse—however tiny—of Her Light to a far-away bhakta, who is waiting to be in Her physical Presence as a prisoner pining for freedom, as a sick man craving for health, as a dweller in the dark longing for the sun.

THE ALL-PERVADING PRESENCE OF THE MOTHER

By

Kenneth Grant (London)

It is, perhaps, not a matter for remark that extraordinary things sometimes occur in circumstances involving Sri Sri Anandamayi Ma, but I would like to place the following event on record as showing Mother's omniscience and omnipresence concerning one who has not contacted Her in the physical at all, not even through correspondence.

The following event may seem trivial to those to whom long association with Mother has revealed many such events of a truly miraculous and marvellous nature. It must be remembered, however, that to one living in England where these events are conspicuous by their absence, and which is as remote from Mother's physical presence as may be, such an event stands out as a singular and inspiring witness to an occult order of things which no amount of materiality may afford even to deaden, much less then to destroy.

Having spent an evening perusing and contemplating certain numbers of this Magazine, Ananda Vārtā, I had retired for the night, my mind quite naturally attuned to thoughts of Mother and Her infinite Grace.

Having a particular and distressing problem at the back of my mind which welled forth into the forecourts of consciousness in the lucidity preceding sleep, I decided that I would submit my perplexity to Mother and seek Her advice.

It is to be noted that there was no conscious formulation of prayer designed with the purpose of creating a link or channel between Mother and myself, through which She might pour the healing streams of Her Grace; on the contrary, there was a distinct feeling, or decision, of postponing the matter till the morrow when I would either compose a letter describing the problem, or, more subtly, ask directly of Mother, and within myself, that She give me the strength to dispel my perplexity, enshrining my plea in some sort of prayer or formula or incantation, I had not even made up my mind which it was to be.

Imagine my amazement, then, on waking next morning to receive a letter from one of Her devotees in India, one whom She has Herself named Shuddha Priya, wherein was contained an answer to my unformulated plea – an answer, note well, that must have been given long before I had thought even of approaching Mother concerning my problem, an answer somehow implanted in the mind of another devotee with the express purpose of having that devotee convey same to me in the manner in which it happened. Needless to say, my correspondent had not been informed in any way either by Mother or by myself as to the state of my mind *which was known to none other* during the time the letter was conceived, written down and despatched.

Mother's ways are truly mysterious. Such an event, quite apart from the problem or the answer thereto, has had the effect of conferring that most valuable of all boons, the *certainty* of the unity of existence, i. e. the absolute conviction that Guru and Chela are one, and that if we could only and at all times enter and abide in the deep recesses of Being, where alone is the true Undifferentiated Consciousness, we could always know That which being known everything is known. And whether a problem is trivial or great, such distinctions of degree altogether vanish in that union of the individual soul with the Infinite Life which, for the sake of convenience and of our limited and finite understanding, we lovingly refer to simply as......Mother !

The Message of the Bhāgavata

By

Dr. S. K. MAITRA, Banaras Hindu University

(Continued from last issue.)

What is Bhakti ?

In Sandilya Sutra 2 *para bhakti* or primary devotion is defined as attachment to the Lord ("सा परानुरक्तिरीश्वरे"). In order to meet the objection raised by Patanjali's Yogasutras, namely, that any attachment is a *klesa*, Sandilya Sutra 21 asserts that the objection of Patanjali applies only to worldly objects and not to attachment to God.

The Nārada Sutras define Bhakti as "love for the Lord" ("सा तस्मिन् परमप्रेमरूपा"). This is practically the same as the definition of the Sandilya Sutras, but Rūpa Gosvami in his *Bhaktirasamrtasindhu* makes a distinction between attachment and love, giving the latter a higher place than the former. He has, in fact, given an ascending series of sentiments in which love occupies the highest place, and has identified *para bhakti* with it.

In the Bhāgavata, after a description of inferior types of bhakti, namely, *sattviki rajasiki*, and *tamasiki bhakti*, the highest type of *bhakti*, called *nirguna bhakti* is described as follows :

"मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ ॥
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् ।
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिःपुरुषोत्तमे ॥

Bh. iii 29. 11-12

"The sum and substance of which is that *nirgunabhakti* is *bhakti* in *Purusottama* which is not tainted by any worldly purpose (*ahaituki*) and is not obstructed by anything (*avyavahita*). It is that which arises spontaneously in the heart on hearing legends about the Lord and which flows freely like the waters of the Ganga into the sea. The Bhāgavata's definition of bhakti is practically the same as that of the Sandilya and Nārada Sutras, but it stresses two important characteristics, namely, that it should be untainted by any worldly motive (*ahaituki*) and that it should be unimpeded (*avyavahita*).

But although the Bhāgavata gives practically the same definition of bhakti as the Bhaktisūtras, yet its attitude towards *jnana* and *karma* is, as we have seen, far more liberal than that of the latter. For instance, it does not hold the view of the Bhakti-sutras either that knowledge is not the cause of devotion but can at best be regarded as auxiliary or accessory to it, or that devotion can never produce knowledge.

The Bhagavata's conception of the Society of Bhaktas

One of the most beautiful things which we find in the Bhāgavata is its conception of the Society of Bhaktas with God as their head. It occurs in the speech of Lord Kṛṣṇa in answer to Durvāsa's earnest appeal to Him to save him from the attack of Sudarśana Chakra. The Lord tells him that He is powerless, being Himself in a state of bondage to His bhaktas. And then follows a description of His relationship with His bhaktas, which we give below in the original :

"अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ।
साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैःसाधुभिर्विना ।
श्रियमात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरह परा ॥
ये दारागारपुत्राप्तप्राणान् वित्तमिदं परम् ।
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥

Bh. 9. 4. 63-65

("I am dependent upon my bhaktas and have no independence, O Dvija. My heart is in the possession of my faithful devotees, and I am the beloved of my bhaktas. I have no desire for anything, not even for salvation, apart from My devotees, O Brahmana. How can I think of abandoning those who have given up their wives, sons, their dear lives and even their wealth to take refuge in Me ?"

It is a wonderful conception, in which there is perfect comradeship between God and man and perfect equality between man and man. Can any communist society come anywhere near this conception of perfect equality and universal brotherhood under the fatherhood of God ? In fact, it is a sort of Divine communism, based upon the principle of love. Man is brought into intimate relationship with God, and at the same time he does not lose his individuality. Man's love for God is fully reciprocated by God's love for man. A faint echo of this we find in Spinoza's conception of the intellectual love of God, wherein Spinoza has said that man's love for God must mean also God's love for man.

The absolute monism of the Bhagavata

The beauty of the whole thing is that the Bhāgavata is in a position to maintain this relationship between God and man without deviating an inch from the standpoint of absolute monism. It does not believe in any kind of qualified monism. In the very first book it has stated very clearly that its standpoint is that of absolute monism :

"वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥

Bha. I. 2-11

("Those who know the ultimate truth declare it to be the principle of non-dual knowledge, called Brahman, Pāramātma or Bhagavān").

The principle of absolute monism is also stated very clearly, in the following verse which occurs in connection with Lord Kṛṣṇa's advice to Devahūti.

"आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम् ।
तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्वणम् ॥

Bha. III 29-26

("He who makes a distinction between Ātman and the world – for such a man who sees difference, I as Death create a terrible fear").

The same principle of absolutely unqualified monism appears also clearly in the words addressed to Lord Kṛṣṇa by Mahādeva, when requesting Him to show His *mohini-rupa* :

त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकमानन्दमात्रम-
विकारमनन्यदन्यत् ।
विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानाम्
आत्मेश्वरश्च तदपेक्षयानपेक्षः ॥

Bh. VIII 12-7

("You are Brahman, the Perfect, the Immortal, the Attributeless, Pure Bliss, the Unchanging, the Identical as well as the Different, the Cause of the origin, preservation and dissolution of the universe, the Indwelling Spirit which controls, while remaining Itself quite detached.")

So also the principle of absolute monism appears clearly in the famous hymn addressed by Brahmā to Lord Kṛṣṇa :

"एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः
सत्यः स्वयं ज्योतिरनंत आद्यः ।
नित्योऽक्षरोऽनन्तसुखो निरञ्जनः
पूर्णाव्ययोमुक्त उपाधितोऽमृतः ॥

Bh. X 14-23

("You are the One, the Ātmá, the Eternal Puruṣa, the Truth, the Self-luminous, the Infinite, the Origin, the Indestructible, the Repository of Infinite Happiness, the Attributeless, the perfectly Non-dual, free from all attributes, immortal").

Innumerable other verses can be quoted in support of the view that the standpoint of the Bhāgavata is that of absolute monism. The Bhāgavata has thus shown very clearly that a Bhakti Dharma can very well be constructed on a foundation of absolute monism. It is a very wrong idea that it must necessarily rest upon a dualistic basis.

Voluntary relinquishment on the part of the Bhaktas of the right of complete union with God

It may be objected, however, that if Bhakti Dharma is based upon absolute monism, how is it that the bhakta maintains his separate individuality and is not absorbed in the Absolute. The answer of the Bhāgavata is very striking. It says that although it is open to the bhaktas to claim complete absorption in God, yet they willingly abrogate this right for the sake of enjoying the privilege of serving God. This is repeated in several verses in the Bhāgavata. For instance, in verse 13 of the 3rd Skandha, it is clearly stated that even if a bhakta is given *salokya*, (the privilege of living in the same loka with God), *sarsti* (the power of possessing the same *aisvarya* as God), *samipya* (the privilege of living in the vicinity of God), *sarupya* (the privilege of possessing the same form as God) and *aikya* (union with God), he does not accept them but prefers to remain a servant of God. It is therefore not due to any weakness of his or of any fundamental difference between him and God, that the bhakta does not get complete union with God, but it is solely due to his own preference for a state where he can serve God. This is in contrast to the position assigned to him in Rāmānuja's system where, on account of a difference which cannot be annulled, it is not open to man to claim complete union with God.

The same idea of the voluntary relinquishment of his right to enjoy union with God by the bhakta in order to be able to serve Him, is stated clearly in Bhāgavata, xi. 20.34, which runs as follows :

"न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम।
वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ॥

("The devotees of Mine who take refuge in Me alone never express any desire for obtaining *kaivalya* (complete mergence in God) or freedom from the cycle of birth and death, even if these things are offered to them.

Exactly the same thing is also stated in ix.4. 67, which runs as follows :

"मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्टयम्।
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत् कालविद्रुतम् ॥

("By virtue of their serving Me, it is known to them that they can have *salokya*, etc., for the mere asking, but they who are full of service do not want them, not to speak of other things which are temporal").

This is a grand conception—this idea of a voluntary relinquishment by man of his right to complete union with God which at one stroke removes the difficulties which stand in the way of restoring to man his individuality without deviating an inch from the standpoint of absolute monism. The Bhāgavata does not deny man the privilege of being completely united with God, losing his name and form, as a verse of the Muṇḍakopaniṣad says. But it says that those who are believers in the path of bhakti are not attracted by the prospect of being absorbed in God and prefer to enjoy His company and the privilege of serving *Him*. Thus, by a voluntary relinquishment of his inherent right to be one with God, man can enjoy the bhakta's paradise, which is to serve God and live in perpetual comradeship with Him.

The Bhagavata's conception of God's relationship with man

Looking at the matter from the other side, it appears that God's relationship with His bhaktas is different from His relationship with other men. This does not mean any special favour shown to them; it means only giving men what they are fit for. In the Gita also the Lord says :

"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।"(IV.11)

("However men approach Me, even so do I welcome them" – Annie Besant's translation).

It cannot be said that giving the bhaktas the privilege of enjoying His company denotes conferring upon them a higher privilege than is enjoyed by others. From the strictly metaphysical point of view, the privilege of being completely united with God, which is what the followers of the path of knowledge aspire to, is higher than that of enjoying His company. God, therefore, cannot be charged with partiality if He gives His bhaktas the right to enjoy His company and serve Him. He only gives them what they aspire to and what they deserve. It does not mean giving them a more favourable treatment than is meted out to others.

Of course, it means that God is looked upon as *Purusottama* and not as *Aksara Brahman*. This is a legacy which the Bhāgavata has got from the Gita. The Bhāgavata's conception of God as *Purusottama* or as *Bhagavan* follows the lines of the Gita's conception of Him, as depicted in its fifteenth chapter. It has only dotted the i's and cut the t's of that conception. God as *Purusottama* sheds His awful aloofness and comes into direct relationship with the world. The further delineation of the different types of relationship with different kinds of being, according to their needs, is only a matter of detail.

A picture of an ideal Bhakta

I shall end up by the description of an ideal bhakta as given in the Bhagavata. The ideal Bhakta is no other than Ambarīṣa, son of Nābhāga. In the description of him in the ninth book, we have a very good picture of what a bhakta should be, the qualities which go to his making, his outlook upon life, his hopes and aspirations. He was no ordinary mortal but a great king of an extensive kingdom. In spite of his enormous wealth and a huge kingdom, he looked upon his vast possessions as mere straw as a result of his devotion to Vāsudeva and His devotees. Then follows a description showing how every minute action of his was guided by his great devotion to Lord Kṛṣṇa, which I must give in the original, for no translation can convey the wonderful beauty of it:

"स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोः
वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने ।
करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु
श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥
मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ
तद्भृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसंगमम् ।
घ्राणंच तत्पादसरोजसौरभे
श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते ॥
पादौ हरेः क्षेत्रगुणानुसर्पणे
शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने ।
कामंच दास्ये न तु कामकाम्यया
यथोत्तमः श्लोकजनाश्रया रतिः ॥"

Bh. ix. 4.18-20

("He dedicated his mind to the lotus feet of Kṛṣṇa, his speech to the recital of His praise, his hands to the cleaning of the temples of Hari, his ears to the hearing of the legends of the Acyuta. His eyes he employed for seeing the images of Mukunda in the temples, the contact of his body he dedicated to the touch of the bodies of the devotees, his nose to smelling the *tulsi* emanating from the Lord's lotus feet and his tongue to tasting the oblations that were offered there. His feet he dedicated to travelling to places of pilgrimage sacred to Him, his head to bowing to the feet of Hṛṣīkeśa, his desires to the prospect of serving Him and not to worldly objects; in brief, his devotion was of the type which only the greatest of devotees of the Lord could have").

I conclude by offering my prayer to Him who is the Source of the inspiration of the Bhāgavata:

"विना यम्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखाम्
विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता ।
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥

IDEALS OF SUFISM

By

Dr. M. Hafiz Syed, M. A., Ph. D. Litt.

There is no religion, ancient or modern, which is devoid of moral principles and spiritual elements. Islam has clearly and unmistakenly recognised the fact that God has been merciful enough to send teachers and prophets to every nation and country from the earliest days of Adam up to the last prophet Muhammad through whom Islam was given to the world. Therefore every devout Muslim who has faith in the revealed religion has to respect religions other than his own. The Holy Quran says that no distinction is to be made among the prophets.

Islam like most of the religions of the Aryan and the Semitic stock believes that God is the Supreme Source of all creation, and as the Father and Originator of all human beings is equally interested in the spiritual welfare of all mankind. As the source of our being is One we have a common destiny, namely spiritual evolution and perfection in due course of time.

As all religious teachers were ordained by the Higher Power to serve human beings without any distinction, the essential teachings of almost all the great religions of the world not only bear striking similarities, but in certain cases, one is agreeably surprised to find identity in some of the ways of God-realisation and the final destiny of man. It is right to presume that the essential unity of various schools of mystical thought is based upon rational grounds. As human beings differ in tastes, talents and tendencies, so they are divided into various races, religions and tribes. This division however is neither vital nor essential.

Sadi the great mystic poet of Persia says that all men are limbs of one body. In view of these basic facts it will be very interesting and instructive to learn that there is a common ground on which the Muslims of the world can meet their brethren of Hindustan and of other countries on a common platform of goodwill and mutual fellowship.

The Sufis are divided into innumerable orders. The two original orders are : (1) HULULIYA, which means the inspired. This order believes that God has entered into them and that the divine spirit enters into all who are devout and lead an austere life, purifying their hearts of all impurities and evil thoughts. (2) ITTIHDIYA, which means the unionists. This order believes that God is joined with all enlightened beings; that He is as fire and the soul as charcoal (ready to become fire); and that the soul by union with God becomes God.

The Muslim mystics are agreed that God is one, Alone, Single, Eternal, Everlasting, Knowing, Powerful, Mighty, Majestic, Generous, Clement, the Master, Merciful and Compassionate; that He is qualified with all the best names; that since eternity He has not ceased to continue with His names and attributes; that there is nothing eternal but He and no God besides Him; that He is neither body, nor shape, nor form, nor person, nor element, nor accident.

One of the great Sufis says: "He is hidden in His manifestation, manifest in concealing, He is outward and inward, near and far; and in this respect He is removed beyond the resemblances of creatures." They are agreed that He is neither perceived by the eyes, nor assailed by thought, that His attributes do not change, and that His names do not alter; that He is the first and the last, the outward and the inward, that He is acquainted with everything, that there is nothing like Him, and that He sees and hears.

The conception of the Unity of God is the pivot round which revolve all other doctrines. The oneness of God is acknowledged by all schools of mysticism. The pure existence of the Supreme Reality is called *Zat*, without any reference to His attributes. It is known through its qualities and attributes called *Ism-e-Sifat*. The neophyte is expected to meditate on the Divine attributes and through his constant meditation, prayerfulness and singleminded devotion, a glimpse of God's Beauty, Greatness and Grandeur will be vouchsafed to him. The aspirant is enjoined to draw a 'curtain' over his mind against *Masea*, that which is not God, and desire nothing but Him and the ability to do His will. Islam really and literally means complete resignation and surrender to the will of God, which attitude becomes to him the only ruling idea of his life. He owes allegiance to no other being. He bows down before none, kneels down before the Almighty Allah who is his Soul-Refuge, Benefactor and Supreme Master.

The first step enjoined by Islam to attain one's goal is five times daily prayer, a full month's fast once a year, sharing at least one fortieth of one's property with the poor and performing a pilgrimage to Mecca, called *Hajj*. The second step is constant repetition of God's name, mentally and verbally, and meditation on Him and His qualities. In order to fully succeed in one's effort at spiritual realization one has to seek the help and guidance of a *Murshid* (*Guru*), to whom is offered the utmost devotion and who in his turn initiates him into the mysteries of divine wisdom and takes him along from one step to another in the sphere of spiritual development. In this connection three kinds of meditation are practised. The first is called *Teaswwur-e-Shaikh* (meditation on one's teacher), the second *Teaswwur-e-Rasul* (meditation on the prophet), the third *Teaswwur-e-Allah* (meditation on God). Thus an aspirant is led step by step systematically till he attains God's Grace and an insight into the mystery of Divine Wisdom.

The most manifest of existences is the existence of God. The existence of things is by the light of God. The perception of your self is the perception of God. He who has understood his *Nafs* (real Self) has understood God. The Reality of God is His existence which is really his *DHAT*. The absolute existence has no form, or shape, no limitations, neither beginning nor end; in spite of this He has manifested Himself in different shapes without any change in His *DHAT*. It is like a person surrounded by mirrors of different sizes, makes and colours, appearing in the mirrors according to the requirements of the mirrors, without any change in His own personality.

Dhunnun-e-Misri has said: "Knowledge in God's *Dhat* is ignorance. No prophet or *Wali* has ever reached or will ever reach that point." The prophet has said: "MA ARAFNAKA HAQQA MARIFATIKA. I have not known Thee to the extent that Thy knowledge demands." The Sufis believe that God has two aspects: (1) *Tanzih*, corresponding to *Nirguna* and (2) *Tashbih*, corresponding to *Saguna*. They also believe that He is both present and absent, both one and many. He thus joins in Himself contraries and contradictories.

The prophet once said; "I am from the light of God and all things are from my light". Truly God is beautiful and He loves beauty. Beauty is the personal attribute of *Zat*. "God created man in His own face," says the Sufi.

"He clothed him with His own attribute of beauty. Man is therefore inclined to the beautiful. God was thus Beauty and Love. His beauty was love, and His love beauty. He was the lover and beloved at the same time. He saw himself in the mirror of His own beauty. He loved himself."

THE *MURID* (disciple) must observe the *Jamal* (beauty and grandeur of the *PIR*), the *PIR*'s *JAMAL* must be reflected in the mirror of the *MURID*'s heart. "Whoever hath seen me hath seen God" says the prophet. "The reality of *Imam* is the Observance of me," says the Prophet.

Shayk-i-Akbar says that a *MURID* who seeks another *PIR* during the life time of his *PIR* breaks his Covenant with God which he made at the time of performing *BAYAT* (initiation). The follower of the prophet cannot become a follower of another during the former's life time.

The object of *SHAGAL* (practice), *ZIKR* (repetition of God's name) and *MURAQEBA* (deep meditation) is to enable the mind not to retain in itself the remembrance of anything other than God. The beginner should not be apprised of his defects so that he may not be estranged from the path. After purity of heart is established, all defects disappear of themselves.

The *SHAIKH* can be in the west and aware of the condition of his *MURID* in the east. The least capacity of the *PIR* is that he possesses *KSHAF-I-QULUB* (that is, he is conscious of the condition of the hearts of people), if he has not this capacity it is forbidden for him to accept anyone as his disciple. He should know the past and future conditions of the world. He is the *KHALIFA* of God on earth. "We have made him", says the Quran, "Vice-regent on earth".

MURIDS are of two kinds, ordinary and special. The PIR instructs them in different ways, according to their aptitudes and temperaments, the one gets ordinary instructions, and the other gets instructions that are kept back from the ordinary *MURID*. "*SHARIAT* is my ward, TARIQAT is my action and *HAQUIQAT* is my personal condition", said the prophet (peace be with him).

(To be continued)

DIARY LEAVES

By

Atmananda

The following are notes taken in June-July 1955 at Solan, continued from the last issue.

On Clothes

A young university student asked: "Why do Sadhus wear a special dress, matted hair, long beards and so on? What has all this to do with spirituality?"

Mataji: Why do you put oil on your hair and part it in front of a mirror? Why do you wear fine trousers and well-laundered shirts? Whom do you wish to please? Who is it that is your own and that you are trying to impress by your elegant appearance? You think: "What will people say?" You really are afraid of public opinion. You like to look like a gentleman. You admire well-dressed people and so you say to yourself: "I must also dress in the same fashion." What benefit do you expect to get out of it?

The young student: It gives me satisfaction to look neat and nice.

Mataji: Exactly. It gives you pleasure. And what will this kind of satisfaction lead to? Can you tell?

The young student: It is difficult to tell.

Mataji: You do not find an answer. All this dressing up is done for the sake of self-satisfaction. A genuine *sadhaka* is too preoccupied with his search to bother about his appearance. He is impatient to attain to the vision of the Supreme. He has no time to look after his clothes, to cut his nails, trim his beard, etc; all his time and energy are spent in *sadhana* and therefore he goes about looking anyhow. He feels: "Whom should I please by being well-dressed?" A Sadhu is out for Self-realization and hence cannot give thought or time to his appearance. The Rishis of old used to have matted hair and long beards, in spite of this being very troublesome in the hot weather. They put up with the inconvenience because matted hair and long beards had become, as it were, the badge of a Rishi, were known as the outer signs of a man intent on Self-realization.

Now have you still other doubts concerning this question?

The young man: Does the special

dress of a Sannyasi help him in his *sadhana* ?

Mataji : You dress well for your own pleasure, not because it brings you nearer to God. The real Sadhu is eager for Supreme Bliss. Of course not all Sadhus are genuine. There are also 'Babu Sadhu's.' Although they have taken the robe, they are still worldly-minded.

Once coming down from Mussoorie in a bus, we were travelling with a Sadhu whose face seemed to shine with inner radiance. People were greatly impressed by him, but later he was caught painting his cheeks.

I have heard of another Sadhu with a large following, whose *charanamrit** was said to taste sweet. A doctor of medicine came to hear about this and said he also wanted a taste of the sweet water. The Sadhu always used to have a bath before people took his *charanamrit*. But the physician insisted on washing and drying the Sadhu's feet with his own hands and on cutting his toe-nails before proceeding with the ceremony. As a result the *charanamrit* did not taste sweet. The actual fact was that when the Sadhu went for his bath he put sacharin under his toe-nails. Many people who have been disillusioned in similar ways have come to this body and related various stories of the same kind.

It is said that a Sannyasi wears the ochre robe as a symbol of the fire of renunciation and he shaves his head and face to indicate that this fire has burnt away everything, not leaving even a single hair on his head. These outer observances are meant to remind him constantly of this fact. You may say, "why should a man who has not attained to complete desirelessness take Sannyasa ?" "Taking" Sannyasa is one thing, but it is quite another when renunciation just happens effortlessly. Initiation into the order of Sannyasa is taken as an aid, so that real Sannyasa, which is supreme renunciation, may come about.

* * * *

On Food

Question : It is said that what one eats affects the mind. Is that true ? What is the connection between the mind and food ?

Mataji : There is indeed a close interrelationship between the mind and food. Sri Krishnananda Avadhutaji explained this in detail to you only the other day, and your Shastras also give elaborate instructions on this theme. *Sattwic* food will produce *sattwic* qualities, *rajasic* food *rajasic* qualities, and so forth. Therefore people observe special rules concerning their diet. But if someone engages in *sadhana* he will automatically feel the necessity of giving up certain types of food and of introducing others. He will come to experience an aversion for the eatables that hinder his *sadhana*. Just as a fever patient craves for water, so will the *sadhaka* instinctively conceive a desire for particular articles of diet and a distaste for others. But also by reasoning one may adopt a *sattwic* diet and later develop gradually a taste for it.

---

* It is a custom to ceremonially wash (or rather dip into water) the feet of saints. The water is then called *charanamrit* and is drunk by people in the belief that power and purity are transmitted to them by it.

Question : We see that people cannot live without food. Yet we are told that during your life there were times when you ate infinitesimal quantities, as for instance, three grains of rice twice daily or as much as can be given in one breath, etc.

Mataji : Once I had to travel by carriage, it was over-crowded, so I sat on a woman's lap. The *Kheyal* came to this body that it would be too heavy for her, so this body became lighter than a leaf. When afterwards it got out of the carriage this body sat down on the ground, again assuming its weight. That was *Yoga Kriya* (a yogic process). This is one thing. Another is as follows : When a kite flies in the air it gets into a state of poise so that the wooden frame to which it is attached is also held in the air in balance, although at other times it would fall down. Similarly there is a state of poise in which the rhythm of the breath is such that six months may become equal to six hours. At the time when this body lived on such scanty diet its health was excellent. It could walk for hours and climb without getting breathless. When walking up a steep hill people usually pant, but at that time this body did not feel any fatigue or exertion. If there had been the *Kheyal*, it could have remained in that condition for years or for a whole age. But this also is only a state, namely the state of a Yogi. Since this body does nothing by personal will, but everything happens spontaneously, it now behaves like other human beings ; it gets a stomach-ache, a pain at the foot and so on--it is all the same.

Another point is this : The energy of the grain or fruit is absorbed into oneself by eating them. But if this energy is within one's reach in a more direct way, one requires no food. Where the power to create, preserve and destroy is present—what is it, not to eat ? Nothing at all.

All this is only a tiny fragment of the whole matter.

* * * *

On the Use and Misuse of Psychic Powers.

Question : Is it legitimate to use psychic powers in order to obtain results in the material world, as for example, in business or in one's relationship with people ?

Mataji : If divine energy (*Bhagavat Shakti*) is used for anything save for divine purposes (*Bhagavat Karya*), it is wasted. A man who studies medicine employs his knowledge to cure patients, the one who learns engineering to do an engineer's work. If the power acquired in the course of one's search after Truth is directed towards material ends, the current of the Supreme Spiritual Energy (*Maha Shakti*) is thereby inhibited. The power that accumulates within as a result of spiritual exercises must not be frittered away in worldly pursuits. Certain supernormal powers (*vibhutis*) may be developed. Yet is not everything God's *Vibhuti*, His *Lila*,* His *Maya* † ? If in the midst of this play you do not seek the Reality behind it, and if instead of using for this purpose the powers and capacities you have been blessed with, you get sidetracked into the ways of the world, this will have undesirable consequences. Having once become a pilgrim on the road to Immortality and been endowed with powers, to neglect this path and linger in bypaths hinders spiritual progress. It means to revert to worldly interests.

One must not allow oneself to be caught by the lure of supernormal faculties. Suppose one has acquired the power that whatever one utters becomes true or whatever one desires fulfilled. What of it ? This is only a stage. By using such powers to destroy or improve people one may become arrested on that level instead of progressing towards the ultimate. To get entangled on the level of these powers is a waste of energy. Having acquired them one must not lose sight of the supreme Goal of human existence, but strive unceasingly after Self-realization. Failing to do so will create obstacles and may result in a fall.

Here someone else asked : Having acquired supernormal powers does not the desire to use them for lower purposes vanish ?

Mataji : Having developed a little power one may feel tempted to use it for worldly ends. But where the Supreme Power of the Self functions, it is quite a different matter. The world is no longer perceived as separate and it may well happen that the power will effect certain material changes. In this there is no personal will and moreover there appear unmistakable signs : A person through whom this Supreme Power expresses itself is full of humility, compassion, forgiveness and mercy, he cannot possibly feel hostile towards anyone. In this case the power manifests spontaneously, whereas in the other case it is being 'used'. Where it is used it implies that there is 'doing' and a 'doer' and therefore one has not risen beyond praise and prestige. This is why there is the danger of sustaining a fall.

---

* Play. † God's power to appear as the many.

* * * *

On Alms and Hospitality

Question : It is written in the Shastras that it is the duty of a householder to give when appealed to and to entertain any guest that may come to his house. Yet he is warned not to give money to those who may use it for unworthy purposes, for he will reap part of the fruits of their evil deeds. What then are we to do ? If we refuse to give we sin and if we give to the evil-minded we also sin. It is impossible to make sure of the character of everyone who begs for alms. We householders are really unfortunate : whether we act in this way or that we have to bear the brunt of our conduct.

Mataji (laughing) : Yes, you are quite right : if you give money to someone who uses it well you get part of the merit ; but suppose it is spent on drink, part of the responsibility for the evil consequences falls to you. It is really very difficult. The only way out is to regard everyone as the Supreme Being. If you give only to the One, neither good nor evil consequences will be attached to your deed. With the conviction that it is God you may worship a dog or a cat or a tree, it makes no difference. It is said that every guest is *Narayana*, (the Lord of men). If you serve a guest with the firm faith that *Narayana* has come to your house in this guise, it does not matter who the guest be.

There is a story of a Brahmana who chose *Narayana Puja* for his main *sadhana*. He and his wife never ate before a guest had come to their house and been entertained by them with the honours due to *Narayana*. Before they died they requested their son to continue this practice faithfully. He obeyed. After finishing his morning ablutions and prayers he would cook food, arrange the guest's seat and wait till a guest turned up, even though it might not be till evening. He decided to remain a bachelor all his life, but friends tried to persuade him to get married. At first he refused, but when they continued to press him, he finally said : "Very well, I agree on the condition that should my wife disobey me I cut off her head." His friends did not take this threat seriously and arranged for the wedding.

He directed his wife to cook food and serve *Narayana* whenever he should appear in the form of a guest, and after she had done this to call her husband for food. He himself would spend his days practising *Japa* and studying the Scriptures. All went well for some time until one day no guest came. Evening was approaching and the young housewife was getting very hungry and thirsty. She began to wonder whether it would be possible to deceive her husband by telling him the guest had left the house after taking his meal. But for fear of losing her life if found out, she refrained. Just then a man, carrying a cow's head dangling on a stick, entered the house. He asked her to cut up the head and prepare it for his meal. She had never before done such a thing and did not know how to set about it. However the guest showed her how to proceed and inspite of disgust she felt, she submitted for fear of displeasing her husband. When the meat was placed before the strange guest, he bade her taste it first. Being a Brahmana's daughter she became nauseated at the thought of eating cow's flesh, but again out of fear was ready to obey. Just as she was raising her hand to put the first morsel into her mouth, the guest said : "First call your husband !" She dropped the meat, washed her hand and entered her husband's room. "It is almost night," he said, "has the guest been fed and left the house satisfied ?" "No," was the reply, "he has not yet eaten, but asked me to call you first." "What wrong have you done ?" thundered the husband, "now I shall have to cut off your head." However they went to see what the guest wanted ; lo and behold—the man with the cow's head had disappeared ; instead both husband and wife had a clear vision of Radha and Krishna occupying the guest's seat.

Intense faith as well as fear coupled with blind obedience are paths to the vision of God. This story brings it home in a drastic manner. The man who was obviously an outcast violating the rules of his Brahmana host revealed himself as God. If you treat every guest as *Narayana*, no matter what be his behaviour, your yourself and he will be benefited. Whether you are prompted by firm faith or deadly fear, either of these will lead you in time to the vision of THAT which IS.

MATRI LILA

(August-October 1955)

There are two articles in this issue of Ananda Varta that bear striking evidence of the fact that Mataji's Lila is by no means limited to what we see taking place in Her immediate surroundings. The authors of those articles live in two different countries in Europe and neither of them have met Mataji in the physical; yet it is quite obvious that they are in living touch with Her. We cannot possibly know how many bhaktas there are all over the world and in what way Mataji chooses to reveal Herself to them.

Perhaps it is not out of place to quote here what an Indian devotee wrote home when she had all by herself gone to foreign countries on an educational trip.

"Ma has always been in my thoughts. I do not think I have ever thought of Her or relied upon Her as much as I have done during the last few months. I feel very strongly that She has been guiding and helping me all along. There have been such almost miraculous incidents. Just when I felt everything was uncertain and was apprehensive of what might happen, a helping hand was stretched out from the dark. Help came from the most unexpected quarters. I feel so humble when I think of this all-protective, all-guiding Power which envelopes one on every side – I have never thrown myself upon It so much as I have now done and never have I profited more than now. And yet one feels so stupidly frightened and so stupidly proud."

A devotee who suddenly had to undergo a major operation in a foreign country of the Far East wrote: "I was thinking so intensely of Ma, it never occurred to me to feel nervous or afraid. I was completely unconcerned when the doctors and nurses prepared for the operation."

On returning from the U.S.A. where, a devotee had met with unusually adverse and depressing circumstances in which he seemed caught for the rest of his life, he said: "I have never felt Mataji nearer than at that time. There seemed to be no way out of the difficulty. I had already resigned myself to it, when somehow the whole trouble resolved itself and I found myself free to return to the life I wanted to live. To this day however I cannot understand how this could have been made possible."

These are only a few stray examples. Yet just as a sailor knows that land must be near when he notices a blade of straw floating on the water, so do we feel justified in surmising that we can have no idea of the magnitude and universality of Mataji's Lila.

* * * *

Last August we had already reported that Mataji reached Vrindaban on July 29th. The *Jhulan* celebrations as customary started on *Ekadashi*, July 30th, and *Jhulan Purnima** was observed most solemnly by Arati, Kirtan and a long midnight meditation. It is the anniversary of the memorable fullmoon night in 1922, when Mataji all by Herself went through the actions of a spiritual initiation (*Diksha*). She Herself was the *Guru*, the *Mantra* and the *Ishta*. Some time before this happened the *Kheyal* had come to Her to play the role of an aspirant for Self-realization. Thereupon the different stages of a *shadhaka*, namely the intense yearning for God or Truth, the finding of the Guru and initiation, then the performance of various *sadhanas* under His guidance–(the Guru was also Herself), spontaneously manifested through Her body with a perfection quite beyond human imagination. During that period of Her life all the 24 hours were spent in *sadhanas*, She hardly ate or slept. Not that *sadhana* was necessary for Her in any way—there was nothing to be attained—it was just part of Her Lila and Her Lila is invariably self-sprung action manifesting for the benefit of all sentient beings.

* * * *

Jhulan means 'swing festival'. When this year at Vrindaban the swing was fixed in Didima's room next to the hall some birds' nests had to be removed from the ventilators. Two baby birds fell down. They died during the Kirtan at the time of fullmoon in Mataji's presence in holy Vrindaban—a rare combination of auspicious factors. After the function the fortunate little birds were given *samadhi* under a young mango plant in the compound.

Vrindaban is the place where Sri Krishna spent His childhood, where the *Rasalila* took place, the Divine love-play between Him and Radha, between Him and the Gopis. Every tree, every stone is associated with sacred memories. There is a saying that many Mahatmas live in Vrindaban in the guise of stones, trees, plants, birds, reptiles or animals, just to enjoy the atmosphere of the blessed town.

---

* Fullmoon.

Somewhere in the Ashram grounds there is a large white stone. Last spring the following strange incident took place: During one of Mataji's evening strolls a devotee from Gujerat saw a man appear and do Pranam to Mataji. She stopped and folded Her hands as She usually does and the devotee heard Her say: "Oh, in the shape of a stone!" She walked on and the devotee could clearly see the human figure disappear into the stone. When later he asked Mataji about it, She said: "You have also seen him?"

The Vrindaban Ashram was built only recently (the inauguration took place in March 1954*), yet it has quickly developed and gained in importance. Mataji has favoured it with frequent short and long visits. Situated near the entrance of Vrindaban on the road to Mathura, it naturally attracts attention. The plot of land on which it stands measures approximately 8 bighas. It is planned to cultivate on it every species of the trees mentioned in the *Bhagavata*, so as to evoke the memory of ancient Vrindaban.

We have already reported at length about the temple of Mahaprabhu†; a temple of Shiva still awaits completion. A one-room cottage for a *sadhaka* and a new cow-shed were ceremonially opened on *Janmastami* day (Aug. 10th); Mataji Herself fed the cows.

Later that day She visited *Brahmanda Ghat* at Gokul‡, the famous spot where Jashoda Mai is said to have ordered her child Shri Krishna to open His mouth, suspecting that he was eating earth—and wonder of wonders—She beheld the whole universe in it.

Throughout Mataji's stay at Vrindaban bhaktas kept on arriving from far and near. On several occasions large numbers of the Sannyasis, Goswamis and Vaishnavites of the town were entertained at the Ashram.

From August 14th-17th Mataji's sojourn was interrupted by four days spent in Gwalior at the invitation of the Maharani; it was a most enjoyable trip.

On Sept. 10th Mataji left by car for Mainpuri, where She was accommodated at the Sri Ekarasānanda Ashram. About two furlongs before reaching Her destination, devotees came to receive Her. She was requested to get into a bullock-cart which bhaktas themselves drew. At the Ashram the students of the *Vidyapith* performed *Surya Namaskars* before Mataji and then *Sandhya*, *Havan* and *Arati* before the statue of Sri Ekarasānanda.

---

* See Ananda Varta, Vol. II, No. 1, p. 100.

† See Ananda Varta, Vol. III, No. 1, p. 37.

‡ Shri Krishna's birth place.

On Sept. 12th Mataji proceeded to Etawah. Here also She was welcomed most enthusiastically by a large gathering of people from Etawah and other towns and villages of the U. P. In the course of Her stay She visited, among other places, Shri Shivaji Maharaj's temple, where She had stayed in 1950 and where perpetual Kirtan was being performed this time. She was also taken to the spot where about 20 years ago She twice spent some time in *ajñata vasa* (incognito).

From 15th-17th Sept. Mataji blessed Kanpur* with Her presence. As at Etawah She followed invitations to the compounds of various devotees. The Satsang was held in a Girls' College and on the roof of Her host's house.

On the 17th Mataji entrained for Allahabad. For the last few years She has always been present at a ceremony connected with the forthcoming *Durga Puja* at Sri Gopal Thakur's Ashram. He himself having passed into Mahasamādhi, Mataji this year accepted the invitation of his family.

On Sept. 20th Mataji reached Banaras after an absence of full six months. A tremendous ovation was accorded to Her by a great number of bhaktas. A kirtan party received Her on the main road and truimphantly led the way to the Ashram which was decorated with special care and wore a truly festive appearance. Flower petals were showered on Mataji as She approached. She responded to our deep joy at having Her once again in our midst by giving Darshan for several hours that evening. During the annual celebration of the *Bhashitvata Jayanti*, which took place from Sept. 24th—Oct. 2nd, Mataji was present daily throughout the Hindi discourses, mornings and afternoons. Occasional heavy storms and rainshowers failed to create disturbance.

Foreigners hailing from Germany, Italy, France, Hungary, Mauritius and Israel came for Mataji's Darshan and some of them to talk to Her.

On Oct. 3rd Mataji motored to Vindhyachal, returning to Banaras on the 6th. On Oct. 7th, the anniversary of Sri Akhandānandaji's* Mahasamādhi, a feast was given to Sannyasis and Brahmanas.

---

* We were grateful to receive detailed reports of Mataji's visits to Mainpuri, Etawah and Kanpur. We regret however that due to lack of space we are unable to publish them.

On Oct. 8th Mataji quite unexpectedly left for Bombay, where She put up in a special structure in the garden of a devotee at Vile Parle. Sri Gurupriya Devi had been in Bombay for treatment ever since leaving Solan in July. She accompanied Mataji to Calcutta, arriving there on Oct. 19th.

Durga Puja is the most important religious festival in Bengal. Apart from being observed in every family, it has in recent years become the custom for whole localities to join in community celebrations. During this season the entire city is in a festive mood for many days.

Devotees from Calcutta had come to Solan beseeching Mataji to be present at Calcutta during Durga Puja. In an open space in Lake Road a very large pandal was erected and elaborately decorated. From every corner of the city huge crowds flocked for Mataji's Darshan, not to speak of the many devotees who had come from outside. On *Saptami* day torrential rain played havoc, but the emergency was met immediately by covering the floor with wooden planks and platforms, so that every one could sit in the dry. It luckily cleared up the next day and the function henceforth proceeded undisturbed.

On Oct. 27th Mataji went to Dum Dum, returning on the 30th for *Lakshmi Puja*. On the 31st She journeyed to Deoghar and from there on Nov. 1st to Rajagriha. About the 8th of Nov. She is expected to reach Ranchi, where a permanent vigraha of Kali is to be installed in the Ashram During *Divali*. Mataji may possibly be in Banaras for *Annakut*, pass a few days at Vindhyachal and is likely to reach New Delhi on the 20th. The *Samyam Vṛata* will be observed at the Kali Bari, Reading Road from Nov. 22nd–28th, 1955.

---

* Sri Gurupriya Devi's father.

SRI SRI MA's 60th JAYANTI CELEBRATIONS

Already the last issue of AnandaVarta contained a short announcement concerning the celebrations of Mataji's 60th Jayanti, which are to take place at Banaras from May 2nd–27th, 1956. We are singularly fortunate to be able to witness this happy event and the spontaneous urge in all of us is to express our profound joy over Mataji's presence among us by celebrating this auspicious day in a befitting manner worthy of the occasion. It is therefore naturally expected that all of us should join in the effort to make the function a unique success; with Mataji's blessings we can feel sure that it will be so.

It has been estimated that a minimum of Rs. 50,000/- will be required for a celebration of the kind we have in view. Local committees have been formed in all important centres in order to raise the necessary amount. We are glad to note that enthusiastic response has been received from most of them, who consider themselves privileged to be able to serve Mataji in this manner. It is hoped that the devotees and admirers of Sri Sri Ma will contact the committees of their respective areas and render whatever help they can.

A meeting of the General Council of the Sangha will be held during the Samyam Vrata at New Delhi at the end of this month to discuss and draw up a preliminary programme of the Jayanti celebrations. We hope to be able to publish the programme and other details in the February issue of 'Ananda Varta'.

NOTES AND COMMENTS

The circle of our readers is growing, not only in India but also abroad. The 'Ananda Varta' has found its way to several countries in Europe, to America, Australia, China, Japan, Israel and Africa. At the request of some foreign subscribers we are now publishing a separate English edition in which the Bengali and Hindi sections have been omitted. Indian subscribers who would prefer to receive the English edition may kindly communicate with the editor.

* * * *

Our readers will be glad to learn that the Shree Shree Anandamayee Sangha has had two grammophone records prepared, one of Mataji singing *bhajans* and the other of Mataji replying to questions in Hindi. Bhaktas may order the records from the Banaras Ashram, at the price of Rs. 3/– each.

* * * *

"Upadeshamrita Sangraha", which is a collection of Mataji's sayings from the first seven volumes of Sri Gurupriya Devi's book *"Sri Sri Ma Anandamayi"* has been translated into Hindi and is available in Hindi as well as in Bengali at the price of Rs. 1/8/–.

* * * *

The third volume of Sri Gurupriya Devi's book *"Sri Sri Anandamayi Ma"* has been rendered into Hindi and has gone to Press. There is every hope that it will be ready for sale very shortly. Price Rs. 2/-/-.

* * * *

We are happy to inform our readers that Sri Gurupriya Devi's (Didi's) health has much improved since our last announcement. We hope that by Mataji's Grace this progress towards recovery will be maintained so that she may soon be restored to normal health.

List of Publications from Shree Shree Ma Anandamayee Ashram

B 2/94. BHADAINI. BANARAS.

No.	Names of Books	Language	Author	Price
1.	Matri Darshan	Bengali	Bhaiji	2 0 0
2.	Matri Darshan	Hindi	,,	2 0 0
3.	Matri Darshan	Gujrati	,,	2 0 0
4.	Matri Darshanam .	Sanskrit	,,	1 8 0
5.	Mother as Revealed to Me (English Version of Matri Darshan)	English	,,	2 0 0
6.	Sadvani	Bengali	Bhaiji	1 0 0
7.	Sadvani	Hindi	,,	1 0 0
8.	Sri Sri Ma Anandamayi	Bengali I	Gurupriya Devi	2 0 0
9.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, II	,,	2 0 0
10.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, III	,,	2 0 0
11.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, IV	,,	2 0 0
12.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, V	,,	2 0 0
13.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, VI	,,	2 0 0
14.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, VII	,,	2 0 0
15.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, VIII	,,	In Press
16.	Sri Sri Ma Anandamayi	Hindi I	,,	2 0 0
17.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, II	,,	2 0 0
18.	Sri Sri Ma Anandamayi	,, III	,,	In Press
19.	Mother as seen by Her Devotees	English	Devotees	In Press
20.	Matri Lila Sankirtan	Bengali	,,	0 4 0
21.	Matri Lila Sankirtan	Hindi	,,	0 5 0
22.	Akhanda Mahayajna	Bengali	Gurupriya Devi	2 8 0
23.	Akhanda Mahayajna	Hindi	,,	2 8 0
24.	Ma Anandamayi Upadeshamrita	Bengali	,,	1 8 0
25.	Ma Anandamayi Upadeshamrita	Hindi	,,	1 8 0

PHOTOS & BLOCK PRINTS OF SRI SRI MA

1. Photo Print Rs. 15/- (mounted)
2. ,, ,, Rs. 10/ ,,
3. ,, ,, Rs. 5/ each
4. ,, ,, Rs. 3/ each
5. ,, ,, Rs. 1/8/- each
6. ,, ,, Re. 1/- each
7. ,, ,, As. -/8/- each
8. Block Print Re. 1/- each Seashore
9. ,, ,, Re. 1/- each Chuda
10. Bengali Album Rs. 2/- each
11. ,, ,, Rs. 1/8/- each
12. English Album Rs. 2/- each
13. ,, ,, Rs. 1/8/- each

Grammaphone Records of Mataji's Voice

1. Talks—पुजा का उद्देश्य—इष्ट प्रकाश। भगवान एक हुये भी बहु, बहु हुये भी एक। Price–Rs. 3/-
2. Bhajan—কৃষ্ণ কানাইয়া, বংশী বাজাইয়া

   कृष्ण कन्हैया, बंशी बजइया

   হে ভগবান

   हे भगवान

   Price Rs. 3/-

ĀNANDA VĀRTĀ

(Bengali & English)

FEBRUARY

1956

VOL. III NO. 4

आनन्दमयी संघ
ॐ मा

Contents

Bengali Section

Page No.

1. মাতৃবাণী 245
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকৃত ব্যাখ্যাসহ ... 247
3. ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্ ... 256
4. অভিযানের আহ্বান—ব্রহ্মচারী শ্রীশৈলেশ 264
5. অনেকদিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে—বন্ধু 265
6. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল ... 269

English Section

1. Matri Vani 285
2. Mataji's Amara Vani 289
3. On the Teaching of Sri Sri Anandamayi Ma—Vijayananda (Dr. Adolphe Weintrob) 293
4. Matri Darshan—By a devotee from Bombay 298
5. The Meaning of the Wheel Symbol (Cakra) According to Buddhist Tradition—Lama Anagarika Govinda 301
6. Ideals of Sufism—Dr. M. Hafiz Syed, Ph. D., D. Litt. 306
7. Diary Leaves—Atmananda 310
8. Matri Lila (August-October 1956) 317
9. Notes and Comments 323
10. Shri Shri Ma's 60th Jayanti Celebrations 323

Price : Rs. 1/8/-

Annual subscription (for four issues) : India Rs. 4/- Foreign Rs. 5/-

Printed & Published by—Brahmachari Kamal Bhattacharjee for
Shree Shree Anandamayee Sangh, Banaras, at the Kamala Press, Godhowlia, Banaras.

ĀNANDA VĀRTĀ

অমর আত্মা—অমরপন্থি স্বয়ম্—আপনাতে আপনি

VOL. III FEBRUARY, 1956. No. 4

—মাতৃ-বাণী—

(বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন)

(৯৮)

এতদিনে কি উহার এই প্রশ্ন আসিল ? তবে যেখানে থাকিলে প্রশ্ন উদয় হয় তাহাই হয়েছে। দোষের কথা নয় কিছু কিন্তু। তাঁ'র সৃষ্টি ত। যা'র জন্য যা'। বৃহৎ অল্পেতেও শেষ হয়—এইটি মনে রাখা। আরো প্রশ্ন আসতে পারে—ইহা কি অল্প ? যাঁ'র সৃষ্টি তাঁ'র ত মাপ আছে।

(৯৯)

মা বলিলেন, "ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ভগবানের উপর নির্ভর আর জপ ধ্যানে মনটা রাখা। যাহা ইচ্ছা করে তাহা যদি পাওয়া না যায় তবুও মন খারাপ থাকে। ইচ্ছাটা থাকা ইচ্ছাটার ইচ্ছায় পূর্ণ হউক। আমি তাঁকে ডাকব, তিনি যা' কচ্ছেন মঙ্গলই কচ্ছেন—এই ভাবা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সত্য লাভের চেষ্টা করা।

(১০০)

ছোট্ট মেয়ে বাপকে ছেড়ে যাবে কোথায় ? এমন দুরন্ত মেয়ে দূর করলেও দূর হয় না। বাবার এরূপ মেয়ে, বাবাকে জানিয়ে দে। বাবার সর্ব্বগুণ ত মেয়েতেই। সেই গুণেই এ মেয়েকে দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত পিতার সেবা করাইয়া নিন। ব্যাধির অনুকূল কুপথ্য সেবনে রোগবৃদ্ধি ত স্বাভাবিক। ওষুধ খেতে হয় না কি ? হাওয়া বদলানও উচিত।

(১০১)

এই সেবায় চিত্ত শুদ্ধি হইতেছে বিশ্বাস রাখা। সেবা মস্ত বড় সাধনা। অস্থির হইতে নাই। শান্তভাবে সকলের সেবা করা। মিষ্টি ভাষায় সকলের সঙ্গে কথা বলা। যদি অন্যায় বলা হইয়া যায়, ক্ষমা চাওয়া। ভবিষ্যতে অন্যায় না হয় চেষ্টা করা। কেউ অন্যায় বলিলেও নিজে অন্যায় করিতে নাই, বলিতে নাই।

(১০২)

বাবাকে লিখে দে জগতের কাজ কারবারটাই মন খারাপের। কি আর করা? সহন, সহন, সহন। সয় যে জিতে সে। সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যেই ডুব দিয়ে উঠা তো। গুণ-কর্ম্ম যিনি দিয়েছেন তাঁ'র সেবার জন্যই, ইহাই মনে রাখা।

তুই বাবাকে লেখ্তো, বাবা যা' হয় প্ল্যানের একটা কিছু করবেই। মেয়েদের কথাও কি আর সব সময়ই ফেলতে পারে? এও তো একটা ছোট্ট মেয়ে, যেটা সরাইলেও সরে না, কোন কালেও সরেও নাই, সরবেও না।

(১০৩)

পুরুষ, বীরের মত থাকা চাই। দুঃখ বলিয়া যখন যে সময় আসে ধৈর্য্যের আশ্রয়ে থাকা। সময় বসিয়া থাকে না। আত্মহত্যা মহাপাপ। অন্ধকার—এই কি কথা, পুরুষ হয়ে? ছিঃ ছিঃ।

(১০৪)

প্রেয় পথ হইল আপাত মনোরম। যাহা ভাল লাগে, কিন্তু অন্যায় অমঙ্গলজনক হীনকর্ম্ম অর্থাৎ পশুভাব দুঃখদায়ক। গৃহস্থাশ্রমের নীতি রক্ষা করতে হয় যথাসম্ভব। আর শ্রেয় হইল আপাত দুঃখজনক কিন্তু পরিণামে মঙ্গলদায়ক এবং শান্তি। সেই শ্রেয়কে প্রেয় করিতে হয়। তবেই পুরুষের পুরুষত্ব। মানুষ হয়ে জন্ম, মানুষের মত কাজ করা। পশুত্বের দিকে যাওয়া কেন? সব সময় জপ করিতে না পারিলে দুইবেলা দুইমালা যেন করে। মালা যেন একেবারে উপবাসী রাখে না। সত্য লাভের দিকই মানুষের নেওয়া কর্ত্তব্য।

(১০৫)

মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ পথ তাহাই গ্রহণীয়। চেষ্টা করিতেছ আনন্দের কথা। শ্রেষ্ঠ হইল এই বীর ধীর হইয়া সতীর সতীত্ব রক্ষা, পরপুরুষের দিকে চোখও না পড়ে সেই চেষ্টা। যে ক্রিয়া করিলে ভগবৎ ভাব উদ্দীপিত হয় সেই কর্ম্মই কর্ম্ম আর সব অকর্ম্ম। যে পথে ভগবৎ ভাব নাই তাহা প্রেয় হইলেও ত্যজ্য। আর যাহাতে ভগবৎ ভাব উদ্দীপিত হয় তাহা অপ্রিয় হইলেও গ্রহণীয়। সত্য লাভের দিকই মানুষের নেওয়া কর্ত্তব্য। ও শ্রেয় পথ অমৃতের দিক্। প্রেয় হইল যাহা আপাত মনোরম, পরিণামে বিষকর, অমঙ্গল, অশান্তির দিক্, মৃত্যুর দিক্।

শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্ কৃত ব্যাখ্যাসহ

যোল

(ক)

সেবাজী—যার কর্ম্মানুযায়ী আবার পুনর্জন্ম হইয়া গিয়াছে তারও কি শ্রাদ্ধের ফল প্রাপ্তি হয় ?

মা—হ্যাঁ। এক গল্প শুন—

এক পণ্ডিত আর এক ফকির। দুজনায় ভারী মিত্রতা। একদিন পণ্ডিত ভারি সুন্দর কাঁঠালের গন্ধ অনুভব করিতে লাগিল—এ যেন নিজে কাঁঠাল খাইলে যেমন একটা ভরপুর গন্ধ সেই রকম। কোথা হইতে এই কাঁঠালের গন্ধ? এখন তো কাঁঠালের সময়ও নয়। বারমেসে কাঁঠাল যদি হয়। পণ্ডিত সমস্ত বাগান খুঁজিয়া দেখিল, কোথায়ও কাঁঠাল নাই।

বন্ধু ফকিরকে বলিল। ফকির বলিল, "চল আমরা নদীর ঐ পারে যাই।" নৌকায় দুজনায় নদীর পরপারে এক গ্রামে গিয়া দেখে, একজনা শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর ঐ শ্রাদ্ধে একটা কাঁঠাল দেওয়া হইয়াছে। ফকির বলিল—"এই তোমার পূর্ব্বজন্মের পুত্র বুড় বয়সে তোমারই শ্রাদ্ধ করিতেছে। তুমি খুব কাঁঠাল ভালবাসিতে। তাই তোমার পুত্র অনেক খুঁজিয়া একটি বারমেসে কাঁঠাল তোমার শ্রাদ্ধে দিয়াছে।"

প্রশ্ন—যার কেহ নাই, শ্রাদ্ধ হয় না, তার কি গতি ?

মা—আপনার যোগ্যতা অনুসারে যদি পরমপদের দিকে যাবার চেষ্টা করে, যেমন করে তেমন গতি।

পুত্রের কর্ত্তব্য পিতার শ্রাদ্ধ করা। তাহাতে পিতার গতির সহায়ক হয়। যার পুত্র নাই, তার জন্য অপর কেহ করে; যেমন স্বামী করে স্ত্রীর জন্য, ইত্যাদি। যে বিবাহ করে নাই—তার সাহারায় পড়ে থাক্ তিনি যা করেন। ভগবান্ই টেনে নিবেন। এক কথা মনে রাখো। একমাত্র ভগবান্ই ত আছেন—স্ত্রী, পুত্র, পতি ইত্যাদি না হলে উদ্ধার হবে না, এ কোন কথাই নয়।

যিনি সৃষ্টি করেছেন তার ব্যবস্থা পাক্কা। মনে রাখবে—তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু। ঘাবড়াবার কারণ নাই।

সন্ন্যাসী যারা ঘর থেকে বাহির হয় তাদের ফিকির থাকে কি? ফিকির থাকলে কি ফকির হতে পারে? বিষয়ের মধ্যেই এই সব কথা। আবাগমন হইতে ছুটি হইলে আর কি?– শ্রাদ্ধ করে বা না করে।

যে নিজে সাধন করিতে পারে না, তার পুত্রাদিতে যা করে তাতে সাহারা পায়। পিতাই খোদ পুত্র। আরে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করবার চেষ্টা।

একটা গল্প শোন—

এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ঠিক হয় গঙ্গাতীরে শব দাহ করান হইবে। গঙ্গা অনেকটা দূরে ছিল। রাত্রিকাল, শব বহনকারীরা অনেকক্ষণ শব বহন করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টিই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক কোন এক জায়গায় শব নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। কখন তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঐখানে এক

বৃদ্ধা ছিল, অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। তার ভাবনা—হ্যাঁয়, যদি কোন প্রকারে গঙ্গাতটে গিয়া মরিতে পারিতাম।

শব বহনকারীরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে এই ফাঁকে উঠিয়া কোন প্রকারে শবকে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজেই সেই খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল। একে রাত্রিকাল, তাতে আবার ঝড়বৃষ্টি হয়েগেছে। রাতারাতি সকলে শ্মশানে গিয়ে শব দাহ করবার জন্য বহনকারীরা খেয়াল করিল না, তাহারা বৃদ্ধাকে লইয়া চলিল। গঙ্গাতটে পৌঁছিতেই বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। সকলের যখন খেয়াল হইল তখন পূর্ব্ব শবের খোঁজ পড়িল। ভাঙ্গিতে কোথায় শব ফেলিয়া দিয়াছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল উহা কোথায় পচিয়া গলিয়া রহিয়াছে।

যার গঙ্গা প্রাপ্তি ছিল, সে এইভাবেই পাইল; যার ছিল না তার জন্য সকল চেষ্টাই বিফল। যার যেখানে যাহা প্রাপ্তি ভগবান্ সংযোগ করে রেখে দেন।

বিশেষ কথা,—কর্ম্ম নিজেই প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার। দেখা করবার কারও উপর ভার না দেওয়া, আপন হাতে করা। অন্যকে দিয়া করাইলে কর্ম্মের হিস্যা তার মধ্যেও চলে যায়। এইজন্য কিছু কর তো নিজের হাতে, দেখ তো স্ব-চক্ষে, শোন ত স্ব-কর্ণে। কারও উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়।

মনে রাখবে—যে কর্ম্ম নিয়াছি তাহা পূর্ণরূপে করব। অবশ্য মায়া কখন কি করে বলা যায় না, তথাপি নিজের চেষ্টা।

এক হয় ভুল হয়ে গেল বা অসমর্থ। সে তো আলাদা কথা। আপনার ত্রুটি না থাকে, দৈবযোগে অন্য রকম হয়ে গেলে নিজের মনে শান্তি থাকে, অনুশোচনা থাকে না—আমি তো কোন ত্রুটি করি নাই। কর্ম্মে পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য থাকে।

এইজন্য সাধন-মার্গে যাহারা চলিয়াছে সর্ব্বদা খেয়াল—আমার ত্রুটি না থাকে, সমস্ত—কর্ম্মের মধ্যে চেষ্টা। এতে কর্ম্ম ক্ষয় হয়। মনে ক'রো-কর্ম্মরূপে তুমি আমার কাছে। কর্ম্মকে পুরো করা। যে কর্ম্ম নিয়াছি তাহা পূর্ণ করতেই হবে, আমার কর্ত্তব্য। তখন ভগবান্ই ঐ কর্ম্ম পুরা করে দেন।

এজন্য - চোখ দিয়াছেন—একমাত্র তুমিই আছ, হাত দিয়া তাঁর সেবা; পা দিয়া তাঁর পরিক্রমা; মন যেন সারাদিন তাঁর সেবা করে, তাঁর সেবক; ভজন কর, তাঁরই আহুতি!

শয্যাত্যাগের সময় ভাব না—তুমিই যন্ত্ররূপে বা তোমার যন্ত্র। এই যন্ত্র দিয়া যেন সারাদিন শুভকর্ম্ম হয়। সমস্ত কর্ম্ম তোমার সেবা এবং সেবায় লাগে। মনে সৎ-চিন্তাধারা। ভগবানের নাম করা আর প্রণাম।

রাত্রে শয্যা গ্রহণের সময় প্রার্থনা—সারাদিন যা করালে তোমার চরণে সমর্পণ। আর তন্ন তন্ন করে সারাদিনের কর্ম্ম দেখা। যদি ভুল থাকে, প্রার্থনা—ক্ষমা কর, আর যেন ভুল না হয়। সব কার্য্যই যেন শুদ্ধ হয়। নাম করা, প্রণাম করা মনে মনে হইলেও তাঁকে ধ্যান ক'রে তাঁর পায়ে মাথা। অবশেষে - আমার দেহ মন সবই তোমার পায়ে অর্পণ। এই ভাবে শুয়ে পড়া।

নিত্য নিত্য অর্পণ ভাবে থাকতে থাকতে কে জানে কখন অর্পণ হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়, তাঁর দয়ায়। এইজন্য সর্ব্বদা অর্পণ বুদ্ধি রাখতেই হবে।

(খ)

কেশব সেনের পৌত্রী মার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। সে বলিল আমি ধ্যানে বসি। সাকার তো

চাই না, নিরাকারই বা কি করে আসে। কিন্তু দেখি কোন কোন সময় ধ্যানে কি সব রূপ ভেসে উঠে।

মা—যে রূপ আসে তাই ধ্যান কর, দেখ ভগবান্ কোনরূপে প্রকাশ হন। সকলের জন্য সকল রূপ নয়। কারও রাম, কারও শিব, কারও পার্ব্বতী, কারও বা নিরাকার। নিরাকার তো আছেই, কিন্তু স্বয়ং যে আকারে ঐ আমার রাস্তা দেখাবে। সুতরাং যে এসে গেছে তন্ন তন্ন ক'রে তাঁর ধ্যান করা।

এই রকম কর—প্রথমে আসনে ব'সে মূর্ত্তি ধ্যান, তারপর মূর্ত্তি আসনে স্থাপন ক'রে প্রণাম, তারপর জপ। তারপর আবার প্রণাম ক'রে তাঁকে হৃদয়ে স্থাপন ক'রে উঠে পড়া। সংক্ষেপে এই কর না, যদি তোমার সেই ব্রহ্ম-ধ্যান না আসে।

ভাব থাকবে—আমার যা মঙ্গল তিনি করবেন, করছেন সর্ব্বদাই।

ভাববে—তিনি আমার সহায়তার জন্য এইরূপে প্রকাশ হয়েছেন। তিনি আকারও, নিরাকারও। তাঁর ভিতর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তিনি। এইজন্য বলা হয়—সদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু, জগদ্‌গুরু সদ্‌গুরু।

তোমার জন্যই এই কথা। সকলের জন্য সকল কথা নয়। যতই তাঁর ধ্যান করবে ততই এগুতে পারবে। আকার রূপে এসে গেছে তাও তুমি, আবার নিরাকারও তুমি—দেখ কি এসে যায়।

ব্যখ্যা

ষোল

(ক)

১। শ্রাদ্ধের ফল—

শ্রাদ্ধ ও তর্পণের প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। উভয়েরই নানা প্রকার ভেদ আছে। প্রাচীন কাল হইতেই শ্রাদ্ধাদির বিরুদ্ধে নাস্তিক সম্প্রদায় তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী এবং পরলোক স্বীকার করেন না, যাঁহারা কর্ম্ম ও কর্ম্ম-জন্য ফল স্বীকার করেন না, যাঁহারা সূক্ষ্ম জগৎ অথবা মৃত্যুর পর পারলৌকিক সত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে চার্ব্বাক সম্প্রদায় বিশেষভাবে এই বিরুদ্ধবাদীদিগের নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। বৃহস্পতি লোকায়ত মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং ঐ মতের অনুরূপ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী নাস্তিক-মতাবলম্বীগণ সকলেই পরলোকের বিরুদ্ধে স্থূল দৃষ্টিকোণ হইতে বহু প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় চিন্তারাজ্যে কোন সম্প্রদায়ই তাঁহাদের মত গ্রহণ করেন নাই।

বর্ত্তমান সময়েও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন অনেক শিক্ষিত পুরুষ এই প্রকার নাস্তিক মতই হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই মত সত্য নহে। তাঁহাদের যুক্তি এই—এই লোকে যাহা কিছু

মৃত আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয় তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হন এবং তাহার দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। স্থূল দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং ত্রিকালদর্শী সর্ব্বত্র অব্যাহতদৃষ্টি মহাজনগণের অনুভব ইহার বিরুদ্ধ। প্রকৃত সত্য এই যে জীব দেহ নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্য। স্থূল শরীরের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীরও কৈবল্যলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবকে বহন করিতে হয়। এই শরীরেই কৃতকর্ম্মের সংস্কারাদি বিদ্যমান থাকে। মৃত্যুর পর স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিয়োগ সম্পন্ন হইলে সূক্ষ্ম শরীর স্থূল জগৎ ত্যাগ করিয়া পরলোকে অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্তরে উপনীত হয়। এই স্তরটি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এইজন্য সাধারণ মনুষ্য অনুকূল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ-দর্শন-যোগ্য। ঋষিগণ এবং শাস্ত্রকারগণ এই প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকল স্থাপন করিয়াছেন। সূক্ষ্ম জগতে পিতৃলোক, দেবলোক ও ঋষিলোক—এই প্রকার বিভাগ আছে। মৃত্যুর পর একদিকে পিতৃলোকের ধারা এবং অপর দিকে দেবাদিলোকের ধারার সঙ্গে যোগ স্থাপন করার সূত্রপাত হয়। পিতৃলোকে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি আতিবাহিক অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। তারপর পিতৃলোকে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্মানুরূপ সুখময় অথবা দুঃখময় স্থানবিশেষে গতি হয়, এবং ঐ সমস্ত স্থানে সুখ দুঃখ ভোগের দ্বারা অনুরূপ পুণ্য ও পাপ ক্ষীণ হইয়া গেলে অবশিষ্ট কর্ম্মাংশের ফল-ভোগের জন্য নরলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য বিশেষ কারণে মনুষ্যেতর স্তরেও সাময়িক গতি লাভ হইতে পারে। মানুষ মরণোত্তর গতিতে যে কোন স্থান লাভ করুক না কেন, তাহাকে চিন্তা করিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে স্থূল জগৎ হইতে কোন অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল সে অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। চিন্তাসূত্র অথবা ভাবসূত্র যোগে সকলের সহিত সকলের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে যেখানেই বিদ্যমান থাকুক না কেন, তীব্র চিন্তার প্রভাবে তাহার নৈকট্য অনুভবে উভয়ের অন্তরালবর্ত্তী ব্যবধান কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা পরীক্ষিত সত্য। শ্রদ্ধা সহকারে যাহা অর্পিত হয় তাহা ইচ্ছার সহযোগবশতঃ যথাস্থানে প্রকট না হইয়া পারে না। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় বলিয়াই 'শ্রাদ্ধ' এই নামের সার্থকতা জানিতে হইবে। শ্রাদ্ধে যাহাই কিছু অর্পিত হউক তাহার সারাংশ ভাবরূপ আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভাবসূত্রের সাহায্যে ভাবময় আত্মীয়-স্বজনের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে পরলোকগত জীব ব্যক্তিগত কর্ম্ম অনুসারে যথাস্থানে সুখ দুঃখ ফলভোগ করিবে, ইহা কর্ম্মবাদীর দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে স্বীকার করা যাইতে পারে। নাস্তিকের কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কর্ম্ম ও ফলের সামানাধিকরণ্য-নিয়ম স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ যিনি সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করেন তিনি নিজের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই করেন, ইহা যেমন সত্য, তেমনই যিনি কোন অভিনব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন উহার ফলস্বরূপ সুখ দুঃখ তিনি নিজেই ভোগ করিতে বাধ্য, ইহাও তেমনই সত্য। সুতরাং একজনের কৃতকর্ম্মের ফল অন্য একজনে ভোগ করিবে কি প্রকারে? ইহাতে নৈতিক কার্য্যকারণ-ভাব-নিয়ম সংরক্ষিত হইতে পারে না। এই বিষয়ের মীমাংসা এই যে কর্ম্মের ফলভোগ ভাব

অনুসারেই হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্ম কর্ত্তা ভাবনার দ্বারা যদি কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কোন কর্ম্ম করেন তাহা হইলে তাঁহার ভাবনার প্রভাবে ঐ কর্ম্মের ফল যাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা হইয়াছে তিনিই প্রাপ্ত হইবেন—ইহা কর্ম্মবাদের বিরোধী নহে। কে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের অধিকারী সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যাহার পুত্রাদি কেহই নাই তাহাকেও যদি অসম্পর্কিত কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কিছু অর্পণ করে তাহাও তাহার ভোগে আসে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাহারও জন্য শুভ অথবা অশুভ ইচ্ছা পোষণ করিলে এবং তদনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না। তবে যাহার কল্যাণার্থ কোন প্রকার ভাবময় অথবা ক্রিয়াময় অনুষ্ঠান করিবার কেহ না থাকে, তাহার জন্য অগতির গতি স্বয়ং ভগবান্ কল্যাণকারী নিজ জনরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সূক্ষ্মজগতে অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা শ্রীভগবানের এই মহাকরুণা পূর্ণ ব্যাপারের নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। পরলোকগত ব্যক্তির ব্যক্তিগত কর্ম্মের কথা পৃথক্। কর্ম্মের গতি অনুসারে তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহার সঙ্গে ঐ পূর্ব্ববর্ণিত কল্যাণ-কামনাজনিত সহায়তা কর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

মৃতকের জন্মান্তর হইলেও এই নিয়মের কোন ব্যভিচার হয় না। কর্ম্মপ্রভাবে যে কোন প্রকার দেহই ধারণ হউক না কেন শ্রাদ্ধে প্রদত্ত বস্তুসত্তা অমৃতরূপ ধারণ করিয়া তাহার অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত আত্মীয়ের ভোগ্যরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাহার নিকটে উপস্থিত হয়। দেশ-কালের ব্যবধান ইহাকে বাধা দিতে পারে না।

২। কর্ম্ম পূরণ—

কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হয় ইহা সত্য, কিন্তু কর্ম্মের পূর্ত্তি না হইলে ফলের উৎপত্তিও হইতে পারে না। কারণের সমষ্টি হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই সমষ্টির অন্তর্গত কোনও একটি অবয়বের মধ্যে যদি অপূর্ণতা থাকে তাহা হইলে ঐ বৈগুণ্যের জন্য যথারীতি কর্ম্মফল আবির্ভূত হইতে পারে না। জীব অল্পজ্ঞ, তাহার শক্তিও পরিমিত। এতদ্ব্যতীত সে পূর্ব্ব-সংস্কারের দ্বারা চালিত হয় এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও তাহার খোলে নাই। কাল-বিশেষের উৎপাদনের জন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম যে সকল কারণের সম্মেলন আবশ্যক হয় তাহাদের মধ্যে কোন অংশে ত্রুটি থাকিলে সে তাহা ধরিতে পারে না। এই অবস্থায় তাহার পক্ষে যথাবিধি বিশুদ্ধভাবে কর্ম্ম পূর্ণ করা কি প্রকারে সম্ভব? কর্ম্ম পূর্ণ না হইলে কর্ম্মের যথোচিত ফল প্রাপ্তিই বা তাহার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব? এই জন্যই যাবতীয় কর্ম্ম-পদ্ধতির মধ্যে অন্তে ভগবৎ-স্মরণের ব্যবস্থা আছে। নিজে সরলভাবে যথাশক্তি ও যথাবিধি কর্ম্ম করিয়া তাহার পর অসামর্থ্য ও অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ত্রুটির জন্য সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। প্রসিদ্ধি আছে—

অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনাৎ॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে অপূর্ণ কর্ম্ম একমাত্র ভগবান্ই পূর্ণ করিতে পারেন এবং কৃতকর্ম্মের ত্রুটির জন্য সরলচিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে বৈগুণ্যাদি-নিবন্ধন যাবতীয় ন্যূনতা তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তখন কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম-ফলের উদ্ভব সম্ভবপর হয়। নিজে জানিয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া শিথিলতা-বশতঃ ত্রুটি করা অনুচিত। তাই মা বলিয়াছেন—

“মনে রাখবে যে কর্ম্ম নিয়াছি পূর্ণরূপে করব ··· ··· আমি ত কোন ত্রুটি করি নাই—কর্ম্মে পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য যেন থাকে।”

১৬ (খ)

১। ধ্যানে রূপ ভাসে—

যাঁহারা সাকার ধ্যান করেন তাঁহারা রূপের উপাসক। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অথবা গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে কোন নির্দ্দিষ্ট রূপের ধ্যান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা নিরাকারের উপাসক তাঁহারা রূপ অথবা মূর্ত্তির চিন্তা করেন না। তথাপি অনেক সময় তাঁহাদেরও হৃদয়ক্ষেত্রে অজানিতভাবে রূপ ভাসিয়া উঠে। রূপের চিন্তা করা এবং চিন্তা না করিলেও অচিন্তিতভাবে হঠাৎ রূপের আবির্ভাব, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ এই প্রকার রূপের আবির্ভাব বর্ত্তমান জন্মের অথবা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হইতেই হইয়া থাকে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। কিয়দংশে ইহা যে সত্য তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অন্তরালে রূপ ভাসার একটি গভীর রহস্য আছে। যোগিগণ যে বিসর্গশক্তির বর্ণনা করিয়া থাকেন তাহারই প্রভাবে অরূপের মধ্যে রূপের আবির্ভাব হয়। এই বিসর্গশক্তির খেলা অতি বিচিত্র। শাস্ত্রানুসারে শাম্ভব বিসর্গ, শাক্ত বিসর্গ এবং আণব বিসর্গ—বিসর্গ এই তিন প্রকার। আণব বিসর্গে ভেদজ্ঞানের প্রাধান্য থাকে। শাক্ত বিসর্গে ভেদজ্ঞান থাকিলেও অভেদ জ্ঞানেরও আভাস জাগিয়া উঠে। কিন্তু শাম্ভব বিসর্গে ভেদজ্ঞান মোটেই থাকে না—বিশুদ্ধ অভেদজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। এখানে যে রূপ ভাসার কথা বলা হইয়াছে তাহা আণব বিসর্গেরই একটা দিক্। এই প্রকার অচিন্তিত রূপের আবির্ভাব হইলে সাধকের পক্ষে তাহাকে পরিহার না করিয়া তাহাকে চিন্তন করা আবশ্যক। এই স্থলে মার উপদেশ এই—ভগবান্ বিশ্বরূপ অথচ অরূপও তিনি। হৃদয়ক্ষেত্রে যখন যে রূপেরই প্রকাশ হউক তাহা সর্ব্বময় শ্রীভগবানের রূপ মনে করিয়া লইয়া তাঁহাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করা উচিত। যে কোন রূপ হউক তাহাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহাতেই বিশ্বরূপ, এমন কি অরূপ পর্য্যন্ত, দর্শন হইতে পারে।

২। মার উপদিষ্ট ক্রম—

কোন নবীন সাধকবিশেষকে উপাসনা সম্বন্ধে মা যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ আলোচনা করিলে এইরূপ পাওয়া যায় ঃ

(ক) স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপের আবির্ভাব। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

(খ) নিজে আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঐ স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপের চিন্তন করা।

(গ) রূপ অথবা মূর্ত্তিটিকে কল্পিত আসনে স্থাপন।

(ঘ) তাহার পর প্রণাম। এইখানেই প্রথম স্তর শেষ হইল। মূর্ত্তি আসনে সাক্ষিস্বরূপে স্থিত রহিলেন।

ইহার পর জপ অথবা গুরুদত্ত নামের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি। জপ সমাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিকে পুনর্ব্বার প্রণাম করা। এই সময় ঐ মূর্ত্তি পুনর্ব্বার নিজের হৃদয়ক্ষেত্রে বিলীন করিয়া দেওয়া অথবা উহাকে নিত্য প্রতিষ্ঠিতরূপে রক্ষা করা। উপাসনার মধ্যে আবাহন এবং বিসর্জ্জন এই দুইটি অঙ্গ আছে। যাঁহারা আবাহন করেন, তাঁহারা আবাহনের পর উপাসনা সম্পন্ন করিয়া বিসর্জ্জন দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করেন। ইহা এক পক্ষ। কার্য্যভূত ইষ্টরূপকে

কারণ-সলিলে বিসর্জ্জন এবং প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার কারণ-সলিল হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করা ইহাই এই ধারার নীতি। কেহ কেহ আবাহন স্বীকার করেন, কিন্তু বিসর্জ্জন স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ইষ্টের আবির্ভাব কালের অন্তর্গত বলিয়া এবং সাধন-সাধ্য বলিয়া আবাহন আবশ্যক। কিন্তু প্রতিষ্ঠা স্থায়ী এবং কামনা নিত্য বলিয়া বিসর্জ্জন অবৈধ। প্রথম সম্প্রদায় জ্ঞান-প্রধান এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় ভক্তি-প্রধান। উপাসনা উভয় মতেই সম্ভবপর। ভক্তি-প্রধান সাধনাতে ইষ্টের তিরোধান কখনই হয় না, সুতরাং ভজনের সমাপ্তিও কখনই হয় না। জ্ঞান-প্রধান ধারাতে ইষ্ট তিরোহিত হইয়া আত্মস্বরূপে প্রকাশিত হন। ইহাই জ্ঞানের উদয় বা উন্মেষ, যাহাকে উপাসনার চরম লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞানিগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

৩। তাঁতে বিশ্ব, বিশ্বে তিনি—

মা বলেন, "তাঁতে বিশ্ব বিশ্বে তিনি"। ইহা খুবই সত্য কথা। চরম অবস্থায় তাঁহাতে ও বিশ্বে কোনই ভেদ থাকে না—উভয়ই এক। সাধক সাধন পথে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানের বিকাশ প্রাপ্ত হইলে বিশ্বের সহিত আত্মার এবং আত্মার সহিত বিশ্বের সম্বন্ধটি কি তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন। যাঁহারা প্রথম অবস্থায় বিবেকের পথে অগ্রসর হন তাঁহাদের বিবেকজ্ঞান পরিনিষ্পন্ন হইলে তাঁহারা নিজেকে বিশ্ব হইতে পৃথক্ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন। সাংখ্যের প্রকৃতি হইতে পুরুষের এবং বেদান্তের মায়া হইতে ব্রহ্মের বিবেক প্রসিদ্ধই আছে। বিশ্ব প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, সুতরাং প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষ অথবা আত্মা বদ্ধ অবস্থায় বিশ্বের সহিত অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না হইলে বিশ্ব হইতে নিজের পৃথক্ সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যখন আত্মা নিজের অপ্রাকৃত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে বিশ্বাতীত চিৎস্বরূপ। কিন্তু এই অবস্থায় সে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহার বিশ্বাতীত স্বরূপেই স্থিতি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। পূর্ণত্বের আস্বাদন তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। পূর্ণ সত্তা অদ্বয়—তাহাতে প্রকৃতিও আছে, পুরুষও আছে অথচ উভয়ের দ্বৈতভাব নাই। পূর্ণে প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর ভেদ বর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু এই অভেদ অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে যেমন পুরুষকে শুদ্ধরূপে জানিতে হয় তেমনি প্রকৃতিকেও তাহার নিজ স্বরূপে চিনিতে হয়। তখন এই উভয়ই যে এক মহাসত্তার অবয়ব তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। তাহার পর এই অঙ্গাঙ্গিভাব অথবা অবয়ব-অবয়বিভাব থাকে না। একমাত্র পরসত্তাই নিজের অখণ্ড প্রকাশে নিজের নিকট ভাসিয়া উঠে। এই অখণ্ড প্রকাশের মধ্যে পুরুষ অথবা আত্মা এবং প্রকৃতি অর্থাৎ অনাত্মা বা মায়া অভিন্নরূপেই আত্ম-প্রকাশ করে।

কিন্তু এই অদ্বয় স্থিতি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে দুইটি অবস্থা বিশেষভাবে অতিক্রম করা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রথমটি এই—বিশ্বের সর্ব্বত্র আত্মদর্শন। এই অবস্থা উদিত হইবার পূর্ব্বে নির্ব্বিকল্পক মহাজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্ব-বিযুক্ত বিশ্বোত্তীর্ণ বিশুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার হওয়া আবশ্যক। এই সাক্ষাৎকারের কালে যদি দেহপাত হইয়া যায় তাহা হইলে এই স্থিতিতেই থাকা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি ভাগ্যক্রমে অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের ফলে আত্ম-

সাক্ষাৎকারের পর সমাধি হইতে ব্যুত্থানের অবস্থা হয় তখন দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব ভাসিয়া উঠে। কিন্তু এই বিশ্ব এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের পূর্ব্বানুভূত বিশ্ব এক হইয়াও ঠিক এক নহে। কারণ পূর্ব্বে অজ্ঞান অবস্থায় যে বিশ্বের দর্শন হইয়াছিল তাহা প্রকৃতির কার্য্যভূত জড় বিশ্ব। কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞানের পর ব্যুত্থিত অবস্থায় যে বিশ্ব দর্শন হয় তাহা জড় হইলেও বিশুদ্ধ এবং তাহাতে অসঙ্গভাবে আত্মসত্তার ভান হয়। বস্তুতঃ তখন আত্মসত্তারই সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু পূর্ব্ব-সংস্কার নিবৃত্ত না হওয়ার দরুণ বিশ্বেরও ভান সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় অথবা মন স্থূলভাবে ও সূক্ষ্মভাবে জাগতিক সত্তার অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্মীলিত জ্ঞাননেত্র সর্ব্বত্র আত্মসত্তার দর্শন করিয়া থাকে এই উভয় দর্শন যুগপৎ সম্পন্ন হয় এবং এক হিসাবে এই উভয় দর্শনকে এক দর্শন বলিয়াও ব্যাখ্যা করা চলে। ইহাই বিশ্বের সর্ব্বত্র আত্মসত্তার দর্শন। এই দর্শন কোন দৃশ্যের দর্শন নহে। কারণ আত্মা দর্শক, দৃশ্য নহে, তথাপি সংস্কার প্রভাবে দৃশ্য-দর্শন সঙ্গে সঙ্গে হয় বলিয়া এই দর্শনকে আত্মারই দর্শন বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত। বস্তুতঃ আত্মাই দ্রষ্টা এবং বিশ্বের সহিত অভিন্নরূপে আত্মাই দৃশ্য। ইন্দ্রিয়ের গোচরভাবে সর্ব্ব পদার্থের দর্শন হয়, ইহা সত্য। কিন্তু অতীন্দ্রিয় স্বয়ং-প্রকাশভাবে এই স্থলে আত্মারই দর্শন হয়। এই দর্শন এক প্রকার। ইহার পর যখন আরও শুদ্ধ অবস্থার উদয় হয় তখন দেখা যায় যে এই সমগ্র বিশ্ব বস্তুতঃ সেই আত্মস্বরূপেই ভাসিতেছে। সেই সময় আত্মস্বরূপেই তদন্তর্গতরূপে বিশ্বের দর্শন হইয়া থাকে। বিশ্বে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে বিশ্বদর্শন উভয়ই সত্য অনুভূতি। বিশ্বে আত্মদর্শন অবস্থায় বিশ্ব আধার এবং আত্মা তাহাতে আশ্রিত। এই অবস্থায় সংস্কারের প্রভাব বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। কিন্তু আত্মাতে বিশ্বদর্শন যখন হয় তখন আত্মা ব্যাপক মূল ভিত্তি। ইহা চৈতন্যস্বরূপ দর্শন। ইহাতেই প্রতিবিম্বরূপে বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়। সমুদ্রের জলে যেমন তরঙ্গ উদগত হয় তেমনি আত্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের উদগম হয়। শক্তির বিকাশ না হইলে অর্থাৎ চিৎশক্তির উন্মেষ না হইলে নিষ্কল আত্মা সকলরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। কলাই শক্তি এবং সমগ্র বিশ্ব এই আত্মকলারই স্ফুরণ। সুতরাং নিষ্কল আত্মাতে বিশ্বের স্ফুরণ হয় না। শুদ্ধ আত্মারই আপনাতে আপনি প্রকাশ হয়। স-কল (কলাযুক্ত) আত্মাতে সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিম্ববৎ নিত্য প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।

এই উভয় অবস্থাই অপূর্ণ—বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া আত্মদর্শন অথবা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বদর্শন। প্রথম দর্শনে আশ্রয়ের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় দর্শনে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের দর্শন হয় বলিয়া আত্মারই প্রাধান্য থাকে। কিন্তু সাম্যভাবের উদয় হইলে বিশ্ব ও আত্মার পরস্পর ভেদ কাটিয়া যায়। তখন সাকার ও নিরাকার অভিন্ন প্রতিভাসে অদ্বয়রূপে ফুটিয়া উঠে। যে নীতিতে সবেতেই সব আছে ইহা স্বীকৃত হয় সেই নীতি অনুসারে বিশ্বেও আত্মা আছে, যোগ্য ব্যক্তি তাহা দেখিতে পায়; এবং আত্মাতে বিশ্ব আছে, এই দর্শনও যোগ্য পুরুষেরই হয়। কিন্তু যোগ্যতার বিকাশ অধিক হইলে বিশ্বও থাকে না, আত্মাও থাকে না, অথচ উভয়ই অভিন্ন সত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ পূর্ণ সত্তা।

৪। নিজ গুরু ও জগদ্-গুরু জাগতিক দৃষ্টিতে—

প্রত্যেকের নিজ নিজ গুরুর সহিত জগদ্-গুরুর পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রত্যেকের নিজ গুরু মনুষ্যরূপ ব্যক্তিবিশেষ, কিন্তু জগদ্গুরু স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু শাস্ত্রে আছে যে সাধকের পক্ষে উভয়কে এক করিতে না পারিলে কোন সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। এক হিসাবে দেখিতে গেলে মনুষ্য গুরু হইতে পারে না। অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ভগবান্ও গুরু হইতে পারেন না। মনুষ্য যে গুরু হইতে পারে না তাহার কারণ এই যে মনুষ্য অজ্ঞানের অধীন, এমন কি জ্ঞানলাভ করিলেও অজ্ঞানের হাত হইতে মনুষ্য একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং মনুষ্য জ্ঞানস্বরূপ গুরু হইতে ভিন্ন না হইয়া পারে না। পক্ষান্তরে ভগবান্ সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত বলিয়া গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। কারণ গুরুভাবও একটা সংস্কার। অজ্ঞানমগ্ন আর্ত্ত জীবকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা অথবা করুণা, ইহাও এক জাতীয় বাসনা। ইহা শুদ্ধ বাসনা তাহাতে সন্দেহ নাই এবং বিশ্ব-কল্যাণ সম্পাদন ইহার উদ্দেশ্য। তাই ইহার মহিমা সকলকে কীর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু যিনি বাসনাশূন্য তিনি কি প্রকারে গুরুরূপে প্রকাশিত হইবেন? সুতরাং দেখা যায় মনুষ্যের যেমন গুরুত্বের যোগ্যতা নাই তেমনি ভগবানেরও সে যোগ্যতা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ উভয় স্থানেই এককভাবে গুরুভাবের প্রাকট্য হইয়া থাকে। তখন মনুষ্যের আধারে ভগবৎ শক্তির পূর্ণযোগনিবন্ধন মনুষ্যকে জীবোদ্ধার শক্তিসম্পন্ন গুরু বলিয়া গ্রহণ করা চলে। পক্ষান্তরে মনুষ্যের সম্বন্ধনিবন্ধন অসঙ্গ ভগবৎ স্বরূপেও মহাকরুণার উদয় হয়। তখন ভগবান্কেই একমাত্র গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বাধা থাকে না।

পূর্ব্ব প্রদর্শিত ক্রম অনুসরণ করিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ব্যবহার-ভূমিতে মনুষ্য যেমন গুরুপদবাচ্য তেমনি ভগবান্ও গুরুপদবাচ্য। তখন বুঝা যায় নিজের ব্যক্তিগত গুরুতেই বিশ্বগুরুর আবেশ হইয়া থাকে, ইহা যেমন সত্য, তেমনি বিশ্বগুরুকেও নিজের ব্যক্তিগত গুরু বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভবপর, ইহাও তেমনি সত্য। গুরুতে ঈশ্বর ভাবনা করিবার উপদেশ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র আছে। ইহাই তাহার মূল কারণ। এই প্রকার ভাবনার ফলে মনুষ্য-গুরুর যাবতীয় ন্যূনতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি অপগত হয় এবং উহারা সাধক শিষ্যকে স্পর্শ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরের দিব্যজ্ঞান মনুষ্য-গুরুর ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া যোগ্য শিষ্যকে পরমার্থের পথে আকর্ষণ করিয়া নিয়া চলে। সুতরাং 'মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা' ইহা যেমন সত্য 'মদ্ গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ', ইহাও তেমনি সত্য।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে জ্ঞান-স্বরূপ একই অদ্বয় তত্ত্ব তত্ত্ববিদ্গণের নিকট অখণ্ড তত্ত্বরূপে গৃহীত হইলেও ব্যবহার-ভূমিতে উপাসকের দৃষ্টিভেদ অনুসারে ব্রহ্মরূপে কিম্বা পরমাত্মরূপে অথবা ভগবদ্রূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঐ তত্ত্ব ব্রহ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে, যোগীর দৃষ্টিতে উহার প্রকাশ হয় পরমাত্মস্বরূপে ও ভক্ত নিজের দৃষ্টিকোণ হইতে উহাকে ভগবানের রূপে আস্বাদন করিয়া থাকে। বস্তু এক হইলেও বিভিন্ন দিক্ হইতে তাহাকে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করা হয়। একই দুগ্ধ দর্শন-ইন্দ্রিয়ের নিকট শুক্লরূপে, রসনেন্দ্রিয়ের নিকট মধুররূপে এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের নিকট কোমল সরস দ্রব্যরূপে উপলব্ধিগোচর হয়। অবশ্য গুণগত ভেদ অনুসারে এই প্রকার বিভিন্ন উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। তদ্রূপ গুণগত উপলব্ধির পৃথক্ পৃথক্ ধারা আছে ইহাও সত্য। ঠিক সেই প্রকার তত্ত্ব-বস্তু এক হইলেও তাহাতে যে অনন্ত বৈচিত্র্য নিহিত আছে তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য অনুরূপ উপায় ও সাধনা আবশ্যক। ব্রহ্মদৃষ্টি অভেদ-দৃষ্টি। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার নিষ্কল দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দাত্মক অখণ্ড বস্তু। ব্রহ্মস্বরূপের যে প্রকাশ তাহাতে দ্রষ্টা দর্শন ও দৃশ্যের পৃথক্ সত্তা থাকে না। স্বয়ংপ্রকাশ সত্য আপন আলোকে আপনি আলোকিত হয়। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকিয়া ব্রহ্মকে দর্শন করা যায় না। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিতে হইলে নিজেও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় দেহ নাই, মায়ার ক্রিয়া নাই, কোন প্রকার পরিণাম নাই—ইহা নিত্যসিদ্ধ বিদেহ অবস্থা। শুধু যে দেহ নাই তাহা নহে, এই অবস্থায় ইন্দ্রিয় নাই, এমন কি মন বা অন্তঃকরণও নাই। জ্ঞানযোগে দ্বৈত-নিবৃত্তি হইয়া গেলে, দেহ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ক্রিয়া শান্ত হইলে, এই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশ ভাবের উদয় হয়। এই স্থিতিতে চিত্তের বৃত্তি মাত্রই নিরুদ্ধ। জ্ঞানী জ্ঞানের মহিমায় ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হয়। ইহা বিজাতীয় সজাতীয় ও স্বগত ভেদহীন পরমাবস্থা। দেহ থাকিতে এই অবস্থার বিকল্পহীন সাক্ষাৎকার ঠিক ঠিক হয় না। অথবা হয়, কিন্তু তাহার ফলে দেহপাত অবিলম্বে ঘটিয়া থাকে। জীবন্মুক্তি অবস্থাতে সাধারণ বেদান্তমতে অবিদ্যা-লেশ বিদ্যমান থাকে, তাই তাহাকে এক হিসাবে পরামুক্তি অবস্থা বলা চলে না। ব্রহ্মাবস্থা অদ্বৈতাবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। পরমাত্মাবস্থায় যোগী জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদাভেদ অনুভব করিয়া থাকেন—যোগী নিজের আত্মাকে পরমাত্মার অংশরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। বিশাল অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ—পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যেও ঠিক সেই সম্বন্ধ। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিশাল অগ্নি যেমন তেজঃস্বরূপ, স্ফুলিঙ্গও ঠিক তেমনি তেজঃস্বরূপ।

স্বরূপতঃ উভয়ে কোন ভেদ নাই। কিন্তু তথাপি ইহা সত্য যে বিশাল অগ্নি অংশী এবং স্ফুলিঙ্গ তাহার অংশ। স্ফুলিঙ্গকে অংশী বলিয়া অগ্নিকে অংশ বলা চলে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের—"সত্যপি ভেদাপগমে", এই বাক্যাংশ হইতে ইহাই ধ্বনিত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই 'যোগ'-পদবাচ্য। 'যোগ' শব্দ ঠিক এক বস্তুকে বুঝায় না—উহা এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যাহাতে বস্তু দুই থাকিয়াও এক এবং এক থাকিয়াও দুই প্রতীত হয়। এই যোগাবস্থায় দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার অথবা তদাশ্রিত ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যকারিতা থাকে না। যোগীর আদর্শভূত পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি-গম্য নহে। কিন্তু এই অবস্থায় মন একাগ্র অথবা নিরুদ্ধ ভূমিকাতে বিদ্যমান থাকে। মনোবৃত্তি একাগ্র হইলে যে দৃষ্টির বিকাশ হয় একমাত্র তাহা দ্বারাই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। বৃত্তি-নিরোধের অবস্থায় পরমাত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ হয়।

ব্রহ্মাবস্থাতে দেহেন্দ্রিয় ত দূরের কথা মনও থাকে না। তাই ব্রহ্ম-স্বরূপ মনের অগোচর। কিন্তু পরমাত্ম-অবস্থায় যোগ-ভূমিতে শুদ্ধ মন থাকে। এই বিশুদ্ধ মনের দ্বারা পরমাত্মার দর্শন লাভ ঘটে। পরমাত্ম-স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। কারণ ব্রহ্মের ন্যায় পরমাত্মাও মূর্ত্তদেহহীন, তবে পরমাত্মার অমূর্ত্ত বা জ্ঞানময় দেহ আছে—উহা শুদ্ধ মনের গোচর এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ঐ বিশুদ্ধ মনের দ্বারা পরমাত্মার জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ দর্শন করা যায়। ঐ অবস্থায় দ্রষ্টা যোগীর স্থূল প্রাকৃত দেহে অভিমান থাকে না।

ভগবৎ-স্বরূপ জ্ঞানের অগোচর এবং যোগেরও অগম্য। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই ভাবদৃষ্টিতে ভগবদ্দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অবস্থায় ভক্ত ও ভগবানে যে সম্বন্ধ প্রকটিত হয় তাহাতে ভেদ পরিস্ফুট থাকে। ভগবৎ-বিগ্রহ সর্ব্বেন্দ্রিয় সংবেদ্য। এই বিগ্রহ ইন্দ্রিয়গোচর, কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সংস্কারযুক্ত এবং ভক্তিরাগে রঞ্জিত। অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যেমন পরমাত্মাকে দর্শন করে তেমনি ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া ভগবৎ মূর্ত্তি দর্শন করে। পরমাত্মার আকার জ্যোতির্ম্ময়, উহা শুদ্ধ মনোগম্য এবং যোগীর হৃদয়ে অথবা অন্তরাকাশে অনুভবযোগ্য। কিন্তু শ্রীভগবানের বিগ্রহ রূপরসাদি যাবতীয় গুণসম্পন্ন এবং ভক্তের ভক্তিনেত্রের সম্মুখে বাহ্য-আকাশে প্রকাশমান।

(২)

সাধারণতঃ জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গকে পৃথক্ পৃথক্ পন্থা বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই জন্য জ্ঞানমার্গে যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয় তাহার সহিত যোগমার্গের লক্ষ্য পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের সমন্বয় ঘটে না। ঠিক সেই প্রকার এই উভয়ের সহিত ভক্তিমার্গের পরম লক্ষ্য ভগবৎ-স্বরূপের দর্শনেরও সমন্বয় হয় না। এই মার্গ তিনটি যে প্রকার পৃথক্ তদ্রূপ প্রতি মার্গের লক্ষ্যস্থলও পরস্পর পৃথক্ কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণ সত্য খণ্ডিত এবং বিভক্ত নহে বলিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হইবার মার্গও এক ভিন্ন নানা হইতে পারে না। প্রাপ্তি একই মহাক্ষণে হউক এবং তাহাতে ক্রমের স্ফুর্ত্তি না থাকুক অথবা ক্রম আশ্রয় করিয়া এক উপলব্ধির পর অন্য উপলব্ধি প্রাপ্তিপূর্ব্বক হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু লক্ষ্য বস্তু সর্ব্বগ্রাহী সর্ব্বাত্মক সর্ব্বাতীত এক অখণ্ড সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্রম ক্ষণিক সম্বোধির

প্রসঙ্গ এখানে আলোচনীয় নহে, কিন্তু সোপান-পরম্পরার ন্যায় ক্রমবদ্ধ মার্গটি এক মার্গ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি একই মহাপ্রস্থান-মার্গের বিভিন্ন অবস্থার দ্যোতক ইহাতে কোন সন্দেহ নহে।

এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্ম-জ্ঞান, পরমাত্মার সহিত যোগ এবং ভগবদ্-বিষয়ক ভক্তি, প্রেম ও আনুষঙ্গিক লীলাদি একই মহাপথের অনুভূতির অন্তর্গত। এই তত্ত্বটি সম্যক্ প্রকারে বোধগম্য করিতে হইলে বহু বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা আবশ্যক। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মায়িক জীবন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মাবস্থায় উপনীত হইবার মূল রহস্যটি উদ্ঘাটন করা আবশ্যক।

ব্রহ্ম সত্তা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এই সত্তা হইতে অবিদ্যা সহযোগে বিশ্ব-প্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। অভেদ অবস্থা হইতে পূর্ণ ভেদময় অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে যে সকল অবান্তর অবস্থা অন্তরালবর্ত্তী ভাবে ভেদ করিয়া আসিতে হয় সে সব অবরোহ কালে সম্পূর্ণ অব্যক্ত থাকে বলিয়া সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু আরোহ-ক্রমে ভেদ হইতে অভেদে উত্থানের সময় জ্ঞানের আলোকে সেই সকল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে প্রথমে দ্বৈতভূমিতে ভেদ-অবস্থার অনুকূল সাধনা চলে। দ্বৈতভক্তির সাধনাতে এই ভেদ অবস্থার সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। বস্তুতঃ ইহা অজ্ঞানেরই অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞানের দিকে উন্মুখভাব রহিয়াছে বলিয়া এই ভক্তি ক্রমশঃ জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। এই ভক্তির বিষয় দিব্য হইলেও স্থূল এবং ইহার সাধন-প্রণালী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমন্বিত বাহ্য দেহসংশ্লিষ্ট। ভক্তির পর বাহ্য আলম্বন ক্রমশঃ অন্তরে প্রকাশমান হওয়ার ফলে বাহ্য ভক্তি অন্তর্জ্জগতে যোগ-সাধনে পরিণত হয়। ভৌতিক গুণবিশিষ্ট বাহ্য আলম্বন যোগাবস্থায় চিত্তের একাগ্র ভূমিতে জ্ঞানাকার ইষ্টরূপে পরিণতি লাভ করে। এই যোগ সাধনার একটি মাত্র করণ আছে—তাহা দেহ নহে, জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় নহে, কিন্তু অন্তর্ম্মুখ ও একাগ্রীভূত মন। যোগের ফলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন সংঘটিত হয় এবং এই মিলিত অবস্থার সাক্ষাৎকার সমাধিজনিত প্রজ্ঞারূপে উদিত হয়। ইহার পর প্রকৃত জ্ঞানমার্গের সূত্রপাত হয়। তখন ক্রমশঃ দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান অদ্বৈত জ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই অবস্থার পূর্ণ বিকাশ হইলে মনের আত্যন্তিক নিরোধ হয়। তখন একমাত্র অখণ্ড-চৈতন্যই আত্মস্বরূপে বিরাজ করে। ইহা দেহের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং মনের অতীত আত্মার বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা। এই অবস্থায় দ্বৈত জ্ঞান বা দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান তো থাকেই না, অদ্বৈত জ্ঞানও থাকে না। যোগাবস্থার স্বগত ভেদ অর্থাৎ অংশাংশিভাব এখানে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহা শুদ্ধ ব্রহ্মাবস্থা। ইহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া উপনিষদে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অবস্থায় স্থিতি হইলে দেহ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের কোন ক্রিয়া তো থাকেই না, তাহাদের প্রতীতি পর্য্যন্ত শুদ্ধ আত্মস্বরূপে ফুটে না। বিজাতীয় ও সজাতীয় ভেদের তো কোন প্রশ্নই নাই, স্ব-গত ভেদও এই স্থিতিতে থাকে না। ইহা অপ্রমেয় স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মাবস্থা। সাধারণতঃ ইহা মোক্ষ বলিয়া বর্ণিত হয়, নির্ব্বাণ ইহারই নামান্তর।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে স্থূল দ্বৈত অবস্থা হইতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অজ্ঞানের ক্রিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বিশুদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞানস্বরূপ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতি অবস্থাতেই অজ্ঞান ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষীণ হইলেও তাহার সত্তা থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার সেই সকল অজ্ঞানের মাত্রাকে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই স্বরূপ-স্থিতি। ইহা অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়ের অতীত। সাধকের বিচার-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহার পর আর কোন অবস্থা হইতে পারে না। এই স্থিতিই মানব-জীবনের চরমলক্ষ্য।

কিন্তু বাস্তবিক ইহা হইতে পারে না। ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা যাইতেছে। এক দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত যে প্রকৃতই চরম সিদ্ধান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দৃষ্টিভেদে একটি গুহ্য শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয় যাহা কোন ক্রমেই উপেক্ষার যোগ্য নহে।

(৩)

জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। এই অজ্ঞানের মাত্রা প্রতি জীবেই পূর্ণ। কিন্তু পূর্ণত্বের আপেক্ষিক তারতম্য আছে। অবশ্য ইহা তটস্থ দৃষ্টিতে। স্বরূপ-দৃষ্টিতে তারতম্য নাই এবং থাকিতেও পারে না। মহাসমুদ্রের জলে একটি ক্ষুদ্র ঘট এবং একটি বিশাল কলস নিমগ্ন হইলে উভয়েই আপন আপন আধার অনুযায়ী পূর্ণতা লাভ করে এবং জল হইতে উত্থাপিত করার পর দুইটি পাত্রকেই জল-পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণতা উভয়ত্র থাকিলেও ঘটের পূর্ণতা এবং বৃহৎ কলসের পূর্ণতা এই উভয়ের মধ্যে যে তারতম্য আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদ্রূপ প্রতি জীবেই অজ্ঞানের মাত্রা তাহার স্বরূপের আচ্ছাদনরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে ইহাকে পূর্ণ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। সাধন-কর্ম্মের প্রভাবে ক্রমশঃ এই আবরণ ক্ষীণ হইয়া আসে, পরে আবরণ আর থাকে না। সাধন-কর্ম্মের মধ্যে ক্রিয়া, উপাসনা, যোগ প্রভৃতি সব কিছুই অন্তর্গত। অজ্ঞানের মাত্রার সম-পরিমাণ কর্ম্মের মাত্রা অনুষ্ঠিত হইলে অজ্ঞানের আবরণ অপসারিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তখন স্বরূপের প্রকাশ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিতে বাধ্য, কিন্তু ইহা সত্য যে অজ্ঞানের আবরণ-শক্তি তিরোহিত হইয়া গেলেও তাহার বিক্ষেপ-শক্তি থাকিতে পারে এবং সেইজন্য সাধকের দেহ পতিত না হইয়া অবস্থিত থাকা সম্ভবপর। এই অবস্থায় সাধক অর্থাৎ যোগী যদি পূর্ব্ববৎ সাধন-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে এই সাধন-কর্ম্মকে জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম বলিয়া গণনা করিতে হইবে। যে পরিমাণ সাধনার ফলে আবরণ-নিবৃত্তি ঘটে তাহা করিবার পরেও যদি উক্ত কর্ম্ম চলিতে থাকে তাহা হইলে এই অতিরিক্ত কর্ম্মের ফল জ্ঞানী ও মুক্ত পুরুষকেও গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রকার কর্ম্মের সামর্থ্য অসাধারণ – এক প্রকার অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কর্ম্মের প্রভাবে ‘ব্রহ্মভূত’ পুরুষও পর পর উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-পাত হইলে অথবা দেহ-পাত না হইয়াও জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলে এই প্রকার মহতী স্থিতি ঘটিতে পারে না।

জ্ঞানের মাত্রা অত্যন্ত তীব্র হইলে অজ্ঞানের দ্বিবিধ শক্তিই নষ্ট হইয়া যায়। আবরণ-শক্তির তো কথাই নাই, বিক্ষেপ-শক্তিও নষ্ট হয়। তাহার ফলে সাধারণতঃ যে প্রারব্ধকে ভোগ ব্যতীত অন্য উপায়ে অখণ্ডনীয় বলিয়া মনে করা হয় তাহাও সঞ্চিত কর্ম্মের

ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়। ইহা অতি দুর্লভ অবস্থা, কিন্তু অসম্ভব নহে। এই অবস্থায় সাধারণতঃ দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে শুদ্ধ দেহের উন্মেষ ঘটিতে পারে। জীব জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া যদি শিবভাব প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা হইলে জীবদেহও যে শিবদেহ রূপে অর্থাৎ শাক্ত দেহের আকারে প্রকাশিত হইতে পারে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তখন ঐ বিশুদ্ধ শাক্ত দেহ অবিদ্যার অধিকারে থাকে না বলিয়া উহার মূল ক্লিষ্ট অজ্ঞান ও ক্লিষ্ট কর্ম্ম থাকে না।

মানুষ তাহার বর্ত্তমান দেহারম্ভক কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইতে না পারিলে শুদ্ধ স্তরের ক্রম-বিকাশে অধিকারী হয় না। এই ক্রম-বিকাশ চিৎ-শক্তির অভিব্যক্তির অধীন। দেহারম্ভক কর্ম্ম প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে জন্মকালে প্রাপ্ত কর্ম্ম সংস্কার। আত্মা দেহিরূপে প্রকট হইবার সময় প্রকৃতি হইতে ত্রিবিধ ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থূল দেহ সৃষ্টির জন্য উহা প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে যে কিছু উপাদান সংগ্রহ করে তাহা আবার প্রকৃতির ভাণ্ডারে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। তখন আত্মা প্রকৃতির জাল হইতে মুক্ত হইয়া নিজের স্বরূপ-দেহে নিত্য চৈতন্য রাজ্যে অগ্রগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই ঋণ-ত্রয় অপাকরণ করিতে না পারিলে জীব পুনর্ব্বার স্ব-স্থানে প্রস্থান করিতে পারে না। দেহ-রক্ষার সময়ে যদি প্রকৃতি হইতে সমাগত উপাদান প্রকৃতিতে সমর্পিত হয় এবং জীব বিশুদ্ধ নিজ স্বরূপে আবির্ভূত হয় তাহা হইলে কেবলী মুক্ত আত্মার-রূপে তাহার স্থিতি হয়। কিন্তু যদি শক্তি-অর্জ্জনের প্রক্রিয়া ও অভ্যাস অক্ষুণ্ণ থাকে অর্থাৎ যে প্রক্রিয়াতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির ঋণ-শোধ হয় যদি সেই প্রক্রিয়া নিরন্তর চলিতে থাকে তাহা হইলে ঋণ-শোধের পরেও ঐ প্রক্রিয়ার ফল আত্মাতে আরোপিত হয়। এই উদ্বৃত্ত শক্তির প্রভাবে যোগীর নিজ নিজ ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রভৃতির সংস্কার বা শোধন কার্য্য সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হয়। এই শক্তিই তখন চিৎ-শক্তিরূপে যোগীর রূপান্তর-সম্পাদন কার্য্যে নিয়োজিত হয়। তখন দেহ থাকিলেও সেই দেহ আর পূর্ব্ববৎ অবিদ্যাসম্ভূত দেহরূপে গণ্য হয় না। আত্মাতে সঞ্চারিত হইয়া শুদ্ধ আত্মাকে শিব-রূপে পরিণত করা চিৎ-শক্তির প্রথম কার্য্য। ইহার দ্বিতীয় কার্য্য, যোগীকে পরমাত্মার উপাসকরূপে পরিণত করা ও দেহকে কথঞ্চিৎ সংশোধিত করিয়া অন্তঃকরণকে চিন্ময় রূপে প্রকাশ করা। এই শোধন ব্যপারটি যৌগিক ক্রিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রভাবে মন সম্যক্ প্রকারে বিশুদ্ধি লাভ করে এবং চিন্ময় অবস্থা ধারণ করে। তাহার পর, অর্থাৎ আত্মা ও মনের শোধনের পর, ইন্দ্রিয় ও দেহের শোধন কার্য্য আরম্ভ হয়। এই কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে চিৎশক্তি যোগভূমি হইতে ভক্তিভূমিতে পদার্পণ করে। তখন ইন্দ্রিয় ও দেহ উভয়ই বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে এবং অন্তরস্থিত অন্তর্য্যামী পরমাত্মা রূপ-রসাদি বাহ্য গুণসম্পন্ন ইন্দ্রিয়-গোচররূপে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্ত্তমান পরিভাষা অনুসারে পরমাত্মভূমি হইতে ইহাই ভাগবত ভূমিতে অবতরণ।

যে সূক্ষ্ম ক্রিয়ার প্রভাবে ব্রহ্মভাব হইতে পরমাত্মভাবের আবির্ভাব হয় তাহারই প্রভাবে জ্ঞান যোগরূপে পরিণত হয়। তদ্রূপ একদিকে যেমন পরমাত্ম-সত্তা ভগবৎ-সত্তায় আত্মপ্রকাশ করে অপরদিকে তেমনি যোগও ভক্তির আকার প্রাপ্ত হয়।

বস্তুতঃ জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি একই উপায়ের ক্রমবিকশিত তিনটি অবস্থা মাত্র।

যোগ-ভূমিতে অখণ্ড ও অদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপ ভিন্নাভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। তখন একদিকে অংশিরূপে পরমাত্মা দেহের অধিষ্ঠাতা নিয়ন্তা ও ঈশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারই অংশরূপী জীবাত্মা ঐ পরমাত্ম-সত্তার উপাসক রূপে স্থিতি লাভ করেন। এই উপাসনাই যোগ। ইহার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জীবরূপী অংশ ক্রমশঃ পরমাত্মরূপী অংশীর সহিত সাম্য লাভ করিতে থাকে। যোগের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্যও সম্যক্ প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এই জীব জীব নহে, মুক্ত পুরুষ এবং পরমাত্মা তাহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে, তাহারই অংশী। এই জন্য এই অবস্থায় ভেদাভেদ সম্বন্ধই স্বাভাবিক সম্বন্ধ। মনে রাখিতে হইবে, আমরা ব্রহ্ম হইতে পরমাত্মায় উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভেদ সত্তা হইতে ভেদাভেদ-সত্তায় নামিয়া আসিয়াছি। এই নামার প্রয়োজন এবং সার্থকতা আছে। কারণ না নামিলে অন্তঃকরণ অথবা মনোভূমি পূর্ণভাবে শোধিত হইতে পারে না। মনঃ অথবা চিত্ত যতই শুদ্ধ হউক তথাপি উহা জড় ভিন্ন চেতন-পদবাচ্য নহে। কিন্তু চিৎ-শক্তির অবতারণায় মনঃ চিন্ময় আকার ধারণ করে। উহা মনের আকারে থাকিয়াও ভিতরে বাহিরে চিন্ময় সত্তা দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বিশুদ্ধ মনের দ্বারা পরমাত্মার দর্শন সম্ভবপর হয়। সমাধিজনিত প্রজ্ঞা ইহারই আভাস মাত্র। আরোহক্রমে যোগাবস্থায় যে সাক্ষাৎকার হয় উহা মূলতঃ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন বলিয়া শুদ্ধ হইলেও অশুদ্ধ। তাই বিশুদ্ধ সম্যক্ জ্ঞানে উহারও পরিহার হইয়া যায়। এইজন্য যোগাবস্থার জ্ঞান হইতে অদ্বৈতাবস্থার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অদ্বৈতাবস্থার জ্ঞানও মূলতঃ অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। এইজন্য ব্রহ্ম-স্থিতিলাভের পূর্ব্বে তাহাও কাটিয়া যায়। কিন্তু অবরোহ সময়ে যোগভূমিতে যে সাক্ষাৎকার লাভ হয় অথবা ব্রহ্ম-ভূমিতেও যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞান হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, কারণ তাহাতে অবিদ্যার লেশমাত্র বিদ্যমান নাই। উহা চিৎ-শক্তির বিলাস। অবিদ্যা অচিৎ-শক্তির বিলাস।

ব্রহ্মাবস্থার পর ব্রহ্ম হইতে চিৎশক্তিরূপ যে সূত্র নিঃসৃত হয় তাহা ভাগ্যবান্ সাধকই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা আরোহান্তে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন তাঁহারা উহার সন্ধান জানেন না। এই সূত্র ধরিয়াই জ্ঞান হইতে যোগ এবং যোগ হইতে ভক্তিতে সঞ্চার হয়। এক পক্ষে যেমন স্থূলতম হইতে সূক্ষ্মতম সত্তাতে আরোহণ সাধনার উৎকর্ষের পরিচায়ক, অপর পক্ষে তেমনি সূক্ষ্মতম সত্তা হইতে স্থূলতম সত্তা পর্য্যন্ত অবরোহণ ততোধিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। বাস্তবিক পক্ষে এই আরোহ ও অবরোহ দুইটির সমন্বয় হইতেই পূর্ণত্বের বিকাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতে ভগবৎতত্ত্ব পর্য্যন্ত অবরোহণ মার্গে বিশুদ্ধ বাসনার খেলা রহিয়াছে। ইহা অক্লিষ্ট অজ্ঞানের বিলাস। আরোহণ কালে অশুদ্ধ বাসনার ক্ষয় করিতে করিতে ক্রমশঃ অশুদ্ধ বাসনা হইতে মুক্ত ব্রহ্ম-বিন্দুতে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু বিশুদ্ধ বাসনা তখনও থাকিয়া যায়। অভিভূত থাকিলেও উহা নষ্ট হয় না, তাই স্বতএব যথাসময়ে উহা ফুটিয়া উঠে এবং চিৎ-সূত্রের আশ্রয়ের ফলে ব্রহ্ম হইতে ভগবান্ পর্য্যন্ত পথ খুলিয়া যায়। যদিও ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ একই তত্ত্ব, তথাপি জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের প্রাপ্তির দিক্ হইতে এই পৃথগ্-ভাবের

সার্থকতাও অস্বীকার করা যায় না। আরোহ-মার্গে মলিন-মায়াতীত স্বরূপে স্থিতি হয়, কিন্তু অবরোহ-মার্গে পূর্ণ স্বরূপ-শক্তির বিকাশ হয় যাহার ফলে আত্মিক সত্তা হইতে দেহ-সত্তা পর্য্যন্ত অখণ্ড চিদ্-রসে আপ্যায়িত হইয়া যায়। আরোহ-মার্গে এই প্রকার আপ্যায়ন সম্ভবপর নহে, কারণ তখন চিদ্-রসের প্রাকট্য ঘটে না।

(৪)

আমরা উপনিষদে যে দহরাকাশ অথবা হৃদয়াকাশের বর্ণনা দেখিতে পাই তাহা যোগীর উপাস্য পরমাত্ম-ভাবেরই প্রাকট্য স্থান। বিশ্ব-দর্শন পৃথক্ ভাবে ব্রহ্ম স্থিতির পূর্ব্বে হইয়া থাকে। এই বিশ্ব-দর্শন বাহ্য জড় আকাশে ঘটিয়া থাকে। তাই বিশ্ব নিজ হইতে পৃথক্ রূপে অনুভূত হয়। এই জড় আকাশ প্রপঞ্চ তিরোহিত হওয়ার পর মহাশূন্য রূপে প্রকাশিত হয়। জড় আকাশ কাটিয়া গেলে দ্বৈত-দর্শন থাকে না। একমাত্র অদ্বৈত নিজ সত্তাই তখন স্বয়ং-প্রকাশরূপে বিরাজ করে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে চিৎ-শক্তির উন্মেষ না হয় তাহা হইলে শক্তিহীন অথবা লীনশক্তিক ব্রহ্মে স্থিতি চরম স্থিতিরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু কর্ম্মের অনুবৃত্তি থাকিলে চিৎ-শক্তির উন্মেষ ব্রহ্মে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্যম্ভাবী। তখন দেহ থাকে বলিয়া অন্তরাকাশের অথবা হৃদয়াকাশের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। দ্রুত অথবা বিলম্বিত যে কোন উপায়ে উদিত চিৎ-শক্তি শুধু আত্মাকে মল হইতে মুক্ত করে না, কিন্তু অন্তর্লীন বিশ্বকেও চিন্ময়স্বরূপে স্থাপন করে। অবশ্য সাধারণতঃ ইহা ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। প্রথমে আত্ম সংস্কাররূপ অভিষেক-সিদ্ধির পর চিৎ-শক্তির দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি সম্পন্ন হয়। এই অবস্থায় দেহাবস্থিত মুক্ত আত্মা সাক্ষিরূপে অবস্থিত হয় এবং তাহার দৃষ্টির সম্মুখে হৃদয়াকাশ বা চিদাকাশের আবির্ভাব হয়, যাহাতে পরমাত্মরূপী সূর্য্য উদিত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও পূর্ণ অখণ্ড স্বরূপ ধারণ করে। সাক্ষী আত্মা তখন নিরন্তর পরমাত্মাকে নিজেরই অঙ্গিরূপে দর্শন করে—ইহাই তাহার রূপসেবাত্মক উপাসনা বা যোগ। ক্রমশঃ ইহার উৎকর্ষ সিদ্ধ হইলে নিজেকে সাক্ষাৎ সূর্য্যরূপেও অর্থাৎ পরমাত্ম-রূপেও দেখিবার সৌভাগ্য জন্মে। যাহাদের চিত্ত ভক্তিপ্রবণ তাহারা এই মণ্ডলের মধ্যে পরমাত্মাকে নিজের ইষ্ট দেবতারূপে সাকার বিগ্রহসম্পন্ন দেখিতে পায়। চিত্ত জ্ঞানপ্রবণ থাকিলে সুধু মণ্ডলাকার জ্যোতীঃ-স্বরূপেই সাক্ষাৎকার হয়। বিগ্রহ-রূপে দৃষ্ট হইলে ক্রমশঃ চারিদিক্কার প্রভা-মণ্ডল উপসংহৃত হইয়া ঐ বিগ্রহে লীন হয়। ধীরে ধীরে ঐ মূর্ত্তি অথবা মণ্ডল বিস্তারিত হইয়া সমগ্র চিত্তে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ হইলে পর ঊর্দ্ধদ্বার অবলম্বনে ঐ হৃদয়াকাশ-স্থিত বিজ্ঞানময় রূপ বাহিরে নির্গত হয়। নির্গমের সঙ্গে সঙ্গেই ভৌতিক সত্তার আশ্রয়ে বহির্জগতে আবির্ভাব সংগঠিত হয়। এই রূপটি স্থূল রূপ এবং ইহা সর্ব্বভূত-গুণের দ্বারা যুক্ত। এই রূপ-দর্শনের জন্য চিত্তের অন্তর্মুখ দৃষ্টি আবশ্যক হয় না। ইহা যে ইন্দ্রিয়-গোচর রূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি ইহা সকলে দেখিতে পায় না, যোগী ভক্ত-স্বরূপে এই রূপের দর্শন লাভ করে। যোগাবস্থায় যেমন অন্তরাকাশে উদিত পরমাত্মার সহিত আত্মার অংশাংশি-সম্বন্ধ ছিল ঠিক তাহারই অনুরূপ প্রণালীতে ইষ্ট ভগবৎ-রূপ ও নিজরূপ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়, কিন্তু অঙ্গাঙ্গি-ভাবে নহে—পৃথক্ ভাবে। যোগীর যোগ-দৃষ্টির সম্মুখে যে ধাম প্রকাশিত হয় তাহা বিশুদ্ধ মনোময় উপাদানে রচিত, কিন্তু ভক্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়-গোচর বা স্থূল জগৎকেই নিজ ধাম রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সাকার ধাম ভাসে না, যোগীর দৃষ্টিতে উহা মনোময় বা

সত্ত্বময়রূপে প্রতিভাত হয়। ইন্দ্রিয় চিন্ময়রূপে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত রূপ-রসাদি-সম্পন্ন বাহ্য ভগবৎ দেহ দর্শন করা যাইতে পারে না। শুধু ভগবৎ-দেহই নয়, ঐ অবস্থায় ভক্তের নিকট সমগ্র জগৎটাই চিদানন্দময় ভগবৎ-দেহ রূপে পরিণত হয়। ধাম দর্শন হইলেই ধামের অন্তর্গত পরিকর মণ্ডলীরও দর্শন হয়। ঐ ধামে প্রবিষ্ট ভক্তের নিজ দেহও তখন চিন্ময়। চিন্ময় জগতে চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় মন বিশিষ্ট আত্মা চিন্ময় দেহে ভগবৎ সত্তার দর্শন ও আস্বাদন লাভ করিয়া থাকে। যোগীর দৃষ্টিতে যেমন স্পষ্টভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরমাত্মার দর্শন লাভ ঘটে, তেমনি ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তের অপ্রাকৃত চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ স্থুল ভাবেই প্রকট হইয়া থাকে। ভক্ত স্বয়ং যাহা দর্শন লাভ করে তাহা স্থুল এবং বাহ্য হইলেও সাধারণ লোকের অসংস্কৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

—ক্রমশঃ

অভিযানের আহ্বান

(গান)

ব্রহ্মচারী শ্রীশৈলেশ

মায়ের চরণ স্মরণ করে চল না মোরা ভাই
জগৎ জুড়ে নাম্‌টি মায়ের ছড়িয়ে দিয়ে যাই।
রবির আলো যে মহিমায়
সকল লোকে নিত্য ছড়ায়,—
তেম্‌নি মায়ের নামের মধু বিলিয়ে দেব, চল্।
আকাশ-বাতাস মুখর করে নামটি মায়ের বল্।
সবাই মিলে চল্।

রাখ্ না দূরে তোর ক্ষণিকের দুঃখ-জরা-শোক,
মায়ের নামের আলোর উষায় তার অবসান হোক্।
কূল-ভাসানো নদীর স্রোতে
দেখিস্ নি কি প্রেমে মেতে
বুকের মাণিক দেয় ভাসিয়ে কাশ-কুসুমের দল ?
উষার আলোর রাতের পাখী কোথায় কাঁদে বল ?
চল এগিয়ে চল।

আর দেরী নয়, আর দেরী নয়, ঐ যে এলো ডাক্,—
ফেল্ না ছিঁড়ে বাঁধন যত, কাঁদন্ পড়ে থাক্।
আয় ছুটে আয় বন্ধহারা,
আয় ছুটে আয় মৃত্যুহরা,
উপ্‌চে-পড়া সবুজ-ভরা ছেলে মেয়ের দল।
পাহাড়-চূড়ার নির্ঝর-সম উচ্ছলিয়া চল্।
আয় চল-চঞ্চল।

দুঃখ ? জানি দুঃখ আছে, আছে বিপদ্ ঘোর।
রইল-ই বা মাথার ওপর মা-ও ত আছেন মোর।
ঝংঝারবে অট্টহেসে
দুর্যোগেরে চলব পিষে—
চলার পথে নিভলে-ও দীপ, কী-ই বা হবে বল ?
মায়ের অভয় হাতের পরশ আছে-ই ত সম্বল !
আর কি তবে চল্।

“অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে—”

বন্ধু

বার হাজার মাইল দূরের নির্ব্বাসিতা মেয়েটিকে যে দু' বছর শেষ হতেই “মা” খেয়াল করে কাছে ডেকে নেবেন তা প্রবাসে বসে কোনদিন ভাবতে পারিনি। মার অনুমতি নিয়েই উচ্চশিক্ষার অভিলাষ নিয়ে সুদূর মার্কিণ দেশে যাই, মার পাদুকাখানি সাথে নিয়ে। যাবার আগে মাকে দেখেছি মাত্র ছয়বার, তাও কলকাতার বিপুল জনতার মাঝে। তার মধ্যে মা একবার হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এক রাত্তিরের জন্যে নবদ্বীপে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই মার সঙ্গে ঘোরা বা মার সঙ্গ একান্তে পাওয়া, মনে মনে ছাড়া আমার ভাগ্যে এর আগে আর ঘটেনি। তবুও এই কয়েকবারের স্মৃতিগুলি নেড়ে-চেড়েই বিদেশের কর্ম্মবহুল নিঃসঙ্গ দিনগুলি আমার কেটে গেছে। মা যে জীবনের চরম ও পরম বন্ধু এ ধ্রুব সত্য ধ্রুবতারার মতনই মনের মধ্যে জ্বল-জ্বল করে রয়েছিল।

জাগতিক দিক্ দিয়ে মার দেখা প্রথম পেয়েছিলাম ১৯৫২ সালে, কিন্তু মার কথায় বহু আগেই যে আত্মিক যোগাযোগ ঘটেছে তা সেদিন বুঝলাম। সোলনে মার ঘরে রাত্রিবেলা প্রণাম করার আগে দাঁড়িয়ে আছি, মা হঠাৎ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বল্লেন “বন্ধুর ফ্রক-পরা ছবি আছে?” প্রথমটা বুঝতে পারিনি, এও ভেবেছি যে মার্কিণ দেশ থেকে ফিরেছি বলে কী মা মজা করে ও কথা বলেছেন? উত্তর দেবার আগেই অন্তর্য্যামী মা বল্লেন—“না—বলছি যে, ছোটবেলার ছবি কী আছে?” “খুব রোগা ছিলে, না? এ শরীরের সামনে হঠাৎ সে ছবিখানি ভেসে উঠলো”। পরে যখন সোলনে সে ছবি দেখিয়েছিলাম, মা বলেছিলেন “ঠিক এমনই সেদিন দেখেছিলাম।” আমি থতমত খেয়ে বল্লাম যে তখন তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। মা এক গাল হেসে পায়চারি করতে করতে বল্লেন, “এ শরীরের তোমাকে দেখা কিন্তু তখন থেকেই হয়ে গেছে।”

বিদেশে যাবার আগে হাত ধরে মা তিন সত্যি করিয়ে নিয়েছিলেন “যেমনটি যাবে ঠিক তেমনটি ফিরে আসবে।” সেই কথার যাতে অবমাননা না করতে হয় তার জন্যে মার শ্রীচরণে বারম্বার প্রার্থনা জানিয়েছি। কৃপাময়ী মা তাঁর প্রবাসী বন্ধুটিকে সুপথে চল্‌বার শক্তি দিয়েছিলেন অজ্ঞাতসারে, ও তাঁর অমৃতময় বাণীর মাধ্যমে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বসে মার হাতে-করে-দেওয়া সন্দেশ যেদিন আমেরিকান কাষ্টমসের গণ্ডী পেরিয়ে অক্ষত অবস্থায় চিঠির খামের মধ্যে করে আমার হাতে পৌঁছিয়েছিল, সেদিনের কৃপার কথা ভাবলে আজও চোখ জলে ভরে যায়। আমেরিকায় কোন খাদ্যদ্রব্য পার্শেলে পাঠান নিষিদ্ধ। মা হাতে করে চারটি সন্দেশ আমাকে পাঠাবার জন্য আমার মাকে দিয়েছিলেন, চিঠির খামের মধ্যে করে বিমান ডাকে (Air Mail-এ) তা পাঠান হয়েছিল। ও দেশের কাষ্টমস্ কর্ম্মচারীরা সন্দেশ দেখতে অভ্যস্ত নয়। খুলে, ভেঙ্গে, নেড়ে-চেড়ে দেখাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তা না করে রঞ্জন-রশ্মিদ্বারা (X'ray) কী আছে দেখেই তারা

অক্ষত অবস্থায় খামটী আমাকে প্রেরণ করেছিল। ভেতরে সন্দেশগুলি ছয় দিনের পথ বিমানে অতিক্রম করে অক্ষত দেহেই পৌঁছেছে, একটু গুঁড়ো পর্য্যন্ত হয়নি। সেই অমৃতময় প্রসাদ মার হাতের স্পর্শ-মাখানো; সে খাবো কি বুকে ধরে কাঁদবো, তা ভেবে কুল পাইনি। কত কথা যে মনের মণিকোঠায় জমা আছে তা তো লিখে শেষ করা যায় না। বিজ্ঞানের ছাত্রী, চিরকালই একটু কুণো ও মুখচোরা আছি, তাই মনের কথাগুলি ভাষায় ব্যক্ত করতেও পারি না—অন্তর্য্যামী ঠাকুরের কৃপার কথা অন্তরেই গেঁথে রেখেছি।

দেশে এ বছরের ২০শে জুন ফিরেই ২৬শে মার কাছে যাবো বলে বেড়িয়ে পড়লুম। একেই তো বার হাজার মাইল পেরিয়ে এসেছি, আরো হাজার মাইল যোগ করে শেষে এবার সত্যই মায়ের শ্রীচরণ-প্রান্তে সোলনে এসে উপস্থিত হলাম। মনে কেবল একটি ব্যাকুল প্রার্থনা—“বড় আশা করে এসেছি, কাছে টেনে লও জননী”। মা কীর্ত্তনের সভায় বসা, মাকে কাছে পেয়েও তৎক্ষণাৎ কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাই না। অত লোক ডিঙ্গিয়ে কী করে ছুটে যাই—কীর্ত্তনের ভাব নষ্ট হবে—এই ভয়ে আস্তে আস্তে ঢুকে দূর থেকেই ভূমিতে মাকে প্রণাম করলাম। যেই উঠে চোখ মেলেছি মার সেই প্রাণ-মাতানো মন-ভুলানো হাসি এসে আলিঙ্গন করে নিলো। এতদিনের না-পাওয়ার সব ব্যথা নিমেষে মুছিয়ে দিলো—কী যে পেলাম তা মা জানেন। কীর্ত্তন শেষে মা ঘরে ডেকে নিলেন,—

এর পরে মার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে দু’ মাস ঘুরেছি, মার নিবিড় একান্ত সঙ্গও তিনি মন প্রাণ ভরিয়ে দিয়েছেন, যা আব্দার করেছি, যা আব্দার করিনি, যা ভেবেছি, যা ভাবিনি, যা চেয়েছি, যা চাইনি, চাওয়া পাওয়ার বেশী করে তিনি উপছিয়ে অঝোরে কৃপা ঢেলে দিয়েছেন। কেবলি মনে হয়েছে—ভগবান্! এর তো এক কণা পাবার যোগ্যতা আমার নেই—এ কী করে সম্ভব?

কত সহজভাবে যে মা আজকাল আমাদের কাছে ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছেন, তা আমরা সংসারী জীব বুঝেও বুঝছি না, দেখেও চিরন্তনভাবে অনুভব করার মত অনুভূতি আমাদের নেই, তাঁর কৃপা ছাড়া সে অনুভূতি হওয়া সম্ভবও নয়। সব সময়ই তিনি কৃপা করে যাচ্ছেন, কিন্তু কতটুকু এই ক্ষুদ্র আধারে আমরা ধরতে পারছি। এক এক সময় কত ক্ষোভ হয়েছে—রাত ১॥ টা বাজছে, ঘুম এসে যাচ্ছে, অথচ মার শ্রীমুখ দিয়ে তখন কী অপরূপ ধর্ম্মালোচনা হচ্ছে—তাই মার কাছে প্রার্থনা করি যে শক্তি দাও, তোমার অমৃতময় বাণী যেন মনে গেঁথে রাখতে পারি, মোহ-নিদ্রা, কাল-নিদ্রা থেকে আমাদের জাগাও।

গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজার বিধান। দু’ মাস মাতৃসঙ্গের কথা, কোথায় আরম্ভ করে কোথায় শেষ করবো? তা ভেবে নির্ণয় করার আগে দেরাদুন থেকে দিল্লী যাবার পথে, ট্রেণে মার সঙ্গে এক রাত্তিরের সৎসঙ্গে—মার শ্রীমুখের কথা এখানে তুলে দিলাম। সেদিন রাতের মতন এ রকম ধরা-ছোঁয়া দিয়ে নিজের স্থিতির বিষয় মাকে বল্‌তে বেশী শোনা যায় না। আমরা যে কয়েকজন মার গাড়ীতে ছিলাম তার মধ্যে ভূপেনদা-ই পুরাতন ভক্ত ও মার সঙ্গ খুব করেছেন। তিনিও বল্লেন যে সত্যি এমনিভাবে নিজের কথা বলতে মাকে আর বড় একটা শুনি নি!

দেরাদুন থেকে দিল্লীর পথে মা যাত্রা করলেন। রাতের ট্রেণ। গাড়ীতে মা, দিদিমা ও আমরা

চারজন। নিশুতি রাত, দ্রুতগতিতে ট্রেণ চলেছে; মার মাথার কাছে নীল বাতি জ্বলছে, আমরা মায়ের পদচ্ছায়ায় বসে আছি। চারিদিক নিস্তব্ধ। বুনিদি আগের ষ্টেশনে এসে কী কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন যে মাকে এ রকম স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা বলতে দেখছো, আবার এক এক সময় এমন হয়ে যান যে দেখেও চেনেন্ না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে আছেন, ঘরে গেলে তাকান্ না পর্য্যন্ত, কথা বলা তো দূরে, যেন আমাদের কস্মিন্ কালেও চিন্‌তেন না। মা মুচকে মুচকে হেসেছিলেন, কিছু তখন বল্লেন না। বুনিদি ট্রেণ ছাড়তে অন্য কামরায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ সবাই নির্ব্বাক্। মা বল্লেন, "এ শরীরটা যে এ রকম সাধারণের মতন মিলে-মিশে থাকবে—সাধারণের চেয়েও সাধারণ হয়ে মিশবে তা কী কেউ ভেবেছে? তাই তো দিদি কয়, 'মা, মনে হয় এক এক সময়, স্বপ্ন দেখ্‌ছি, তুমি কি আমার সেই মা?' " মা বল্লেন, "এমন একটা স্থিতি হয় যেখানে সব সমভাব—নিয়ম-কানুন সব তোমাদের জন্যে। 'যা হয়ে যায়', এই কথাটাই কেবল খাটে এ শরীরের উপর। কেউ বেশী পাচ্ছে কেউ কম পাচ্ছে কেন, তার তো কোন উত্তর নেই। জাগতিক দৃষ্টিতে তোমরা বলবে সংস্কার। এ শরীর তো কিছুর অধীন নয়, স্ব-অধীন—স্বাধীন। তবে ভক্তের কাছে ভগবানের paralysis হয়ে যায়, তিনি যে প্রেমস্বরূপ। তাই শুদ্ধ প্রেমভক্তি যেখানে, সেখানে তিনি বাঁধা পড়েন। তবে ঠিক ঠিক প্রেমভক্তি ক'জনের থাকে? ভক্তিমার্গে প্রথমে তুমি প্রভু, আমি দাস, নিত্যদাস, সেবিকা—তারপর যখন প্রভু আর তাঁতে প্রভেদ নেই, তখন এক হয়েও তিনি দুই, প্রভু ও নিত্যদাস।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত নিষ্পলকনেত্রে কৃপালজী, শোভাদি, ভূপেনদা ও আমি করুণাময়ী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছি। পুনরায় মা বলে উঠলেন, "এই যে কখনো তোমরা দরজার বাইরে বসে আছো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দরজা খুললামই না, আর এমনও হয় যে অল্পক্ষণেই দরজা খুলে বেড়িয়ে এলাম, আমিই তো বসা আর আমিই তো এসে দেখা দিচ্ছি, সে যে সবই একেরই বিকাশ। কেউ কথা জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলো না, কারুর সঙ্গে আপনা থেকে কথা বলা হয়ে গেলো—আমার খেলা, আমি ইচ্ছে করলে আঙ্গুল সোজা রেখেও খেলতে পারি, বেঁকিয়েও খেলতে পারি।" 'আমি' শব্দ তো খুব সচরাচর মার মুখে শোনা যায় না, তাই কথা দুটি আজও যেন কাণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মা ডান হাতের তর্জ্জনীটা দ্বারা তাঁর কথার ভাবটী যেন আরো সুস্পষ্ট করে তুলছিলেন।

মা আবার বলতে সুরু করলেন, "এ শরীরকে যখন প্রশ্ন করা হয়, কেউ প্রশ্ন করলে কোনদিন সংক্ষেপে সারি, বা উত্তরই দেওয়া হয় না। আবার কোনদিন যে প্রশ্নকর্ত্তা সে বুঝুক না বুঝুক বকেই চলেছি। এ শরীর তো কিছু ভেবে উত্তর দেয় না, যার পক্ষে যা দরকার, তা যেন ভেতর থেকে গড়ে বেড়িয়ে আসে। এমনো হয় যে, একজন প্রশ্ন করলো, সাতজনের মনের প্রশ্নের জবাব হয়ে গেলো। তাই যখন এ শরীর বলে, "কই বাবা, তুমি যে পরে কী কথা বলবে বলেছিলে?" সে বলে, "মা, আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি।" তোমরা যে চিঠি দাও তার জবাবের ক্ষেত্রেও তাই। কেউ হয়তো চিঠির পর চিঠি দিচ্ছে, শরীরের কিছু বলার খেয়াল হয় না। আবার কারুর চিঠি আসে নাই তাকে খেয়াল হলো

চিঠি দেওয়ার। ভুপেনদা তখন উপনিষৎ থেকে একটি শ্লোক quote করলেন, শ্লোকটি মনে নেই, সারাংশ এই যে তাঁর বিষয়ে কিছুই প্রযোজ্য নয়, তিনি কোন নিয়মেরই অধীন নন, তাঁর লীলা তিনি যেভাবে ইচ্ছা করবেন। মা শুনে হেসে উঠলেন।

আমি বল্লাম, "মা, আমরা তোমাকে কত অপ্রাসঙ্গিক কথা নিয়ে বিরক্ত করি, ঠিক মতন শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে পারি না।" "তাতে কী হয়েছে, এ শরীর যে সকলের আপনার থেকেও আপনার। নিজেই তো সব, পর কে? তাই তো সবাইকে কাছে টেনে নেওয়া—কাকে দূরে সরিয়ে দেবো, বদমাইসরূপেও তিনি, টিট্‌কারীরূপেও তিনি, তাই তো বলি প্রভু অশ্রদ্ধা, তামাসা, টিট্‌কারীরূপে তুমিই তো আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছো।"

দুর্ণিবার গতিতে ট্রেণ ছুটে চলেছে। মাকে ঘিরে আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে, মার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃত-নির্ঝরিণীর বাক্যরসসুধা পান করে চলেছি। পরিশ্রান্ত দিদিমা নিদ্রিতা, মায়ের শোবার ভাব ছিলো না। শ্রীচরণযুগল ছড়িয়ে দিয়ে মা বলে চল্লেন, "শত্রুর তিন জন্মে মুক্তি, মিত্রের সাত জন্মে—শত্রু যে, সে শত্রুর কথা চিন্তা করতে করতে শত্রুর ভাব প্রাপ্ত হয়।" হঠাৎ মা মধুর স্বরে গেয়ে উঠলেন, "আমার হলো কী ব্যারাম, আমি যখনি আঁখি মুদি, দেখি নবদূর্ব্বাদল শ্যাম।" রাবণের গান। রামের কথা স্মরণ করতে করতে সে রাম-ময় হয়ে উঠলো। কথার শেষ সুরে গিয়ে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠলো।

মা পর পর তিনখানি কীর্ত্তন গেয়ে আমাদের মন প্রাণ ভরিয়ে দিলেন। একটি গান মার মুখে আগে শুনি নি—মহাপ্রভুর বিষয়, ভুপেনদা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। দিগন্তবিস্তৃত আকাশ জানলার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে, কামরার ভিতর নীল-বাতির ক্ষীণ স্নিগ্ধ আলো—জানলার পাশটিতে শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা মা এলোচুলো শ্রীচরণযুগল ছড়িয়ে দিয়ে যখন গাইছিলেন কীর্ত্তনের এই পদটি "তার 'রা' বলতে নয়ন ঝরে 'ধা'তে ঢলে পড়ে" সে যে কী অপূর্ব্ব সুর মূর্চ্ছনা ও স্বর্গীয় দ্যুতিতে ভরা মার মুখখানি দেখেছিলাম সে রাত্রে, তা জীবনে ভুলবার নয়। হৃদয়-দুয়ারে গানটি গেয়ে মা যেন হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এলেন। "কটা বেজেছে"? "একটা দশ।" মা এবার আমাদের শুয়ে পড়তে বল্লেন।

কৃপালজী বেচারী পাঞ্জাবী। মার কথা সব ধরতে পারে নি, তাই ওঁর মনের দুঃখ মেটাতে মা ওঁকে নিজের বেঞ্চির পাশে মাটীতে শোয়ালেন। আমাকে অপরদিকের bunkএ উঠতে বল্লেন, অন্যরা নীচেই রইলো। স্নেহময়ী মাকে কিছুক্ষণ পরে দেখি নিদ্রিতা কৃপালজীর গায়ে চাদর দিয়ে দিচ্ছেন। মাথা ঢাকা দিয়ে মা শুয়ে পড়লেন। মার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, চোখ মেলতেই দেখি ভোর হয়ে গেছে। চোখ খুলেই মাতৃদর্শন—মা চেয়ে আছেন। গীতাঞ্জলির লাইন দুটি মনে মনে গেয়ে উঠলাম—

"যেম্‌নি ভোরে জেগে উঠে নয়ন মেলে চাই,
খুসী হয়ে আছেন চেয়ে দেখতে মোরা পাই।"

নেমে মাকে প্রণাম করলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে দিল্লীতে পৌঁছালাম।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাধারাণীর বিবাহ

মা হাসিয়া বলিলেন, "একটি মেয়ের বিবাহ হইয়াছে।" আমি আরও শুনিবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু মা আর কিছু বলিলেন না দেখিয়া খুকুনী দিদি বলিলেন, "বুঝিলেন না? এবার মুশৌরীতে একটি মেয়ের সহিত শ্রীশ্রীমায়ের বিবাহ হইয়াছে। মা তাহার নাম রাখিয়াছেন রাধারাণী।"

মা। (হাসিয়া) মেয়েটি পাশ করা, কিন্তু তাহাকে দেখিতে এত ছোট ও কচি দেখায় যে তাহাকে দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না যে সে স্কুলে মাষ্টারী করিয়া তাহাদের সংসার প্রতিপালন করে। মেয়েটির ইচ্ছা ছিল যে সে সমস্ত ছাড়িয়া আমার সহিত চলিয়া আসে। কিন্তু তাহার বাবার ইচ্ছা তাহা নয়। তাহার বাবা কিছুই রোজগার করে না। তাহার মধ্যে সে আবার বোতলধারী। কাজেই মেয়েকে ছাড়িলে তাহার সংসার চলিবে কেন? বাবা বাধা দিল বলিয়া মেয়েটি আসিতে পারিল না। কিন্তু সে আমাকে বলিল, "মা, পরে হয়ত আমার এমন সময় আসিবে যখন আমি কোন বাধাই মানিব না।"

ব্রহ্মচারী কমলাকান্তের কীর্ত্তি

মা আবার বলিলেন, "কমলাকান্তের যে কাণ্ড!" এই বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন। খুকুনী দিদিও খুব হাসিতে লাগিলেন। আমি কিছু বুঝিতেছি না দেখিয়া দিদি বলিলেন, "কমলাকান্ত মাকে দেখিলেই খুব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অপরের সম্মুখে স্ত্রী স্বামীকে দেখিলে যেরূপ ত্রস্তব্যস্ত হইয়া গায়ে কাপড় টানিয়া দিয়া ধীর শান্ত ভাব ধারণ করে মাকে দেখিয়াও কমলাকান্ত সেইরূপ করে। কমলাকান্তকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, "কেন করিব না? ইনি (অর্থাৎ মা) যে আমার পতি।" ইহা শুনিয়া অভয় ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল, "এই জন্যই তুমি বুঝি উত্তর কাশী হইতে দেরাতুনে মাকে দেখিতে পাঁচ দিনের পথ তিন দিনে আসিয়াছিলে?" এমন কাণ্ড যে এখন কমলাকান্তকে কোন কাজের কথা বলিলে সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া শুধু মায়ের কাছে বসিয়া থাকিবে এবং মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।"

দিদির এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন।

আমি। মা, তুমি বল না যে জগতে কেবল একটি মাত্র পতি, আর সকলেই স্ত্রীলোক। কমলাকান্ত বোধ হয় তোমাকে সেই ভাবেই দেখে।

মা। হাঁ, তাহাই। (হাসিয়া) তবে পতিই বল আর পিতাই বল, আমি যে মা সেই মা-ই রহিয়া গেলাম।

এই সব কথাবার্ত্তা হইতে হইতে ফটোগ্রাফার প্লেট লইয়া আসিলেন। কান্তিকে সঙ্গে করিয়া মার একখানা ফটো তোলা হইল। প্রফুল্ল (ঘোষ) বাবুর স্ত্রীও মা এবং খুকুনী দিদিকে লইয়া একখানা ফটো তুলিলেন। ইহার পর মা বেবী দিদির বাড়ীতে গেলেন। বেবী দিদির ইচ্ছা ছিল যে আমরাও সঙ্গে যাই; কিন্তু ডাঃ পন্থের আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

সন্ধ্যা বেলা শুনিতে পাইলাম যে আজ রাত্রিতে মেয়েরা মাকে নিয়া কীর্ত্তন করিবেন, কাজেই আশ্রমে বেশী বিলম্ব না করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

৯ই কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৪৫ সন (ইং ২৬।১০।৩৮) আজ মা ঢাকা হইতে রওনা হইবেন। খুব ভোরেই আশ্রমে গেলাম। দেখিলাম যে মা মেয়েদের নিয়ে পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছেন। মার শরীর ভাল নয় বলিয়া ডাঃ পন্থ আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু মা আবদার করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন এবং মেয়েদের সঙ্গে স্নান করিতে নামিয়া গেলেন। মা স্নান করিয়া আসিলে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মেয়েরা স্নান করিয়া আসিলে তাঁহাদের মধ্যে অমৃতী, রসগোল্লা প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ও উহার অংশ পাইলাম।

কালাচাঁদবাবুকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দান

আমি আশ্রম-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লোকের হট্টগোল দেখিতেছিলাম, এমন সময় শ্রীমান্ শিশির আসিয়া আমাকে বলিল, "দাদা, একবার ৺অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় যান, এক নূতন জিনিষ দেখিতে পাইবেন।" ইহা শুনিয়া আমি মন্দিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। মন্দিরের ভিতরে চাহিয়া দেখি যে কালাচাঁদবাবু মন্দিরের মধ্যে অন্নপূর্ণা বিগ্রহকে দ্রুতপদে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণেতর জাতির মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই। কালাচাঁদবাবু জাতিতে কায়স্থ। মায়ের আদেশেই যে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং এইভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত যে সাধারণ নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল মা তাহার ব্যতিক্রম কেন করিলেন তাহা জানিতে ইচ্ছা হইল। যাহা হউক, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম, পরে মন্দিরের বারান্দা হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

কিছুক্ষণ পর মা মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে খুকুনী দিদি এবং আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক। কালাচাঁদ বাবুর এই মন্দিরে প্রবেশ ব্যাপার উদ্দেশ্য করিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, এসব কি ব্যাপার হইতেছে?"

মা। তোমরা ত জান যে পূর্ব্বেও এই মন্দিরে প্রবেশ লইয়া অনেক কথা হইয়াছে। অনেকে বলিয়াছে যে অন্যান্য স্থানে যেমন সকল জাতিকেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, এখানে সেইরূপ দেওয়া হয় না কেন? এখানে যে সকলকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না তাহা ত তোমাদের মঙ্গলের জন্য। এই মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি মহাপুরুষের সমাধি আছে। মন্দিরে প্রবেশ করিলে ঐ সব সমাধির উপর পা পড়িবে। ইহার ফল তোমরা সহ্য করিতে পারিবে কেন? এইজন্য বৎসরে কেবল মাত্র একদিন সকলকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। তবে কেহ যদি কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকে তবে তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

কালাচাঁদ অনেক দিন হইতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আসিতেছে তাই তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইল। সে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মন্দির পরিষ্কার ইত্যাদি করিতে পারিবে, কিন্তু বিগ্রহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

শ্রীশ্রীমা এবং অধ্যাপক উপেন্দ্র গুপ্ত

ইহার পর মা 'নাম ঘরে' আসিয়া বসিলেন। এই সময় অনেক লোক মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। আমরা মার কাছে বসিয়াছিলাম, সকলেরই ইচ্ছা যে মা কিছু উপদেশ দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহাকে মায়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে অবনী (বসু) বাবু মাকে বলিলেন, "মা ইনি একজন বড় philosopher."

মা। (হাসিয়া উপেনবাবুকে) বাবা, ফিলসফি কাহাকে বলে ?

উপেনবাবু। আমি কি জানি ?

মা। বাঃ! তোমরা কত কি জান, ছেলেদের পড়াও। (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) তাই না ? এ শিক্ষক নয় ?

আমি। হাঁ, মা, ইনি শিক্ষকতা করিতেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

মা। (হাসিয়া) তবে ত তুমি পাকা শিক্ষক। বল, বাবা, ফিলসফি কি ?

উপেনবাবু। আপনি বলাইলেই বলিতে পারি: আপনি বলান না ?

মা। আমি কি লেখাপড়া শিখিয়াছি ? তুমি বল।

উপেনবাবু। যাহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, সেই সম্বন্ধে কিছু বলাকেই philosophy বলে।

মা। না জানিলে কি কিছু বলা চলে ?

উপেনবাবু। না জানিয়াও কিছু জানার মত বলা।

মা। (হাসিয়া) হাঁ, এ যেন অজানার মধ্যে জানা। বাবা, তুমি কিন্তু খুব ভাল ভাল কথা বলিতেছ।

তাঁহাকে জানিতে হইলে স্বভাবে যাইতে হয়। তোমরা অভাব লইয়াই আছ। যাহা কিছু করিতেছ তাহাতে অভাবই কেবল বাড়িয়া যাইতেছে। এই অভাব হইতে স্বভাবে না গেলে শান্তি নাই।

উপেনবাবু। তাহা হইলে কি করা ?

মা। সকলকে যাহা বলিতেছি তাহাই বলি যে পড়া আরম্ভ কর। যাহা হইবার তাহা আপনি হইয়া যাইবে। দেখ না ছেলেরা পড়িতে আরম্ভ করিলে এক এক বিষয়ে যেমন তাহাদের ক্ষমতা প্রকাশ পায় সেইরূপ ভগবানকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কাজ আরম্ভ করিলে কি যে করা দরকার তাহা নিজের ভিতর হইতেই প্রকাশ হয়। এইজন্য ভগবানকে বলে স্বয়ং প্রকাশ। তাঁহাকে পাইবার পথ তিনিই বলিয়া দেন। দরকার কেবল কাজ আরম্ভ করা—পড়া আরম্ভ করা।

অনেক সময় তোমরা বল যে মন চঞ্চল, কিছুতেই ইহাকে স্থির করিতে পারি না। মন ত চঞ্চল হইবেই। এইজন্য মনকে আমি বাচ্চা বলি। বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইল এই মন বাচ্চার বাপ মা। চঞ্চল ছেলেকে যেমন তাহার বাপ মা নানাভাবে বুঝাইয়া লেখাপড়া শিক্ষা দেয়, তোমাদেরও সেইরূপ অহঙ্কার এবং বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করা উচিত। সকল কাজই ধৈর্য্য এবং একনিষ্ঠার সহিত করিতে হয়। তাহা না হইলে ফল পাওয়া

যায় না। মাটি হইতে জল পাইতে হইলে যেমন ধৈর্য্য ধরিয়া এক স্থানে গর্ত্ত করিতে হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিছু কিছু গর্ত্ত করিলে যেমন জল পাওয়া যায় না, ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলেও একনিষ্ঠার সহিত দীর্ঘ দিন বসিয়া কাজ করিতে হয়।

অনেক সময় বলে না যে, "একবার রাম নামে যত পাপ হরে। মহাপাপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করে॥" কথাটা কিন্তু খুব সত্য। কারণ আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ যত জিনিষ পুড়িয়া শেষ করিতে পারে, লোকের কি সাধ্য আছে যে তত জিনিষ জোগাইতে পারে? নামই কর, আর পূজাই কর, ভগবান্ লাভের জন্য যাহাই কর না কেন, উহা ধৈর্য্য ধরিয়া একনিষ্ঠার সহিত করিয়া গেলেই শান্তির পথ পাওয়া যায়। জঙ্গল কাটিলেই মাঠ। নূতন করিয়া আর মাঠ সৃষ্টি করিতে হয় না। তোমরা অনেক সময় 'অহং' 'সোঽহং' বল না? ইহা কেমন, জান? না, যেমন গাছ ও তাহার ছায়া। ছায়া ধরিয়া অগ্রসর হইলেই যেমন গাছ পাওয়া যায় সেইরূপ 'অহং'এর সাহায্যেই 'সোঽহং'কে পাওয়া যায়।

এমন সময় প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, "মা, তোমার বালিশ তৈয়ার হইয়াছে।"

প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীর হাতে লাল্ মকমলের ওয়ার দেওয়া ছোট একটি বালিশ দেখিতে পাইলাম। মা আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বাজিতপুর হইতেই তুলার বালিশ ত্যাগ হইয়াছে। এখন একেবারে চুলের বালিশ। এবার কলিকাতায় আমার নিকট অনেক বিধবা আসিয়াছিল। তাহাদের চুল তেলে কুচ্‌কুচ্‌ এবং সুন্দর সিঁথিপাটি করিয়া খোপা বাঁধা। তাহাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম, "তোমাদের চুল হইতে খানিকটা আমাকে দাও, আমি উহা দিয়া তোষক, বালিশ তৈয়ার করিব। তাহা না হইলে যে আমার ঠাণ্ডা লাগে। এখন স্থির হইয়াছে যে কুমারীদের চুল দিয়া আমার বালিশ হইবে, সধবাদের চুল দিয়া তোষক এবং বিধবাদের চুল দিয়া কোল বালিশ এবং পুরুষদের চুল দিয়া পায়ের বালিশ।"

এবার মা সকলের নিকট হইতেই মাথার চুল ভিক্ষা লইতেছেন। পুরুষ, কুমারী, সধবা, বিধবা সকলেই কিছু কিছু চুল দিতেছেন। যাহারা চুল দিবেন তাহাদিগকে পূর্ব্ব দিন সংযত থাকিতে বলিতেছেন। পঞ্চবটীতে এই সব চুল কাটা হইতেছে। বটবৃক্ষের নীচে পুরুষদের এবং অশোক-বৃক্ষের নীচে কুমারীদের চুল কাটা হইয়াছে। মা নাকি আরও বলিয়াছেন যে যাহারা এইরূপ চুল দিল তাহারা যেন প্রতি বৎসর অন্নকূটের দিন এইরূপ কিছু কিছু চুল দেয়। এ গুলির যে কি উদ্দেশ্য তাহা একমাত্র মা-ই জানেন। এ সম্বন্ধে অনুমান করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী বালিশ লইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। মায়ের কথা বন্ধ হইয়া গেল। আর বিশেষ কোন কথা হইবে না মনে করিয়া আমরা ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। কিছুক্ষণ পর মা অনেক লোকের সঙ্গে ষ্টেশনে গেলেন। যদিও মাকে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সকলের সঙ্গে যাইবেন বলিয়া মা নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গেলেন। ষ্টিমারে খুব ভিড় দেখিতে পাইলাম। ষ্টিমারে মাকে প্রণাম করিয়া আমরা ঢাকা চলিয়া আসিলাম।

(৩)

শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা আগমন

ঢাকা হইতে মা কলিকাতা গেলেন। পরে শুনিয়াছি মা কলিকাতায় একদিন মাত্র থাকিয়া নবদ্বীপে যান, তথা হইতে বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ, চান্দোদ, ব্যাস প্রভৃতি বেড়াইয়া বরোদা, মথুরা হইয়া আবার নবদ্বীপে আসেন। সমস্ত ভারতবর্ষটা মা এইভাবেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মার কাছে স্থানের দূরত্ব নাই, পথক্লেশ গ্রাহ্যের মধ্যে নয়, দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ চলিতেছে। ইহার যে কি উদ্দেশ্য তাহা মা-ই জানেন।

নবদ্বীপে আসিয়া মা গুপ্তভাবে পনের দিন নৌকায় কাটাইয়া দেন। তাহার পর পুরী চলিয়া যান। সেখানে একদিন কি দুইদিন থাকিয়া একদিন হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ঐদিন সন্তদাস বাবাজীর শিষ্যা শোভা মার জন্মোৎসব ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার দিন। মা ষ্টেশন হইতে উৎসবস্থল বাগবাজারে যাইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া শোভা মার সহিত আলাপ করেন ও বিগ্রহ দর্শন করেন। শোভা মার সহিত এই তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার। কলিকাতায় তিন চার ঘণ্টা থাকিয়া মা দেওঘরে রওনা হইলেন। পরে দেওঘর হইতে দিল্লী গেলেন।

দিল্লী হইতে মা মুশৌরী যান এবং সেখান হইতে অনেক ভক্ত সঙ্গে করিয়া উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রী যাত্রা করেন। মায়ের শরীর রুগ্ন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? মায়ের ভ্রমণের শেষ নাই। আষাঢ়ের প্রথমে মা আবার মুশৌরী ফিরিয়া আসেন। সেখান হইতে কলিকাতা, শ্রীরামপুর হইয়া নলহাটিতে যান। মা আবার বাংলাদেশে ফিরিয়াছেন শুনিয়া ঢাকায় অনেকেই আশা করিতে লাগিলেন যে হয়ত বা একবার মা ঢাকাতেও আসিতে পারেন। কিন্তু মার সঙ্গে যাঁহার দীর্ঘদিনের পরিচয় আছে তিনিও মার গতিবিধি সম্বন্ধে কোন অনুমান করিতে সাহসী হন না।

ঢাকা, ৩১শে শ্রাবণ, বুধবার ১৩৪৬ সন (ইং ১৬।৮।৩৯) সন্ধ্যাবেলায় বাসায় বসিয়া আছি এমন সময় শ্রীমান্ অমিয় (রায়) আসিয়া খবর দিল যে শ্রীশ্রীমা ঢাকায় আসিয়াছেন। তখনই ভূপতিবাবুকে লইয়া আশ্রমে রওনা হইলাম। তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল, বাতাসের জোরও খুব। আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি মা নাম-ঘরে বসিয়া আছেন। মন্দিরে আরতি চলিতেছে। আমরা মাকে প্রণাম করিয়া নাম-ঘরে বসিলাম। মাকে কিঞ্চিৎ শীর্ণকায়া দেখাইতেছিল; কিন্তু মুখে চোখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। যতক্ষণ আরতি চলিতে লাগিল ততক্ষণ আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না।

আরতি শেষ হইলে মা ভূপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার আসার কথা তুমি কোথায় শুনিয়াছ?"

ভূপতিবাবু। রাস্তায় অমূল্যবাবুর নিকট শুনিয়াছি।

মা। (আমাকে) তুমি কোথায় শুনিলে?

আমি। বাসায় বসিয়াই সংবাদ পাইয়াছি। অমিয় আমাকে সংবাদ দিয়াছে।

মা। কলিকাতায় শুনিয়াছিলাম ঢাকাতে দুইটি দল। এক দলকে খবর দিলে আবার অন্য দল অসন্তুষ্ট হয় এই মনে করিয়া কোন খবর না দিয়াই

এবার আসিয়াছি। ভগা ভাল বুদ্ধিই খেলাইয়া দিয়াছেন।

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

মা কতদিন ঢাকায় আছেন তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সেন মহাশয় মাকে বলিলেন, "মা, তুমি ত সর্ব্বদাই ঢাকাতে আছ, তবে কত দিন এখানে তোমার প্রকাশ থাকিবে?"

মা। যাহা ঢাকা তাহা ত ঢাকাই; আর যাহা প্রকাশ তাহা প্রকাশই।

শ্রীমান্ অনাথ। জড় চক্ষে কতদিন তোমাকে আমরা দেখিব?

মা। (হাসিয়া) জড়ের আবার চোখ আছে নাকি? জড়ের চক্ষুও ত জড়।

অনাথ। আমাদের এই চক্ষে কত দিন দেখিব?

মা। তোমাদের চোখে যাহা দেখিবার তাহা ত দেখিতেছই। এ দেহের ত কিছু ঠিক নাই। যাহা হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে। কলিকাতা হইতে আজিমগঞ্জ গেলাম। ঐ জায়গায় পূর্ব্বে কখনও যাওয়া হয় নাই। কোথায় থাকা হইবে তাহাও স্থির নাই। একজন ধর্ম্মশালার কথা বলিল। ধর্ম্মশালায় গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি বড় একটি হল ঘর। নানা জায়গা হইতে দুই একজন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। বহরমপুর, জামসেদপুর হইতে কেহ কেহ আসিল। তারপর কীর্ত্তন। কথা ছিল যে ছয় ঘণ্টা কীর্ত্তন হইবে। তারপর সেই কীর্ত্তন উদয়াস্ত হইবে ঠিক হইল। পরে দেখা গেল যে অহোরাত্র হইয়াও আরও অনেক বেশী হইল। আজিমগঞ্জ হইতে কলিকাতা রওনা হওয়া গেল। খুকুনীরা আমার সঙ্গে ছিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে আমাকে ব্যাণ্ডেলে নামাইয়া দিয়া তাহারা কলিকাতা চলিয়া যাক্। তাহাই হইল। ব্যাণ্ডেলে নামিয়া নৈহাটী যাইতে খেয়াল হইল। নৈহাটী হইতে শেষে ঢাকা আসিয়াছি। ষ্টীমার হইতে খুকুনীদের নিকট আমার ঢাকা আসার সংবাদ তার করিয়া দিয়া আসিয়াছি।

একজন ভক্ত। তাঁহারা ঢাকায় আসিবেন নাকি?

মা। দেখা যাক্ কি করে।

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত শ্রীমান্ অভয়, শ্রীযুক্তা রুমাদেবী ও শ্রীমান্ শিশির আসিয়াছে। রাত্রি আটটার সময় মা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে রওনা হইয়া গেলেন। আজ রাত্রি ঐখানেই থাকিবেন।

৩২শে শ্রাবণ, খুব ভোরে উঠিয়াই সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গেলাম। মা তখনও শুইয়া আছেন। দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলাম, কারণ কলেজ করিতে হইবে।

কলেজের কাজ শেষ করিয়া সাড়ে দশটায় রমনার আশ্রমে গিয়া দেখি যে মা মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। নিকটে স্ত্রী পুরুষ অনেকেই আছেন। ইঁহাদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত নগেনবাবুকে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া মা বলিলেন তুমি সকালে একবার সিদ্ধেশ্বরী গিয়াছিলে?

আমি। হাঁ।

মা। আমি শুইয়াছিলাম। আমাকে ডাকিলেই পারিতে। ঘুম ত নয়, তবে শরীরটা এলাইয়া পড়িয়া থাকে।

ধর্ম্মজীবনে সদ্গুরুর প্রয়োজনীয়তা

এইবার শোভা মার কথা উঠাইলাম।

আমি। শোভা মা বলেন যে সদ্গুরুর নিকট

দীক্ষা না পাইলে ধর্ম্মজীবনে কিছু হইবে না। কিন্তু তুমি এমন কথা বল না।

মা। আমিও বলি।

আমি। সকল সময় নয়।

মা। তোমরা সদ্‌গুরু কাহাকে বল?

আমি। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

মা। হাঁ, যিনি ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়াছেন। দেখ, এই সদ্‌গুরু লাভ বহু সুকৃতির ফলে হয়। আমি যে সর্ব্বদা নাম করিতে বলি এবং নাম হইতেই সব হয় বলি তাহা কি ভাব হইতে বলি তাহা বুঝিয়া লইও।

দেখ, তোমরা কলেজে পড়াও; কিন্তু সকলেই ত আর কলেজে পড়াইতে পারে না। কলেজে পড়াইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে তবে কলেজে পড়ান চলে। কিন্তু সেই জন্য যিনি পাঠশালায় "ক" "খ" শিখান, তাঁহাকেও অগ্রাহ্য করা যায় না এবং ঐ শিক্ষাও বৃথা নয়। কারণ ঐ "ক" "খ" এর জ্ঞান বি-এ, এম-এ পর্য্যন্ত থাকে। সেইরূপ সাধনের এবং তত্ত্বজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। যাঁহারা যে যে স্তরের তাঁহারা সেই সেই স্তরের কথা বলিতে পারেন। কাজেই এই সব স্থলে সদ্‌গুরুর প্রশ্ন উঠে। এ দেহের ব্যাপার জান ত? ইহা কাহাকেও নিরুৎসাহ করে না। সদ্‌গুরু না পাইলে কিছু হইবে না, এ কথা বলিলে লোকে হয়ত উৎসাহশূন্য হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে। তাই আমি সর্ব্বদা নাম করিতে বলি। নাম করিতে করিতে ব্যাকুলতা আসিবে। তখন গুরু করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। গুরু করিয়াও হয়ত ব্যাকুলতার নিবৃত্তি হইবে না। তখন হয়ত দেখিবে যে কেহ কেহ এক গুরু হইতে অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ক্রম-দীক্ষার কথা শাস্ত্রেও ত তোমরা পাও। এ-ও সেইরূপ। গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট সবই ত এক। লৌকিক হিসাবে বহু গুরু দেখিলেও তত্ত্বের দিক্ হইতে উহা এক। জলে হাজার হাজার তরঙ্গ থাকিলেও উহা জল বই আর কিছু নয়। আমি সবই এক দেখি। তাই ভাগ ভাগ করিয়া কিছু বলিতে পারি না। আসল কথা চাই ব্যাকুলতা, চাই জমি তৈয়ার। এই শরীরটা ত একটা জমি। জমি তৈয়ার হইলে উহাতে বীজ পড়িলেই গাছ হয়। ব্যাকুলতা বাড়াইবার জন্য, জমি তৈয়ার করিবার জন্য, আমি নাম করিতে বলি।

(নিজকে দেখাইয়া) এ দেহের সবই আপনা হইতে হইয়া গিয়াছে। হয়ত লক্ষের মধ্যে, কোটির মধ্যে, কাহারও কাহারও আপনা হইতে সব হইয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় আমি কি করিয়া বলি যে সদ্‌গুরু ছাড়া কিছুই হইবার উপায় নাই? তবে এ দেহের কথা ছাড়িয়া দিয়া কথা বলাই ভাল।

আবার অন্য দিক্ হইতে দেখ, যদি কেহ কোন লৌকিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নিজ হইতে কোন নাম বা ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে, যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার কোন গুরু নাই, কিন্তু আমি বলিব যে এসব কাজও সে গুরুর ইচ্ছায়ই করিতেছে। গুরু বলিতে আমরা ভগবান্‌ই বুঝি এবং তিনিই সমস্ত ভাব ও কর্ম্মের মূল। এক্ষেত্রে আমি বলিব যে গুরু হৃদয়ে থাকিয়া এই সব কর্ম্মের প্রেরণা দিতেছেন। কাজেই তোমরা বলিতে পার যে সদ্‌গুরু ছাড়া কিছুই হইবার উপায় নাই। তবে যে লোকে সদ্‌গুরুর আশ্রয়ের কথা বলে উহার অর্থ এই যে, একবার সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইলে আর পতন নাই। তিনি মন্ত্রকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া দেন কি না, তাই উহা কখনও নষ্ট হয় না। তবে তোমরা ইহাও

দেখিতে পাও যে অনেকে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র পাইয়াও অন্য গুরুর আশ্রয় নেয়; কারণ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য তাহাদের ব্যাকুলতা এত বেশী যে তাহারা সদ্‌গুরুর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। এই সব স্থলে আমি বলিব যে, এই যে ব্যাকুলতা আসে এবং কিছু লাভ করিবার আশায় এক গুরু হইতে অন্য গুরুর শরণাপন্ন হয় ইহাও সেই সদ্‌গুরুর ইচ্ছায়। তারপর এমন এক অবস্থা আসে যখন গুরু, কৃপা ইত্যাদি কিছুই থাকে না। সব একাকার। গুরুশূন্য অবস্থাও ত আছে? তাই নয় কি?

আমি। কি করিয়া বলিব? আমার ত সে অবস্থা হয় নাই।

মা। শাস্ত্র ত পড়িয়াছ?

আমি। হাঁ, এইরূপ কথা একবার তোমার মুখে শুনিয়াছিলাম।

মা। হাঁ, দ্বৈত ভাব কাটিয়া গেলেই এই অবস্থা হয়। তখন কে কাহার গুরু? কে কাহাকে কৃপা করিবে?

আমি। মা, তুমি বলিলে যে অনেক সুকৃতির ফলে সদ্‌গুরু লাভ হয়। তবে এইরূপ হয় কেন যে সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও নিজের মধ্যে বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না?

মা। কেবল সুকৃতি হইতেই যে সদ্‌গুরু লাভ হয় এমন নয়; তাঁহার অহৈতুকী কৃপাও আছে। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে, কেহ সদ্‌গুরু-লাভের পর শীঘ্র শীঘ্র ফল পায়, আবার কাহারও বিলম্ব হইতে থাকে।

আমি। এই যে বিলম্ব হয় ইহা কি শিষ্যের জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত সংস্কারের ফলে?

মা। গুরুর ইচ্ছায় সবই হইতে পারে। তিনি নিমেষেই সব ভস্ম করিয়া দিতে পারেন। আবার তাঁহারই ইচ্ছায় বিলম্ব হয়।

আমি। শোভা মা বলেন যে সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিলে তিন জন্মে মুক্তি হয়। অবশ্য ইহা নিম্নাধিকারীর পক্ষে। এ কথা ঠিক কি না?

মা। এ কথার উত্তর আমার মুখ হইতে এখন বাহির হইতেছে না।

ব্রহ্মজ্ঞতা এবং পূর্ণতা

আমি। শোভা মা আরও বলেন যে জগতে এক সময় নয় জনের বেশী সদ্‌গুরু থাকিতে পারিবে না। উহার একটি কম বা একটি বেশী হইলে চলিবে না।

মা। মাতাজী এরূপ বলে নাকি? আমি কিন্তু এরূপ বলিতে পারি না। তবে জানিও আধ্যাত্মিক জগতের অনুভূতি অনন্ত। উহাতে সবই সম্ভব। নয় জন সদ্‌গুরু থাকাও তেমনি ঠিক।

আমি। পূর্ণতা লাভ করিলে সকলের দৃষ্টিভঙ্গী কি একরূপ হয় না? তবে কেহ সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে কথা বলেন, আবার কেহ কথার মধ্যে অনন্তের অস্পষ্টতা রাখিয়া যান কেন?

মা। দেখ, খণ্ড আর অখণ্ড লইয়াই পূর্ণতা। খণ্ডভাবে দেখিলে উহা পূর্ণভাবে দেখা হইল কোথায়? কোন জিনিষ দেখিতে হইলে তাহাকে সীমার মধ্যে রাখা যায় না।

আমি। তবে কি বুঝিব যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহারা সকলে পূর্ণ নহেন? তাহা না হইলে আমাদের শাস্ত্রকারগণ সকলেই ত ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট পথই আছে। তাহাতে অস্পষ্ট ভাব কম।

মা। (হাসিয়া) ইহার দুই ভাবেই উত্তর হইতে পারে। একদিক্ হইতে বলা যায় যে তাঁহাদের অনুভূতিতে তাঁহারা যেটুকু ধরিয়াছিলেন কেবল তাহারই বর্ণনা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, কাজেই উহা খণ্ড সত্যের বর্ণনা। আবার অন্য দিক্ হইতে বলা যায় যে তাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য ঐরূপ করিয়াছেন। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞ শাস্ত্রকারেরা পূর্ণ হইতে পারেন, আবার নাও হইতে পারেন। এখন বুঝিলে ত?

আমি। হাঁ, বুঝিলাম, তবে না বুঝিবার মতই।

মা। (হাসিয়া) কে কোন স্তরের লোক তুমি তাহা জানিতে চাও। এ দেহ হইতে ঐ সব কথা বাহির হয় না।

ইহার পর মাকে আহারের জন্য ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

স্বরূপ উপলব্ধিতে আনন্দের অভিব্যক্তি

বিকালে পুনরায় যখন আশ্রমে গেলাম তখন দেখিতে পাইলাম যে খুকুনীদিদি ও স্বামীজী কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীমতী বুনীও আসিয়াছে। দিদি ও স্বামীজীর সহিত সামান্য কথাবার্ত্তা হইল। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লোকের ভয়ানক ভিড়। আজ বৃহস্পতিবার, কাজেই মেয়েদের কীর্ত্তন। নাম-ঘরে কীর্ত্তনের আয়োজন হইতেছিল। আমরা নামঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মা হাত মুখ ধুইতে গেলেন। হাতমুখ ধুইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর মা আবার নামঘরে মেয়েদের কীর্ত্তনে আসিবেন। অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর সহিত কথা বলিতেছি, এমন সময় তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামীজী আনন্দে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে শ্রীশ্রীমা আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত। মা স্বামীজীকে উচ্চহাস্য করিতে দেখিয়া আমাকে বলিলেন, “দেখ, পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু দেখিলে কেমন আনন্দ হয়! মানুষ যখন নিজকে জানিতে পারে তখন সে পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর মত নিজকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যায়।”

সমস্ত বিকাল ও সন্ধ্যাবেলা হট্টগোলের মধ্যেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যারতির পর মাকে নামঘরে বসান হইল। এই সময় লোক কমিয়া গিয়াছে। মা'র সঙ্গে নানা কথা হইতে লাগিল।

বীরেন (মুখার্জ্জি) দাদা মুন্সীগঞ্জ হইতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা বীরেন দাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাবাজী বেশ কথা বলিতে পারে। তাহার চিঠি পড়িয়াও সকলে হাসে। আমি যখন উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রী হইয়া আসিলাম বাবাজী আমাকে বলিল, “ভাঙ্গা শরীরটা লইয়া বেড়াইয়া আসিয়া খুব কাজ করিয়াছ।” এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। মা আবার বলিতেছেন, “আঠার দিন ডাণ্ডিতে থাকিয়া দেহটা সত্যি কেমন হইয়া গেল। সকলে ডাণ্ডিতে চলিলেও কখনও শুইয়া, কখনও বসিয়া নানা ভাবে সময় কাটাইতে পারে। কিন্তু এই দেহের সবই আলাদা। শুইয়া আছে ত শুইয়াই আছে, বসাও নাই পাশ ফেরাও নাই। ডাণ্ডিতে আঠার দিন গুটিশুটি দিয়া থাকিতে থাকিতে দেখি যে আর দাঁড়াইতে পারি না। শরীরের নাড়ীগুলি কেমন জড়াইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেও দাঁড়াইতে পারি না। পা, কোমর, পেট যেন কেমন আট্‌কাইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলে কে

যেন জোর করিয়া বসাইয়া দেয়। সব যেন পাথরের মত হইয়া গিয়াছে। তারপর যে শুইয়া পড়িলাম সেই শোয়াই শোয়া। এইভাবে দেরাদুন আসিলাম। সেবা আমাকে এইভাবে দেখিয়া একটা মালিশের ব্যবস্থা করিল। সে বলিল, "কোন ঔষধ দেওয়া হইবে না, কেবল একটা ফলের তৈল মালিশ করা হইবে। মা ত ফল খানই। কাজেই ফলের তৈল আর কি দোষ করিবে?" মালিশের জন্য সেবা কয়েকটি মেয়েও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। আমাকে উপুর করাইয়া যখন মালিশ করিতে গেল তখন আমার অবস্থা দেখিয়া উহারা ত অবাক্। উহারা দেখিল যে আমি যে কেবল লম্বা হইয়া শুইতে পারি না তাহা নহে, আমার রগগুলিও যে বাঁকিয়া গিয়াছে তাহাও উহারা হাতেই স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। ইহা দেখিয়া উহারা বলিতে লাগিল, "মা, এমনভাবে তুমি বাঁচিয়া রহিলে কি করিয়া? এ ভাবে ত অন্য লোক বাঁচিতে পারে না।" যাহা হউক তিন দিন মালিশ চলিল। উহাতে পায়ের দিকের জড় ভাবটা একটু কমিলেও আর এক নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল—সমস্ত শরীরে যেন মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রিক শক লাগিতে লাগিল। তখন আর কথা বলিতে পারি না। আমার অবস্থা দেখিয়া সকলে ভয়ে অস্থির। তখন সকলে মনে করিল যে ঐ মালিশের মধ্যে তারপিন তেলটেল বোধ হয় কিছু ছিল উহাতেই এইরূপ হইয়াছে। তখন মালিশ বন্ধ করা হইল এবং শুধু সরিষার তেল মালিশ চলিতে লাগিল। কিছুদিন পর তাহাতেই সারিয়া উঠিলাম এবং চলাফেরা করিতে লাগিলাম।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

সংযমব্রত

কিছুক্ষণ পর মা আবার বলিতে লাগিলেন, "কাল সংযমব্রতের কথা হইয়াছিল। (আমাকে) তুমি ত উপস্থিত ছিলে?"

আমি। না।

মা। এ কথা অন্য জায়গায়ও হইয়াছে। (বীরেন দাদাকে) তুমি ত শুনিয়াছ?

বীরেন দাদাও অস্বীকার করিলেন। মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

খুকুনীদিদি। সংযমব্রতের কথা বল না।

মা। কথাটা যেন আসিতেছে না।

আমি। আমাদের সংযমের দরকার নাই বলিয়া বোধ হয় এরূপ হইতেছে। (সকলের উচ্চহাস্য)

মাও হাসিতেছেন। পরে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা অনেক সময় বল না যে, নাম করি কিন্তু ফল ত পাই না। ফল পাইবে কি করিয়া? ঔষধ খাইবে আবার কুপথ্যও করিবে তাহাতে ফল হইবে কেমন করিয়া? সেইজন্য বলি যে প্রতিমাসে দুই এক দিন সংযম অভ্যাস করিতে হয়। অবশ্য এই সংযমের ভাব যতটা বাড়াইবে ততই ভাল। কারণ সর্ব্বদা সংযমের ভাবে থাকাই হইল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথম প্রথম ত তাহা হয় না। তাই মনে করিতে হয় কি যে, এই ক' মাস—যেমন বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক এবং মাঘ—এই ক' মাসে আমি এই এই দিন সংযম করিব, অর্থাৎ ঐ দিন কোন লোভের জিনিষ খাইব না, মিথ্যা কথা বলা কি রাগ করা এ সব ভাব আসিতে দিব না, স্ত্রীকে ভগবতী ভাবে দেখিব, ছেলেপেলেদিগকে বালগোপালের মূর্ত্তিতে দেখিব; তাহারা অসন্তোষের কার্য্য করিলেও অসন্তুষ্ট হইব না, বা অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিব না, সংসারের কার্য্য যাহা করণীয় তাহা করিব, কিন্তু যতটুকু দরকার ততটুকু; বাকী সময় নাম, জপ, কীর্ত্তন কি সদ্গ্রন্থ-

পাঠ ইত্যাদি লইয়া থাকিব। এই ভাবে চেষ্টা করিতে হয়। প্রথম প্রথম হয়ত অকৃতকার্য্য হইবে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। চেষ্টার ভাব রাখিবে। এইরূপ কিছুদিন চলিলে সংযম অভ্যাস হইবে। সংযমের কথা ত তোমরা কত পড়, মুখেও বল; কিন্তু কাজে পরিণত করা চাই। এসব অভ্যাস করিতে হয়। গীতাতেও অভ্যাস যোগের কথা আছে। তাই অভ্যাস করিতে হয়।

মা হাসিমুখে অতি মধুর স্বরে এসব কথা বলিতেছেন আর আমরা নীরবে শুনিতেছি। ইহার পরই শ্রীমান্ অভয় কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কীর্ত্তন চলিল। রাত্রি সাড়ে ৯॥ টার সময় মাকে কিছু আহার করান হইল, খাদ্য দুধে ডালিয়া সিদ্ধ। ভোজনান্তে আমরা প্রসাদ পাইলাম, পরে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

১লা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪৬ সন (ইং ১৮।৮।৩৯) বিকাল বেলা সিদ্ধেশ্বরীতে গেলাম; শুনিতে পাইয়াছিলাম যে মা সিদ্ধেশ্বরীতে গিয়াছেন। দিল্লী হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরীতে গিয়া দেখিলাম যে শ্রীশ্রীমা কালীবাড়ীর পুকুরের ঘাটলায় বসিয়া আছেন। অভয়, শিশির এবং নরেন বাবু জলে সাঁতার কাটিতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই মা রমনা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। বৃষ্টির জন্য স্বামী অখণ্ডানন্দজী, বীরেন দাদা এবং আমি আসিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত রাজমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাসায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃষ্টি থামিলে আমরা আশ্রমে ফিরিলাম। তখন সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রীশ্রীমা নাম ঘরে বসিয়া আছেন।

আরতির পর অনেকেই মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। আমরা নাম ঘরে আসিয়া বসিলাম। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকেই আসিয়া নাম ঘরে বসিলেন। এই সময় মায়ের উপদেশ শ্রবণ করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

প্রমথবাবু। মা, কিছু বল।

মা। কি বলিব? তোমরা আমাকে বাজাইয়া লও। যেমন বাজাইবে তেমনি শব্দ পাইবে। তোমরাও শুন, আমিও শুনি।

নগেনবাবু তারাপীঠের রাঙ্গামা'র কথা মাকে বলিতে লাগিলেন। মায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। নগেনবাবুকে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মা বলিলেন, "হাঁ, মা এ দেহকে স্নেহ করে, তাই এ দেহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে।"

নগেনবাবু। তুমি ত মেয়ে সাজিয়া বসিয়া আছ। বিশ্ব সংসারে সকলেই তোমার মা আর বাবা। মা হওয়ার দায়িত্ব তুমি লইতে চাও না?

মা। মেয়ে হওয়াই ত ভাল। বাপ মায়ের কোলে কোলে থাকিতে পারিব। খাওয়া দাওয়ার চিন্তা নাই। কেবল আদরে আদরেই চিরকাল আনন্দে কাটাইয়া যাইতে পারিব। আর তোমাদের মা হইলে তোমরা এই বুড়ীমাকে ঘরের এক কোণে ফেলিয়া রাখিবে, আর কবে এই বুড়ী শেষ হইবে, কবে তোমাদের আপদ্ শান্তি হইবে তাহার হিসাব করিতে থাকিবে। (নগেনবাবুকে) আচ্ছা, বাবা, ভগবান্‌কে যে বাপ মা ইত্যাদি বলে এ সব কি?

নগেনবাবু। এ সব রসাস্বাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক পাতাইয়া লওয়া। এ সব কল্পনা মাত্র।

মা। কল্পনা কাহার ?

নগেনবাবু। এ সব মনের কল্পনা।

মা। মনটা কি ?

নগেনবাবু। মনকে শরীরের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ইহা সঙ্কল্প-বিকল্প। কেহ ইহাকে জড় বলেন। কত মতই না আছে। এক মতের সহিত আর এক মতের মিল নাই।

মা। যত মত তত পথ। মত কি না পথের পরিচয়। গণ্ডগোল কি ?

নগেনবাবু। গণ্ডগোল নয় কি ? এই যে সব মত ইহার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা ? খাঁটি সত্য কি ?

মা। জগতে এক বই ত দুই নাই। যদি তাহাকে সত্য বল তবে তাহা সত্য। যদি তাহাকে মিথ্যা বল তবে তাহা মিথ্যা। সত্য মিথ্যা লইয়াই ত তিনি। ইহাতে আবার গণ্ডগোল কি ?

নগেনবাবু। আমার এ সব বেদান্ত দিয়া কাজ নাই। তোমাকে একটা সোজা প্রশ্ন করি, তুমি সোজা উত্তর দাও। তুমি ত এতদিন ঘুরিয়া আসিলে, আমাদের জন্য কি আনিলে ?

মা। বাঃ! ঘুরিলাম কোথায় ? আমি ত এক জায়গায়ই আছি। ঘুরিতে হইলে ত এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে হয়। আমার যে জায়গা একটি। আমার পাশ ফিরিবার জায়গাও নাই। এক জায়গায় থাকিলে কিছু আনিবার প্রশ্ন উঠে না।

"তোমার সবই বেদান্ত" এই বলিয়া নগেনবাবু হাল ছাড়িয়া দিলেন। সকলে হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের অভয়বাণী

শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু নগেনবাবুকে বলিলেন, "কেমন, বাজাইয়া দেখিলেন ত ? কোন কথা ত পাওয়া গেল না। এইবার আমি একটু চেষ্টা করি।" এই বলিয়া প্রমথবাবু শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, "মা, আমি একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আমাদের গর্ভধারিণী মা ছাড়া এই যে আর একটি মায়ের কথা শুনি, যে আমাদের সুখ দুঃখ বোঝে, যাহার উপর আবদার অভিমান করা যায়, বিপদ আপদে যে সাহায্য করে সে মা বাস্তবিক পক্ষে আছে কি নাই ?"

মা। আছে।

প্রমথবাবু। তবে সে মা এমন অনাসক্ত ও মমতাবর্জ্জিত কেন ?

মা। কি রকম ?

প্রমথবাবু। এইমাত্র না তুমি রাজকুমারবাবুকে* এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলে যে সংসার করিলে শোক তাপ সহ্য করিতেই হয়। কাঁটার মধ্যে থাকিলে গায়ে আঁচড় লাগিবেই। যে মা আমাদিগকে কাঁটার আঁচড় হইতে একটু রক্ষা করিতে পারে না সে আবার কিসের মা ?

মা। এ কেমন জান ? তোমরাও ত ছেলেপেলেদের বাপ মা হইয়াছ ; তোমরাও ছেলেপেলেদিগকে খেলিতে দাও ; কেননা উহা তাহাদিগের পক্ষে মঙ্গল বলিয়াই তোমরা জান। এই খেলা খেলিতে গিয়া কেহ আছাড় খাইয়া পড়ে, কেহ বা গায়ে ধুলা কাদা মাখে। তোমরা যখন তাহাদের

---

* শ্রীযুক্ত রাজকুমার ভট্টাচার্য্য। ইনি বাবা ভোলানাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী। ইদানীং ইহার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। প্রথম জীবনে ইনি সন্নাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সকলের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন।

ধুলা কাদা ঘসিয়া মাজিয়া উঠাইতে যাও তখনই তাহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। সেইরূপ সংসার করিতে আসিয়া তোমরা যে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ কর, জানিও ইহা আর কিছুই নয়, মা কেবল তোমাদের ময়লা পরিষ্কার করিয়া লইতেছেন।

প্রমথবাবু। কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারি কই? ছেলেপেলেদিগকে মা যখন মারেন তাহারা কিন্তু বুঝিতে পারে যে মা-ই তাহাদিগকে মারিতেছেন। তাই তাহারা কান্না করিতেও 'মা' বলিয়া কান্না করে।

মা। না, তা' নয়। ছেলেপেলেদের পরিষ্কার করিতে গেলে যে তাহারা কান্না করে তাহা তাহারা ব্যথায় দরুণই করে। পরে তাহারা বুঝিতে পারে যে মা তাহাদিগকে পরিষ্কার করিবার জন্য ঐরূপ করিয়াছেন। ছেলেপেলেদের উপমা দিয়া যখন কথা হইতেছে তখন ঐ ভাবে আরও বলিতে পারি যে মা ছেলেপেলেদিগকে ভালবাসিলেও সকল জিনিষ কিন্তু তাহাদের হাতে দেন না। যেগুলি অতি মূল্যবান্ সেগুলি উঠাইয়া রাখেন। তাহা না হইলে যে ছেলেরা নষ্ট করিয়া ফেলিবে। উপযুক্ত সময় আসিলে মা ঐগুলি সন্তানদের হাতে দিয়া দেন। কাজেই নিরাশ হইবার কিছুই নাই। কাজ করিয়া যাও। এখনই ফল না পাইলেও কাজ বৃথা যাইতেছে না। মা তোমাদের জন্য সব গুছাইয়া রাখিতেছেন। সময় হইলে সবই তোমাদিগকে দিবেন।

প্রমথবাবু। তাহা হইলে আমরা মায়ের উপর নির্ভর করিতে পারি?

মা। আমি বলি তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হও এবং নাম জপাদি যাহা করিবার তাহা করিয়া যাও।

রাজকুমার বাবু। তুমি আবার নামজপ করার সর্ত্ত আরোপ করিতেছ কেন? আমাদের জাগতিক মা ত ছেলেপেলেদের মঙ্গলের জন্য কোন সর্ত্ত আরোপ করেন না।

মা। জাগতিক মা হইতে এ মা একটু আলাদা। এ মা চান যে ছেলে মায়ের সমস্ত গুণ লাভ করুক। মায়ের যাহা আছে, মা যেমনটি আছেন, ছেলেও তেমনটি হউক। এইজন্য এ মা ছেলেদিগকে দিয়া নাম করাইয়া নেন। তাহা ছাড়া জাগতিক মার বেলায়ও ত তোমরা দেখিতে পাও যে মা ছেলেপেলেদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য কষ্ট দেন। কেন না তাহারা যেন লেখাপড়া শিখিয়া পিতামাতার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে। কিন্তু এ মা সন্তানদিগকে নিজের আকারে গড়িয়া নিতে চান। মায়ের সমস্ত গুণ ছেলেপেলেদিগকে দিতে চান, অর্থাৎ তাহাদের অনুভূতিতে প্রকাশিত হইতে চান। এই হিসাবে জাগতিক মা হইতে এই মা একটু আলাদা।

শ্রীশ্রীমায়ের অভয়বাণীতে সকলেই যেন আশ্বস্ত বোধ করিতে লাগিলেন। সকলের মুখে চোখে একটা আনন্দের ভাব। কিন্তু বিপদ এই—মনের এই সরস ভাবটুকু কতক্ষণ বা থাকিবে? সন্দেহ অবিশ্বাসের ঘনঘটা আসিয়া কখন যে শ্রাবণাকাশের এই ম্লান রশ্মিটুকু ঢাকিয়া ফেলিবে তাহা হয়ত আমরা জানিতেও পারিব না।

এই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কনিষ্ঠ পুত্র নন্দুবাবুর ছেলে মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটির বয়স পাঁচ ছয় বৎসর হইবে। দিব্বি ফুটফুটে ভালবাসা মাখান চেহারা। সে হাতজোড় করিয়া মাকে বলিল, "মা, আমি লিখিতে শিখিয়াছি। আমাকে একখানা খাতা দিবে না?" বোধ হয় ইহা

মা বাবার শেখান কথা : ওই কথা শুনিয়া মা এবং আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। শিশুটি লজ্জা পাইল। মা খুকুনীদিদিকে বলিলেন, "শুনিতেছ এ কি বলিতেছে? কোন খাতা আছে নাকি?" খুকুনীদিদি বলিলেন, "এখন ত নাই, আনাইয়া দেওয়া যাইবে।"

মা। (ছেলেটিকে) কাল খুব সকালে আসিও তখন তোমাকে খাতা দিবার চেষ্টা হইবে। তোমার বাবাকে বলিও যে বেলা আটটা পর্য্যন্ত না ঘুমাইয়া তোমাকে যেন সকাল সকাল আশ্রমে লইয়া আসে।

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

মা। তুমি আমার বন্ধু হইবে?

ছেলেটি আবার ঘাড় নাড়িল।

মা। বন্ধু হইলে কিন্তু বন্ধুর কথা শুনিতে হয়—আমার কথা শুনিবে?

ছেলেটি তাহাতেও সম্মত।

মা। আচ্ছা, তবে শুন—সকালবেলা উঠিয়া হাতমুখ ধুইবে। কেমন? তারপর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, "আমি যেন খুব ভাল ছেলে হইতে পারি।" তারপর বাপ মার কথা শুনিবে। কটি কথা হইল?

ছেলে। চারটি।

মা। আর একটি কথা সেটি, হচ্ছে এই যে খুব দুষ্টামি করিবে। (সকলের হাস্য)

ছেলেটিও হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় কে যেন বলিলেন, "খোকা, যোগীরা কিরূপে বসে দেখাও ত।" ছেলেটি মায়ের ছোট খাটের উপর পদ্মাসন করিয়া বসিল এবং উর্দ্ধমুখ হইয়া অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিল। তাহার হাবভাব দেখিয়া সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশুটির মুখে হাসি নাই, চোখে পলক নাই এবং সে মাথাও হেট করিতেছে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মা তাহাকে মাথা নামাইতে না বলিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সেইভাবেই রহিল। মা শিশুর সঙ্গে শিশু সাজিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমাকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা

কিছুক্ষণ ছেলেটিকে লইয়া আনন্দ করিবার পর অভয় মাকে দেরাদুনের সম্মোহকের (hypnotiser) গল্পটি বলিতে বলিল। মা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "একদিন দেরাদুন আশ্রমে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছিল। তাঁহার মাথায় জটা। জটাগুলি কাঁধ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। সে আশ্রমের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতোছল। সকলে তাহাকে আশ্রমের মধ্যে আসিতে বলিল, কিন্তু সে তাহা না শুনিয়া বাহিরে ভিজিয়া ভিজিয়াই এক দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তাহাকে আশ্রমের ভিতর ডাকিয়া আনিতে আমি একজন লোককে বলিলাম। সে যাইয়া সন্ন্যাসীকে আমার কথা বলিলে সে ভিতরে আসিতে সম্মত হইল। কিন্তু আশ্রমে ঢুকিতে যাইয়াও সে একবার পা তুলিতেছে আবার নামাইতেছে, যেন কত সন্তর্পণে আসা। আশ্রমে ঢুকিয়া সে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে, তোমরা কি হিপ্‌নটাইজ বল না?—তাহা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃষ্টিতে তাহার সমস্ত শরীর ভিজিয়া গিয়াছে। কাপড়ও ভিজা। আমি তাহাকে কাপড় ছাড়িতে বলিলাম। সে বলিল; "কাপড় পাইলে ছাড়িতে পারি।" বীরেন তাহার একখানা কাপড় আনিয়া দিল, কিন্তু সে তাহা পরিল না। সে বলিতে লাগিল, "আমি

ভগবান্, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং আমাকে এই সব দাও।" তাহাই করা হইল। পরে সে বলিল, "আমাকে পাঁচ টাকা দাও।" উহা শুনিয়া অনেকেই তাহার উপর চটিয়া গেল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে যেন সকলকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে ঐ টাকা চাহিতে দেখিয়া সকলের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। পরে সে একান্তে আমার সহিত কথা বলিতে চাহিল। কিন্তু ঐ ভগবানের নিকট আমাকে একা ফেলিয়া যাইতে ইহাদের সাহস হইল না। তখন আমি সকলকে বলিলাম, "তোমরা সরিয়া যাও না, শুনি ইহার কি কথা আছে।" আমার কথায় তাহারা সরিয়া গেল সত্য, কিন্তু সকলেই হলঘরের বাহিরে চিকের আড়ালে দাঁড়াইয়া আমাকে পাহারা দিতে লাগিল, পাছে সে আমার কোন অনিষ্ট করে। সন্ন্যাসী কিন্তু আমাকে কোন কথা বলিল না। সে কেবল আমাকে অভিভূত্ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমিও দেখিতে পাইলাম যে তাহার ভিতর হইতে একটা শক্তি গড়াইয়া গড়াইয়া আমার দিকে আসিতেছে, কিন্তু আমার দেহ যেন স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এই দেহের কাছে আসিয়াই যেন ঐ শক্তি আবার ফিরিয়া যাইতেছে। তখন আমার শরীরের মধ্যেও একটা ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। জানই ত আমি ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। দরকার মত সবই এ দেহের ভিতর দিয়া হইয়া যায়। ঐ ক্রিয়ার ফলেই তাহার মোহিত করিবার শক্তি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। এ কেমন? না, ছেলে-পেলেরা ঢিল ছুঁড়িলে তোমরা যেমন হাত দিয়া সেই সব ঢিল সরাইয়া দেও, উহা তোমাদের গায়ে লাগিতে দেও না। ইহাও সেইরূপ। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া সে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে তাহার হাত দিয়া আমার মাথা স্পর্শ করিতে আসিল। এমন সময় মন্মথবাবু প্রভৃতি হল ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া দিল। তখন সে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার জন্য যে ফুল, ফল, কাপড়, টাকা আনা হইয়াছিল তাহা সে কিছুই লইল না। তখন ঐ সব জিনিষ-পত্র আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া দেওয়া হইল। দেখ, লোকটি কিন্তু আশ্রমের প্রায় সকলকেই অল্প-বিস্তর কাবু করিয়াছিল এবং সকলের মনেই ভয় হইয়াছিল যে পাছে আমাকে কিছু করিয়া ফেলে। সেইজন্য আমাকে একা ঐ লাকটির কাছে রাখিয়া যাইতে এদের এত আপত্তি ছিল। কিন্তু এ দেহের ত কিছুতেই আপত্তি নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা সে এ দেহের সম্মুখে আসিয়া করিতে পারে। তবে অনেক সময় ইহাও দেখিয়াছি যে যদি কেহ নিকটে আসিলে বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হইবে বলিয়া খেয়াল হইয়াছে তখন এ দেহ তাহাকে কাছে আসিতে দেয় নাই। তাহাকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (হাসিয়া) এ দেহে সকল রকমই হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গগুণ

এইবার বিদায় লইবার পালা আসিল। রাজকুমারবাবুকে মা বলিলেন, "তোমার ত এখন পরিষ্কার হইয়াছে। এখন তুমি এক মনে এই পথে (ধর্ম্মপথে) চলিতে থাক।"

রাজকুমারবাবু। আমি ত এই পথেই চলিতে গিয়াছিলাম। তুমিই ত আমাকে সংসারে আনিয়া এই জঞ্জালে ফেলিয়াছ।

মা। বেশ ত ভোগ কাটিয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। এ দেহের মজাই এই। অন্য স্থানে গেলে ভিতরের অনেক জিনিষ চাপা পড়িয়া থাকে; কিন্তু

এ দেহের কাছে আসিলে ও গুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা ত ভালই। সাপগুলিকে কি গর্ত্তে পুষিয়া রাখা ভাল? কখন তাহারা যে 'ফোঁস্' করিয়া উঠিবে কে জানে? সাপগুলিকে বাহির করিয়া দিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লওয়াই ভাল।

মার কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। একদিন তিনি আমাকে গুণাতীতের সঙ্গ করা এবং সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট মহাপুরুষের সঙ্গ করার মধ্যে পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহাপুরুষদের সঙ্গ করিলে সাধন-ভজনে অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। কেন না তাঁহাদের সত্ত্বগুণের প্রভাবে লোকের কুসংস্কারগুলি সাময়িকভাবে অভিভূত হইয়া থাকে। এমন কি তাহাদের অস্তিত্বও তখন উপলব্ধি করা যায় না এবং তখন মনে হয় যে ঐ সকল মহাপুরুষদের সঙ্গগুণে সাধন-ভজনে বেশ উন্নতি হইতেছে। কিন্তু ঐ কুসংস্কারগুলি সাময়িকভাবে অভিভূত হইয়া থাকিলেও একেবারে লুপ্ত হয় না। সময়ান্তরে উদ্দীপক কারণ পাইলেই উহারা আবার জাগ্রত হইয়া উঠে। গুণাতীতের, যেমন শ্রীশ্রীমায়ের, সঙ্গগুণ কিন্তু ঐরূপ নহে। এখানে যাঁহার সঙ্গ করা হয় তিনি কোন গুণের অধীন নন বলিয়া সত্ত্ব, রজঃ কোন গুণই অন্য কাহারও উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে এই সময় সাধন-ভজনে উন্নতি না হইয়া বরং অনেক স্থলে অবনতিই দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা গুণাতীতের সংসর্গে আসিলে লোকের প্রচ্ছন্ন সংস্কারগুলি যেন আরও উগ্র হইয়া উঠে। অবশ্য কুসংস্কারগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে বলিয়াই এরূপ উগ্র হইয়া উঠে, এবং উহাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সদ্‌গুণের আবির্ভাব এবং স্থায়িত্ব হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ভয়ানক বেগ পাইতে হয়। শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ব্বোক্ত কথা দ্বারা গোপীবাবুর অভিমতেরই সারবত্তা সমর্থিত হইল।

রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছে দেখিয়া আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

—ক্রমশঃ

The ONE who is the Eternal, the Atman,
He Himself is the traveller on the path to Immortality,
He is all in all, He alone is.

MATRI VANI

(*Replies to letters on various subjects from different people at different times.*)

53.

After all these days this kind of question has occurred to him ? Of course it has happened because he is at a stage when questions arise, and there is nothing wrong about it—for is not everything God's creation ? Things are different for different people. It is well to remember that what looms as a formidable problem may at times be resolved in a very easy way and so the further question may arise : Was it after all but a trifling problem ? The Creator of all things alone knows how to appraise it, He alone knows what is great and what is small.

54.

In whatever condition God may keep man at any time, he must remain content. He should wholly rely upon God and let his mind be occupied with Japa and meditation. It is when one's desires remain unfulfilled that one feels disappointed or frustrated. The only desire to be cherished is that His will may be done. Let him say to himself : "I shall call out to the Almighty, for no matter what He does, He does it for the best." To live in this spirit is man's duty as a human being. One has to aspire at the realization of Truth.

55.

How can this little girl* possibly leave her father* ? Even if he pushes her far away this obstinate little girl will still be with him. The father will have to realize that such is the nature of his little daughter : in fact all her father's qualities are to be found in her, and he should make her use these very qualities in the service of her ailing† father.

If one feeds upon the things that aggravate the disease, is it not natural that the illness should grow worse ? Medicine will have to be taken and also a change of air will be beneficial.

56.

By doing service heart and mind are purified—be convinced of this ! To engage in service is a very powerful *Sadhana*, do not become impatient. Rather serve your people with the utmost calm and have a kind word for everyone. Whenever you do or say anything wrong, beg to be forgiven and try your best not to let a similar error occur in future. Even though others may be unjust to you, you yourself should neither do nor say anything unseemly.

57.

Worldly occupations and business are bound to cause worry, it cannot be otherwise. The only way to meet it is by endurance, endurance and more endurance. He who can endure wins in the end. One has to dive down among the waves of the sea and rise up again. The talents and the work God has entrusted to you are meant for His service and for nothing else—bear this in mind !

---

* Mataji addresses every man as 'father' and speaks of Herself as everyone's little daughter.

† The illness obviously here means '*bhava roga*', the disease of every man who looks upon himself as a separate individual. The medicine to cure this ailment is *Sadhana*; a change of air signifies a change from worldly surroundings to *Satsang*, the company of sages, saints and seekers after Truth.

58.

Man must behave as a hero. During spells of misfortune he must abide in fortitude and patience. Time never stands still.

Suicide is a most heinous sin. To whom belongs the body that you speak of destroying ? Is this the way a human being talks ? For shame !

59.

To indulge in what seems pleasurable means to choose that which appears lovely on the surface and therefore attractive. Yet unlawful, ill-fated, degrading actions that give expression to one's animal nature lead to misery. The rules and regulations pertaining to the householder's period of life (*Grihastha Ashram*) have to be observed as fully as possible. To live up to the highest ideals seems irksome at first, but ultimately brings real well-being and peace. One must learn to find enjoyment in the Sublime—then only does one deserve to be called a human being. Having been blessed with a human body it is only right that one should behave in a fitting manner. Why give way to animal instincts ?

If you cannot sustain *Japa* at all times, at any rate complete two rosaries twice daily, morning and evening. The search after Truth is man's real vocation.

60.

To a human being the most noble, irreproachable line of conduct is alone acceptable. If anyone strives to mould his life accordingly it is a matter of great rejoicing. In the case of a woman it means preserving her integrity and purity by being completely faithful to her husband. Not to let even her glance fall on any other man must be her endeavour. Only actions that kindle man's Divine nature are worthy of the name of action, all the rest is non-action, a waste of energy. Any pattern of behaviour that fails to quicken the Divine in man should be eschewed, however enticing it may be, but any that helps to awaken man's inherent Divinity must be resolutely adopted as one's own, even though seemingly uninviting. Man's calling is to tread the excellent path that leads to Immortality. What appears pleasing to the senses later develops into a hot-bed of poison, generating inner turmoil and disaster, for it belongs to the realm of death.

61.

Force of character is man's great strength. If he uses it in his dealings with the world he will indeed be victorious along most lines.

62.

Everything comes to pass according to each one's destiny. You will have to accept this. The Creator has so regulated the universe that everyone has and ever will have to reap the fruits of his actions; there is no way out of it. If because of your physical unhappiness you feel disinclined to and consequently do not meditate on the name of Him who is the Supreme Father, Mother, Friend and Lord — do you call this creating good Karma ? That you may have to suffer the same kind of trouble over and over again ? Your father and mother arranged what, after careful consideration, they believed to be for your welfare. *Karma*, the consequences of one's past actions are one's own liability.

MATAJI'S AMARA VANI

(14)

When the *Bhagavata Saptaha**, held in September 1948 at Solan, was over the Raja of Solan asked :

Has the person for whose sake the *Bhagavata* was read, really benefited by it ?

Mataji : Yes, certainly. You see, whatever anyone does, be it good or bad, is supposed to affect fourteen generations, namely back to the seventh generation of his ancestors and down to the seventh generation of his descendants. For there is a saying that fourteen generations of the relatives of an evildoer (seven of the past and seven of the future) will have to suffer in lower states of existence as a result of his misdeeds ; on the other hand if one person attains to perfection fourteen generations of his family will thereby be saved.

Although nowadays so much money is squandered on pleasures and amusements, yet should anyone spend any on a religious function such as we have just witnessed, people call it a sheer waste of money.

All the same a great number of refugees had to flee from the Punjab leaving millions of rupees behind—and why ? Because this was destined to happen. A combination of various factors brought it about. When circumstances co-operate there is no knowing who may come from where and in what manner to be present at a particular function. At this *Bhagavata Saptaha* those who were meant to come did attend and each derived whatever profit he was entitled to. It is a case of various causes intermingling. All that occurs, good or bad,—if it was predestined to happen—comes about through the mysterious working together of certain forces.

Question : How do those forces operate ? Do they cause the beginning of one's actions or their completion ?

---

* *Bhagavata Saptaha* denotes the ceremonial chanting in Sanskrit and the explanation in the vernacular of the whole of the *Srimad Bhagavata* in seven days. This is usually arranged by the relatives of someone who recently passed away, for the purpose of helping the deceased person on his or her upward path.

Mataji : For one thing there is eternal relationship among all that exists. Secondly when there is a want it may be satisfied to some extent by the uniting of certain factors. Then again by a specific concurrence of factors something new may be begun ; Creation, Preservation and Dissolution continue ever side by side. Some part may be brought to a finish and another part started anew. In the one case something that was due to be obtained was obtained ; in the other case what was destined to become has begun to take shape ; and furthermore what is, continues to be. Besides there are certain standpoints from which beginning is immediately followed by end—without any continuance. There are still other points of view where beginning and end coincide, where the beginning fulfils itself in a single moment.

So long as full enlightenment has not come there will be a sequence (actual or logical) of creation, preservation and dissolution. Actions are bound to be related. But why say : 'bound to be' ? The relation is simply there, is inherent in action. Nothing has ever been, is now or ever will be unrelated to anything else existing.

From the audience : All this sounds most interesting, but it does not give us the personal experience of what has been said.

Mataji : By listening repeatedly to discussions and discourses on topics of this kind the path to first-hand knowledge of what has been heard, gradually opens out. You know, it is as when water uninterruptedly dripping on a stone finally makes a hole in it, and then a flood may suddenly surge through, which will bring enlightenment.

Be it the perusal of Sacred Texts, listening to religious discourses, engaging in Kirtan— God must be the alpha and omega of whatever is done. When reading, read about Him, when talking, talk of Him and when singing sing His praises. These three practices are intrinsically the same—the same expressed in three different ways, because people respond differently, to suit each person's temperament and capacity for assimilation. But essentially there is only He and He alone, although everyone has his own individual path that leads to Him. What is the right path for each person depends on the degree of his maturity and on his predilection.

Take for instance the study of Vedanta. Some seekers become completely drowned in it. Just as others may so lose themselves in Kirtan as to fall into a trance. A student of Vedanta may become wholly absorbed in his texts, even more so than the one who gets carried away by Kirtan. According to one's specific line of approach one will be able to achieve full concentration through the study of a particular Scripture or by some other means.

First comes listening, then reflection and last of all the translation into action of what has been heard and pondered over. This is why one has first of all to listen, so that later on each may be able to select Vedanta or Kirtan or whatever else be in his own line.

Have you never come across people making light of Kirtan, saying: "What is there to be gained by it ?" Nevertheless after listening to it for some length of time they actually develop a liking for it.

This is why one must listen before one can reflect and then later what has been heard and reflected upon will take shape in action. To listen to discourses on God or Truth is certainly beneficial, provided God does not let the speaker disparage or condemn those who are of another sect. To find fault with others creates obstacles for everyone all round, for him who criticizes, for him who is blamed as well as for those who listen to the criticism. Whereas what is said in a spirit of equality is fruitful to everybody. For only where there is no question of regarding anything as inferior or blameworthy (*asat*) can one speak of *Satsang*. *

Who is known as a *Vaishnava* ** ? One who sees Vishnu everywhere. And as a *Shakta* †? One who beholds the Great Mother and nothing save Her. In truth all the various creeds and philosophies spring from one source—who then is to be blamed, who to be reviled or suppressed ? All are equal in essence.

Thou art Mother, Thou art Father,
Thou art Friend and Thou art Master,
Truly thou art all in all.
Every name is Thy Name
Every quality Thy Quality,
Every form Thy Form indeed.

---

* A play upon words : *Sat* means True Being, the Good; *Satsang*, the company of the Good and also a religious gathering. *Asat*, the opposite of *Sat*, means non-being, wrong, evil. Therefore to find fault (*asat*) in a religious meeting (*Satsang*) is a contradiction in terms.

** Vaishnava—worshipper of Vishnu, the Preserver.

† Shakta—worshipper of Shakti, Divine Energy.

Yet He is also without form, pure unmanifested spirit—all depends on one's avenue of approach.

Is it not said that the great Shiva of the Shaivites* is the Brahman Itself? And for those whose method is self-inquiry, everything is but the ONE SELF. In reality there is no contradiction; so long as the slightest difference is perceived — even by a hair's breadth — how can one speak of the state of Pure Being?

For this reason no matter what path anyone may choose, it is THAT. *Vedanta*** actually means the end of difference and non-difference.

While engaging in Sadhana one must concentrate in a single direction, but after it has been completed, what comes then? The cessation of difference, distinction and disagreement. Differences do indeed exist on the path, but how can there be a difference of Goal?

(15)

One evening a Punjabi lady came for Mataji's Darshan. Mataji asked her:

Mataji: Are you attending to your Japa regularly every day?

Reply: I do indeed, but I cannot concentrate.

Mataji: Do not relax your efforts!

The Punjabi Lady: My children are very noisy. Even if at other times they may be quite well behaved, no sooner have they noticed that their mother has sat down to do her puja, the hullabaloo starts.

Mataji: Listen, is not the sea made up of innumerable waves, small and big? Dive deep down in the midst of them.

The Punjabi lady: Ma, I get very angry.

Mataji: Anger is not a good thing.

The Punjabi lady: What am I to do? I cannot help it.

Mataji: You can do one thing. On the day that you have lost your temper like this, see which is the most tasty dish on your dinner table and do not eat of it. Because you did wrong. You will remember to do this, won't you?

Reply: Yes, Ma. I will.

---

* Shaivite - worshipper of Shiva.

** Vedanta—the end or culmination of Vedic wisdom. Mataji here plays upon words: *Veda* and *Bheda* — difference. In Bengali the letters B and V sound alike. 'Anta' means 'end'.

On the Teaching of Sri Sri Anandamayi Ma

By

Vijayananda (Dr. Adolphe Weintrob)

(Translated from the French)

What is Sri Sri Anandamayi Ma's teaching ? This is a question one can often hear, for it is put by most newcomers. All who are close to Mataji must of course have been present at some of the meetings in public or in small groups when Mataji with profound wisdom replies to questions on religious and spiritual subjects, often displaying a keen sense of humour. Many of these discussions have been recorded, noted down and published by men far better fitted for the task than myself. It is not this teaching that I want to talk about in the following few lines, but rather another aspect of Mataji's teaching, much simpler and more direct, which has nothing or very little to do with big philosophical problems. In fact this side of Her teaching might well appear to be commonplace and as such often pass unnoticed; although in my opinion it appeals to a much deeper layer of our being and can therefore be extremely helpful in our spiritual search, if only we will listen to it and open ourselves to the Divine Blessing that pours down on us constantly in Mataji's presence.

To be in Mataji's company almost invariably brings us in touch with people of every psychological type. In western countries the saying that the face is the mirror of the soul is quite proverbial. Actually all our thoughts are reflected in our countenance, the slightest mental vibration produces a contraction of one or several facial muscles. I have watched a great many faces and never, not even for a fraction of a second, have I seen reflected in them the state "beyond desire and fear." Swiftly the thought waves follow one another just like the billows on an expanse of water agitated by the wind. But in Mataji's face the mouth expresses a state of completeness, of wholeness in which everything is included. Never can even the slightest trace of fear or irritation be detected in Her eyes. They ever radiate the same love, the same sweetness, regardless of the most trying circumstances. This is real beauty. What a great joy it is to contemplate such a countenance ! To watch and lovingly remember it will unconsciously make us try to imitate its expressions and these will in due course lead us to the attitude of mind to which they correspond.

A reader who has never had Mataji's Darshan might perhaps imagine that Her features are always set in a static expression of peace and serenity. But this is not so. An endless variety of emotions pass over Her face like ripples which a light breeze produces on the surface of a quiet lake, while the immutable calm of its depths remains ever undisturbed. Mataji plays with feelings, but never Herself becomes their plaything as most of us do. An intelligent observer will soon notice how She mirrors the emotional states of Her surroundings, without ever really being affected by them—like a crystal that assumes the colours of the objects entering its field of refraction.

Mataji's conversation about trivial everyday matters is never trivial. For those who know how to listen, it almost always contains some profound teaching. On several occasions, both in public meetings and in small gatherings, I have remarked how Mataji suddenly utters a sentence that appears incomprehensible to us and sometimes perhaps even beside the point. I have repeatedly been able to discover afterwards that this sentence was meant for someone in the audience in reply to a query that had been tormenting him, or that it represented the solution of a problem that until then had seemed insoluble to him

Last summer at Solan after the celebrations of Mataji's birthday, She was one day as usual taking Her evening stroll just outside of the Ashram veranda. At that hour a dog used to come and beg for *prasad* from Mataji. The entrance of the Ashram veranda is guarded by two wooden tigers, realistically painted, with their jaws wide open, ready to bite. Jokingly Mataji placed the sweets that were meant for the dog into the tiger's mouth. Everyone was highly amused to see the poor dog standing in front of the tiger, torn between the desire to snatch the sweets and the fear of being bitten by the wooden beast. Mataji then made a remark of which I do not recall the exact words. Its meaning was that the fear which keeps man fettered to the world was just as illusory as the dog's fear of the wooden tiger. Apart from the general teaching this statement conveyed, it was meant for a particular person present. Like an infallible arrow it hit the centre of the target and did its work.

It happens frequently that people coming to Mataji with distressing questions, problems or difficulties find a clear and simple solution merely by sitting in Her Presence—the solution presenting itself quite naturally, convincingly and with obviousness. For, what a great Sage, a real Guru brings about spontaneously is not only to clarify the mind and to transmit power, but above all to disperse the mists that hide our true Self, our Eternal Being, and to put us in communion with THAT. Once this contact has been established, it is THAT which advises and guides us with unfailing certainty.

Many of those who live near Mataji have probably like myself experienced that when we approach Her with questions concerning our Sadhana, She most assuredly replies with wisdom and kindness, yet often only briefly, in a detached manner, as if it were a matter of secondary importance. When on the other hand we become the actors in some little incident of everyday life and display anger or quarrelsomeness, etc., She seems to take great interest: She summons those involved in it, inquires carefully into the details and sometimes spends hours over the solution of some apparently petty difficulty.

Spiritual practices such as meditation, japa and so forth are undoubtedly of great importance. Nevertheless, as I have heard Mataji point out on various occasions, their sole purpose is to assist us in removing the veil that conceals Reality from us. That veil is made up of desires, anger, fear etc. and it is in one's daily life that one has the chance to study these obstructions as they arise, to bring them into the field of one's consciousness, so as to get rid of them.

One day, for some insignificant reason, I lost my temper in Mataji's presence. Impetuously I blurted out a few irreverent words, of which I repented immediately afterwards. She replied, as She always does, with great gentleness, although it appeared to me tinged with a shade of irony. I felt ashamed; the same evening I asked for a private interview in order to apologize. I was naturally anxious that the whole matter should be forgotten as quickly as possible and that nobody should mention it anymore. But Mataji on the contrary dwelt on it at length, minutely examining the details and questioning the persons involved, which made me the more deeply ashamed.

A competent surgeon does not feel satisfied by merely making an incision when treating an abscess, but cuts a wide opening so as to be able to drain the sore completely, straightening out the folds in the skin and carefully removing any hidden trace of pus. Similarly Mataji does not merely settle a particular difficulty, but penetrates to the root of the evil and deals with it, so that it may be destroyed with all its ramifications and never sprout up again.

Later I came to understand the psychology of what had happened that day. The rage that had been smouldering within me was bound to explode against someone or other. Mataji Herself had deflected it towards Her own person, so as to direct its karmic results. This is how, again and again, She arranges things for our good. Many of Her devotees must have had similar experiences. I *am told that* She says: "If you must be angry, be angry with me, for you will not be able to keep it up for long." And also: "By *moha* (strong attachment) for this body (meaning Herself), all *moha* will be destroyed."

Wrath or affection felt for an ordinary person must inevitably produce a reaction in that person and set in motion a whole series of karmic consequences. Whereas if the object of one's anger or attachment is a perfect Being, the waves of the emotion will find no resistance and therefore exhaust themselves and die away like fire that has nothing to consume anymore.

Anyone who wishes to remain with Mataji for a lengthy period of time, will have to spend a good part of his life at railway stations and in trains, for Mataji rarely stays in one place for long. The agitation of a railway station, the mental fever that usually accompanies the preparations for a journey are difficult to bear. Most people are unconsciously carried away completely by the current of excitement surrounding them. A few will now and again have bright moments in which they may be able to observe their own and other people's reactions; but those who in the midst of such mental whirlpools can stand aside and watch as disinterested spectators are surely exceptional.

As to Mataji Herself, She is ever calm, unperturbed and cheerful, like a rock that no storm can affect.

However when travelling with Mataji things automatically arrange themselves: the train that one was afraid to miss arrives an hour late; the carriages are packed and it seems impossible to find a place, but somehow, as if by miracle, everything is managed; one feels exhausted and longs to lie down and sleep—lo and behold, just then a berth becomes vacant. All the same, it is human nature to wish to direct everything by one's own strength, while it would be so much simpler to let oneself be guided by the invisible Hand of the Divine.

Yet sometimes Mataji calls us to order. Once for example we were waiting for a train that would in all probability be overcrowded. We were to reach our destination only the next day, which meant passing the whole night in acute discomfort. I had purchased an Inter class ticket and was, as it were lying in wait for the train, ready to jump into the first compartment and occupy a berth if possible—an attitude of mind no doubt quite unworthy of a *Sadhaka* and even more so of one who had been travelling with Mataji for some time. At the very moment the train came into the station Mataji passed in front of me and, pointing to a large heap of luggage, requested me with a peculiar smile to see it safely into the train. Patiently I stood and waited until the last of the numerous baggages had been stored away in the compartment, imagining in advance the sleepless night I would have to pass amidst the dense crowd. In the meanwhile everyone had boarded the train and I thought I might deem myself fortunate if I could secure sitting-accommodation of some sort. But exactly where I was standing and guarding the luggage there happened to be an Inter class carriage. Someone whom I hardly knew had reserved an upper berth for me and helped me to get in with my bags.

These few lines will give the reader but a vague and limited idea of that which I call Mataji's direct teaching. It is in Her presence that one has day after day to experience for oneself Her Divine radiation. All one has to do is to see with one's eyes, to hear with one's ears and to understand with one's heart.

मातृ-दर्शन

Matri-Darshan

By a Devotee from Bombay.

भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा-
मिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः ।
तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज-सायुज्य-पदवीं
मुकुन्द-ब्रह्मेन्द्र-स्फुट-मुकुट-नीराजित-पदाम् ॥

(आनंद लहरी)

"Oh Bhavani, do Thou cast a compassionate glance upon me, Thy servant". To him who thus praying says "भवानि त्वं" i. e. "Oh, Bhavani do Thou (or let me be Thee)," then and there Thou dost give the state of Union with Thee, that state adorned by the brilliant crowns of Brahma, Vishnu and Rudra."

I had the good fortune of having Sri Sri Anandamayi Ma's Darshan on the 23rd of November 1954. That was the first time I saw Her. I do not recall having heard or read about Her prior to that date. Mataji was then staying at Juhu in Bombay. I went to Juhu for Mataji's Darshan almost every evening until Her departure from Bombay on December, 4th 1954.

During such a short contact with Mataji, She in Her infinite compassion showered Her blessings and Her grace on me. What the nature of such an experience was, I have attempted in short to describe in the following. Being a mystic experience, its description is bound to suffer from the usual drawbacks characteristic of a narrative of experiences at a higher level of consciousness in terms of experiences at the usual level of human awareness.

I experienced the full force of the descent of this Grace on the 30th Nov. 1954 and onwards. In the morning I felt a tremendous outpouring of Divine Force rushing down into me like a waterfall from above the brain, I was conscious of a vast nothingness from the "Sahasrara". This Force permeated every particle of my body. In Its descent It broke through obstacles, purified the mind and circled round the brain. At that moment the mind was separated and indrawn, charged with the Divine Force and kept steadily pulled within. The mind was held out as a mere instrument of the Divine and remained fully consecrated to It. It was impossible for the mind to wander. It was quite obvious to me that the mind was not myself but merely an instrument serving a purpose, like the other senses.

As soon as the Force entered the heart, the obstacles in the heart burst asunder as if by an explosion. The passions and desires fled and the heart pounded vigorously. The soul was freed from its age old ignorance and its burdens and for the first time danced in its sublime purity and newly found freedom.

गुरु तो वही सराहिए, जो सिकली गर होय ।
जनम जनम का मोरचा, छन में डाले धोय ॥

Prayers to the Divine arose from the heart spontaneously, without any volition on my part. In fact to pray was the natural condition of the soul and I felt that the heart would burst unless I prayed. I realized that knowledge (ज्ञान) and devotion (भक्ति) were the same. I also knew that anything I touched would be purified.

I was immersed in a sea of pure existence and rapture (आनंद), the nature of which it would be futile to attempt to describe. I experienced waves upon waves of blissful delight or rapture. That existence and rapture was the true condition or the very essence of my soul or self. My consciousness was drawn in and held between the eyebrows (*Ajna Chakra*), where I was aware of particles moving in a clockwise direction in a flame which extended from between the eyebrows to over the middle of the forehead. As I concentrated on a letter, I found a force emanating from within the middle of my forehead and literally grasping the paper. My consciousness had extended and I experienced the Divine Existence-Delight which was myself, as the substratum of everything around me. I experienced everything as Divine. As I looked at a stone in a wall I observed that my consciousness was extending and I felt in part identified with the inner substance of the stone and the very 'Raison d'' etre' of its being. I knew that the Divine was the only Reality and all else an 'illusion', that the material things were really made up of nothing, but were forms grafted on the inner substance of Existence-Joy and had no independent validity. Everything was the Divine with illusory forms swimming as it were in the Divine Sea.

During Sri Haribabaji's Kirtan, I experienced a powerful force (भक्ति-रस) descending into me from above the head, from the 'Sahasrara'. The beauty and delight of this experience is indescribable. The force flowed freely. It was cool in the eyes, warm in the sinuses and of a texture in the throat. I felt drunk, drunk with Divine ecstasy. The hair on my body stood erect and the heart danced and pounded, till I prayed for peace in the heart and before the prayer was over, there was a powerful downpour of force in the heart and with it came The Peace and The Joy.

Every particle of my body was charged and permeated with His Name and Power, with The Joy and The Presence and whenever I took His Name, The Force surged up within and the rapture increased manifold. I felt intoxicated and in continuous ecstasy. "यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति।" (नारद भक्ति सुत्र)। "Realizing that man becomes intoxicated and fascinated, as is were, because he is completely immersed in the enjoyment of the Bliss of the Atman, the truest and highest Self." While coming out of my office at lunch time on one occasion, a beggar chanted the name of God loudly and at that moment the force surged through my body unexpectedly and powerfully. The hair on my body stood on end and I was bathing in a sea of rapture, humbled in the presence and knowledge of God and prayed to Mataji in gratitude.

सुन्न मण्डल में घरं किया, वाजे शव्द रसाल।
रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल॥

Mine was a commonplace life and Mataji in her infinite compassion has turned it into one of Bliss. I never knew that such blessedness could be possible for me.

I pray to Mataji that I may be worthy to be Her disciple and that in Her infinite mercy She may teach me to surrender (समर्पण) myself at Her Lotus Feet for ever.

"जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचनं
गतिः प्रादक्षिण्यं भ्रमणमदनाधाहुत विधिः।
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदशा
सपर्या पर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्॥"
(आनंद लहरी)

"Oh Mother, may all my speech, howsoever idle, be recitation of Mantra (Japa); may all the movements of my hands be ritual gestures (Mudra); my walking be the pacing around Thy image in worship; may all my eating and other functions of the body be Homa rites; may the act of my lying down be prostration before Thee; may all my pleasures be an offering to the great Self (Atma). Whatsoever I do may it be counted as worship of Thee."

The Meaning of the Wheel Symbol (Cakra) According to Buddhist Tradition

By

Lama Anagarika Govinda, Acarya, Arya Maitreya Mandala

The *Cakra* is one of the oldest and most sacred symbols of India. It goes back to early Vedic times and it was consciously adopted by the Buddha as a symbol of the universality of his Dharma. His first sermon was called "*Dharma-cakra-pravartana-Sutra*" : "The Setting in Motion of the Wheel of the Law".

The *Cakra* has various meanings. It denotes the universal law and its reflection in the moral law of man, the universal power and the focus of spiritual power in human consciousness, the universal sun and the inner light that leads us towards Illumination or Buddhahood. It denotes not only a law, power, or principle but also what is governed by it : the universe, the human world, or the empire of a world-ruler, a *Cakravartin*.

According to Buddhist tradition the Buddha was once a *Cakravartin*, and in the future another Bodhisattva will appear on this earth, to dispel the powers of darkness and disruption and unite the world under his wise and benevolent rule, inspired by the Supreme Law, the universal Dharma. Therefore his most precious emblem is the *Dharmacakra*.

While a *Cakravartin* rules over the physical world, a fully enlightened Buddha is supreme in the world of the spirit. His *Dharmacakra* embraces the whole universe. Its laws are not imposed by force, but are the very essence of life. To know these laws means to be free, to be sovereign; not to know them means to be their slave. Thus the Buddha's sovereignity does not imply that he is ruling the world but that he knows it, and therefore is free from it, and can free others by his knowledge.

The symbolism of the wheel applies also to its component parts : the rim, the spokes, and the hub. The rim forms a circle, the symbol of infinity, of the world in its entirety. The rim, furthermore, is in motion, while the hub remains static. The rim, therefore, does not only represent infinity, but infinite movement, the infinite cycle of life and death, the unending *Samsara*. However, each point of this *Samsara* is related to the resting centre, the hub, through the spokes.

The hub then symbolizes *Nirvana*, where all passions come to rest, while the spokes represent the ways, which lead from the restless movement of *Samsara* to the realization of the supreme peace of *Nirvana*.

It is significant that there is not only one way towards Realization, but many. In fact, from each point of the *Samsara* there is a possible way towards the centre, towards Realization. Though the aim is the same for all, the ways are many. This conception is the basis of Buddhist tolerance. Thus the wheel does not only represent Law and sovereignity, but also tolerance. It combines both aspects of reality : the universal and the individual, stability and movement, Nirvāna and Samsāra.

A wheel may have any number of spokes ; but in order to express the fundamental principles of the Buddha-Dharma, the Buddhist Dharmacakra has generally been given either 8, 12, 16, 24 or 32 spokes. Eight spokes signify the Noble Eightfold Path which leads to liberation through Right Understanding, Right Aspirations, Right Speech, Right Actions, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, Right Contemplation (or Absorption).

Twelve spokes correspond to the *Pratītyasamutpada*, the twelvefold formula of Dependant Origination, which teaches the inter-dependance and dynamic nature of all phenomena of life, the understanding of which means Enlightenment.

Twenty-four spokes represent the Dependent Origination and its reversal, namely the elimination of this process, i.e. the liberation from the root-causes of suffering : from greed, hatred, and ignorance.

Sixteen spokes represent the Eightfold Path in its two aspects as endeavour and attainment, or as action and fruit of action (active and re-active aspect); while thirty-two spokes correspond to the thirty-two bodily perfections of an Enlightened One.

Finally the *Cakra* stands also for the spiritual faculties of man, and in this case the spokes are conceived as radiations of psychic and spiritual power, emanating from the various centres of consciousness (or subconsciousness) located in the human body. They ascend in a perpendicular line from the bâse of the spinal column to the crown of the head, with ever increasing radiations symbolized by an ever increasing number of spokes or petals (since the *Cakras* are also represented as lotus blossoms in this case), until the *Sahasrara-Cakra*, the "Thousandfold Wheel" of the highest centre is reached. The latent faculties of these centres of psychic power cannot be reached by the ordinary, undeveloped consciousness, but have to be awakened and developed by meditation.

Thus, he who has reached the highest centre, controls all the *Cakras* and their spiritual and psychic power and has become a *Cakravartin* in the truest sense.

Then the "seven precious things" of a world-ruler take on a deeper meaning and a hidden connection with the seven psychic centres, and we begin to understand the profound truth of the Buddha's words, when he declared that the world is contained within the six cubits of this our body.

A man who has brought under his control the hidden forces of body and mind, in which all the powers of the universe are reflected, has it in his hand to become a ruler of men like the mythical King *Mahasudassana*, or a world-teacher, a Fully Enlightened One, like Buddha Sakyamuni.

The story of King Mahāsudassana, which is told in the Dīgha Nikāya, reveals the real character of the *Cakra* and the *Cakravartin*. While the King was meditating on the roof of his palace, a flaming wheel with thousand spokes (*sahasrara cakra*) appeared before him. He recognized it as the sacred Wheel of the Dharma and exclaimed: "May the precious wheel roll victoriously to the ends of the world !"

And the precious wheel rolled towards the east, and King Mahāsudassana followed it with his fourfold army. And in whatever place the precious wheel stopped, there the King too stopped and camped with his retinue. All the former enemy kings of the east, however, approached King Mahāsudassana, welcomed him, and put their countries at his feet.

And King Mahāsudassana said: "No living being should be killed. Nothing, that has not been given, should be taken. Immoral life should be shunned. No untruth should be spoken. No intoxicating drinks should be drunk. But all that is good should be enjoyed (*Panca Sila*)."

Thus all the kings of the east became his followers, and in the same way also the kings of the west, of the south, and of the north.

After the precious wheel had thus conquered the earth, it returned to King Mahāsudassana's capital and filled it with light and splendour, because he had gained world-sovereignity not through physical force, but through spiritual power and righteousness.

This spiritual power rested on the "seven precious things", the qualities of which have a more or less apparent relationship to the qualities of the psycho-physical centres or *Cakras* of the human body : 1. the Precious Wheel (corresponding to the *Sahasrara Cakra* 2. the Precious Gem, known as '*ratna*', '*mani*' or '*cintamani*' (corresponding to the *Manipura-Cakra*); 3. the Ideal Wife, the embodiment of love and compassion (enshrined in the Heart-Centre, the *Anahata-Cakra*); 4. the Ideal Councellor (represented by the Centre of Speech, the *Visuddha-Cakra*); 5. the Ideal Warrior (or Citizen, according to another tradition), the embodiment of energy, courage, and loyalty (corresponding to the *Svadhisthana Cakra* in the plexus hypogastricus); 6. the Ideal Elephant, the embodiment of stability and strength (the symbol of the Root Centre, the *Muladhara-Cakra*); 7. the Ideal Horse, the symbol of freedom and liberation from worldly life (*pravrajana* ; Pali : *pabbajja*) represented by the centre of spiritual vision (*Ajna-Cakra*, the place of the "Third Eye").

These were the precious possessions or qualities of King Mahāsudassana, the king of "great and profound insight", as his name indicates. According to Buddhist ideas such qualties are not the products of chance. They can only be acquired through a long and patient practice of virtues and meditation.

One day, in a contemplative mood, King Mahāsudassana pondered: "What is the reason that I have got into a position of such wealth and power ?" And then he realized, it was due to the threefold practice of charity, self-restraint, and renunciation !-Having come to this conclusion, he suddenly saw his future course clearly before him. No more worldly power for him, no more wealth and futile possessions, no more clinging to the pleasures and passions of life !

"The more we crave, the more miserable we shall be in death, while he who dies without clinging and craving leaves this world happily." With these thoughts the King quietly renounced all desire, and after a short time he passed away peacefully, to continue his path towards the final aim of Buddhahood.

To the Buddhist this story is not merely a tale of the past but a signpost to the future. According to the rhythmic flow of events, which we like to call universal laws of development (sometimes appearing as progress, sometimes as disintegration); the things which happened in a previous world-cycle are bound to repeat themselves in their essential nature in the present and in future world-cycles. It is therefore assumed, according to Buddhist tradition, that before the next Buddha appears on earth, he will, as a *Bodhisattva* and *Cakravartin*, vanquish the evil forces, which keep humanity in constant terror, and establish a rule of peace and justice.

Now India stands again under the sign of the *Dharmacakra*, and the Precious Wheel is carried on her banner into all parts of the world. If the message of this sacred symbol is understood and followed by those who uphold it, it will create a realm in which Law, Peace, and Tolerance will prevail, and in which one day a new *Cakravartin* may take birth.

Let it be the prayer of our heart: "*May the Precious Wheel roll victoriously to the ends of the world!*"

IDEALS OF SUFISM

By

Dr. M. Hafiz Syed, M. A., Ph. D., D. Litt.

(Continued from last issue.)

The question of the perfection of men, according to Sufi mystics, might be answered in different ways. In a word a perfect man may be defined as a man who has fully realized his essential oneness with the Divine Being in whose likeness he is made. That this exalted position is enjoyed by prophets and saints and foreshadowed in symbols to others, is the foundation of the Sufi theosophy. Therefore the class of perfect men comprised not only the Prophets from Adam to Muhammad but also the superlatively elect amongst the Sufis. That is, the persons named collectively *Awaliya.* Since the *Wali* or saint is the popular type of perfect man it should be understood that the essence of Muslim saintship, as a prophecy, is nothing less than divine illumination, immediate vision and knowledge of things unseen and unknown, when the veil of sense is suddenly lifted and the individual self vanishes in the overwhelming glory of the one true light. It may be noted that an ecstatic feeling of oneness with God constitutes the *Wali.*

The Sufi mystics enjoined their followers to choose a teacher carefully and conscientiously. When one is convinced that a teacher possesses all the requisite qualities, all that one has to do is to surrender oneself completely to his will, and the teacher will, in his turn, take the aspirant into his hands and guide his spiritual evolution. The word *Bayat* means selling oneself to one's *Pir.* In the first stage of spiritual development one has to concentrate the mind upon one's teacher and this method is called *Tasawwur Shaikh.*

It has been the custom among the Hindus from time immemorial that a person desirous of leading a religious life must seek a guru. For instance the Hindu scriptures say, "The supreme mystery of the Vedanta should be given to one who has the highest devotion for God and for his spiritual teacher even as for God; for the sake of this knowledge (of BRAHMAN) let him go *Samit* in hand to a spiritual teacher who is learned in the scriptures and established in BRAHMAN.

It is very striking that some aspects of the Sufi and Hindu conceptions of God are similar. The Sufis believe in the monistic conception of God called *Wujudi* and *Shuhudi* which implies a moderate type of pantheism. These two conceptions correspond to the Hindu philosophical ideals of *Advaita* (non-dualism) and *Visista Advaita* (modified non-dualism).

In the *Insanu'l Kamil* the nature of the Supreme Reality, the One without a second, is expressed in the following words : His manifestation interpenetrates all existence and He manifests His perfection in each atom and particle of the universe. He does not become multiple by the multiplicity of the manifestations but He is one, the totality of all manifestations, solely by what His noble Essence necessitates in its very nature; and so on from the attributes of perfection to His manifestation in every atom of His existence (He is one in them all). The whole group is distinguished by the permeating (one) existence in the aggregate of all existences, and the mystery of this permeation is that He created the Universe out of Himself. And God said. "We have not created the Heaven and the Earth except by creative Truth, *Haqq*." The Universe is like ice, and God, the Magnified and Exalted, is the water which is the origin of this ice. The name ice is lent to that frozen thing and the name water is the right name for it.

In one of the Upanishads (the Chandogya) similar ideas may be noted; just as by one piece of clay everything made of clay may be known, the modification being merely a verbal distinction, a name, the reality being just clay ; so in this teaching.

The similarity between the two conceptions of the Hindu ideal of liberation and the Muslim ideal of *Fana* and annihilation and subsistence, is again most striking. The Sufis believe that the human personality is annihilated, but his individuality subsists in a way when the soul frees itself from all restrictions and limitations and enjoys divine bliss by contact of and final mergence in the Divine Spirit.

The Mundaka Upanishad says : "As the rivers flowing into the ocean disappear, quitting name and form, so the knower being liberated from name and form goes into the Heavenly Person higher than the High."

The Sufis believe that the souls of men differ infinitely in degree but not at all in kind from the Divine Spirit whereof they are particles, and wherein they will ultimately be absorbed; that the Spirit of God pervades the universe, ever present in His work, and ever in substance; that He alone is perfect Benevolence, perfect Truth, perfect Beauty; that love for Him is true love (*Ishq-i-haqiqi*) while the love of other objects is illusory love (*Isaq-i-maiazi*); that all the beauties of nature are faint resemblances, like images in a mirror, of the divine charm, that, from eternity without beginning to eternity without end, the Supreme Benevolence is occupied in bestowing happiness; that men can attain it only by performing their part of the PRIMAL COVENANT between them and the Creator; that nothing has a pure absolute existence but Spirit; that material substances are no more than gay pictures; that we must beware of attachments to such phantoms and attach ourselves exclusively to God who truly exists in us as we solely exist in Him.

There are four stages in Sufism which must be passed before man's corporeal veil can be removed and his emancipated soul mixed with the glorious essence, whence it has been separated but not divided; (1) *Shariat*: the disciple observes the *Shara* and the rites of Islam; he ever bears his *Shaikh* in mind, he effaces himself through meditation, makes his teacher his shield against evil thoughts and regards his spirit as his guardian; (2) *Tariquat*; the disciple attains power, enters the Path in right earnest and abandons outer formalities, solely devoting himself to inward worship and introspection. It may be noted that without great piety, virtue and fortitude he cannot attain this stage; (3) *Marifat*: The disciple has attained to supernatural knowledge and is regarded therein equal to the angels. (4) *Haqiqat* (Truth): the disciple has attained his union with the Divine Essence whom he sees in all things.

HAZRAT ALI, the originator of the mystical system, the foremost of them, when he was wounded by an assassin, said, "Lord of the land am I; yet with my body no concern have I. Me thou hast not struck; thou art only an instrument of God, One God, who shall avenge Himself."

Ba Yazid-i-Bistami and *Uthman-i-Khybari* were saying their prayers together. The latter concluded his prayer thus: "O God, grant all that I desire." The former concluded; O God, cut off all that I desire." *Uthman* said, "How is this ?" *Abu Yazid* said, "What has a seeker after God to do with the desires of his *Nufs?* He relinquishes all *Ma-Siwalah* (other than God) and forgets his own existence."

It may be added that the knowledge of Divine Wisdom is available to him alone whose eyes are fixed, like those of an archer on the arrow and the object at which he aims and that without purity of purpose and an unceasing effort, deliverance or salvation cannot be obtained.

Muslim mystics declare life to be a journey over an unknown Path which is as strait and narrow as a razor. There is no other light but that of faith to guide the seeker, no sustenance but devotion. The track cannot be seen, going is uncertain and pitfalls await the unwary. The seeker must travel in the dark. He must not cry for a candle to grope in the gloom or seek the rush light of reason. He must steadily go forward in the hope of reaching the great illumination which awaits him at the journey's end. It would profit little to dwell merely on the system of Sufism. Volumes have been written in Persian and other languages on the subject. It is not a system really, it is a way of life. It is beyond the range of reason. It cannot be comprehended but it can be realized.

DIARY LEAVES

By

ATMANANDA

(7)

The following are notes taken in June-July 1955 at Solan, continued from the last two issues.

On Sleep

Question. How can one conquer sleep ?

Mataji : Sleep cannot be conquered, yet under certain conditions the need of sleep vanishes of itself. When you are keenly interested in something you do not feel sleepy, on the contrary, you remain wide awake without any effort; but afterwards you get a reaction and have to make up for your loss of sleep. When you have not slept enough you cannot do good work. On the other hand sound sleep refreshes you. At least a few out of the twenty-four hours of each day have to be spent in sleep, otherwise you feel tired and wretched. Why ? During deep sleep the activities of the senses are at rest and moreover, although still covered with the veil of ignorance, you touch your SELF. Unless this happens at least once a day, you cannot endure life ; it becomes an ordeal. This is so for the average person. However, as one progresses in *Sadhana* the senses get more and more rest and one draws nearer to one's SELF. In proportion to the discovery of one's SELF, the necessity for sleep decreases. When the SELF has been realized, when one has become absorbed in the Bliss of the SELF, then there is no more question of work, of experience, or of sleep, because there is only the ONE. Then sleep will not exist for you anymore, you will have gone beyond it. This is why I began by saying sleep is not conquered, it ceases of itself. Nevertheless it is also true that a Yogi may conquer sleep by the Divine Energy that awakens in him through his Yoga. But for the one who has become *Atmastha*, established in the SELF, the question of sleep can no longer arise.

The amount of sleep a person requires depends on various factors.

When *Tamas*[*] predominates one needs more sleep, and also when the body is weak or unhealthy. The kind of food one eats also has a bearing on the amount of sleep that is required.

Question: How is one to know whether one sleeps too much out of laziness or because the body needs it due to weakness?

Mataji: If you watch yourself carefully you will soon find out.

On Prema and Moha
or Real Love and Attraction.

Question: Is it possible to attain to Self-realization by an intensification of emotion, such as love?

Mataji: Yes. *Prema*, the love of God is certainly a way. But what is ordinarily called 'love' is not *Prema*, true love, but *Moha*, attraction through delusion. *Prema*, real love, cannot exist between individuals. How can one get pure love from that, which by its very nature is impure, namely the individual? Again and again it happens that people come to this body, saying: "My love for such and such a person is true love, not worldly love". They are deceiving themselves. Love for that which is mortal is invariably *Moha*, attraction through delusion and it leads to death. Quite obviously so. Have you not noticed how, when you find it impossible to get the object of your love you either wish to kill it or to die yourself? Whereas *Prema*, the love of God, takes you to the death of death, to Immortality.

Therefore it is said, to regard the Guru as an individual is a sin. The Guru has to be loved and revered as God. Some time ago a woman came to this body, who wanted to commit suicide because her Guru had passed away. I said to her: "Does a Guru die? Because he has left his body it does not mean that he is no more. The Guru is everywhere and never leaves his disciple. The fact that you want to take your life out of grief over your Guru's passing into Mahasamadhi shows that you love him as a person and not as a Guru." It was not at all easy to convince the woman of this, and she had to pass through much heartache and trouble until at last she got over her attachment.

It happens that people fall in love with their Guru. If he has attained to the state that a Guru should have reached, he will be able to canalize the disciple's love, turning it towards the Divine. But if he himself has not transcended personality, difficulties will naturally arise. This body has come across a number of cases where inexperienced girls, child widows, or even married women have been led into a wrong path by false Gurus.

---

[*] *Tamas*—The quality of darkness and inertia.

The injunction of the Shastras is that one has to surrender one's whole being — body, mind and heart to the Guru. To surrender one's body means to surrender one's desires so that they may be obliterated, but not to surrender one's body in the material sense. If it is misunderstood in this way, as it occurs sometimes, then this body says, although you may have received *diksha** from him, that person is not your Guru. You should then bathe in the Ganges and purify yourself and make a fresh start. Although the Mantra cannot be defiled, there are instances when it becomes imperative to relinquish even that, namely, if it is inextricably associated with the memory of the false Guru. In such cases it is advisable to change the Mantra to another.

People contract so-called love marriages, but in some cases both parties are disillusioned and after a time each separately come to this body lamenting and repenting.

On the Right Attitude towards Our Dead

Question : Is it good to repeatedly call a dead person by his name, to keep his picture and remember him ?

Mataji : If one mourns for the person regretting the loss of the worldly enjoyment one has had together, it is bad both for the departed and for oneself. On the other hand if the remembrance be an act of worship, as for example, since it is a wife's duty to regard her husband as God, she thinks of the deceased and keeps his picture with this attitude of mind, it may well be beneficial both for her dead husband and herself.

I knew a couple who had lost their only daughter just a few days before she was to be married. They were broken-hearted. The girl's mother started wearing widow's dress and her husband also deeply grieved after his child and gave up many things he had been accustomed to enjoy. They had a life-size picture of their daughter made and lived only in their memory of her. Before eating they would place the food before the picture and so forth. This body told them : "Just as some flowers blossom and fall off without bearing fruit, so your child passed away young and pure, without having formed any attachment. Look upon her as the servant of the Lord, keep a picture of Him near hers, burn incense in the room and set it apart for worship and meditation." Neither the husband nor the wife were religiously inclined, but by taking their loss in this manner they gradually developed in that direction. This body then said to them : "Your daughter has become your Guru, it is she who has made you turn towards God." This is a case where a whole family was benefited.

---

* Initiation.

On Renunciation

(1)

Someone wanted to know how detachment (*vairagya*) could be brought about. "If it comes naturally", he said, "there is no problem. But how can those who feel pulled in two directions, who are half-hearted, be helped to give up ?"

Mataji : If you like eating sweets and you find it interferes with your *Sadhana*, give it up for a day or two and say to yourself : "I can get those sweets again later, but for these two days I shall do without them". This will break the habit. When a boy is intelligent and keen on his studies there is no difficulty. But even a student who is dull and lazy can be made to pass his examinations by the aid of an efficient teacher. All the same, so far as worldly knowledge is concerned, there are people who are quite incapable of learning anything. But in the spiritual field this cannot be so, for everyone without exception has in the end to reach the goal of human existence. Therefore if he finds the right teacher, he can be pushed up by some means or other.

There are cases when through a combination of factors operating together people are led to drop bad habits or vices. The following is a striking instance of this.

In the Ashram grounds smoking is forbidden. Once when this body was staying in the Kishenpur Ashram, a bhakta from Delhi, who had come for a short visit, went out on the road to smoke a cigarette. As soon as he had lit it, this body had to tell him something and he was called. He put out his cigarette and came inside. When our talk was over he went back and relit his cigarette. But at that very moment someone shouted to him that Mataji wanted him at the Ashram. By some co-incidence, or whatever it may have been, exactly the same situation repeated itself several times over, until he felt thoroughly disgusted and instead of lighting his cigarette, flung the whole packet away and never smoked again. He had a close friend with whom he used to spend much time. On hearing the story, his experience was communicated to the friend who also left off smoking.

Another incident of a somewhat similar nature occurred several years ago when this body was living in a house-boat on the Ganges at Banaras.

This body then used to get a pain in the arm. One of the people who were staying with me then, said he personally knew an excellent physician and begged to be allowed to call him. The doctor came. When he examined the arm, this body observed that he was enveloped in a strong aroma of cigarettes. He was evidently a heavy smoker. However I neither remarked on it nor showed by any gesture what I had observed. The doctor offered to prescribe some medicine, but since this body does not take any medicine, nothing could be done and he left after a short while.

On his way home he lit a cigarette. To his surprise he found that he felt an aversion for it ; he did not want to smoke. The same dislike arose again in him when he lit another cigarette after returning home. He never smoked again. The craving had simply left him.

When things come about in such a manner, by Grace as it were, nothing need or can be done. But it is possible to accomplish a great deal by determination and sustained effort as well.

On Renunciation

(2)

Question : Is it right for a man to leave his family and go forth in search of Truth ?

Mataji : At the stage in which a man's actions are prompted by his sense of duty he cannot and will not leave his family. He should remain a householder and fulfil the duties encumbent on him, as prescribed in the Shastras. But just as nobody can remain in a burning house, so there is a state in which one feels as if one's house were on fire and one cannot possibly remain at home. The Lord Buddha's life is an example of this irresistible inner call and there are many other less famous cases. Can you say that the Lord Buddha did wrong ?

Question : There are many instances of people who felt that they must leave their families in order to take Sannyasa, only to realize after a time that they had been mistaken. Unable to bear the hardships of such a life, their spiritual progress comes to a standstill. Would it not be better for such men to return home and resume their professions ?

Mataji : Once a man has renounced the world and become a Sannyasi, even though he may not be able to advance in his *sadhana*, still he has taken to this life in search of the Ultimate. At least at the time of leaving his home he felt the urge to dedicate his life to the Supreme Quest. If he cannot proceed he will have to undergo a great deal of suffering. He may starve, be without shelter and perhaps die somewhere under a tree.

without anyone to wait on him. But having suffered and died in order to find God, he will continue in another birth where he left off in this one and there is hope that then he may succeed. Are not people who live the ordinary worldly life also subjected to hardships, poverty and illness? Yet, unless they be intent on discovering themselves these trials are of no special benefit to them. However one cannot make a hard and fast rule concerning these matters. The same thing is not right for everyone. There are cases where people who left their families have had to return to them.

Many years ago for example a Sadhu came to this body. He was still young, not much over thirty. He looked worried and ill. He said: "I find myself on the horns of a dilemma. For a whole month I have neither slept nor been able to give my mind to any *sadhana*. I just wander about on the banks of the Ganges, brooding over my problem; sometimes I eat, at other times I forget to do even that." Then he related his story. When almost a child of fifteen or sixteen he had left his parents and lived as a Sadhu without however formally taking Sannyasa, he just adopted the ochre robe on his own responsibility. After some time he got tired of begging for his food. He had learnt tailoring and decided to do a little work in his profession, just enough to earn his bare upkeep and for the rest to continue with his *Sadhana*. He did this for a while. Mind you, he intended merely to provide for himself and not to have anything to do with the world. But man cannot escape the influences of his surroundings. One day he met an elderly man who could read hands. "There is marriage in your fate", he predicted, "you won't be able to continue this kind of life much longer." On hearing this the young Sadhu thought that if it was his destiny he would not be able to avoid it. The old man described the type of bride that would be suitable for him and eventually suggested giving him his own daughter. The marriage took place, but the girl, a mere child of 12 or 13, motherless and deeply attached to her father, neither cared for her husband nor looked after him. This went on for about a year and a half. At last the young man grew weary of this state of affairs and regretted what he had let himself in for. So he left his home for the second time and resumed his life as a Sadhu. This had occurred five or six years before he met this body. "All went well at first", he said, "but for quite a time I have been haunted by the thought that if my wife, who is a grown-up woman now, gets into the ways of sin, it will be my fault. This worries me so much that I am wondering whether I should remain a Sadhu or go back to her." Seeing the condition of the young man, this body felt, if he got ill and died, his last thought would not be of God, but of the worry over his wife, and this was certainly most undesirable. Moreover the man had not taken formal Sannyasa. So I advised him to put on ordinary clothes and return to his wife. He was a clever tailor. He went to Calcutta and took up work in his profession. "My son shall be made into a *dandi** *swami* !" he exclaimed. But whether he ever had a son we have not heard.

Question : Suppose a full-fledged Sannyasi repents of having forsaken his home, what should he do ?

Mataji : This body has so far never advised a Sannyasi to return to the *Grihastha Ashrama*. For a Sannyasi who has been initiated into a Sannyasa Mantra and has a Guru there is a path. Even if he has not got the capacity to advance very far, he should never relax his efforts although he die in the attempt.

---

* A *dandi swami* is a Sannyasi belonging to an order with particularly austere and difficult rules.

MATRI LILA

(November 1955—January 1956.)

When some four years ago the "Ananda Varta" was called into being and we in our enthusiasm declared that we would not rest till Mataji's message had reached the furthest corners of this globe, we could hardly foresee how soon our dream would come true. To our own surprise we receive letters not only from Europe and America, but also from such out of the way places as British West Indies, British Cameroons, the Gold Coast in Africa, the Isle of Bali, etc., enquiring about Mataji full of eagerness and burning interest. Although She has never travelled beyond Cape Comorin in the South and Mount Kailash in the North, there is now undeniable evidence that She lives in the hearts of Her devotees in Australia, China and Japan as well as in Europe, the two Americas and Africa. We feel that when reporting about Her Lila we must bear in mind that much happens in connection with Mataji in foreign countries, although only fragments of it are brought to our notice.

It is not thought-provoking when, as it happened some weeks ago, a European lady comes for Mataji's Darshan and tells us: "It is exactly ten years to the day that I first heard about Mataji. She has been an inspiration to me ever since, in fact it was she who gave me my first spiritual impulse." Or when a gentleman, who is obviously a very serious seeker after Truth, says: "The moment I heard about Sri Anandamayi Ma when still in Europe, I felt that I must contact Her."

* * * *

After a sojourn of about a week in the comparative solitude of the Rajagriha Ashram, Mataji proceeded to Ranchi on the 8th of November 1955, to be present at the installation of a permanent *vigraha* of Kali, which was consecrated on November 13th, Divali night. The statue had been carved by Sri Nitai Pal, the same artist who had produced the twin statues of Nitai-Gauranga for the new temple of Mahaprabhu at the Vrindaban Ashram. (About the latter we have already reported at length).* During the *Prana prathishta* a strange thing happened. *Prana Pratishta* is the prescribed ritual by which the image is linked to the aspect of the Divinity which it represents (in this case the aspect which we call "*Kali*"). Through this ritual the image becomes a *vigraha*, that is to say a living focus through which the particular Power of the Divine can function.

---

* See 'Ananda Varta', Vol. III/1, p. 37.

The statue was adorned with a golden necklace from which a locket was suspended. It could be clearly seen that the locket vibrated as if the statue was breathing. Mataji drew the attention of the *pujaris** to this extraordinary phenomenon. After the ceremony one of them who felt rather nonplussed, carefully examined the statue to make sure whether the vibration had not perhaps been due to some exterior cause. Far from this being so, he found on the contrary that the necklace had got stuck in the paint that was not yet quite dry.

On November 15th Mataji reached Banaras where Annakut was celebrated as usual in the Annapurna temple of the Ashram. On the 17th morning Mataji motored to Vindhyachal returning to Banaras on the 18th afternoon, only to leave the next day for New Delhi, where the fifth *Samyam Vrata* was observed from November 22nd-28th at the Kali Bari near Birla Mandir.

A gathering of this kind is bound to be a success. When a fairly large number of people assemble in Mataji's presence and for seven days concentrate on various *Sadhanas*, avoiding all distractions and putting aside for the time being their worldly occupations, their cherished habits and comforts, they cannot fail to gain new strength and to make a very definite step forward in their spiritual search. Some may have been enriched greatly and others to a lesser degree, but none could have left the gathering the same person as when he came. On one occasion, after the function was over, Mataji explained that by meditating in a group especially in the presence of Mahatmas, the less advanced are helped by those who reach greater depths in their meditation, since the *Prana*† is the same in all beings ; it is like water seeking its own level.

This is one of the reasons why Satsang is of such incomparable value. Without personal effort all who participate become automatically attuned to the vibrations of those who are one-pointed seekers after Truth and the best and highest is thereby quickened in them. But if we can have the great good fortune of coming into the presence of one who has transcended the illusion of separateness, the benefit is quite immeasurable. As on the occasions of the four previous *Samyam Vratas* that had been held since August 1952 in Banaras, Vindhyachal, Calcutta and Bombay respectively, this time ~~also~~ a number of Mahatmas took part in the function. Their daily discourses kept our thinking on a high level.

---

* Priests, † Life force.

On November 29th Kirtan was performed all day long at the Birla Mandir and continued at the Kali Bari hall till late at night, as there happened to be a lunar eclipse. By November 30th the greater part of the *Vratis** had dispersed to their homes practically all over India and Mataji shifted to Her Ashram at Chandraloka near Kalkaji Colony on the outskirts of New Delhi It is a charming place, far out in the wilds as yet. The last half mile of the road is extremely bad. In spite of this anyone approaching the Ashram during Mataji's stay could always easily spot it from a distance by the half a dozen cars that were usually parked just outside. The hall of the Ashram yet remains to be built. The *Satsang* had to be held in the open in the day and in Mataji's room in the evening. On most afternoons Mataji would drive to 48, Hanuman Rd., where Didi was housed, so as to be under a doctor's supervision.

On December 4th morning Mataji took a trip to Vrindaban returning to Delhi on the 5th evening. On December 9th She once again alighted in Banaras. December 11th to 13th afternoon were spent at Vindhyachal, but by 5 p. m. on December 13th Mataji was back at Banaras. On December 14th during the solar eclipse there was a long programme of silent meditation, *japa* and kirtan, Mataji remaining present throughout at the *Chnadi Mandap*.

It is customary to bathe in the Ganges both at the beginning and at the end of an eclipse. When the bathers went down to the *ghat* for the first time Mataji sat on the *ghat* steps watching them dip into the river and when they returned She playfully sprinkled a few drops of the sacred water on everyone present. But in the afternoon, when we descended to the Ganges for the second time, Mataji accompanied us all the way and Herself bathed, a thing which She does only on very rare occasions. Everyone at the Ashram had been observing a complete fast since the previous evening. After 4 p. m. we all sat down in a large circle with Mataji in the East and partook of the prasad that had been cooked and offered in the Annapurna temple in the early morning before the eclipse started and been preserved locked up in the temple ever since. At dusk a large boat carried us down the river to *Dashashwamedh Ghat** from where Mataji returned by car via *Sankat Mochana*. Sri *Anandamayi Karuna* have a herd of goats there and distribute free goat's milk to the children of the destitute.

---

* Participants of the Samyam Saptah,

On December 15th a wire arrived from Hoshiarpur to say that Sri Haribabaji Maharaj's health was not satisfactory. On the 16th afternoon Mataji motored to Vindhyachal where another wire from the devotees of Sri Haribabaji awaited Her. We had hoped that She would remain at Vindhyachal for a quiet stay of at least one or two weeks, but within an hour of Her arrival She was off to Delhi.

Only Swami Paramananda and one of the Ashramites who had never before attended to Mataji all by herself were allowed to accompany Her. People present felt rather puzzled at Mataji choosing this particular woman. Later we heard that soon after reaching Delhi she developed high fever and had to undergo a serious operation, from which she has since recovered. It is more than doubtful whether she would have had the chance of getting the adequate medical treatment so necessary just at that time, had she not gone with Mataji. Such an incident is an example of what by a superficial and critical observer might be misunderstood as odd in Mataji's behaviour; although there are very sound and weighty reasons behind it, which sometimes She Herself explains afterwards. Having witnessed similar occurrences time after time one naturally becomes convinced that even when the reasons are beyond our power to grasp, they nevertheless certainly do exist.

From Delhi Mataji proceeded to Jullundur on December 17th night, stopping at the Savitri Devi Ashram on the 18th morning for an hour or so, and from there by car to Amritsar, where Sri Haribabaji was lying in hospital. On the 18th evening Mataji and Sri Haribabaji took the plane to Delhi where Mateji arrived quite unexpectedly, while people were waiting at Jullundur for Her return by car from Amritsar. She stayed at the Birla Mandir for one night and then moved to 48, Hanuman Road, where several years ago the late Dr. J. K. Sen had built a two-room house for Her in his garden. Sri Haribabaji was then admitted into the Nursing Home of Dr. S. K. Sen who operated on him. The operation was completely successful and we are happy to say that Sri Haribabaji has by God's Grace regained his health and been able to return to Hoshiarpur at the end of January.

---

* One of the main *ghats* of Banaras. '*Ghat*' means bathing place.

When Dr. S. K. Sen's Nursing Home, which has been planned and fitted out according to the most modern scientific discoveries, was opened only last October, Dr. Sen, who is one of the leading surgeons of India, was desirous of having the opening ceremony performed in Mataji's presence. But somehow this was not possible. On this occassion however, Mataji visited the Nursing Home daily and was shown round the whole establishment.

During Mataji's visits to Delhi this winter a number of foreigners hailing from various countries such as England, Holland, Finland, France, U. S. A., Israel Mexico, and Chile came for Mataji's Darshan and to talk to Her.

On January 2nd Mataji moved to Her Ashram near Kalkaji and on the 4th She left for Vindhyachal, stopping in Allahabad for a few hours on January 5th morning. At Vindhyachal a few people who had hoped in vain to spend some quiet days with Mataji there in December, assembled for three delightful days. On the 8th Mataji was again at Banaras from where She returned to Vindhyachal on the 10th, leaving for New Delhi via Banaras on the 12th. She remained in Her Ashram at Chandraloka till January 31st. Sri Haribabaji was discharged from hospital the day after Mataji's arrival in Delhi and joined Her at Chandraloka where he was convalescing till the end of the month. Mataji then paid a very short visit to Vrindaban and via Delhi returned to Banaras, reaching there on the 3rd of February, only to leave for Vindhyachal on the 5th.

* * *

The building of the Shiva Temple in the grounds of the Vrindaban Ashram has been completed. The consecration is to take place at Shiva Ratri, on March 10th in Mataji's presence. It is expected that devotees from all over India will come to Vrindaban to attend the function.

NOTES AND COMMENTS

We are happy to announce that the long expected book in English called "*Sri Sri Anandamayi as Seen by Her Devotees*" has at last been printed and will be ready for sale at the beginning of the birthday celebrations in May, at the price of approximately Rs. 4/-

It is a symposium consisting of articles by Indian and European devotees, with a most interesting introduction and an article by Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj. (The Bengali and Hindi translations of the introduction will appear in the birthday number of the Ananda Vārtā). The book contains 17 illustrations showing Mataji from Her early days to the present in various bhavas, and photos of some of Her Ashramas.

* * * *

The third volume of Sri Gurupriya Devi's book *Sri Sri Anandamayi Ma* has been rendered into Hindi and has been printed. This also will be available by May at the price of Rs. 2/-/-.

Shailesh Brahmachari has written a book on Mataji's life in Bengali, suitable for school children, which is being printed.

* * * *

The third edition of Sri Gurupriya's first volume of *Sri Sri Anandamayi Ma* in Bengali is about to appear.
Price Rs. 2/-/-.

* * * *

Our readers will be interested to learn that an exquisitely beautiful album by Richard Lannoy, called "*India*", consisting of 188 large photogravure plates has been published by Thames and Hudson, London. It contains two very remarkable pictures of Mataji. Out of the 16 pages of the Introduction three quarters of a page are devoted to Mataji. The book has appeared in England and the U. S. A. simultaneously

* * * *

A gentleman from Bamenda in the British Cameroons has drawn our attention to an article about the

Shree Shree Anandamayee Sangha, which has appeared in the October 1955 issue of the Science of Thought Monthly Review". He asks for further details as he wishes to enlist himself as a member.

* * * *

We are glad to report that Shree Gurupriya Devi is maintaining the improvement in her health.

* * * *

We have just heard from London that the gramophone record of Mataji singing "*He Bhagavan*" and "*Krishna Kaneya*" has arrived there. Mataji's English devotees are greatly delighted to be able to listen to Her voice.

SHRI SHRI MA'S 60th JAYANTI CELEBRATIONS

As already announced the celebrations of Shri Shri Ma's 60th Jayanti will take place at Banaras from May 2nd—27th, 1956. Preparations are in full swing and there is every hope that by Mataji's Grace the function will be unique in every respect. It is expected that a very large number of the devotees and admirers of Mataji will assemble at Banaras on this happy occasion. At the same time we invite devotees in India as well as abroad who are quite unable to be present at Banaras, to join in the celebrations in their own Ashramas or homes in whatever manner that may seem appropriate. If we cannot all be together physically, let us at all events be united in thought during those auspicious days.

Invitations with details of the programme will be sent as soon as possible to all subscribers of Ananda Varta and to all members of the Sangha.

ĀNANDA VĀRTĀ

CONTENTS.

Voll. II MAY 1955—FEBRUARY 1956 No. 1 to 4

BENGALI SECTION

Page

1. মাতৃবাণী … … … 1, 81, 163, 245
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকৃত ব্যাখ্যাসহ 3, 83, 166, 247
3. বর্ণবিজ্ঞান ও আত্মার অবস্থা-বৈচিত্র্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ … 15, 104
4. তোমারে নমস্কার—ব্রহ্মচারী শ্রীশৈলেশ … … … 22
5. বৃন্দাবনে বারো দিন—পাঁচভূতের লেখা … … 23, 99, 175
6. আনন্দ মীমাংসা—অনির্ব্বাণ … … … 28
7. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত … 34, 113, 192, 269
8. শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ … … … 83
9. বিচার (কবিতা)—ব্রহ্মচারী শ্রীশৈলেশ … … … 110
10. দুটি কথা—শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ … … … 180
11. ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ … 256
12. অভিযানের আহ্বান—ব্রহ্মচারী শ্রীশৈলেশ … … 264
13. অনেকদিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে—বন্ধু … 265

ĀNANDA VĀRTĀ

CONTENTS (Contd.)

ENGLISH SECTION

1. Matri Vani .. 1, 121, [illegible], [illegible]
2. Mataji's Amara Vani .. 4, 124, 206, 289
3. Glimpses of Mataji's Life .. 8, 131,
4. Methods of Self-realization according to Yogavasistha —Dr. B. L. Atreya .. 17
5. What Mother Means to Me—Padmanabham .. 21
6. Unity of Prophets and saints—Baron H. P. van Tuyll van Seroos Kepken .. 25, 135
7. The Message of the Bhagavata—Dr. S. K. Maitra .. 140, 221
8. Mother as Revealed to Me from a Distance— Miriam Orr (Paris) .. 214
9. The All-Pervading Presence of the Mother—Kenneth Grant (London) .. 219
10. Ideals of Sufism—Dr. M. Hafiz Syed .. 227, [illegible]
11. On the Teaching of Sri Sri Anandamayi Ma—Vijayananda (Dr. Adolphe Weintrob) .. 293
12. Matri Darshan—By a devotee from Bombay .. 298
13. The Meaning of the Wheel Symbol (Cakra) According to Buddhist Tradition—Lama Anagarika Govinda .. 301
14. Diary Leaves—Atmananda .. 30, 147, 231, 310
15. Matri Lila .. 153, 237, 317
16. Notes and Comments .. 36, 161, 242, 322
17. Shri Shri Ma's 60th Jayanti Celebrations .. 161, 242, 323

List of Publications by the Shree Shree Ma Anandamayee Sangha

B 2/94. BHADAINI. BANARAS.

No.	Names of Books	Language	Author	Price		
1.	Matri Darshan	Bengali	Bhaiji	2	0	0
2.	Matri Darshan	Hindi	"	2	0	0
3.	Matri Darshan	Gujrati	"	2	0	0
4.	Matri Darshanam	Sanskrit	"	1	8	0
5.	Mother as Revealed to Me (English Version of Matri Darshan)	English	"	2	0	0
6.	Sadvani	Bengali	Bhaiji	1	0	0
7.	Sadvani	Hindi	"	1	0	0
8.	Sri Sri Ma Anandamayi	Bengali I	Gurupriya Devi	2	0	0
9.	Sri Sri Ma Anandamayi	" II	"	2	0	0
10.	Sri Sri Ma Anandamayi	" III	"	2	0	0
11.	Sri Sri Ma Anandamayi	" IV	"	2	0	0
12.	Sri Sri Ma Anandamayi	" V	"	2	0	0
13.	Sri Sri Ma Anandamayi	" VI	"	2	0	0
14.	Sri Sri Ma Anandamayi	" VII	"	2	0	0
15.	Sri Sri Ma Anandamayi	" VIII	"	In Press		
16.	Sri Sri Ma Anandamayi	Hindi I	"	2	0	0
17.	Sri Sri Ma Anandamayi	" II	"	2	0	0
18.	Sri Sri Ma Anandamayi	" III	"	In Press		
19.	Mother as seen by Her Devotees	English	Devotees	In Press		
20.	Matri Lila Sankirtan	Bengali	"	0	4	0
21.	Matri Lila Sankirtan	Hindi	"	0	5	0
22.	Akhanda Mahayajna	Bengali	Gurupriya Devi	2	8	0
23.	Akhanda Mahayajna	Hindi	"	2	8	0
24.	Ma Anandamayi Upadeshamrita	Bengali	"	1	8	0
25.	Ma Anandamayi Upadeshamrita	Hindi	"	1	8	0

PHOTOS & BLOCK PRINTS OF SRI SRI MA

1.	Photo Print Rs. 15/- (mounted)	8.	Block Print	Re. 1/- each Seashore
2.	" " Rs. 10/ "	9.	" "	Re. 1/- each Chuda
3.	" " Rs. 5/ each	10.	Bengali Album	Rs. 2/- each
4.	" " Rs. 3/ each	11.	" "	Rs. 1/8/- each
5.	" " Rs. 1/8/- each	12.	English Album	Rs. 2/- each
6.	" " Re. 1/- each	13.	" "	Rs. 1/8/- each
7.	" " As. -/8/- each			

Grammaphone Records of Mataji's Voice

1. Talks—पुजा का उद्देश्य—इष्ट प्रकाश। भगवान एक हुये भी वहु, वहु हुये भी एक। Price–Rs. 3/-
2. Bhajan—কৃষ্ণ কানাইয়া, বংশী বাজাইয়া (Krishna Kanheya)
   कृष्ण कन्हैया, वंशी वजइया
   হে ভগবান (The Bhagvan)
   हे भगवान
   Price Rs. 3/-